প্রথম প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ১৩৬৭

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন/কলকাতা-৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট/কলকাতা-৬



সূচীপত্র

অযোধ্যাকাণ্ড :

অরণ্যকাণ্ড :

প্রকাশকের নিবেদন

সাধক কবি তুলসীদাস রচিত 'রামচরিত মানস ও দোহাবলীর' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। আশা করি, প্রথম খণ্ডের মতই এই খণ্ডও আপনাদের কাছে আদৃত হবে। কবি তুলসীদাসের ভাষাতেই বলি –'মধুকর সরিস সন্ত গুণগ্রাহী'—সজ্জন ভ্রমরের মতই গুণগ্রাহী। আমাদের পথ বন্ধুর—বিঘ্নের কণ্টকে দুস্তর ; তবু এগিয়ে চলেছি কেবলমাত্র আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তায় আর আপনাদের সহযোগিতার সবল প্রেরণায়। এই সংসাহিত্য-উৎসবের রঙ্গমঞ্চে প্রকাশক আছেন নেপথ্যে—কেবল নান্দীপাঠ ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয় নেই। এই নেপথ্যলোকেই আমার পাশে আমি পেয়েছি সুদক্ষ কর্মী ও শিল্পী শ্রীদিলীপ দে চৌধুরীকে, যাঁর অকৃপণ সাহায্য আমাকে প্রতিপদে আশ্বস্ত করেছে।

রঙ্গমঞ্চে পুরোধারূপে রয়েছেন অনুবাদক শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী, তাঁর অসীম নিষ্ঠা ও শ্রম ছাড়া এই পবিত্র কর্মযজ্ঞ কোনক্রমেই সমাপ্ত হত না।

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মূলকাব্যের অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ; অবশিষ্ট চার কাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত হবে তৃতীয় খণ্ড।

বাবা ও মার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

'রামচরিত চিন্তামণি চারু'

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি, কাব্য, ভাষাবৈচিত্র্য ও ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ খণ্ডে 'মানসমুক্তাবলী' নামে একটি নতুন অংশ যুক্ত হলো। রামচরিত-মানসে এমন বহু উক্তি আছে যা প্রবাদবাক্যের মতো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কিছু সূক্তি চৌপাঈ ও দোহা থেকে 'মানসমুক্তাবলী' নামে বর্ণানুক্রমে সংকলিত হলো। তৃতীয় খণ্ডেও পরবর্তী সোপানগুলি থেকে সংগৃহীত অনুরূপ বাণী-সংকলন থাকবে। প্রথম খণ্ডে তুলসীদাসবিরচিত 'দোহাবলী'র শ্রেষ্ঠ দোহাগুলি সংকলিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আরও কিছু জনপ্রিয় দোহা অনুবাদসহ সংযোজিত হবে। রামচরিতমানসে অসংখ্য দোহা আছে, প্রসঙ্গচ্যুত করে দেখলেও যাদের সাহিত্যমূল্য অক্ষুন্ন থাকে। সে সব দোহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম খণ্ডের ভাষা ও ব্যাকরণ আলোচনায় একটি বিষয় অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে। শুদ্ধ হিন্দীর 'নে' চিহ্ন রামচরিতমানসে কর্তৃপদে অনুনাসিক চিহ্ন (ঁ) হিসেবে দেখতে পাচ্ছি (রামসখাঁ তব নাব মগাঈ, সাঁয় স্বপন অস দেখা, বায়ঁ রাজপদ তুচ্ছ কইঁ দীন্হা, রামকৃপাঁ অবরেব সুধারী ইত্যাদি। এটি একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি।

শব্দদীপিকা এ-খণ্ডেও যুক্ত হলো, পরবর্তী খণ্ডেও থাকবে। শেষ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হবে।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামবিলাস মাহাতো প্রমুখ গুণিজনের প্রোৎসাহন ও পরামর্শ পেয়েছি। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রার্থনা করি শ্রেয়ের সঙ্গে যুক্ত বহুবিঘ্নকে আমরা যেন দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারি।

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপান)

অগ্যাসমন সুসাহিব সেবা।

সৎপ্রভুর আজ্ঞাপালনের মতো সেবা আর নাই।



অনুহরি তাল গতিহি নট নাচা।

নট তালের গতি অনুসরণ ক'রে নাচে।



অন্তহু কীচ তহাঁ জহাঁ পানী।

যেখানে জল সেখানে তার নিচেই কাদা।



অবধ তজহি বুধ সরবস জাতা।

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।



অবসি দেখিঅহিঁ দেখন জোগূ।

যা দর্শনীয় তা অবশ্যই দেখবে।



আপনী সমুঝি সাধু সুচি কো ভা ?

নিজে নিজে মনে করলেই কি কেউ কখনও সাধু ও শুচি হয়েছে ?



আরত কহহিঁ বিচারি ন কাউ।

আর্ত কখনও বিচার ক'রে কথা বলে না।



আরত কাহ ন করই কুকরমূ ?

আর্ত কোন্ কুকর্ম না করে ?



ঔরু করৈ অপরাধ কোউ

ঔরু পাব ফল ভোগূ।

অপরাধ করে একজন আর
তার ফল ভোগ করে আর একজন।



করই জো করম পাব় ফল সোঈ।
যেমন কর্ম তেমনি ফল।



করত মনোরথ জস জিআঁ জাকে।
যার হৃদয় যেমন সে সেইরকম ইচ্ছা করে।



করম প্রধান সত্য কহ লোগু।
কর্মই প্রধান একথা লোকে ঠিকই বলে।



করহু কি কাঁজী সীকরনি
ছীর সিন্ধু বিনসাই।
একফোঁটা অম্লরসে কি
ক্ষীরসাগব কেটে যায়?



কেহি জগ কাল্ন ন খাই।
জগতে কাল কাকে না খায়?



গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বানী।
বাণী নয়নহীন, নয়ন বাণীহীন।



গিরি সম হোঁহি কি কোটিক গুঞ্জা।
কোটি গুঞ্জাফল একত্র করলেই কি পর্বতের সমান হয়?



গিরা অরথ জলবীচি সম
কহিঅত ভিন্ন ন ভিন্ন।

বাণী ও অর্থ, জল ও ঢেউয়ের মতো,
বলতে গেলে তা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু আসলে অভিন্ন।



চন্দিনি কর কি চণ্ডকর চোরী।
চাঁদ কি সূর্যকে চুরি করতে পারে ?



চারি পদারথ করতল তাকেঁ
প্রিয় পিতু মাতু প্রানসম জাকে।

পিতামাতা যার প্রাণের মতো
চতুর্বর্গ তার করতলগত।



চোরহি চন্দিনী রাতি ন ভাৱা।
চাঁদনীরাত চোরের ভালো লাগে না।



জগ ভল ভলেহি পোচ কহুঁ পোচু।
সংসার ভালোর কাছে ভালো, মন্দের কাছে মন্দ।



জানি না জাই নারী গতি ভাই।
নারীর গতিপ্রকৃতি জানা যায় না ভাই।



জাসু ভৱন সুরতরু তর হোঈ
সহি কি দরিদ্র জনিত দুখ সোঈ।

ঘরে যার কল্পতরুতল সে কি
দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করে ?



জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী—
তৈসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী।

প্রাণ বিনা দেহ আর জল বিনা
নদী যেমন, নারী বিনা পুরুষও তেমনি।



জো জস করই সো তস ফলু চাখা।
যে যেমন কাজ করে সে
তার ফল আস্বাদন করে।



ডরহু দরিদ্রহি পারসু পাএ ?
পরশপাথর পেয়েও দারিদ্র্যে ভয় করছ ?



ডাবর কমঠ কি মন্দর লেহী ?
গর্তের কচ্ছপ কি মন্দর পর্বত উঠাতে পারে ?



তনু তজি রহিত ছাঁহ কিমি ছেঁকী ?
ছায়া দেহ ছেড়ে কী ক'রে পৃথক্ থাকতে পারে ?



তহঁই দিবস জহঁ ভানু প্রকাসূ।
সেখানেই দিন যেখানে সূর্যের প্রকাশ।



দিবস জাত নহি লাগিহি বারা।
দিন যেতে দেরি লাগে না।



ধীরজ ধরম মিত্র আরু নারী
আপদ কাল পরিখিঅহিঁ চারী।
ধৈর্য ধর্ম মিত্র এবং নারী এ চারিটি
আপৎকালেই পরীক্ষিত হয়।



নহিঁ কোউ অস জন্মা জগ মাহীঁ
প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ।

'এমন কেউ জগতে জন্মায় নি
প্রভুতা পেয়ে যার অহংকার হয় না।



পসু নাচত সুক পাঠ প্রবীনা।
গুন গতি নট পাঠক আধীনা।
পশু নাচে আর পাখি পাঠে প্রবীণ হয়।
এদের গুণ ও গতি যে পড়ায় আর নাচায় তাদেরই।



পরাধীন সপনেহু সুখ নাহী।
পরাধীনের স্বপ্নেও সুখ নাই।



পুরোডাস চহ রাসভ খারা।
গাধা যজ্ঞভাগ খেতে চায়?



প্রভা জাই কহঁ ভানু বিহাঈ।
সূর্যকে ছেড়ে প্রভা যাবে কোথায়?



ফরই কি কোদব বালি সুসালী।
কোদোর ডাঁটায় কি ভাল ধান ফলে?



বটু বিশ্বাস অচল নিজধরমা।
নিজধর্মে অচল বিশ্বাসই অক্ষয়বট।



বরা সো লুনিঅ জো দীহ্না।
আমি যা বুনেছি তাই কেটেছি।



রবিহিঁ ন দোষু দেব দিসি ভুলেঁ।
দিক ভুল হলে সূর্যের তো দোষ নাই।

বাজ সুরাগ কি গাঁডর তাঁতী ?
কুশঘাসের তারে কি ভালো রাগ বাজে ?



বাঁঝ কি জান প্রসবকৈ পীড়া ?
বন্ধ্যা কি জানে প্রসববেদনা ?



বাল মরাল কি মন্দর লেহী ?
হংসশাবক কি মন্দর পর্বত তুলতে পারে ?



বায়স পলিইহি অতি অনুরাগা।
হৌঁহি নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা ?
কাককে পরম আদরে পালন করলেও
সে কি কখনও নিরামিষাশী হয় ?



বিধিহু ন নারি গতি জানী।
বিধাতারও নারীর গতিপ্রকৃতি জানা নেই।



বিনু মন তন দুখ সুখ সুধী কেহী ?
মন বিনা দেহের সুখ-দুঃখের বোধ কার হয় ?



বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
সৎসঙ্গ বিনা বিবেক হয় না।



বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধু।
শত্রুতা অন্ধ, প্রেম অবোধ।



বৈর প্রেম নাহি দুরই দুরাএঁ।
শত্রুতা ও প্রেম লুকোলেও লুকোন যায় না।

মতিগতি বাল বচন কী নাই।
বুদ্ধির গতি শিশুর কথার মতো।



মন মোদকহ্নি কি ভুখ বুতাঈ।
মনগড়া মিঠাইয়ে কি ক্ষিদে যায়?



মানত্ সাধু্ পেম পহিচানী।
সাধু্ প্রেম বুঝেই মানে।



মুকুতা প্রসব কি সম্বুক কালী
কালো শামুক কি মুক্তো প্রসব করে?



মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
আমি আর আমার, তুমি আর তোমার
এই হচ্ছে মায়া।



রহই ন নীচ মতেঁ চতুরাঈ।
নীচের উপদেশে চাতুর্য থাকে না।



যুবতী শাস্ত্র নৃপতি বস নাহীঁ।
যুবতী, শাস্ত্র ও রাজা কারো বশে থাকে না।



রহত ন আরতকে চিত চেতু।
আর্তের মনে কোন জ্ঞান থাকে না।



রামকথা কে মিতি জগ নাহীঁ।
জগতে রামকথা অনন্ত।



রাম চরিত চিন্তামনি চারু।
রামচরিত চারু চিন্তামণি।



রাম চরিত রাকেল কর
সরিস সুখদ সব কাহু।
রামচরিত সকলের সুখপ্রদ
চন্দ্রকিরণের মতো।



রামপ্রেম রস্ন কহি ন পরত সো।
রামপ্রেমের সেই রস বলে বোঝানো যায় না।



রিপু তেজসী অকেল অপি
লঘু করি গনিঅন তাহু।
প্রবল রিপু একা হলেও তাকে
লঘু করে দেখা উচিত নয়।



সঠ সুধরহিঁ সত সঙ্গত পাঈ
পারস পরস কুধাতু সুহাঈ।
দুষ্ট সৎসঙ্গ পেয়ে শুধরে যায়,
পরশপাথর কু-ধাতুকেও সোনা করে।



সত্য মূল সব সুকৃত সুহাএ।
সমস্ত সুন্দর সুকৃতের মূল সত্য।



সন্তত ধরনি ধরত সির রেনু।
ধরণী সর্বদাই মাথায় ধুলো ধরে আছে।



সমউ ফিরে রিপু হোঁহি পিরীতে।
সময় বিপরীত হলে মিত্রও শত্রু হয়।

সরসী সীপ কি সিন্ধু সমাঈ ?
পুকুরের ঝিনুকে কি সমুদ্র ঢুকতে পারে ?



সাগর সীপ কি জাহি উলীচে ?
ঝিনুক দিয়ে কি সমুদ্র সেঁচা যায় ?



সুখ হরষহি জড় দুখ বিলসাহী
দোউ সম ধীর ধীরহি মন মাহী ।
মূর্খ সুখে আনন্দিত হয়, দুঃখে দুঃখিত হয়।
যে ধীর তার মনে দুই-ই সমান ।



সূঝ জুয়ারিহি আপন দাউ ।
জুয়াড়ি নিজের দানের কথাই ভাবে ।



সেবক লহই স্বামি সেবকাঈ ।
স্বামিসেবাতেই সেবকের লাভ ।



হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমূ ।
সেবকের ধর্ম কৈলাসপর্বতের চেয়ে ভারি ।



হরি ইচ্ছা বলবান ।
হরির ইচ্ছাই বলবতী ।

শব্দদীপিকা

অযোধ্যাকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ড

[না. = নামধাতু, ফা. = ফার্সী, আ = আরবী]

অকাজেউ < অকাজ (না.)—অঘটন ঘটিয়েছে, মরেছে

অঁগরী < অঙ্গত্র—বর্ম

অঘানে < আ-ঘ্রাণ—তৃপ্ত হলো।

অঞ্চইঅ—আচমন করো।

অথাঈ < স্থায়ি—বৈঠক, মঞ্চ

অথয়উ < অস্তমন—অস্ত গেল

অথরবুধি—অস্থিরমতি

অধারা < আধার—সহায়

অনঈস < ন √ইষ্—অনভিপ্রেত, মন্দ

অনট—উপদ্রব, অত্যাচার

অনুহরি < অনু √হৃ—অনুসরণ ক'রে

অপান < আপ্পান < আত্মানং—নিজেকে

অরণ্ড < এরণ্ড—রেড়ি

অরগাঈ < অ—√ লগ্—পৃথক হয়ে চুপ ক'রে

অরুঝানী < অবরুদ্ধন—ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ল

অলান < আলান—হাতি বাঁধার খুঁটি

অলীহা < অলীক—মিথ্যা

অবঘট < অবঘট্ট—দুর্গম

অবরেব < অব (বিরুদ্ধ) + রেব (গতি)—ঝঞ্ঝাট

আগবনু—আগমন

উতরু—উত্তর

উছাহু—উৎসাহ

উছাসা < উচ্ছ্বাস—শ্বাস

উলীচা < উল্লঙ্ঘন—সেঁচে ফেলল

কদম্ব < কদম্ব—সমূহ

কদরাহু < আ. কদর (না.)—কদর করো

কপারু—কপাল

করতূতী—কর্মকলা

করষা < কর্ষ—আবেগ, উচ্ছ্বাস

কাঢ়ি—নিষ্কাশন ক'রে

কীচ—কাদা

কুঠাহর < কু-স্থাবর—কুস্থান, কুসময়

কুদাউ < কু-আ. দাবা—মন্দ দাবি

কুম্ভিলাহী < কু- √ম্লা—শুকিয়ে গেল

কেতিক < কিয়ৎ + ক—কত

কোতল (ফা.)—সজ্জিত ঘোড়া

কোদব—নিকৃষ্ট ধান, কোদোধান

খগহা—গণ্ডার

খর < ফা. খর—গাধা

খরভরু—গোলমাল

খরারু—দুঃখ

খিসিআনি—ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হয়ে

খুনিস < ক্ষুণ্ণমনস্—ক্রোধ

খোহা < গোহ—গুহা

খোরী < খোট—দোষ

গঢ়িছোলি—মিথ্যামিথ্যি, ভুলিয়ে-ভালিয়ে

গয়ন্দু < গজেন্দ্র—হাতি

গলানি—গ্লানি

গহবরি < গহ্বর—গভীর

গাঁডর < গণ্ডালী—কুশঘাস

গালু—গালমন্দ

গৌনু—গমন

ঘাটাবোহু—ঘাটাববোধ

ঘালেসি—বিনষ্ট করল

চক্কবঈ—চক্রবর্তী

চবেনা—চানাচুর

চংগ—ঘুড়ি
চৌথেপন—বার্ধক্য
ছাঁহ – ছায়া
ছীঁক<ছীক্কন—হাঁচি
ছুঁছা—শূন্য, নিষ্ফল
ছোনী হরণ করেছে
ছোহ<ক্ষোভ · কৃপা
জগু—জগৎ
জঠেরী—বৃদ্ধা
জথারথ – যথার্থ
জবাসা—ঘাসবিশেষ
জনকৌরা<জনকপুরবাসী
জনু—যেন
জহবাঁ<যথা—যেখানে
জামা—উৎপন্ন হয়েছে
জোগ্ –যোগ্য
জোহার<√জুষ্—অভিনন্দন, প্রণাম
টেঈ<√তেজি—শান দিল
ঠাঢ়ি—দাঁড়িয়ে
ঠাঁব<স্থান—ঠাঁই
ডসাঈ—বিছিয়ে দিল
ডাবর<দর্ভ—পুকুর, গর্ত
ডাসি – বিছিয়ে
ডোরিআএ—ডোরে বাঁধা (বিশেষণ)
তমারি<তমস্+অরি—সূর্য
তহবাঁ<তথা—সেখানে
তিরহুতি<ত্রিহুত—মিথিলা
তুরাঈ<√তুল্—তুলনীয় হল
তেই<√তৃ—পার হয়ে
তেঁ, তৈঁ<-তস্—থেকে
তোবাবতি<ত্বরাবতী—বেগবতী, নদী
থাতী<স্থাতৃ—গচ্ছিত বস্তু
দুঘরী<দ্বি-ঘটী—দ্বিপ্রহর

দুরাই<√দূর (না.)—লুকিয়ে
দেখবাই—দেখিয়ে
ধরীন<ধুরীন—শ্রেষ্ঠ
ধুজা—ধ্বজা
নতরু—না হয় তো
নহারু – তাঁত
নাঘত<√লঙ্ঘ্—লঙ্ঘন করতে করতে (ত<শতৃ)
নিঅরাঈ<নিকট (না.) - এল
নিবেরী<নি-√বৃৎ—মুক্ত ক'রে
নিহোরা · উপকার
নিরীস<নিরীশ—নাস্তিক
নিসীল<নিঃশীল—চরিত্রহীন
নিহকাম—নিষ্কাম
নেকু (ফা.)—কিছু
নেবজী<ফা. নিবাজ.—রক্ষা ক'রে
পটতর<পট্টতল—সমতা, তুল্যতা
পতিআহু<প্রতি√ই—বিশ্বাস করো
পনচ—পঞ্চ
পয়াদেহি—পদব্রজে
পরপঞ্চ<প্রপঞ্চ—ছলনা, মায়া
পসেউ<প্র-√স্রু—ঘামল
পাঠীন - পোনা মাছ, মাছ
পালব—পল্লব
পাহন—পাষাণ
পাহরু—প্রহরী
পূতু – পুত্র
পেলি<প্র√-ঈর্ ঠেলে ভিতরে ঢুকে
প্রবানা··প্রমাণ
ফর—ফল
ফাবী—মানিয়েছে
বগমেল<বর্গমেল—পাশাপাশি
বপুরে—বেচারা

বয়দেহী < বৈদেহী —সীতা
বয়স্থ—বৈশ্য
বয়ারী—ক্লেশদায়ক
বরবস—যা হোক ক'রে
বরিবণ্ড —বলবান
ববোরু -সুন্দরী
বাউ—বায়ু
বাদি—বৃথা
বারহবাটা —নষ্ট, ছড়ানো-ছিটানো
বাহিজ্ঞ < বাহ্য —বাহ্যতঃ
বিগোঈ < বি-√গুপ্—নষ্ট করেছে
বিরিদাবলী < বিরুদাবলী—প্রতাপাদির বিস্তৃত বর্ণনা
বিলখি < বি √লক্ষ্—লক্ষ্য ক'রে
বিহবল—বিহ্বল
বুড—ডুবেছে
বেগি < বেগ (না.)—বেগে, শীঘ্র
বোবতি—ডুবায়
বৈন—বচন

ভভরি—ঘাবড়িয়ে
ভাজি—পালিয়ে
ভাথা < ভস্ত্রা—তূণীর
ভিনুসারা—প্রভাত
ভেঈ—ভিজিয়ে দিল, শীতল করল
ভোরে—সরল

মকু -হয়তো, যদি
ময়ত্রী—মৈত্রী
মলেছ < ম্লেচ্ছ—কসাই
মাখী < মক্ষী—মাছি
মাখে < √ মৃষ্—অপ্রসন্ন হলো
মাজ—প্রথম বর্ষার ফেনা যা মাছের পক্ষে মাদক
মিতপ্রদ -হিতৈষী

মিস < মিষ—ছল
মীঞ্জি < মৃজ —মর্দন ক'রে
মুঠভেরী—ঝগড়া, বিরোধ
মূর < মূল -ধন
রজাই < আ রেজা.—আজ্ঞা
রহসী < আ রহম (না.)—প্রসন্ন হল
রহঁসেউ < রভস (না.) আনন্দিত হল
রাখেসি—রাখল
রুখ < ফা. রুখ—মুখ, ইচ্ছা
রুণ্ড—কবন্ধ
রৌতাঈ < রাবত + আঈ—সর্দারি, বীরত্ব

লকুট < লগুড়—দণ্ড
ললকি—তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা ক'রে
লহি < √লভ্—লাভ ক'রে
লাতউ—লাথি
লাবক—তিতির
লাবা—তিতির
লীকা—রেখা, রীতি
লুনিঅ < √লূ—কাটা হল
লোনে < লাবণিক—লাবণ্যময়, সুন্দর

সকুচ—সংকোচ
সঁকেলা < সম্ √-কৃ—একত্রিত করল
সচান—বাজপাখি
সঁজোইল < সজ্জা + ইল—সজ্জিত
সঠ < শঠ—দুষ্ট, মূর্খ
সতিভাউ < সদ্‌ভাব—যথার্থভাবে
সনকারে < সম্ √-কিৎ—ঈসারা করল
সনাজ - অন্ন
সমৃতি—স্মৃতি
সয়ানপ (সয়ানা + প)—বুদ্ধিমত্তা, বিবেক
সরবস—সর্বস্ব

সবতি < সপত্নী—সতীন
সহমেউ < সহম (না.)—ভয় পেল
সাকা < সক্কা—কীর্তির স্মারক
সাখী—সাক্ষী
সাঁথরী < সংস্তর—বিছানা
সামুহেঁ—সম্মুখে
সাহনী < সাধনী—সেনা, সেনাপতি
সিঅরেঁ—শীতল
সিরানে—সমাপ্ত
সিহাউ—ঈর্ষা করল, প্রশংসা করল
সীকরনি < শিকর—জলকণা
সুঅন—পুত্র
সুঅসন < সু অশন—সুখাদ্য, ভোজ
সুতীছী—সুতীক্ষ্ণ
সুদেশে < সু-দিশ্—উপদেশ দিল
সুপাস—আরাম, সুখ
সুবতি < সুমতি—সবুদ্ধি
সোচু < √শুচ—চিন্তা
সোধে < √শুধ্—শুদ্ধ করল, শোধরাল
হলোরে—তরঙ্গিত, পুলকিত
হঁরাস < ফা. হরাস—তাপ, দুঃখ, ধাকা
হহরি—ভয়ে কাঁপল
হুঁতি—দিক

********************** অযোধ্যাকাণ্ড **********************

মঙ্গলাচরণ

যস্যাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগা মস্তকে
ভালে বালবিধুর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট্।
সোঽয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্বাধিপঃ সর্বদা
শর্বঃ সর্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতু মাম্॥ ১

যাঁর অঙ্কে পার্বতী, মাথায় গঙ্গা, কপালে বালচন্দ্র, কণ্ঠে গরল, বক্ষে সর্পরাজ, এই সেই ভস্মভূষণ সুরশ্রেষ্ঠ সর্বলোকেশ্বর সর্বব্যাপী শর্ব ও শিব (সংহারকর্তা ও কল্যাণবিধাতা) শশাঙ্কতুল্য শঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন।

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লে বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা॥ ২

রামচন্দ্রের যে মুখপদ্মের শ্রী অভিষেকেও প্রসন্ন হয় নি বা বনবাসদুঃখেও ম্লান হয় নি সেই শ্রী সর্বদা আমার মঞ্জুল মঙ্গলপ্রদ হোক।

নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গ সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥ ৩

নীলাম্বুজের মতো শ্যামল ও কোমল অঙ্গ যাঁর, সীতা যাঁর বামভাগে বিরাজিতা, যাঁর হাতে মহাবাণ ও সুন্দর ধনু সেই রঘুবংশনাথ রামকে প্রণাম করি।

দো॰ শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ, নিজ মনু মুকুরু সুধারি।
বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি॥ ১॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মের ধূলিতে নিজের মনের আয়নাকে মেজে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বিমল যশ বর্ণনা করছি যা চারটি ফল (চতুর্বর্গ) দান করে।

অযোধ্যায় আনন্দ

চৌ॰ জব তেঁ রামু ব্যাহি ঘর আএ * নিত নব মঙ্গল মোদ বধাএ।
ভুবন চারিদস ভূধর ভারী * সুকৃত মেঘ বরষহিঁ সুখ বারী॥

যেদিন থেকে রাম বিবাহ করে ঘরে এলেন সেদিন থেকে নিত্যনব মঙ্গল ও আনন্দ-

উৎসব হতে লাগল। চতুর্দশভুবনরূপ বড়ো বড়ো পর্বতের উপরে পুণ্য-মেঘ সুখ-বারি বর্ষণ করতে লাগল।

রিধি সিধি সম্পতি নদীঁ সুহাঈ * উমগি অবধ অম্বুধি কহুঁ আঈ।
মনিগন পুর নর নারি সুজাতী * সুচি অমোল সুন্দর সব ভাঁতী॥

রিদ্ধি, সিদ্ধি ও সম্পদরূপ সুন্দর নদী অযোধ্যারূপ সমুদ্রে এসে মিলল। নগরের কুলীন স্ত্রীপুরুষ হল সেই সমুদ্রের মণিরাশি যা সর্বাদক দিয়ে সুন্দর, শুচি ও অমূল্য।

কহি ন জাই কছু নগর বিভূতী * জনু এতনিঅ বিরঞ্চি করতূতী।
সব বিধি সব পুর লোগ সুখারী * রামচন্দ মুখ চন্দু নিহারী॥

নগরীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলা যায় না। মনে হয় তা ব্রহ্মার নির্মাণকৌশলের সীমা। রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখে নগরীর সমস্ত লোক সর্বপ্রকারে সুখী।

মুদিত মাতু সব সখীঁ সহেলী * ফলিত বিলোকি মনোরথ বেলী।
রাম রূপু গুণ সীলু সুভাউ * প্রমুদিত হোই দেখি সুনি রাউ॥

সখী, সহচরী ও মায়েরা সব তাদের মনোরথরূপ বেলফুল প্রস্ফুটিত দেখে আনন্দিত হলেন। রাজা রামের রূপ, গুণ, শাল ও স্বভাব দেখে ও শুনে প্রমুদিত হলেন।

দো॰ সব কেঁ উর অভিলাষু অস, কহহিঁ মনাই মহেসু।
আপ অছত জুবরাজ পদ, রামহি দেউ নরেসু॥ ২॥

সবার মনে এই অভিলাষ হল—শিবের কাছে এই মানত করো, রাজা (দশরথ) নিজে বেঁচে থাকতেই যেন রামকে যুবরাজপদ দেন।

চৌ॰ এক সময় সব সহিত সমাজা * রাজসভাঁ রঘুরাজু বিরাজা।
সকল সুকৃত মূরতি নরনাহূ * রাম সুজসু সুনি অতিহি উছাহূ॥

একদিন সভাসদদের নিয়ে রঘুরাজ (দশরথ) রাজসভায় বিরাজিত ছিলেন। সকল সুকর্মের মূর্তি মহারাজ রামের সুযশ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

নৃপ সব রহহিঁ কৃপা অভিলাষেঁ * লোকপ করহি প্রীতি রুখ রাখেঁ।
তিভুবন তীনি কাল জগ মাহীঁ * ভূরিভাগ দসরথ সম নাহীঁ॥

রাজারা সব তাঁর কৃপা চান এবং লোকপালেরাও তাঁর মুখ চেয়ে তাঁর প্রতি প্রীতি স্থাপন

করেন। তিন লোকে এবং তিন কালে দশরথের মতো এমন ভাগ্যবান আর কেউ হন নি।

মঙ্গলমূল রামু সুত জাসু * জো কছু কহিঅ থোর সবু তাসু।
রায়ঁ সুভায়ঁ মুকুর কর লীন্হা * বদনু বিলোকি মুকুট সম কীন্হা॥

মঙ্গলমূল রাম যাঁর তনয় তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলা যাক তাই হবে তুচ্ছ (অর্থাৎ, বলে তার মাহাত্ম্যের নাগাল পাওয়া যাবে না)। রাজা (একদিন) সহজভাবে (রোজকার মতো) আয়না হাতে নিলেন, এবং মুখ দেখে মুকুট সোজা করলেন।

রাজার অভিলাষ

শ্রবন সমীপ ভএ সিত কেসা * মনহুঁ জরঠপনু অস উপদেসা।
নৃপ জুবরাজু রাম কহুঁ দেহূ * জীবন জনম লাহু কিন লেহূ॥

(দেখলেন) কানের কাছে চুল সাদা হয়েছে। যেন বার্ধক্য এই উপদেশ দিল—হে রাজন্, যৌবরাজ্য রামকে দিয়ে জীবন ও জন্মলাভের ফল ভোগ করছ না কেন ?

দো॰ যহ বিচারু উর আনি নৃপ, সুদিনু সুঅবসরু পাই।
প্রেম পুলকি তন মুদিত মন, গুরহি সুনায়উ জাই॥ ৩॥

মনে মনে এই চিন্তা করে রাজা শুভদিন ও শুভ সময় পেয়ে প্রেমে পুলকিত দেহে প্রফুল্লচিত্তে গুরুকে গিয়ে বললেন—

চৌ॰ কহই ভুআলু সুনিঅ মুনিনায়ক * ভএ রাম সব বিধি সব লায়ক।
সেবক সচিব সকল পুরবাসী * জে হমারে অরি মিত্র উদাসী॥
সবহি রামু প্রিয় জেহি বিধি মোহী * প্রভু অসীস জনু তনু ধরি সোহী।
বিপ্র সহিত পরিবার গোসাঈঁ * করহিঁ ছোহু সব রৌরিহি নাঈ॥

রাজা বললেন, হে মুনীশ্বর! শুনুন, রাম সব দিক দিয়ে সবকিছুর যোগ্য। সেবক, সচিব এবং সমস্ত পুরবাসী, আমার সব শত্রু বা মিত্র, অথবা যারা আমার প্রতি নিরপেক্ষ, রাম আমার কাছে যেমন প্রিয় এঁদের সকলের কাছে তেমনি প্রিয়। প্রভুর আশীর্বাদ যেন শরীর ধারণ করেছে। হে স্বামিন্, আপনার মতো ব্রাহ্মণ ও নিজ পরিবার সকলেরই তাঁর উপর স্নেহ।

জে গুর চরন রেনু সির ধরহীঁ * তে জনু সকল বিভব বস করহীঁ।
মোহি সম যহু অনুভয়উ ন দূজেঁ * সবু পায়উঁ রজ পাবনি পূজেঁ॥

যে গুরুচরণের ধূলি মাথায় নেয় সে যেন সমস্ত সম্পদ বশ করে নেয়। আমার মতো অন্য কেউ এ কথা অনুভব করে নি, আমি ঐ পবিত্র ধূলি পূজো করে সব পেয়েছি।

অব অভিলাষু একু মন মোরেঁ * পূজিহি নাথ অনুগ্রহ তোরেঁ।
মুনি প্রসন্ন লখি সহজ সনেহূ * কহেউ নরেস রজায়সু দেহূ ॥

এখন আমার মনে শুধু একটি অভিলাষ, তোমার অনুগ্রহে তা পূর্ণ হবে। মুনিকে সহজ স্নেহে প্রসন্ন দেখে রাজা বললেন, যদি আজ্ঞা দেন তো বলি।

দো০ রাজন রাউর নামু জসু, সব অভিমত দাতার।
ফল অনুগামী মহিপ মনি, মন অভিলাষু তুম্হার ॥ ৪ ॥

রাজন্, তোমার নাম-যশ সমস্ত মনস্কামনা সফল করবে। হে রাজশিরোমণি, তোমার মনস্কামনার পিছে পিছে চলে চারটি ফল (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ)।

চৌ০ সব বিধি গুরু প্রসন্ন জিয়ঁ জানী * বোলেউ রাউ রহঁসি মৃদু বানী।
নাথ রামু করিঅহিঁ জুবরাজূ * কহিঅ কৃপা করি করিঅ সমাজূ ॥

গুরু সব দিক দিয়ে প্রসন্ন এ কথা অনুভব করে রাজা সঙ্গোপনে তাঁকে মধুর বচন বললেন, হে নাথ! রামকে যুবরাজ করুন। কৃপা করে যদি আজ্ঞা দেন তাহলে অভিষেকের আয়োজন করি।

মোহি অছত যহু হোই উছাহূ * লহহিঁ লোগ সব লোচন লাহূ।
প্রভু প্রসাদ সিব সবই নিবাহীঁ * যহ লালসা এক মন মাহীঁ ॥

আমি বেঁচে থাকতে থাকতে এ উৎসব হোক আর সবাই চোখ থাকার ফল ভোগ করুক। প্রভুর অনুগ্রহে শিব সমস্ত বাসনা পূরণ করেছেন, শুধু এই অভিলাষটি মনেই রয়ে গেল।

পুনি ন সোচ তনু রহউ কি জাউ * জেহিঁ ন হোই পাছেঁ পছিতাউ।
সুনি মুনি দসরথ বচন সুহাএ * মঙ্গল মোদ মূল মন ভাএ ॥

এর পরে শরীর থাক আর নাই থাক কোন চিন্তা নাই, এর পরে আর কোন অনুতাপও হবে না।— মঙ্গল ও আনন্দের মূল দশরথের এ কথা শুনে মুনির ভালো লাগল।

সুনু নৃপ জাসু বিমুখ পছিতাহীঁ * জাসু ভজন বিনু জরনি ন জাহীঁ।
ভয়উ তুম্হার তনয় সোই স্বামী * রামু পুনীত প্রেম অনুগামী ॥

তিনি বললেন, শোন রাজন্! যিনি বিমুখ হলে লোককে অনুতপ্ত হতে হয়, আর যাঁর ভজন ছাড়া হৃদয়ের তাপ যায় না তিনি তোমার পুত্র, যিনি পবিত্র প্রেমের অনুগামী।

দো॰ বেগি বিলম্বু ন করিঅ নৃপ, সাজিঅ সবুই সমাজু।
সুদিন সুমঙ্গলু তবহিঁ জব, রামু হোহিঁ জুবরাজু ॥৫॥

হে রাজন্, বিলম্ব কোরো না। সমস্ত আয়োজন করো। সেই দিনই সুদিন ও সুমঙ্গল আসবে যেদিন রাম যুবরাজ হবে।

রামের রাজ্য অভিষেকের আয়োজন

চৌ॰ মুদিত মহীপতি মন্দির আএ * সেবক সচিব সুমন্ত্র বোলাএ।
কহি জয়জীব সীস তিন্হ নাএ * ভূপ সুমঙ্গল বচন সুনাএ ॥

রাজা আনন্দিত হয়ে মন্দিরে এলেন। সেবক, সচিব ও সুমন্ত্রকে ডাকলেন। জয় জীব, বলে তাঁরা মাথা নোয়ালেন। রাজা মঙ্গলবাণী শোনালেন।

জৌঁ পাঁচহি মত লাগৈ নীকা * করহু হরষি হিয়ঁ রামহি টীকা।

যদি পাঁচজনের মতে একাজ ভালো বলে মনে হয় তাহলে প্রসন্ন মনে রামের অভিষেক উৎসব করো।

মন্ত্রী মুদিত সুনত প্রিয় বানী * অভিমত বিরবঁ পরেউ জনু পানী।
বিনতী সচিব করহিঁ কর জোরী * জিঅহু জগতপতি বরিস করোরী ॥

এই প্রিয় কথা শুনে মন্ত্রী আনন্দিত হলেন। তাঁর মনোরথরূপ চারাগাছে যেন জলবর্ষণ হল। তিনি হাত জোড করে মিনতি করে বললেন—হে জগৎপতি, আপনি কোটি কোটি বছর জীবিত থাকুন।

জগ মঙ্গল ভল কাজু বিচারা * বেগিঅ নাথ ন লাইঅ বারা।
নৃপহি মোদু সুনি সচিব সুভাষা * বঢ়ত বৌড় জনু লহী সুসাখা ॥

আপনি জগতের মঙ্গলের জন্যে শুভকাজ চিন্তা করেছেন। হে নাথ! ত্বরান্বিত হোন, বিলম্ব করবেন না।

দো॰ কহেউ ভূপ মুনিরাজ কর, জোই জোই আয়সু হোই।
রাম রাজ অভিষেক হিত, বেগি করহু সোই সোই ॥৬॥

রাজা বললেন, মুনিরাজের যা যা আদেশ রামের রাজ-অভিষেকের জন্যে অবিলম্বে তাই করো।

চৌ০ হরষি মুনীস কহেউ মৃদু বানী * আনহু সকল সুতীরথ পানী।
ঔষধ মূল ফূল ফল পানা * কহে নাম গনি মঙ্গল নানা॥

মুনীন্দ্র সানন্দে মৃদুবাণী বললেন—সমস্ত সুতীর্থের জল আনো। তিনি ঔষধি, মূল, ফুল, ফল পাতা ইত্যাদি অনেক মঙ্গলসামগ্রীর নাম ভেবে বললেন।

চামর চরম বসন বহু ভাঁতী * রোম পাট পট অগনিত জাতী।
মনিগন মঙ্গল বস্তু অনেকা * জো জগ জোগু ভূপ অভিষেকা॥

চামর, চর্ম, নানারকম বস্ত্র, পশম ও রেশমের বস্ত্র, মণি ইত্যাদি অনেক সামগ্রীর কথা বললেন যা সংসারে রাজ-অভিষেকের যোগ্য উপকরণ।

বেদ বিদিত কহি সকল বিধানা * কহেউ রচহু পুর বিবিধ বিতানা।
সকল রসাল পূগফল কেরা * রোপহু বীথিহ্ন পুর চহুঁ ফেরা॥

বেদবিদিত সমস্ত বিধান ব'লে বললেন—নগরীতে অনেক মণ্ডপ বানাও। ফলন্ত আম গাছ, সুপারি এবং কলাগাছ পথে পথে নগরীর চারদিকে রোপণ করো।

রচহু মঞ্জু মনি চৌকৈঁ চারু * কহহু বনাবন বেগি বজারু।
পূজহু গনপতি গুর কুলদেবা * সব বিধি করহু ভূমিসুর সেবা॥

সুন্দর মণির আলপনা রচনা করো, অবিলম্বে বাজার সাজাতে বলো। গণেশ, গুরু ও কুলদেবতার পূজা করো, এবং সবরকমে ব্রাহ্মণের সেবা করো।

দো০ ধ্বজ পতাক তোরন কলস, সজহু তুরগ রথ নাগ।
সির ধরি মুনিবর বচন সবু, নিজ নিজ কাজহিঁ লাগ॥৭॥

ধ্বজা, পতাকা, তোরণ, কলস, ঘোড়া এবং হাতি সাজাও। মুনিবরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে, সবাই যার যার কাজ করতে লাগল।

চৌ০ জো মুনীস জেহি আয়সু দীন্হা * সো তেহিঁ কাজু প্রথম জনু কীন্হা।
বিপ্র সাধু সুর পূজত রাজা * করত রাম হিত মঙ্গল কাজা॥

মুনীশ্বর যাকে যে-কাজের আদেশ দিলেন সে যেন সেই কাজ আগে থেকেই করে রেখেছে বলে মনে হল। রাজা সাধু বা দেবতাদের পুজোয় নিরত হলেন এবং রামের জন্য মঙ্গল-কাজ করতে লাগলেন।

সুনত রাম অভিষেক সুহারা * বাজ গহাগহ অবধ বধারা।
রাম সীয় তন সগুন জনাএ * ফরকহিঁ মঙ্গল অঙ্গ সুহাএ॥

রামের সুন্দর অভিষেকের কথা শুনেই অযোধ্যায় সাড়ম্বরে মঙ্গলবাদ্য বাজতে লাগল। রাম ও সীতার দেহে লক্ষণ (শুভ লক্ষণ) প্রকটিত হল। সুন্দর শুভ-অঙ্গ স্পন্দিত হল।

পুলকি সপ্রেম পরসপর কহহীঁ * ভরত আগমনু সূচক অহহীঁ।
ভএ বহুত দিন অতি অবসেরা * সগুন প্রতীতি ভেঁট প্রিয় কেরী॥

সানন্দে ও সপ্রেমে দুজনে পরস্পর বলতে লাগলেন –এই লক্ষণ ভরতের আগমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বহুদিন হল, তাই মন উচাটন। লক্ষণ থেকে মনে হল প্রিয়জনের সঙ্গে (ভরতের সঙ্গে) সাক্ষাৎ হবে।

ভরত সরিস প্রিয় কো জগ মাহীঁ * ইহই সগুন ফলু দূসর নাহীঁ।
রামহি বন্ধু সোচ দিন রাতী * অণ্ডন্হি কমঠ হৃদউ জেহি ভাঁতী॥

ভরতের মতো প্রিয় জগতে কে? এইটিই (ভারতের সঙ্গে মিলন) এই লক্ষণের ফল অন্য কিছু নয়। রাম দিনরাত ভাইয়ের ভরতের) কথাই ভাবেন, কচ্ছপের মন যেমন অণ্ডের উপরেই পড়ে থাকে তেমনি।

দো॰ এহি অবসর মঙ্গলু পরম, সুনি রহঁসেউ রনিবাসু।
সোভত লখি বিধু বঢ়ত জনু, বারিধি বীচি বিলাসু॥৮॥

এই সময়ে এই পরম মঙ্গলসংবাদ শুনে রানীমহল প্রসন্ন হল, চন্দ্রকে দেখে সমুদ্রের তরঙ্গ-বিলাস যেমন বাড়ে তেমনি :

চৌ॰ প্রথম জাই জিন্হ বচন সুনাএ * ভূষন বসন ভূরি তিন্হ পাএ।
প্রেম পুলকি তন মন অনুরাগীঁ * মঙ্গল কলস সজন সব লাগীঁ॥

প্রথমে গিয়ে যারা এ সংবাদ শোনালো তারা প্রচুর অলংকার ও বস্ত্র পেল। প্রেমে ও পুলকে দেহমন আনন্দিত হল, সবাই মঙ্গলকলস সাজাতে লাগল।

চৌকেঁ চারু সুমিত্রা পূরী * মনিময় বিবিধ ভাঁতি অতি রূরী।
আনঁদ মগন রাম মহতারী * দিএ দান বহু বিপ্র হঁকারী॥

সুমিত্রা নানারকমের সুন্দর মণিতে মনোহর আলপনা দিলেন। রামজননী (কৌশল্যা) আনন্দে মগ্ন হলেন, বহু বিপ্রকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের দান দিলেন।

পূজীঁ গ্রামদেবি সুর নাগা * কহেউ বহোরি দেন বলিভাগা।
জেহি বিধি হোই রাম কল্যানূ * দেহু দয়া করি সো বরদানূ॥

গ্রামদেবী, দেবতা ও নাগের পূজা দিলেন এবং বলিভাগ দেবার মানত করে বললেন— যাতে রামের কল্যাণ হয় দয়া করে সেই বর দিন।

গাবহিঁ মঙ্গল কোকিলবয়নী * বিধুবদনী মৃগসাবকনয়নী।

কোকিলকণ্ঠী চন্দ্রমুখী এবং মৃগশিশুলোচনী অঙ্গনারা গাইতে লাগল।

দো০ রাম রাজ অভিষেকু সুনি, হিয়ঁ হরষে নর নারি।
লগে সুমঙ্গল সজন সব, বিধি অনুকূল বিচারি ॥৯॥

রামের রাজ্য-অভিষেকের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে নরনারী বিধাতাকে সব রকমে অনুকূল মনে করে মঙ্গলসজ্জা সাজাতে লাগল।

চৌ০ তব নরনাহঁ বসিষ্ঠু বোলাএ * রামধাম সিখ দেন পঠাএ।
গুর আগমনু সুনত রঘুনাথা * দ্বার আই পদ নায়উ মাথা ॥

তখন রাজা বশিষ্ঠকে ডাকলেন এবং রামকে উপদেশ দিতে তাঁর আলয়ে পাঠালেন। গুরুর আগমনবার্তা শুনতেই রাম দ্বারে এসে (তাঁর চরণে) মাথা নোয়ালেন।

সাদর অরঘ দেই ঘর আনে * সোরহ ভাঁতি পূজি সনমানে।
গহে চরণ সিয় সহিত বহোরী * বোলে রামু কমল কর জোরী ॥

রাম সাদরে অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে ঘরে আনলেন এবং ষোড়শোপচারে পূজা করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং সীতা সহ তাঁর চরণ স্পর্শ করে কমলকর যুক্ত করে বললেন—

সেবক সদন স্বামি আগমনূ * মঙ্গল মূল অমঙ্গল দমনূ।
তদপি উচিত জনু বোলি সপ্রীতী * পঠইঅ কাজ নাথ অসি নীতী ॥

যদিও সেবকের ঘরে প্রভুর আগমন মঙ্গলকর এবং অমঙ্গলনিবারক, তবু, হে নাথ, উচিত ছিল এ অধীনকে সস্নেহে ডেকে পাঠিয়ে কাজের কথা বলা। এই তো নীতি।

প্রভুতা তজি প্রভু কীন্হ সনেহূ * ভয়উ পুনীত আজু য়হু গেহূ।
আয়সু হোই সো করৌ গোসাঈঁ * সেবকু লহই স্বামি সেবকাঈ।

হে প্রভু, আপনি প্রভুতা ত্যাগ করে যে স্নেহ প্রদর্শন করলেন তাতে আজ এই গৃহ পবিত্র হল। হে স্বামিন্, আপনার যা আদেশ তাই পালন করব। প্রভুসেবাতেই সেবক লাভবান হয়।

দো০ সুনি সনেহ সানে বচন, মুনি রঘুবরহি প্রসংস।
রাম কস ন তুম্হ কহহু অস, হংস বংস অবতংস ॥১০॥

মুনি এই প্রেমপূর্ণ বচন শুনে রামচন্দ্রকে প্রশংসা করে বললেন—রাম তুমি সূর্যবংশের ভূষণ, তোমার মুখেই তো এ কথা শোভা পায়।

চৌ॰ বরনি রাম গুন সীলু সুভাউ * বোলে প্রেম পুলকি মুনিরাউ।
ভূপ সজেউ অভিষেক সমাজূ * চাহত দেন তুম্হহি জুবরাজূ॥

মুনীশ্বর রামের গুন, শীল আর স্বভাবের প্রশংসা ক'রে প্রেমে পুলকিত হয়ে বললেন—রাজা অভিষেকের আয়োজন করেছেন, তোমাকে তিনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে চান।

রাম করহু সব সংজম আজূ * জৌঁ বিধি কুসল নিবাহৈ কাজূ।
গুরু সিখ দেই রায় পাহিঁ গয়উ * রাম হৃদয়ঁ অস বিসময়উ ভয়উ॥

রাম, তুমি আজ সব সংযম পালন করো, যাতে কুশলে কাজ সুসম্পন্ন হয়। উঁরা এই উপদেশ দিয়ে রাজার কাছে গেলেন। এই ভেবে রামের মনে বিস্ময় হল—

জনমে এক সঙ্গ সব ভাঈ * ভোজন সয়ন কেলি লরিকাঈ।
করনবেধ উপবীত বিআহা * সঙ্গ সঙ্গ সব ভএ উছাহা॥

সব ভাই এক সঙ্গেই জন্মেছি, খাওয়া, শোয়া শৈশবের খেলাধুলা কর্ণচ্ছেদন, উপবীত ও বিবাহাদি উৎসব একই সঙ্গে হয়েছে।

বিমল বংস য়হু অনুচিত একূ * বন্ধু বিহাই বড়েহি অভিষেকূ।
প্রভু সপ্রেম পছিতানি সুহাঈ * হরউ ভগত মন কৈ কুটিলাঈ॥

কিন্তু নির্মল বংশে এ এক অন্যায় ব্যাপার, অন্য ভাইদের বাদ দিয়ে শুধু বড়ো ভাইয়ের অভিষেক হচ্ছে। (তুলসী বলেন) প্রভুর এই প্রেমপূর্ণ বিষাদ ভক্তমনের কুটিলতা দূর করুক।

দো॰ তেহি অবসর আএ লখন, মগন প্রেম আনন্দ।
সনমানে প্রিয় বচন কহি, রঘুকুল কৈরব চন্দ॥১১॥

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ প্রেমে ও আনন্দে মগ্ন হয়ে এলেন। প্রিয়সম্ভাষণ করে রঘুকুলকুমুদের চন্দ্র রামচন্দ্র তাঁকে সম্মান দিলেন।

চৌ॰ বাজহিঁ বাজনে বিবিধ বিধানা * পুর প্রমোদু নহিঁ জাই বখানা।
ভরত আগমনু সকল মনাবহিঁ * আবহুঁ বেগি নয়ন ফলু পাবহিঁ॥

নানারকম বাদ্য বাজতে থাকে। নগরীর আনন্দ বর্ণনা করা যায় না। ভরতের আগমন সকলেই চাইতে থাকে—তিনি অবিলম্বে আসুন এবং নয়নের সার্থকতা লাভ করুন।

হাট বাট ঘর গলীঁ অথাঈঁ * কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈঁ।
কালি লগন ভলি কেতিক বারা * পূজিহি বিধি অভিলাষু হমারা॥

হাটেবাটে ঘরে গলিতে বৈঠকে সকলে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, কাল সে শুভলগ্ন কখন হবে যখন বিধাতা আমাদের অভিলাষ পূরণ করবেন?

কনক সিঙ্ঘাসন সীয় সমেতা * বৈঠহিঁ রামু হোই চিতচেতা।
সকল কহহিঁ কব হোইহি কালী * বিঘন মনাবহিঁ দেব কুচালী॥

সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাম স্বর্ণসিংহাসনে বসবেন দেখে আমাদের মনে আসবে তৃপ্তি। সবাই বলতে থাকে কতক্ষণে রাত পোহাবে। ওদিকে কুচক্রী দেবতারা অঘটন ঘটাবার অভিপ্রায়ে থাকেন।

তিন্হহি সোহাইন অবধ বধাবা * চোরহি চন্দিনি রাতি ন ভাবা।
সারদ বোলি বিনয় সুর করহীঁ * বারহিঁ বার পায় লৈ পরহীঁ॥

অযোধ্যায় এই সুখ তাঁদের সহ্য হচ্ছে না। চোরের যেমন চাঁদিনী রাত সহ্য হয় না তেমনি। দেবতারা সরস্বতীকে ডেকে মিনতি করলেন, বারবার তাঁর পায়ে পড়লেন।

দো০ বিপতি হমারি বিলোকি বড়ি, মাতু করিঅ সোই আজু।
রামু জাহিঁ বন রাজু তজি, হোই সকল সুরকাজু॥১২॥

হে জননি, আমাদের বিপত্তি দেখে সেই উপায় করুন, রাম যাতে রাজ্য ত্যাগ করে বনে যান এবং দেবতাদের কার্যসিদ্ধি হয়।

চৌ০ সুনি সুর বিনয় ঠাঢ়ি পছিতাতী * ভইউঁ সরোজ বিপিন হিমরাতী।
দেখি দেব পুনি কহহিঁ নিহোরী * মাতু তোহি নহিঁ থোরিউ খোরী॥

দেবতাদের এই মিনতি শুনে ঠায়ে দাঁড়িয়ে দেবী সখেদে বলেন– আমি পদ্মবনের জন্যে হিমরাত্রি (হেমন্তঋতুর রাত্রি) হতে চলেছি। (সরস্বতীকে দ্বিধান্বিত) দেখে দেবতারা আবার বললেন, এতে আপনার কোন দোষ হবে না।

বিসময় হরষ রহিত রঘুরাউ * তুম্হ জানহু সব রাম প্রভাউ।
জীব করম বস সুখ দুখ ভাগী * জাইঅ অবধ দেব হিত লাগী॥

রামের বিস্ময়ও নেই হর্ষও নেই। আপনি রামের প্রভাব সবই জানেন। জীব কর্মবশেই সুখদুঃখভাগী হয়। আপনি দেবহিতের জন্যে অযোধ্যায় চলুন।

বার বার গহি চরন সঁকোচী * চলী বিচারি বিবুধ মতি পোচী।
ঊচ নিবাসু নীচি করতূতী * দেখি ন সকহিঁ পরাই বিভূতী ॥

বারবার চরণ স্পর্শ করে তাঁরা যখন সংকোচের মধ্যে ফেললেন তখন তিনি 'দেবতাদের বুদ্ধি নীচ' এই মনে করে চললেন। তাঁদের নিবাস উঁচু, কিন্তু কাজ নিচু। তাঁরা পরের সমৃদ্ধি দেখতে পারেন না।

আগিল কাজু বিচারি বহোরী * করিহহিঁ চাহ কুসল কবি মোরী।
হরষি হৃদয়ঁ দসরথ পূর আঈ * জনু গ্রহ দসা দুসহ দুখদাঈ ॥

সরস্বতীর আযোধ্যায় আগমন ও মন্থরার বুদ্ধিভ্রংসন

আগের কাজ বিচার করে কুশল কবি আবার আমার শরণ নেবেন এই ভেবে প্রসন্ন মনে তিনি অযোধ্যায় এলেন যেন দুঃখদায়ক দুঃসহ গ্রহদশা (শরীর ধারণ করে) এল।

দো০ নামু মন্থরা মন্দমতি, চেরী কৈকই কেরি।
অজস পেটারী তাহি করি, গঈ গিরা মতি ফেরি ॥১৩॥

কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক কুটিলা দাসী ছিল। তাকে অপযশের ঝাঁপি বানিয়ে তিনি তার বুদ্ধিকে পরিবর্তিত করে চলে গেলেন।

চৌ০ দীখ মন্থরা নগরু বনারা * মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধারা।
পূছেসি লোগন্হ কাহ উছাহূ * রাম তিলকু সুনি ভা উর দাহূ ॥

মন্থরা নগরের সজ্জা দেখল। মধুর মঙ্গলবাদ্য বাদিত হচ্ছিল। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করল, কিসের উৎসব ? রামের অভিষেক উৎসব হবে শুনে তার হৃদয় জ্বলে উঠল।

মন্থরার কুমন্ত্রণা

করই বিচারু কুবুদ্ধি কুজাতী * হোই অকাজু কবনি বিধি রাতী।
দেখি লাগি মধু কুটিল কিরাতী * জিমি গবঁ তকই লেউঁ কেহি ভাতী ॥

সেই নীচকুলজাতা কুমতি (মন্থরা) ভাবল, কেমন করে রাতারাতিই সব ভণ্ডুল করা যায় কুটিলা ব্যাধিনী যেমন মৌচাক দেখে তাকিয়ে ভাবে, কী ভাবে এটা উপড়ে নেব।

ভরত মাতু পহিঁ গই বিলখানী * কা অনমনি হসি কহ হঁসি রানী।
উতরু দেই ন লেই উসাসূ * নারি চরিত করি ঢারই আঁসূ ॥

ভরত মাতা কৈকেয়ীর কাছে সে বিষণ্ণ মনে যায়। রানী হেসে বলেন, অমন আনমনা কেন? উত্তর না দিয়ে সে (মন্থরা) দীর্ঘশ্বাস নেয়। মেয়েলি ঢঙে চোখের জল ফেলে।

হঁসি কহ রানি গালু বড় তোরেঁ * দীহ্ন লখন সিখ অস মন মোরেঁ।
তবহুঁ ন বোল চেরি বড়ি পাপিনি * ছাড়ই স্বাস কারি জনু সাঁপিনি॥

হেসে রানী বলেন বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তোর! তাই মনে হয় লক্ষ্মণ তোকে শাসন করেছে। তবুও সেই মহাপাপিনী কিছু বলে না, শুধু কালনাগিনীর মতো শ্বাস ফেলতে থাকে।

দো॰ সভয় রানি কহ কহসি কিন, কুসল রামু মহিপালু।
লখনু ভরতু রিপুদমনু সুনি, ভা কুবরী উর সালু॥১৪॥

রানী সভয়ে বললেন, কথা বলছিস না কেন? রাম, রাজা, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নের কুশল তো? শুনে কুব্জার বুকে যেন শাল বিঁধল।

চৌ॰ কত সিখ দেই হমহি কোউ মাঈ * গালু করব কেহি কর বলু পাঈ।
রামহি ছাড়ি কুসল কেহি আজূ * জেহি জনেসু দেই জুবরাজূ॥

মন্থরা বলল—মা, আমাকে কে কোন্ শিক্ষা দেবে? আর কার বলেই বা আমার মুখে বড়ো কথা বের হবে? রাজা যাঁকে যুবরাজ করছেন সেই রাম ছাড়া আজ কুশল আর কার?

ভয়উ কৌঁসিলহি বিধি অতি দাহিন * দেখত গরব রহত উর নাহিন।
দেখহু কস ন জাই সব সোভা * জো অবলোকি মোর মনু ছোভা॥

বিধাতা কৌশল্যার প্রতি আজ অত্যন্ত অনুকূল। এ দেখে তাঁর হৃদয়ে গর্ব আর ধরে না। সব শোভা গিয়ে দেখুন না কেন? এসব দেখেই তো আমার মনে ক্ষোভ।

পূতু বিদেস ন সোচু তুম্হারেঁ * জানতি হহু বস নাহু হমারেঁ।
নীদ বহুত প্রিয় সেজ তুরাঈ * লখহু ন ভূপ কপট চতুরাঈ॥

আপনার ছেলে বিদেশে, আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি জানেন মহারাজ আপনার বশে। শয্যায় সুখনিদ্রাই আপনার প্রিয়। রাজার চালাকি আপনার চোখে পড়ছে না।

সুনি প্রিয় বচন মলিন মনু জানী * ঝুকী রানি অব রহু অরগানী।
পুনি অস কবহুঁ কহসি ঘরফোরী * তব ধরি জীভ কঢ়াবউঁ তোরী॥

প্রিয় বচন শুনেও ওর মন কুটিল জেনে রানী ঝুঁকে বললেন—চুপ কর্। আবার এমন ঘরভাঙানে কথা যদি বলিস্ তোকে ধরে জিভ উপড়ে নেব।

দো॰ কানে খোরে কূবরে, কুটিল কুচালী জানি।
তিয় বিসেষি পুনি চেরি কহি, ভরতমাতু মুসুকানি ॥১৫॥

জানি কানা খোঁড়া আর কুঁজোরা কুটিল ও কুকর্মী, বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোক এবং দাসী। এই বলে কৈকেয়ী হাসলেন।

চৌ॰ প্রিয়বাদিনি সিখ দীহ্নিউঁ তোহী * সপনেহুঁ তো পর কোপু ন মোহী
সুদিনু সুমঙ্গল দায়কু সোঈ * তোর কহা ফুর জেহি দিন হোঈ ॥

হে প্রিয়ভাষিণি, তোকে শিক্ষা দিলাম বৈ তো নয়. স্বপ্নেও তোর উপর আমার রাগ নেই। সেদিন সত্যিই পরম মঙ্গলের হবে তোর কথা যেদিন সত্যি হবে।

জেঠ স্বামি সেবক লঘু ভাঈ * য়হ দিনকর কুল রীতি সুহাঈ।
রাম তিলকু জৌঁ সাঁচেহু কালী * দেউঁ মাগু মন ভাবত আলী ॥

বড়ো ভাই প্রভু আর ছোটো ভাই সেবক, এই হল সূর্যবংশের সুন্দর কুলরীতি। যদি আগামীকাল রামের অভিষেক সত্যিই হয়, তা হলে, হে সখী, তোর যা ইচ্ছে চা', আমি তাই দেব তোকে।

কৌসল্যা সম সব মহতারী * রামহি সহজ সুভায়ঁ পিআরী।
মো পর করহিঁ সনেহু বিসেষী * মৈঁ করি প্রীতি পরীছা দেখী ॥

কৌশল্যার মতো সব মা-ই রামের স্বভাবতই প্রিয়। আমার উপর তাঁর রবং একটু বিশেষ টান। আমি তা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।

জৌঁ বিধি জনমু দেই করি ছোহূ * হোহুঁ রাম সিয় পূত পুতোহূ।
প্রান তেঁ অধিক রামু প্রিয় মোরেঁ * তিন্হ কেঁ তিলক ছোভু কস তোরেঁ ॥

কৃপা করে বিধাতা যদি আবার জন্ম দেন তা হলে রামসীতাই যেন আমার পুত্র ও পুত্রবধূ হয়। রাম আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তার অভিষেকে তোর এত ক্ষোভ কেন?

দো॰ ভরত সপথ তোহি সত্য কহু, পরিহরি কপট দুরাউ।
হরষ সময় বিসমউ করসি, কারন মোহি সুনাউ ॥ ১৬॥

ভরতের দিব্যি দিয়ে বলছি, ছল কপটতা ত্যাগ করে সত্যি কথা বল্। আনন্দের সময় কেন দুঃখ করছিস তার কারণটা আমাকে শোনা।

চৌ॰ একহিঁ বার আস সব পূজী * অব কছু কহব জীভ করি দূজী।

ফোরৈ জোগু কপারু অভাগা * ভলেউ কহত দুখ রউরেহি লাগা ॥

মন্থরা বলল, একবার বলতেই তো আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, আবার অন্য জিভ লাগিয়ে বলব কী? আমার এই পোড়া কপালটাই ভাঙার যোগ্য বটে, কারণ ভালো কথা বললেও আপনি বেজার হলেন।

কহহিঁ ঝুঠি ফুরি বাত বনাঈ * তে প্রিয় তুম্হহি করুই মৈঁ মাঈ।

হমহুঁ কহবি অব ঠকুর সোহাতী * নাহিঁ ত মৌন রহব দিনু রাতী ॥

মা, যে বানিয়ে বানিয়ে সত্যি মিথ্যে বলে সেই আপনার প্রিয় আর আমিই হলাম কটুভাষিণী। এবারে আমিও মন জুগিয়ে কথা বলব। না হলে দিন রাত চুপ করে থাকব।

করি কুরূপ বিধি পরবস কীহ্না * ববা সো লুনিঅ লহিঅ জো দীহ্না।

কোউ নৃপ হোউ হমহি কা হানী * চেরি ছাড়ি অব হোব কি রানী ॥

বিধাতা কুরূপ করে আমাকে পরাধীন করেছেন। যেমন ফসল বুনেছি তাই আমাকে কাটতে হয়েছে। যেমন দিয়েছি, পেয়েছিও তেমনি। কেউ রাজা হোক না হোক তাতে আমার কী ক্ষতি। দাসী ছাড়া আমি কি তাতে রাজরানী হবো?

জারৈ জোগু সুভাউ হমারা * অনভল দেখি ন জাই তুম্হারা।

তাতেঁ কছুক বাত অনুসারী * ছমিঅ দেবি বড়ি চুক হমারী ॥

জ্বালা পাবার যোগ্যই বটে আমার স্বভাব, আপনার খারাপটা যে আমি চোখে দেখতে পারি না। সেই জন্যেই কিছু কথা শুরু করেছিলাম। ক্ষমা করবেন আমার দোষ হয়েছে।

দো॰ গূঢ় কপট প্রিয় বচন সুনি, তীয় অধরবুধি রানি।

সুরমায়া বস বৈরিনিহি, সুহৃদ জানি পতিআনি ॥১৭॥

রানী (কৈকেয়ী) অস্থিরবুদ্ধি স্ত্রীলোক তাই (বহুবার) দৃঢ়কপট প্রিয় বচন শুনে, দেবতাদের মায়া বশে শত্রুকেও সুহৃদ বলে জেনে তাকে বিশ্বাস করলেন।

চৌ॰ সাদর পুনি পুনি পূঁছতি ওহী * সবরী গান মৃগী জনু মোহী।

তসি মতি ফিরী অহই জসি ভাবী * রহসী চেরি ঘাত জনু ফাবী ॥

রানী সাদরে বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, হরিণী যেন শবরীর গান শুনে মোহিত হল। যা হতে চলেছে বুদ্ধিও সেই রকমই হল। দাসী নিজের তীর (ঠিক জায়গায়) লেগেছে জেনে প্রসন্ন হল।

তুম্হ পূঁছহু মৈঁ কহত ডেরাউঁ * ধরেহু মোর ঘরফোরী নাউঁ।
সজি প্রতীতি বহু বিধি গঢ়ি ছোলী * অবধ সাঢ়সাতী তব বোলী।

আপনি জিজ্ঞেস করছেন কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে, আমার নাম রাখা হয়েছে ঘরভাঙানী। বহুভাবে ভেঙে গড়ে বিশ্বাস জন্মিয়ে অযোধ্যার সাড়ে-সাতী (সাড়ে সাত বছরের শনির দশারূপিণী মন্থরা) বলল—

প্রিয় সিয় রামু কহা তুম্হ রানী * রামহি তুম্হ প্রিয় সো ফুরি বানী।
রহা প্রথম অব তে দিন বীতে * সমউ ফিরেঁ রিপু হোহিঁ পিরীতে ॥

হে রানি, আপনি যে বললেন সীতা ও রাম আমার প্রিয় আর আপনি রামের প্রিয় তা ঠিক, কিন্তু যে দিন প্রথমে ছিল তা বদলেছে। সময় বদলে গেলে মিত্রও শত্রু হয়ে যায়।

ভানু কমল কুল পোষনিহারা * বিনু জল জারি করই সোই ছারা।
জরি তুম্হারি চহ সবতি উখারী * রুঁধহু করি উপাউ বর বারী ॥

সূর্য কমলফুলের পালক, কিন্তু জল বিনা সেই সূর্যই তাদেকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সতীন আপনাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়। হে বরনারী! আপনি কোন উপায় করে তাকে রোধ করুন।

দো॰ তুম্হহি ন সোচু সোহাগ বল, নিজ বস জানহু রাউ।
মন মলীন মুহ মীঠ নৃপু, রাউর সরল সুভাউ ॥ ১৮॥

ভালোবাসার বলে আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি জানেন রাজা আপনার বশ। কিন্তু, রাজার মুখ মিষ্টি, মন মলিন। আপনার সরল স্বভাব (তাই নিশ্চিন্ত আছেন)।

চৌ॰ চতুর গভীর রাম মহতারী * বীচু পাই নিজ বাত সঁবারী।
পঠএ ভরতু ভূপ ননিঅউরেঁ * রাম মাতু মত জানব রউরেঁ ॥

রামের মা চতুর এবং কুটিল, সুযোগ বুঝে নিজের কাজ উদ্ধার করেছেন। রাজা যে ভরতকে মামার বাড়ি পাঠিয়েছেন তা রামের মতেই, একথা নিশ্চয় জানবেন।

সেবহিঁ সকল সবতি মোহি নীকেঁ * গরবিত ভরত মাতু বল পীকেঁ।
সালু তুম্হার কৌসিলহি মাঈ * কপট চতুর নহিঁ হোই জনাঈ ॥

(কৌশল্যা ভাবছেন) আমাকে তো সব সতিন সেবা করে, শুধু ভরতের মা-ই স্বামীর জোরে গর্বিত, তাই মা, তোমার কাঁটা কৌশল্যাকে বিঁধছে। যে চতুর তার চাতুরী বোঝা যায় না।

রাজহি তুম্হ পর প্রেমু বিসেষী * সবতি সুভাউ সকই নহিঁ দেখী।
রচি প্রপঞ্চু ভূপহি অপনাঈ * রাম তিলক হিত লগন ধরাঈ ॥

আপনার উপরে রাজার বিশেষ প্রেম এটা সতিন স্বভাবে (কৌশল্যা) দেখতে পারছেন না। তাই ছলনা করে রাজাকে হাত ক'রে রামের অভিষেকের লগ্ন ঠিক করে ফেলেছেন।

য়হ কুল উচিত রাম কহুঁ টীকা * সবহি সোহাই মোহি সুঠি নীকা।
আগিলি বাত সমুঝি ডরু মোহী * দেউ দৈউ ফিরি সো ফলু ওহী ॥

রামের এই অভিষেক কুলোচিত, সকলেরই তা অভিপ্রেত, আমারও তা ন্যায্য বলেই মনে হয়। তবে আগের কথা মনে করেই আমার ভয়। বিধাতা যেন এর ফল ওকে দেন।

দো০ রচি পচি কোটিক কুটিলপন, কীন্হেসি কপট প্রবোধু।
কহিসি কথা সত সবতি কৈ, জেহি বিধি বাঢ় বিরোধু ॥ ১৭॥

এভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে কুটিলতার কোটি কথা বলে কৈকেয়ীকে কপট শিক্ষা দিল। আর শত সতিনের গল্প শোনালো তাকে, যাতে বিরোধ যায় বেড়ে।

চৌ০ ভাবী বস প্রতীতি উর আঈ * পূঁছ রানি পুনি সপথ দেৱাঈ।
কা পূঁছহু তুম্হ অবহুঁন জানা * নিজ হিত অনহিত পসু পহিচানা ॥

নিয়তির বশে কৈকেয়ীরও মনে বিশ্বাস জন্মাল। রানী বারবার দিব্যি দিলেন। মন্থরা বলল—কেন জিজ্ঞেস করছেন, আপনি জানেন না, নিজের হিতাহিত পশুও জানে।

ভয়উ পাখু দিন সজত সমাজূ * তুম্হ পাঈ সুধি মোহি সন আজূ।
খাইঅ পহিরিঅ রাজ তুম্হারেঁ * সত্য কহেঁ নহিঁ দোষু হমারেঁ ॥

এক পক্ষ হল অভিষেকের আয়োজনের, তবে আপনি আজই আমার কাছে খবর পেলেন। আপনার রাজ্যে খাই পরি। তাই সত্যি কথা বলতে আমার দোষ নেই।

জৌঁ অসত্য কছু কহব বনাঈ * তৌ বিধি দেইহি হমহি সজাঈ।
রামহি তিলক কালি জৌঁ ভয়উ * তুম্হ কহুঁ বিপতি বীজু বিধি বয়উ ॥

যদি বানিয়ে কিছু অসত্য বলে থাকি তাহলে বিধাতা যেন আমাকে দণ্ড দেন। কাল যদি রামের অভিষেক হয়, তা হলে বিধাতা আপনার বিপদের বীজও বুনলেন তা জানবেন।

রেখ খঁচাই কহউঁ বলু ভাষা * ভামিনি ভইহু দূধ কই মাখী।

জোঁ সুত সহিত করহু সেৱকাঈ * তৌ ঘর রহহু ন আন উপাঈ॥

আমি রেখা এঁকে বলছি (গণনা করে ভবিষ্যৎ বলছি), আপনি দুধের মাছিটি হয়ে গেলেন। যদি ছেলের সঙ্গে দাসীপনা করতে পারেন তবেই ঘর করতে পারবেন, অন্য কোন উপায় নাই।

দো০ কদ্রূঁ বিনতহি দীহ্ন দুখু. তুম্হহি কৌসিলাঁ দেব।

ভরতু বন্দিগৃহ সেইহহি, লখনু রাম কে নেব॥২০॥

কদ্রু বিনতাকে দুঃখ দিয়েছিল, আপনাকে দুঃখ দেবে কৌশল্যা। ভরত থাকবে কারায় আবদ্ধ, আর লক্ষ্মণ হবে মুখ্য অধিকারী।

চৌ০ কৈকয়সুতা সুনত কটু বানী * কহি ন সকই কছু সহমি সুখানী।

তন পসেউ কদলী জিমি কাঁপী * কুবরীঁ দসন জীভ তব চাঁপী॥

কৈকেয়ী (মন্থরার) কটু কথা শুনে এমনই ম্রিয়মাণ হলেন যে কিছুই বলতে পারলেন না। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে তিনি কদলীর মতো কাঁপতে লাগলেন। তখন কুব্জা দাঁত দিয়ে জিভ চাপলেন।

কহি কহি কোটিক কপট কহানী * ধীরজু ধরহু প্রবোধিসি রানী।

ফিরা করমু প্রিয় লাগি কুচালী * বকিহি সরাহই মানি মরালী॥

কোটি কপট কাহিনী শুনিয়ে রানীকে প্রবোধ দিল মন্থরা। বলল, ধৈর্য ধরুন। রানীর ভাগ্য পরিবর্তন হল, কপটতাই তার ভালো লাগল। বক-বালাকে হংসী বলে জেনে তিনি তার স্তুতি করলেন—

সুনু মন্থরা বাত ফুরি তোরী * দহিনি আঁখি নিত ফরকই মোরী।

দিন প্রতি দেখউঁ রাতি কুসপনে * কহউঁ ন তোহি মোহ বস অপনে॥

শোন্ মন্থরা, তোর কথা ঠিক, আমার ডান চোখ সবসময় নাচে। আমি রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। কিন্তু মোহের বশে তোকে কিছু বলিনি।

কাহ করৌঁ সখি সূধ সুভাঁউ * দাহিন বাম ন জানউঁ কাউ।

হে সখী, আমি কী করব বল্? আমার সরল স্বভাব, আমার ডান-বাম (শত্রুমিত্র) জ্ঞান নেই।

দো॰ অপনে চলত ন আজু লগি, অনভল কাহুক কীন্হ।
কেহিঁ অঘ একহি বার মোহি, দৈঅঁ দুসহ দুখু দীন্হ ॥২১॥

ইচ্ছে করে আমি আজ পর্যন্ত কারো অনিষ্ট করিনি। কোন্ পাপে অকস্মাৎ বিধাতা আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিলেন ?

চৌ॰ নৈহর জনমু ভরব বরু জাঈ * জিঅত ন করবি সবতি সেবকাঈ।
অরি বস দৈউ জিআবত জাহী * মরনু নীক তেহি জীবন চাহী ॥

বরং সারা জন্ম বাপের বাড়িতে থাকব, তবু বেঁচে থাকতে সতিনের দাসীপনা করব না। বিধাতা যাকে শত্রুবশে রেখে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁর জীবনের চেয়ে মরণই ভালো।

দীন বচন কহ বহু বিধি রানী * সুনি কুবরীঁ তিয়মায়া ধানী।
অস কস কহহু মানি মহ উনা * সুখু সোহাগু তুম্হ কহুঁ দিন দূনা ॥

নানাভাবে রানী দীন বচন বললেন। শুনে কুব্জা স্ত্রীলোকসুলভ মায়া বিস্তার করল। (বলল,) এসব ভেবে মনে কষ্ট পাবেন না। আপনার সুখসোহাগের দিন দ্বিগুণ হবে।

জেহিঁ রাউর অতি অনভল তাকা * সোই পাইহি য়হু ফলু পরিপাকা।
জব তেঁ কুমত সুনা মৈঁ স্বামিনি * ভূখ ন বাসর নীদ ন জামিনি ॥

যে আপনার এমন মন্দ করতে চেয়েছে সে তার অন্তিম ফল পাবে। হে স্বামিনি, যেদিন থেকে আমি এই কুমৎলবের কথা শুনলাম সেদিন থেকে আমার দিনে ক্ষুধা নেই, রাতে নিদ্রা নেই।

পূছেউঁ গুনিন্হ রেখ তিন্হ খাঁচী * ভরত ভুআল হোহিঁ য়হ সাঁচী।
ভামিনি করহু ত কহৌঁ উপাউ * হৈ তুম্হরী সেবা বস রাউ ॥

আমি জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা রেখা টেনে বলেছেন ভরত রাজা হবে এ কথা সত্যি। হে ভামিনী, আপনি বললে আমি উপায় করতে পারি। রাজা তো আপনার সেবারই অধীন।

দো॰ পরউঁ কূপ তুঅ বচন পর, সকউঁ পূত পতি ত্যাগি।
কহসি মোর দুখু দেখি বড়, কস ন করব হিত লাগি ॥২২॥

কৈকেয়ী বললেন, তোর কথায় আমি কুয়োতে ঝাঁপ দিতে পারি, পুত্র ও পতিকে ত্যাগ করতে পারি, আমার ঘোর দুঃখ দেখে যখন তুই বলছিস তখন নিজের ভালোর জন্তে (যা বলবি তা) করব না কেন

চৌ॰ কুবরীঁ করি কবুলী কৈকেঈ * কপট ছুরী উর পাহন টেঈ।
লখই ন রানি নিকট দুখু কৈসেঁ * চরই হরিত তিন বলিপসু জৈসেঁ ॥

কুব্জা কৈকেয়ীকে (বলির পশুর মতো) বশ করে হৃদয়পাষাণে কপটতার ছুরিতে শাণ দিল। রানী আসন্ন দুঃখ দেখলেন না, বলির পশু যেমন সবুজ ঘাস খায় তেমনি।

সুনত বাত মৃদু অন্ত কঠোরী * দেতি মনহুঁ মধু মাহুর ঘোরী।
কহই চেরি সুধি অহই কি নাহীঁ * স্বামিনি কহিহু কথা মোহি পাহীঁ ॥

মন্থরার কথা শুনতে মৃদু কিন্তু পরিণামে কঠোর, যেন তা মধুতে বিষ মিশিয়ে দেয়। দাসী বলল—হে স্বামিনি, মনে আছে কি আপনি আমার কাছে একটা কথা বলেছিলেন?

দুই বরদান ভূপ সন থাতী * মাগহু আজু জুড়াবহু ছাতী।
সুতহি রাজু রামহি বনবাসু * দেহু লেহু সব সবতি হুলাসু ॥

যে বরদুটো রাজার কাছে গচ্ছিত আছে সেই বরদুটো চেয়ে নিয়ে আজ হৃদয় জুড়ান। পুত্রকে রাজ্য এবং রামকে বনবাস দিন, সতিনের সব আনন্দ ছিনিয়ে নিন।

ভূপতি রাম সপথ জব করঈ * তব মাগেহু জেহিঁ বচনু ন টরঈ।
হোই অকাজু আজু নিসি বীতেঁ * বচনু মোর প্রিয় মানেহু জী তেঁ ॥

রাজা যখন রামের শপথ মুখে আনবেন, তখনই আপনি বর চাইবেন, যাতে কথার নড়চড় না হয়। আজ রাত পোহালেই কিন্তু সব ভেস্তে যাবে। আমার কথা প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলে মনে করবেন।

দো॰ বড় কুঘাতু করি পাতকিনি, কহেসি কোপগৃহঁ জাহু।
কাজু সঁবারেহু সজগ সবু, সহসা জনি পতিআঈ ॥২৩॥

পাপিনী বড়ো কঠোর আঘাত হেনে বলল—গোঁসাঘরে যান। সাবধানে সব কাজ হাসিল করুন। হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

চৌ॰ কুবরিহি রানি প্রানপ্রিয় জানী * বার বার বড়ি বুদ্ধি বখানী।
তোহি সম হিত ন মোর সংসারা * বহে জাত কই ভইসি অধারা ॥

কুব্জাকে রানী প্রাণপ্রিয় জেনে বারবার তার বুদ্ধির তারিফ করে বললেন—তোর মতো হিতকারী আমার সংসারে কেউ নেই। আমি ভেসে যাচ্ছিলাম, তুই আমার সহায় হলি।

জৌঁ বিধি পুরব মনোরথু কালী * করৌঁ তোহি চখ পূতরি আলী।
বহুবিধি চেরিহি আদরু দেঈ * কোপ ভবন গবনী কৈকেঈ ॥

সখি, যদি বিধাতা কাল মনোরথ পূর্ণ করেন তাহলে তোকে চোখের মণি করে রাখব। দাসীকে নানাভাবে আদর করে কৈকেয়ী গোঁসাঘরে গেলেন।

বিপতি বীজু বরষা রিতু চেরী * ভুই ভই কুমতি কৈকঈ কেরী।
পাই কপট জলু অঙ্কুর জামা * বর দোউ দল দুখ ফল পরিনামা ॥

বিপত্তি হল বীজ, দাসী (মন্থরা) হল বর্ষা-ঋতু, কৈকেয়ীর কুমতি হল ভূমি। কপটতার জল পেয়ে অঙ্কুর উদ্গত হল। তার পাতা হল দুই বর, ফল-পরিণাম হল দুঃখ।

কৈকেয়ীর কোপগৃহে গমন

কোপ সমাজু সাজি সবু সোঈ * রাজু করত নিজ কুমতি বিগোঈ।
রাউর নগর কোলাহলু হোঈ * যহ কুচালি কছু জান ন কোঈ ॥

কোপের সব আয়োজন করে কৈকেয়ী শয়ন করলেন। নিজের বুদ্ধিদোষে রাজ্যধর্ম হারালেন। রাজমহল এবং নগরে কোলাহল (আনন্দধ্বনি) হতে লাগল। এই কূটচাল কেউ জানলই না।

দো০ প্রমুদিত পুর নর নারি সব, সজহিঁ সুমঙ্গল চার।
এক প্রবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ, ভীর ভূপ দরবার ॥২৪॥

নগরের নরনারী সবাই আনন্দিত হয়ে মঙ্গলসজ্জা রচনা করছিল। কেউ ঢুকছে, কেউ বাহিরে আসছে, এই ভাবে রাজদরবারে ভীড় জমে গেল।

চৌ০ বাল সখা সুনি হিয়ঁ হরষাহীঁ * মিলি দস পাঁচ রাম পহিঁ জাহীঁ।
প্রভু আদরহিঁ প্রেমু পহিচানী * পূঁছহিঁ কুসল খেম মৃদু বানী ॥

রামের বাল্যবন্ধুরা (অভিষেকের কথা) শুনে মনে মনে উৎফুল্ল হল। তারা পাঁচদশ জনে রামের কাছে আসতে থাকে। (প্রভু রাম) তাদের প্রীতি অনুভব করে আদর করেন, মৃদুবচনে তাদের কুশলক্ষেম জিজ্ঞাসা করেন।

ফিরহিঁ ভবন প্রিয় আয়সু পাঈ * করত পরস্পর রাম বড়াঈ।
কো রঘুবীর সরিস সংসারা * সীলু সনেহু নিবাহ নিহারা ॥

তারা আজ্ঞা পেয়ে ভবনে ফিরে যায়। পরস্পরে রামের সুখ্যাতি করে। সংসারে রামের মতো শীল ও স্নেহপরাণ কে আছে?

জেহিঁ জেহিঁ জোনি করম বস ভ্রমহীঁ * তহঁ তহঁ ঈসু দেউ য়হ হমহীঁ।
সেৱক হম স্বামী সিয়নাহু * হোউ নাত য়হ ওর নিবাহু ॥

বিধাতা এই করুন, আমরা কর্মবলে যে-যোনিতেই জন্মাই না কেন সেখানেই যেন আমরা সেবক হই এবং রামচন্দ্র আমাদের প্রভু হন, আর এ সম্বন্ধ যেন অক্ষয় হয়।

অস অভিলাষু নগর সব কাহু * কৈকয়সুতা হৃদয়ঁ অতি দাহু।
কো ন কুসঙ্গতি পাই নসাঈ * রহই ন নীচ মতেঁ চতুরাঈ ॥

নগরের সকলেরই এই ইচ্ছা। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয়ে ছিল জ্বালা। কুমন্ত্র পেয়ে কে না নষ্ট হয়? নীচের পরামর্শে বুদ্ধি লোপ পায়।

দো০ সাঁঝ সময় সানন্দ নৃপু, গয়উ কৈকঈ গেহঁ।
গৱনু নিঠুরতা নিকট কিয়, জনু ধরি দেহ সনেহঁ ॥২৪॥

সন্ধ্যায় রাজা সানন্দে কৈকেয়ীর মহলে গেলেন, স্নেহ যেন দেহধারণ করে নিষ্ঠুরতার কাছে গেল।

কোপভৱন সুনি সকুচেউ রাউ * ভয় বস অগহুড় পরই ন পাউ।
সুরপতি বসই বাহঁবল জাকেঁ * নরপতি সকল রহহিঁ রুখ তাকেঁ ॥
সো সুনি তিয় রিস গয়উ সুখাঈ * দেখহু কাম প্রতাপ বড়াঈ।
সূল কুলিস অসি অঁগৱনিহারে * তে রতিনাথ সুমন সর মারে ॥

কোপগৃহের কথা শুনে (কৈকেয়ী কোপ-ভবনে শয়ান শুনে) রাজা সঙ্কুচিত হলেন, ভয়ে আগে পা পড়ছে না তাঁর। ইন্দ্রও যাঁর বাহুবলে নির্ভয়ে বাস করেন আর সমস্ত রাজা (বিপদে) যাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনিই স্ত্রীর কোপ শুনে শুকিয়ে গেলেন। কামের প্রতাপ ও মহিমাটি দেখ। ত্রিশূল, বজ্র আর তরবারি যিনি সহ্য করতে পারেন তিনিই কিনা কামদেবের পুষ্পবাণে নিহত হন!

সভয় নরেসু প্রিয়া পহিঁ গয়উ * দেখি দসা দুখু দারুন ভয়উ।
ভূমি সয়ন পটু মোট পুরানা * দিএ ডারি তন ভূষন নানা ॥

রাজা সভয়ে প্রিয়ার কাছে গেলেন, (স্ত্রীর) দশা দেখে দারুণ দুঃখ হল তাঁর। তিনি মাটিতে পড়ে আছেন, পরনে পুরনো মোটা কাপড়। দেহের নানা অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

কুমতিহি কসি কুবেষতা ফাবী * অন অহিবাতু সূচ জনু ভাবী।
জাই নিকট নৃপু কহ মৃদু বানী * প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসানী ॥

কুমতি কৈকেয়ীর কুবেশটি কেমন? যেন ভাবী বৈধব্যেরই সূচনা করছিল তা। কাছে গিয়ে রাজা কোমল বচনে বললেন—প্রাণপ্রিয়া, তুমি অপ্রসন্ন হলে কেন?

কৈকেয়ী-দশরথ সংবাদ

ছন্দ০ কেহি হেতু রানি রিসানি পরসত পানি পতিহি নেবারঈ।
মানহুঁ সরোষ ভুঅঙ্গ ভামিনি বিষম ভাঁতি নিহারঈ ॥
দোউ বাসনা রসনা দসন বর মরম ঠাহরু দেখঈ।
তুলসী নৃপতি ভবতব্যতা বস কাম কৌতুক লেখঈ ॥

হে রানি কেন অভিমান? এই বলে রাজা যেই কৈকেয়ীকে স্পর্শ করলেন, অমনি ঝাঁকি মেরে সক্রোধে তাঁর (হাত) সরিয়ে দিলেন। দেখে মনে হল যেন নাগিনী ক্রূর দৃষ্টিতে দেখছে। দুটি বরের বাসনা ঐ নাগিনীর দুই জিভ, আর দুই বরদান যেন দুই দাঁত, সে দংশনের জন্যে যেন মর্মস্থান দেখছে। তুলসীদাস বলছেন, রাজা দশরথ ভবিতব্যতার বশে এসে একে কাম-ক্রীড়া বলে মনে করলেন।

সো০ বার বার কহ রাউ, সুমুখি সুলোচনি পিকবচনি।
কারন মোহি সুনাউ, গজগামিনি নিজ কোপ কর ॥২৫॥

রাজা বারবার জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমুখ, হে সুলোচনি, হে কোকিলকণ্ঠি, হে গজগামিনি তোমার ক্রোধের কারণ আমাকে শোনাও।

চৌ০ অনহিত তোর প্রিয়া কেইঁ কীন্হা * কেহি দুই সির কেহি জমু চহ লীন্হা।
কহু কেহি রঙ্কহি করৌঁ নরেসূ * কহু কেহি নৃপহি নিকাসৌ দেসূ ॥

হে প্রিয়া, কে তোমার অনিষ্ট করেছে? কার দুই মাথা? কাকে যম নিতে চান? বলো, কোন্ কাঙালকে রাজা করব, বলো কোন্ রাজাকে দেশছাড়া করব?

সকউঁ তোর অরি অমরউ মারী * কাহ কীট বপুরে নর নারী।
জানসি মোর সুভাউ বরোরূ * মনু তব আনন চন্দ চকোরূ ॥

দেবতাও যদি তোমার শত্রু হয় তাহলেও মারতে পারি। কীটতুল্য নর-নারীর কথা না হয় না-ই বা বললাম। হে সুন্দরী! তুমি আমার স্বভাব জানো, আমার মন তোমার মুখচন্দ্রের চকোর।

প্রিয়া প্রান সুত সরবসু মোরেঁ * পরিজন প্রজা সকল বস তোরেঁ ।
জৌঁ কছু কহৌঁ কপটু করি তোহী * ভামিনি রাম সপথ সত মোহী ॥

হে প্রিয়া, হে প্রাণ! পুত্র, ধন, কুটুম্ব আর সমস্ত প্রজা তোমার অধীন। হে ভামিনি! যদি আমি ছলনা করে কোন কথা বলে থাকি তবে রামের দিব্যি।

বিহসি মাগু মনভাবতি বাতা * ভূষন সজহি মনোহর গাতা।
ঘরী কুঘরী সমুঝি জিয়ঁ দেখূ * বেগি প্রিয়া পরিহরহি কুবেষূ ॥

যা তোমার পছন্দ তা হাসিমুখে চেয়ে নাও, সুন্দর অঙ্গ অলঙ্কারে সাজাও। হে প্রিয়া! সময়-অসময় বুঝে চলো, শিগ্‌গিরই মন্দ বেশ ত্যাগ করো।

দো০ য়হ সুনি মন গুনি সপথ বড়ি, বিহসি উঠী মতি মন্দ।
ভূষন সজতি বিলোকি মৃগু, মনহুঁ কিরাতিনি ফন্দ ॥২৬॥

একথা শুনে মনে মনে বড়ো শপথের কথা ভেবে মন্দমতি কৈকেয়ী হেসে উঠলেন এবং অলঙ্কার পরতে লাগলেন। ব্যাধিনী যেন মৃগকে দেখে ফাঁদ পাতল।

পুনি কহ রাউ সুহৃদ জিয়ঁ জানী * প্রেম পুলকি মৃদু মঞ্জুল বানী।
ভামিনি ভয়উ তোর মন ভাবা * ঘর ঘর নগর অনন্দ বধাবা ॥

রাজা তাঁকে অনুকূল জেনে প্রেমে পুলকিত হয়ে মৃদুমধুর বচনে বললেন, হে ভামিনি, তোমার মনের মতো ব্যাপারই হতে চলেছে, নগরে ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব হচ্ছে।

রামহি দেউঁ কালি জুবরাজূ * সজহি সুলোচনি মঙ্গল সাজূ।
দলকি উঠেউ সুনি হৃদউ কঠোরূ * জনু ছুই গয়উ পাক বরতোরূ ॥

রামকে কাল যুবরাজের পদ দেব। হে সুলোচনা, মঙ্গলসাজে সজ্জিত হও। এ কথা শুনেই তাঁর কঠোর হৃদয় ধ্বক্ করে উঠল, পাকা ফোড়ায় যেন কারো হাত পড়ল।

ঐসিউ পীর বিহসি তেহিঁ গোঈ * চোর নারি জিমি প্রগটি ন রোঈ।
লখহিঁ ন ভূপ কপট চতুরাঈ * কোটি কুটিল মনি গুরূ পঢ়াঈ ॥

এমন ব্যথাও তিনি হেসে গোপন করলেন, চোরের স্ত্রী যেমন প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না। কোটি ছলনার শিরোমণি (মন্থরা) তাঁকে যা শিখিয়েছিল রাজা সেই কপট চাতুর্য লক্ষ্য করলেন না।

জদ্যপি নীতি নিপুন নরনাহূ * নারি চরিত জলনিধি অবগাহূ।
কপট সনেহু বঢ়াই বহোরী * বোলী বিহসি নয়ন মুহ মোরী॥

যদিও রাজা নীতিনিপুণ, কিন্তু নারীচরিত্ররূপ জলধি অথৈ। কপট স্নেহ বাড়িয়ে হেসে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে (কৈকেয়ী) বললেন—

দো॰ মাগু মাগু পৈ কহহু পিয়, কবহুঁ ন দেহু ন লেহু।
দেন কহেহু বরদান দুই, তেউ পাবত সন্দেহু॥২৭॥

'চাও' 'চাও' তো অনেক বলেছ, প্রিয়, কিন্তু কখনও দেওয়া-নেওয়া তো করলে না। দুটি বরদান দেবে বলেছিলে, তা পাব কিনা তাতেই তো সন্দেহ।

চৌ॰ জানেউঁ মরমু রাউ হঁসি কহঈ * তুম্হহি কোহাব পরম প্রিয় অহঈ।
থাতী রাখি ন মাগিহু কাউ * বিসরি গয়উ মোহি ভোর সুভাউ॥

রহস্য জেনে রাজা হেসে বলেন, তোমার মান সত্যিই প্রিয়, গচ্ছিত রেখে বর তো চাওনি কোনদিন। আর আমারও ভুলো মন, আমি ভুলেই গিয়েছি।

ঝূঠেহুঁ হমহি দোষু জনি দেহূ * দুই কৈ চারি মাগি মকু লেহূ।
রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ * প্রান জাহুঁ বরু বচনু ন জাঈ॥

তুমি মিথ্যেই আমার দোষ দিও না, দু-এর বদলে বরং চারটি বরও চেয়ে নাও। রঘুকুলের এই রীতি সর্বদা চলে এসেছে, প্রাণ যাবে, কিন্তু কথার খেলাপ হবে না।

নহিঁ অসত্য সম পাতক পুঞ্জা * গিরি সম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা।
সত্যমূল সব সুকৃত সুহাএ * বেদ পুরান বিদিত মনু গাএ॥

অসত্যের মতো পাপপুঞ্জ কিছুই নাই। কোটি গুঞ্জাফল (কুঁচ) কি পাহাড়ের সমান হয়? সত্য সব সুকৃতির মূল। বেদ ও পুরাণে একথা বিদিত, মনুও তাই বলেছেন।

তেহি পর রাম সপথ করি আঈ * সুকৃত সনেহ অবধি রঘুরাঈ।
বাত দৃঢ়াই কুমতি হঁসি বোলী * কুমত কুবিহগ কুলহ জনু খোলী॥

ঠিক একথার পরই রামের দিব্যি মুখে বেরিয়ে গেল। রাম সুকৃতি ও স্নেহের শেষ সীমা! কথা পাকা করে কুমতি কৈকেয়ী হেসে বললেন, কুমতিরূপ কু-বিহঙ্গ (বাজ-পাখী) যেন মুখ খুলল।

দো॰ ভূপ মনোরথ সুভগ বনু, সুখ সুবিহঙ্গ সমাজু।
ভিল্লিনি জিমি ছাড়ন চহতি, বচনু ভয়ঙ্করু বাজু॥২৮॥

রাজার মনোরথ সুন্দর বন, সুখ মনোহর পাখির ঝাঁক, তার উপরে কৈকেয়ীরূপ ব্যাধিনী নিজের ভয়ঙ্কর বাজ ছেড়ে দিলেন—

সুনহু প্রানপ্রিয় ভারত জী কা * দেহু এক বর ভরতহি টীকা।
মাগউঁ দূসর বর কর জোরী * পুরবহু নাথ মনোরথ মোরী॥

হে প্রাণপ্রিয়, শোনো, আমার মনের মতো বর দাও। একটি বর—ভরতের রাজ্যাভিষেক। করজোড়ে দ্বিতীয় বর চাই। হে নাথ আমার মনোরথ পূর্ণ করো।

তাপস বেষ বিসেষি উদাসী * চৌদহ বরিস রামু বনবাসী।
সুনি মৃদু বচন ভূপ হিয়ঁ সোকূ * সসি কর ছুঅত বিকল জিমি কোকূ॥

তপস্বিবেশ ধারণ করে উদাসীনভাবে চোদ্দ বছর ধরে রাম বনবাস করুক। কৈকেয়ীর কোমল বচন শুনে রাজার হৃদয়ে তেমনি শোক হল চাঁদের কিরণ স্পর্শ করা মাত্র চকোরের হৃদয়ে যেমন হয়।

গয়উ সহমি নহিঁ কছু কহি আরা * জনু সচান বন ঝপটেউ লারা।
বিবরন ভয়উ নিপট নরপালু * দামিনি হনেউ মনহুঁ তরু তালু॥

রাজা স্তম্ভিত হলেন, মুখে কোন কথা ফুটল না, বাজপাখি যেন তিতিরকে ঝাপটে মারল। রাজার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, তালগাছে যেন বজ্রপাত হল।

মাথেঁ হাথ মূদি দোউ লোচন * তনু ধরি সোচু লাগ জনু সোচন।
মোর মনোরথু সুরতরু ফূলা * ফরত করিনি জিমি হতেউ সমূলা॥

হাত মাথায় দিয়ে দু-চোখ বুঁজে রইলেন রাজা, শোক যেন দেহধারণ করে শোকমগ্ন হল। আমার মনোরথরূপ কল্পতরুতে ফুল ধরেছিল, কিন্তু ফল ধরতেই হস্তিনী যেন সমূলে তা উপড়ে নিল।

অবধ উজারি কীন্হি কৈকেঈ * দীন্হিসি অচল বিপতি কৈ নেঈ।

কৈকেয়ী অযোধ্যাকে উজাড় করে দিলেন। স্থায়ী বিপত্তির ভিত্তি স্থাপন করলেন তিনি।

দো০ করনেঁ অবসর কা ভয়উ, গয়উঁ নারি বিশ্বাস।
জোগ সিদ্ধি ফল সময় জিমি, জতিহি অবিদ্যা নাস॥২৯॥

কোন্ সময়ে কী হল, স্ত্রীকে বিশ্বাস করে আমার সর্বনাশ হল। যোগসিদ্ধির সময় যেন অবিদ্যা যোগনাশ করল।

চৌ০ এহি বিধি রাউ মনহিঁ মন ঝাঁখা * দেখি কুভাঁতি কুমতি মন মাখা।
ভরতু কি রাউর পূত ন হোঁহী * আনেহু মোল বেসাহি কি মোহী ॥

এইভাবে রাজা মনে মনে বিদীর্ণ হলেন। বাঁকা চোখে দেখে কুমতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—ভরত কি তোমার ছেলে না? আমাকে কি তুমি দাম দিয়ে কিনে এনেছ?

জো সুনি সরু অস লাগ তুম্হারে * কাহে ন বোলহু বচনু সঁভারে।
দেহু উতরু অনু করহু কি নাহীঁ * সত্যসন্ধ তুম্হ রঘুকুল মাহীঁ ॥

শুনে যে তুমি বাণবিদ্ধ হলে দেখছি, তাহলে ভেবেচিন্তে কথা বলো নি কেন? উত্তর দাও। হাঁ কিংবা না বলো। রঘুবংশে তুমি সত্যসন্ধ বলে পরিচিত।

দেন কহেহু অব জনি বরু দেহূ * তজহু সত্য জগ অপজসু লেহূ।
সত্য সরাহি কহেহু বরু দেনা * জানেহু লেইহি মাগি চবেনা ॥

তুমি বর দেবে বলেছিলে, দিও না। সত্য ত্যাগ করে অপযশভাজন হও। সত্যের বড়াই করে বর দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে কৈকেয়ী শুধু জলপান চেয়ে নেবে।

সিবি দধীচি বলি জো কছু ভাষা * তনু ধনু তজেউ বচন পনু রাখা।
অতি কটু বচন কহতি কৈকেঈ * মানহুঁ লোন জরে পর দেঈ ॥

শিবি, দধীচি ও বলি—যা পণ করেছেন দেহত্যাগ করেও তা রেখেছেন। কৈকেয়ী অতি কটু বচন বললেন। পোড়ায় যেন নুনের ছিটে পড়ল।

দো০ ধরম ধুরন্ধর ধীর ধরি, নয়ন উঘারে রায়ঁ।
সিরু ধুনি লীন্হি উসাস অসি, মারেসি মোহি কুঠায়ঁ ॥৩০॥

ধর্মধুরন্ধর (রাজা) ধৈর্য ধারণ করে চোখ খুললেন আর মাথায় করাঘাত করে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন এ (কৈকেয়ী) তরবারি দিয়ে আমাকে দারুণ আঘাত করেছে।

চৌ০ আগেঁ দীখি জরত রিস ভারী * মনহুঁ রোষ তরবারি উঘারী।
মূঠি কুবুদ্ধি ধার নিঠুরাঈ * ধরী কূবরীঁ সান বনাঈ ॥

ক্রোধে জ্বলছেন এমন কৈকেয়ীকে দেখে মনে হল ক্রোধরূপ তরবারি যেন নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুবুদ্ধি তরবারির মুঠি, আর নিষ্ঠুরতা হল ধার, কুব্জারূপ শাণপাথরে যার তীক্ষ্ণতা বাড়ানো হয়েছে।

লখী মহীপ করাল কঠোরা * সত্য কি জীবনু লেইহি মোরা।
বোলে রাউ কঠিন করি ছাতী * বানী সবিনয় তাসু সোহাতী ॥

রাজা তাঁকে করালকঠোর দেখে ভাবলেন সত্যিই কি এ আমার জীবন নেবে? হৃদয় কঠিন করে তাঁর যাতে ভালো লাগে সবিনয়ে এমন কথা বললেন—

প্রিয়া বচন কস কহসি কুভাঁতী * ভীর প্রতীতি প্রীতি করি হাঁতী।
মোরে ভরতু রামু দুই আঁখী * সত্য কহউঁ করি সঙ্করু সাখী ॥

হে প্রিয়ে, প্রথা প্রত্যয় ও প্রীতিকে দলিত করে এমন কুকথা কেমন করে বলছ? ভরত ও রাম আমার দুই নয়ন। শঙ্করকে সাক্ষী রেখে আমি সত্যি বলছি।

অবসি দূতু মৈঁ পঠইব প্রাতা * ঐহহিঁ বেগি সুনত দোউ ভ্রাতা।
সুদিন সোধি সবু সাজু সজাঈ * দেউঁ ভরত কহুঁ রাজু বজাঈ ॥

কাল সকালে আমি অবশ্যই দূত পাঠাব। শোনামাত্রই দু-ভাই (ভরত ও শত্রুঘ্ন) অবিলম্বে চলে আসবে। ভালো দিন দেখে সমস্ত আয়োজন ঠিক করে বাদ্যোৎসব করে ভরতকে রাজ্য দেব।

দো০ লোভু ন রামহি রাজু কর, বহুত ভরত পর প্রীতি।
মৈঁ বড় ছোট বিচারি জিয়ঁ, করত রহেউঁ নৃপনীতি ॥৩১ ॥

রামের রাজ্যলোভ নেই, ভরতকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। আমি বড়োছোটো বিচার করে রাজনীতি পালন করছিলাম।

চৌ০ রাম সপথ সত কহউঁ সুভাউ * রামমাতু কছু কহেউ ন কাউ।
মৈঁ সবু কীন্হ তোহি বিনু পূছে * তেহি তেঁ পরেউ মনোরথ ছুছেঁ ॥

শতবার রামের দিব্যি করে আমি অকপটে বলছি, রামের জননী (কৌশল্যা) কখনও কিছুই বলেন নি। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আমিই সব করেছি, তাই আমার মনোরথ নিষ্ফল হয়ে গেল।

রিস পরিহরু অব মঙ্গল সাজূ * কছু দিন গএঁ ভরত জুবরাজূ।
একহি বাত মোহি দুখু লাগা * বর দূসর অসমঞ্জস মাগা ॥

ক্রোধ ত্যাগ করে এখন মঙ্গলসাজ পরো, কিছুদিনের মধ্যেই ভরত যুবরাজ হবে। একটা কথায় আমার দুঃখ হয়েছে, দ্বিতীয় বরটি তুমি অন্যায়ভাবে চেয়েছ।

অজহূঁ হৃদউ জরত তেহি আঁচা * রিস পরিহাস কি সাঁচেহুঁ সাঁচা।
কহু তজি রোষ রাম অপরাধূ * সবু কোউ কহই রামু সুঠি সাধূ॥

এখন তারই দাহে আমার হৃদয় জ্বলছে। এ কি ক্রোধ, পরিহাস, না সত্যিই তুমি এ বর চাও? ক্রোধ পরিত্যাগ করে বলো রামের কী অপরাধ। সবাই বলে রাম সহজ সরল।

তুহূঁ সরাহসি করসি সনেহূ * অব সুনি মোহি ভয়উ সন্দেহূ।
জাসু সুভাউ অরিহি অনুকূলা * সো কিমি করিহি মাতু প্রতিকূলা॥

তুমিও তো রামের প্রশংসা কর, তাকে স্নেহ কর। তাই আজ একথা শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে। যার স্বভাব শত্রুরও অনুকূল সে কেমন করে মায়ের প্রতিকূল আচরণ করবে?

দো০ প্রিয়া হাস রিস পরিহরহি, মাগু বিচারি বিবেকু।
জেহিঁ দেখৌঁ অব নয়ন ভরি, ভরত রাজ অভিষেকু॥৩১॥

হে প্রিয়া! পরিহাস এবং ক্রোধ ত্যাগ করো, বিচার করে বর চাও যাতে নয়ন ভরে আমি ভরতের রাজ্যাভিষেক দেখতে পারি।

চৌ০ জিঐ মীন বরু বারি বিহীনা * মনি বিনু ফনিকু জিঐ দুখ দীনা।
কহউঁ সুভাউ ন ছলু মন মাহীঁ * জীবনু মোর রাম বিনু নাহীঁ॥

জল ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে, মণি বিনা সাপ দুঃখদীন হয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। আমি মনে কোন ছল না রেখে অকপটে বলছি, রাম ছাড়া আমার জীবনধারণ অসম্ভব।

সমুঝি দেখু জিয়ঁ প্রিয়া প্রবীনা * জীবনু রাম দরস আধীনা।
সুনি মৃদু বচন কুমতি অতি জরঈ * মনহুঁ অনল আহুতি ঘৃত পরঈ॥

হে জ্ঞানবতী প্রিয়া! তুমি ভেবে দেখো আমার জীবন রামদর্শনের অধীন। কোমল বচন শুনে কুমতি কৈকেয়ী জ্বলে উঠল, অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল।

কহই করহু কিন কোটি উপায়া * ইহাঁ ন লাগিহি রাউরি মায়া।
দেহু কি লেহু অজসু করি নাহীঁ * মোহি ন বহুত প্রপংচ সোহাহীঁ॥

কৈকেয়ী বললেন, কোটি উপায় কর না কেন, এখানে তোমার কোন কপটতাই খাটবে না। হয় বর দাও, না হলে 'না' বলে অপযশ নাও। আমার বেশি ছলচাতুরি সহ্য হয় না।

রামু সাধু তুহ্ম সাধু সয়ানে * রামমাতু ভলি সব পহিচানে।

জস কোসিলাঁ মোর ভল তাকা * তস ফলু উহ্নহি দেউঁ করি সাকা ॥

রাম সাধু, তুমিও সাধু, সদাশয় রামের মা-ও ভালো, সবার পরিচয়ই আমি পেয়েছি। কৌশল্যা যেমন আমার ভালো চেয়েছে আমিও তেমনি তাকে তার ফল দেব যা তার মনে গেঁথে থাকবে।

দো॰ হোত প্রাতু মুনিবেষ ধরি, জৌঁ ন রামু বন জাহিঁ।

মোর মরনু রাউর অজস, নৃপ সমুঝিঅ মন মাহিঁ ॥৩৩॥

কাল ভোর হতেই মুনিবেশ ধরে রাম যদি বনে না যায় তা হলে আমার মরণ এবং তোমার অপযশ হবে। হে রাজন্, একথা অন্তরে বুঝে নিও।

চৌ॰ অস কহি কুটিল ভঈ উঠি ঠাঢ়ী * মানহুঁ রোষ তরঙ্গিনি বাঢ়ী।

পাপ পহার প্রগট ভই সোঈ * ভরী ক্রোধ জল জাই ন জোঈ ॥

এই বলে কুটিলা কৈকেয়ী উঠে দাঁড়ালেন, যেন ক্রোধভরা নদী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে নদী পাপের পাহাড় থেকে উৎপন্ন এবং ক্রোধের জলে ভরা, যা চোখ মেলে দেখা যায় না।

দোউ বর কূল কঠিন হঠ ধারা * ভবঁর কূবরী বচন প্রচারা।

ঢাহত ভূপরূপ তরু মূলা * চলী বিপতি বারিধি অনুকূলা ॥

দুই বর নদীর দুই কূল, কৈকেয়ীর কঠিন জিদ তার ধারা, কুব্জা মন্থরার বচনপ্রেরণা হল তরঙ্গ। দশরথরূপ তরুকে উৎপাটিত করতে করতে তা বিপত্তিরূপ সমুদ্রের দিকে চলেছে।

লখী নরেস বাত ফুরি সাঁচী * তিয় মিস মীচু সীস পর নাচী।

গহি পদ বিনয় কীহ্ন বৈঠারী * জনি দিনকর কুল হোসি কুঠারী ॥

রাজা বুঝলেন কথাটি সত্যি। স্ত্রীর ছলে মৃত্যুই তার মাথায় নাচছে। সবিনয়ে তাঁর চরণ ধরে বসিয়ে তিনি বললেন, সূর্যবংশের কুঠার হোয়ো না তুমি।

মাগু মাথ অবহীঁ দেউঁ তোহী * রাম বিরহঁ জনি মারিসি মোহী।

রাখু রাম কহুঁ জেহি তেহি ভাঁতী * নাহিঁ ত জরিহি জনম ভরি ছাতী ॥

যদি আমার মাথা চাও এখনই দেব, রামের বিরহে আমাকে মেরো না। যেমন করেই হোক রামকে রাখো, তা না হলে আজন্ম তোমার হৃদয় জ্বলবে।

দো০ দেখী ব্যাধি অসাধ নৃপু, পরেউ ধরনি ধুনি মাথ।
কহত পরম আরত বচন, রাম রাম রঘুনাথ ॥৩৪

কিন্তু রাজা দেখলেন রোগ দুরারোগ্য। রাজা মাথায় করাঘাত করতে করতে ভূমিতে পড়লেন, পরম আর্তবচনে বলতে লাগলেন—হে রাম, হে রাম, হে রঘুনাথ!

চৌ০ ব্যাকুল রাউ সিথিল সব গাতা * করিনি কলপতরু মনহুঁ নিপাতা।
কণ্ঠু সূখ মুখ আব ন বানী * জনু পাঠীনু দীন বিনু পানী ॥

রাজা ব্যাকুল হলেন, তাঁর সারা অঙ্গ শিথিল হল। হস্তিনী যেন কল্পতরু ভূপাতিত করল। তাঁর কণ্ঠ বিশুষ্ক, মুখে কথা সরল না। জল ছাড়া যেন মাছ ছটপট করতে লাগল।

পুনি কহ কটু কঠোর কৈকেঈ * মনহুঁ ঘায় মহুঁ মাহুর দেঈ।
জৌঁ অন্তহুঁ অস করতবু রহেউ * মাগু মাগু তুম্হ কেহিঁ বল কহেউ ॥

কৈকেয়ী আবার কটু ও কঠোর বচনে বললেন, ঘায়ে যেন বিষ ঢেলে দিলেন: যদি শেষে এমনিই করবে, তাহলে 'বর চাও, বর চাও' কিসের জোরে বলেছিলে?

দুই কি হোঈ এক সময় ভুআলা * হঁসব ঠঠাই ফুলাউব গালা।
দানি কহাউব অরু কৃপনাঈ * হোই কি খেম কুসল রৌতাঈ ॥

হে রাজন্, দুটো কি একসঙ্গে হয়? খিল্‌খিল্ করে হাসি আবার সেইসঙ্গে রেগে গাল ফোলানো, 'দাতা' নাম কেনা আবার সেই সঙ্গে কার্পণ্য করা। প্রভুত্বের সঙ্গে আবার (নিরঙ্কুশ) সুখশান্তি!

ছাড়হু বচনু কি ধীরজু ধরহূ * জনি অবলা জিমি করুনা করহূ।
তনু তিয় তনয় ধামু ধনু ধরনী * সত্যসন্ধ কহুঁ তৃন সম বরনী ॥

হয় পণ ছাড়ো (সত্য রক্ষা করো) না হয় ধৈর্য ধরো, অবলা স্ত্রীলোকের মতো করুণার উদ্রেক কোরো না। তনু, স্ত্রী, তনয়, ধাম, ধন ও ধরণী সত্যসন্ধের কাছে তৃণসমান বলে বর্ণিত।

দো০ মরম বচন সুনি রাউ কহ, কহু কছু দোষু ন তোর।
লাগেউ তোহি পিসাচ জিমি, কালু কহাবত মোর ॥৩৫॥

মর্মভেদী বচন শুনে রাজা বললেন, তোমার কোন দোষ নেই। আমার কাল-রূপ পিশাচ যেন তোমাকে পেয়েছে। সে-ই তোমাকে দিয়ে সব বলাচ্ছে।

চৌ॰ চহত ন ভরত ভূপতহি ভোরেঁ * বিধি বস কুমতি বসী জিয় তোরেঁ।
সো সবু মোর পাপ পরিনামূ * ভয়উ কুঠাহর জেহিঁ বিধি রামূ॥

ভরত ভুলেও রাজ্যাভিষেক চায় না। দৈববশে এই কুমতি তোমার হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সে সব আমার পাপের পরিণাম। তাই দুঃসময়ে বিধাতা বিরূপ হয়েছেন।

সুবস বসিহি ফিরি অবধ সুহাঈ * সহ গুন ধাম রাম প্রভুতাঈ।
করিহহিঁ ভাই সকল সেবকাঈ * হোইহি তিহুঁ পুর রাম বড়াঈ॥

সুন্দর অযোধ্যাপুরী আবার স্বাভাবিক হবে। সর্বগুণধাম রামচন্দ্রের প্রভুত্ব আবার ফিরে আসবে। ভাইয়েরা সব তার সেবা করবে। ত্রিভুবনে রামের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তোর কলঙ্ক মোর পছিতাউ * মুএহুঁ ন মিটিহি ন জাইহি কাউ।
অব তোহি নীক লাগ করু সোঈ * লোচন ওট বৈঠু মুহু গোঈ॥

তোমার কলঙ্ক আর আমার পশ্চাত্তাপ মরলেও মিটবে না, কখনও দূর হবে না। এখন তোমার যা ভালো মনে হয় তাই করো। মুখ ঢেকে আমার চোখের সামনে থেকে সরে বোসো।

জব লগি জিওঁ কহউঁ কর জোরী * তব লগি জনি কছু কহসি বহোরী।
ফিরি পছিতৈহসি অন্ত অভাগী * মারসি গাই নহারু লাগী॥

আমি হাতজোড় করে বলছি যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন আর কিছু বোলো না। না হলে, হে অভাগিনি, তোমাকে আফশোশ করতে হবে, তাঁতের জন্যে গোরু মেরে যেমন আফশোশ হয় তেমনি।

দো॰ পরেউ রাউ কহি কোটি বিধি, কাহে করসি নিদানু।
কপট সয়ানি ন কহতি কছু, জাগতি মনহুঁ মসানু॥৩৬

'কেন এমন সর্বনাশ করছ?' একথা অসংখ্য রকমে বুঝিয়ে বলে রাজা ভূপতিত হলেন। শঠতায় নিপুণা কোন কথা বললেন না, যেন শ্মশান জাগিয়ে রইলেন।

চৌ॰ রাম রাম রট বিকল ভুআলূ * জনু বিনু পঙ্খ বিহঙ্গ বেহালূ।
হৃদয়ঁ মনাব ভোরু জনি হোঈ * রামহি জাই কহৈ জনি কোঈ॥

'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করতে করতে রাজা বিকল হলেন, পাখা ছাড়া পাখি যেমন বিকল

হয় তেমনি। মনে মনে চাইলেন যেন ভোর না হয়, রামকে গিয়ে একথা যেন কেউ না বলে।

উদউ করহু জনি রবি রঘুকুল গুর * অবধ বিলোকি সূল হোইহি উর।
ভূপপ্রীতি কৈকই কঠিনাঈ * উভয় অবধি বিধি রচী বনাঈ॥

হে রঘুবংশগুরু (সূর্য)! তুমি উদিত হোয়ো না, অযোধ্যার দশা দেখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে। বিধাতা যেন রাজাকে প্রীতির এবং কৈকেয়ীকে কঠিনতার সীমা হিসেবে রচনা করেছেন।

বিলপত নৃপহি ভয়উ ভিনুসারা * বীনা বেনু সঙ্খ ধুনি দ্বারা।
পঢ়হিঁ ভাট গুন গাবহিঁ গায়ক * সুনত নৃপহি জনু লাগহিঁ সায়ক॥

রাজা এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে রাত ভোর হয়ে গেল। দ্বারে বীণা বেণু ও শঙ্খ ধ্বনিত হল। ভাট কীর্তিগাথা ও গায়ক গান করতে লাগল। শুনে রাজার হৃদয়ে যেন বাণাঘাত হল।

মঙ্গল সকল সোহাহিঁ ন কৈসেঁ * সহগামিনিহি বিভূষন জৈসেঁ।
তেহি নিসি নীদ পরী নহিঁ কাহূ * রাম দরস লালসা উছাহূ॥

সমস্ত মঙ্গলাচার তাঁর কাছে কেমন খারাপ লাগল? পতির সহমরণগামিনীর কাছে অলঙ্কার যেমন লাগে। সেই রাতে কারো ঘুম এল না, রামদর্শনের ইচ্ছা এত প্রবল।

দো০ দ্বার ভীর সেবক সচিব, কহহিঁ উদিত রবি দেখি।
জাগেউ অজহুঁ ন অবধপতি, কারনু কাবন বিসেষি॥৩৭॥

রাজদ্বারে সেবক ও সচিবদের ভীড় জমল। সূর্যোদয় হল দেখে তাঁরা বললেন, এখনও দেখি অযোধ্যাপতি জাগলেন না। নিশ্চয় এর বিশেষ কোনো কারণ আছে।

চৌ০ পছিলে পহর ভূপু নিত জাগা * আজু হমহি বড় অচরজু লাগা।
জাহু সুমন্ত্র জগাবহু জাঈ * কীজিঅ কাজু রজায়সু পাঈ॥

রাজা শেষ প্রহরেই জাগেন, তাই আমাদের আজ বড়ো আশ্চর্য লাগছে। সুমন্ত্র, যাও গিয়ে রাজাকে জাগাও। রাজাদেশ পেয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি।

গএ সুমন্ত্র তব রাউর মাহীঁ * দেখি ভয়াবন জাত ডেরাহীঁ।
খাই খাই জনু জাই ন হেরা * মানহুঁ বিপতি বিষাদ বসেরা॥

সুমন্ত্র তখন রাজ-অন্তঃপুরে গেলেন। ভয়ানক লাগল পুরীকে, ভয় পেলেন তিনি। চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কে যেন গিলতে আসছে। বিপদ এবং বিষাদ যেন সেখানে জমাট বেঁধেছে।

পূছেঁ কোউ ন উতরু দেঈ * গএ জেহিঁ ভবন ভূপ কৈকেঈ।
কহি জয় জীব বৈঠ সিরু নাঈ * দেখি ভূপ গতি গয়উ সুখাঈ ॥

জিজ্ঞেস করলেও কেউ উত্তর দিচ্ছে না। যে-ভবনে রাজা ও কৈকেয়ী ছিলেন তিনি সেখানে গেলেন। 'জয় জীব' বলে মাথা নত করে সুমন্ত্র বসলেন, রাজার দশা দেখে তিনি শুকিয়ে গেলেন।

সোচ বিকল বিবরন মহি পরেউ * মানহুঁ কমল মূলু পরিহরেউ।
সচিউ সভীত সকই নহিঁ পূঁছী * বোলী অসুভ ভরী সুভ ছুছী ॥

রাজা চিন্তায় ব্যাকুল এবং বিবর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন, যেন পদ্ম উন্মূলিত হয়েছে। সচিব ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। এই অবস্থায় অমঙ্গলময়ী এবং মঙ্গলহীনা কৈকেয়ী বললেন—

দো॰ পরী ন রাজহি নীদ নিসি, হেতু জান জগদীসু।
রামু রামু রটি ভোরু কিয়, কহই ন মরমু মহীসু ॥৩৮॥

সারা রাত রাজার ঘুম আসে নি, ভগবান জানেন কেন। 'রাম' 'রাম' করতে করতে ভোর করে দিলেন, রাজা রহস্য প্রকাশ করলেন না।

চৌ॰ আনহু রামহি বেগি বোলাঈ * সমাচার তব পূঁছেহু আঈ।
চলেউ সুমন্ত্র রায় রুখ জানী * লখী কুচালি কীহ্নি কছু রানী ॥

রামকে এক্ষুনি ডেকে আনো, পরে এসে খবর নেবে। রাজার বাসনা জেনে সুমন্ত্র চলে গেলেন। বুঝলেন রানী কিছু কুচাল চেলেছে।

সোচ বিকল মগ পরই ন পাউ * রামহি বোলি কহিহি কা রাউ।
উর ধরি ধীরজু গয়উ দুআরেঁ * পূঁছহিঁ সকল দেখি মনু মারেঁ ॥

শোকবিহ্বল হওয়ায় পথে তাঁর পা পড়ছিল না। রামকে ডেকে কী বলবেন রাজা? মনে ধৈর্য ধরে দ্বার পর্যন্ত গেলেন, (সুমন্ত্রকে) মর্মাহত দেখে সবাই প্রশ্ন করতে থাকে।

সমাধানু করি সো সবহী কা * গয়উ জহাঁ দিনকর কুল টীকা।
রাম সুমন্ত্রহি আবত দেখা * আদরু কীহ্ন পিতা সম লেখা ॥

সকলকে কোনমতে কিছু উত্তর দিয়ে যেখানে সূর্যবংশের শ্রেষ্ঠ মানুষটি সেখানে গেলেন। রাম সুমন্ত্রকে আসতে দেখলেন, পিতার মতো মনে করে তাঁর সমাদর করলেন।

নিরখি বদনু কহি ভূপ রজাঈ * রঘুকুলদীপহি চলেউ লেৱাঈ।
রামু কুভাঁতি সাচির সঁগ জাহীঁ * দেখি লোগ জহঁ তহঁ বিলখাহীঁ ॥

মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি রাজার আদেশ শোনালেন, এবং রঘুকুলের প্রদীপকে (রামকে) সঙ্গে নিয়ে চললেন। রাম অলক্ষুণে ভাবে সচিবের সঙ্গে যাচ্ছেন দেখে লোকেরা বিষণ্ণ হল।

দো০ জাই দীখ রঘুবংসমনি, নরপতি নিপট কুসাজু।
সহমি পরেউ লখি সিঁঘিনিহি, মনহু বৃদ্ধ গজরাজু ॥৩৯॥

রঘুবংশমণি (রাম) গিয়ে দেখলেন রাজা অতি দীন সাজে পড়ে আছেন, যেন সিংহীকে দেখে বৃদ্ধ গজরাজ ভয় পেয়ে পড়ে আছে।

চৌ০ সূখহিঁ অধর জরই সবু অঙ্গূ * মনহুঁ দীন মনিহীন ভুঅঙ্গূ।
সরুষ সমীপ দীখি কৈকেঈ * মানহুঁ মীচু ঘরীঁ গনি লেঈ ॥

তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছে, সারা অঙ্গ জ্বলছে, মণিহীন দীন ভুজঙ্গ যেন। কাছেই ক্রুদ্ধা কৈকেয়ী, যেন মৃত্যু (রূপ ধরে) সময় গুনছে।

রামকৈকেয়ী-সংবাদ

করুণাময় মৃদু রাম সুভাউ * প্রথম দীখ দুখু সুনা ন কাউ।
তদপি ধীর ধরি সমউ বিচারী * পূঁছী মধুর বচন মহতারী ॥

কোমলস্বভাব করুণাময় রাম এই প্রথম দুঃখ দেখলেন, এর আগে দুঃখের কথাও শোনেন নি। তবু ধৈর্য ধরে সময় বিচার করে মধুর বচনে মাকে জিজ্ঞেস করলেন—

মোহি কহু মাতু তাত দুখ কারন * করিঅ জতন জোহিঁ হোই নিৱারন।
সুনহু রাম সবু কারনু এহূ * রাজহি তুম্হ পর বহুত সনেহূ ॥

মা, আমাকে পিতার দুঃখের কারণ বলো, যাতে তা নিবারণ করার চেষ্টা করতে পারি। কৈকেয়ী বললেন– শোনো রাম! (তোমার পিতার দুঃখের) সব কারণ এই যে তোমার উপরই রাজার অত্যন্ত স্নেহ।

দেন কহেহ্নি মোহি ছুই বরদানা * মাগেউঁ জো কছু মোহি সোহানা।
সো সুনি ভয়উ ভূপ উর সোচূ * ছাড়ি ন সকহিঁ তুম্হার সঁকোচূ ॥

(তিনি) বলেছিলেন আমাকে দুটি বর দেবেন। আমার মনের মতো যা তাই চেয়েছি। তা শুনেই রাজার হৃদয়ে শোক হয়েছে। তোমার কাছেই তাঁর সংকোচ, তিনি তা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

দো॰ সুত সনেহু ইত বচনু উত, সঙ্কট পরেউ নরেসু।
সকহু ত আয়সু ধরহু সির, মেটহু কঠিন কলেসু ॥৪০॥

একদিকে পুত্রস্নেহ, আর এক দিকে পণ। রাজা উভয়সংকটে পড়েছেন। পারো তো তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করো। তাঁর কঠিন ক্লেশ দূর করো।

চৌ॰ নিধরক বৈঠি কহই কটু বানী * সুনত কঠিনতা অতি অকুলানী।
জীভ কমান বচন সর নানা * মনহুঁ মহিপ মৃদু লচ্ছ সমানা ॥

রাণী একটুও বিচলিত না হয়ে কটু বাণী বলে গেলেন, তা শুনে নিষ্ঠুরতাও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জিভ যেন কামানের মতো, কথা বাণের মতো, কোমল রাজাই তার লক্ষ্য।

জনু কঠোরপনু ধরেঁ সরীরূ * সিখই ধনুষবিদ্যা বর বীরূ।
সবু প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ * বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ ॥

যেন কঠোরতা শ্রেষ্ঠ বীরের দেহ ধারণ করে ধনুর্বিদ্যা শিখছে। সমস্ত ব্যাপার তিনি রঘুপতিকে শোনালেন। মনে হল নিষ্ঠুরতা যেন দেহ ধারণ করে বসে আছে।

মন মুসুকাই ভানুকুল ভানূ * রামু সহজ আনন্দ নিধানূ।
বোলে বচন বিগত সব দূষন * মৃদু মঞ্জুল জনু বাগ বিভূষন ॥

সূর্যবংশের সূর্য সহজ-আনন্দের আধার রাম মনে মনে হাসলেন। তিনি সর্বদোষহীন এমন কোমলমধুর বচন বললেন যে মনে হল তা যেন বাণীর অলংকারস্বরূপ।

সুনু জননী সোই সুতু বড়ভাগী * জো পিতু মাতু বচন অনুরাগী।
তনয় মাতু পিতু তোষনিহারা * দুর্লভ জননি সকল সংসারা ॥

শোনো মা, সেই ছেলেই মহা ভাগ্যবান পিতামাতার কথায় যার অনুরাগ। মাতা-পিতাকে যে সন্তুষ্ট করতে পারে সে-সন্তান জগতে দুর্লভ।

দো॰ মুনিগন মিলনু বিসেষি বন, সবহি ভাঁতি হিত মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি, সম্মত জননী তোর ॥৪১॥

মুনিদের সঙ্গে মিলন হবে বলে বিশেষ করে বনেই সব দিক থেকে আমার মঙ্গল হবে। আর তাতে, পিতার আদেশ আর তোমার সম্মতি আছে।

চৌ০ ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজু * বিধি সব বিধি মোহী সনমুখ আজু।

জৌঁ ন জাউঁ বন ঐসেহু কাজা * প্রথম গনিঅ মোহি মূঢ় সমাজা॥

প্রাণপ্রিয় ভরত রাজ্য পাবে, বিধাতা সব দিক দিয়ে আজ আমার প্রতি প্রসন্ন। এমন কাজ করতে যদি বনে না যাই মূর্খের সমাজে আমারই নাম প্রথমে গণনা করা হবে।

সেবহিঁ অরণ্ডু কলপতরু ত্যাগী * পরিহরি অমৃত লেহিঁ বিষু মাগী।

তেউ ন পাই অস সমউ চুকাহীঁ * দেখু বিচারী মাতু মন মাহীঁ॥

মনে মনে বিচার করে দেখো, মা, যে কল্পতরু ছেড়ে এরণ্ডের সেবা করে, অমৃত ছেড়ে বিষ নেয়, সে-ও এমন সুযোগ পেয়ে ছাড়বে না।

অম্ব এক দুখু মোহি বিসেষী * নিপট বিকল নরনায়কু দেখী।

থোরিহি বাত পিতহি দুখ ভারী * হোতি প্রতীতি ন মোহি মহতারী॥

মা, বিশেষ করে আমার একটাই দুঃখ, সে কেবল মহারাজকে এত বিকল দেখছি বলে। সামান্য কথায় পিতার এত দুঃখ, এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।

রাউ ধীর গুন উদধি অগাধূ * ভা মোহি তেঁ কছু বড় অপরাধু।

জাতেঁ মোহি ন কহত কছু রাউ * মোরি সপথ তোহি কহু সতিভাউ॥

রাজা ধৈর্যগুণে অগাধ সমুদ্রের মতো। আমারই কোন বড়ো অপরাধ কিছু হয়েছে। যার জন্যে আমাকে কিছু বলছেন না মহারাজ। আমি দিব্যি দিচ্ছি, আমাকে সত্যি করে বলো।

দো০ সহজ সরল রঘুবর বচন, কুমতি কুটিল করি জান।

চলই জোঁক জল বক্রগতি, জদ্যপি সলিলু সমান॥৪২॥

সহজ সরল রামের কথাকে কুমতি কৈকেয়ী বাঁকা ভাবে নিল। যদিও জল সমান তবু জোঁক জলে বাঁকা ভাবেই চলে।

চৌ০ রহসী রানি রাম রুখ পাঈ * বোলী কপট সনেহু জনাঈ।

সপথ তুম্হার ভরত কৈ আনা * হেতু ন দূসর মৈঁ কছু জানা॥

রানী রামের ইচ্ছা জানতে পেরে খুশী হলেন, কপট স্নেহ জানিয়ে বললেন, তোমার ও ভরতের দিব্যি দিয়ে বলছি, অন্য কারণ আমি কিছু জানি না।

তুহ্ম অপরাধ জোগু নহিঁ তাতা * জননী জনক বন্ধু সুখদাতা।
রাম সত্য সবু জো কছু কহহূ * তুহ্ম পিতু মাতু বচন রত অহহূ ॥

হে তাত! তুমি অপরাধের যোগ্য নও, তুমি মাতাপিতা ও বন্ধুজনের সুখদাতা। হে রাম, তুমি যা বললে সব সত্যি। পিতামাতার বচন-পালনে তুমি তৎপর।

পিতহি বুঝাই কহহু বলি সোঈ * চৌথেপন জেহিঁ অজসু ন হোঈ।
তুহ্ম সম সুঅন সুকৃত জেহিঁ দীন্হে * উচিত ন তাসু নিরাদরু কীন্হে ॥

তোমাকে মিনতি করি, তুমি পিতাকে বুঝিয়ে বলো, বার্ধক্যে তাঁর যেন অপযশ না হয়। যে-পুণ্যে তোমার মতো সুসন্তান পেয়েছি, সেই পুণ্যকে অনাদর করা তাঁর উচিত নয়।

লাগহিঁ কুমুখ বচন সুভ কৈসে * মগহঁ গয়াদিক তীরথ জৈসে।
রামহি মাতু বচন সব ভাএ * জিমি সুরসরি গত সলিল সুহাএ ॥

কু-মুখ থেকে শুভ বচন কেমন লাগল? মগধ প্রদেশে গয়াদি তীর্থ যেমন তেমনি। মায়ের কথা রামের খুব ভালো লাগল, জল গঙ্গায় পড়ে যেমন পবিত্র হয় তেমনি।

শ্রীরামদশরথ সংবাদ

দো॰ গই মুরুছা রামহি সুমিরি, নৃপ ফিরি করবট লীন্হ।
সচিব রাম আগমন কহি, বিনয় সময় সম কীন্হ ॥৪৩॥

(রাজার) মূর্ছা ভঙ্গ হল, রামকে স্মরণ করে তিনি আবার পাশ ফিরলেন। সচিব রামের আগমনবার্তা বলে সময়োচিত মিনতি করলেন।

চৌ॰ অবনিপ অকনি রামু পগু ধারে * ধরি ধীরজু তব নয়ন উঘারে।
সচিবঁ সঁভারি রাউ বৈঠারে * চরন পরত নৃপ রামু নিহারে ॥

রাজা রাম এসেছেন শুনে ধৈর্য ধারণ করে চোখ খুললেন। সচিব রাজাকে ধরে বসালেন রাজা রামকে চরণে পড়তে দেখলেন।

লিএ সনেহ বিকল উর লাঈ * গৈ মনি মনহুঁ ফনিক ফিরি পাঈ।
রামহি চিতই রহেউ নরনাহূ * চলা বিলোচন বারি প্রবাহূ ॥

স্নেহবিহ্বল রাজা রামকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন, সাপ হারানো-মণি ফিরে পেল। রাজা রামের দিকে চেয়েই রইলেন, চোখে বয়ে চলল অশ্রুধারা।

সোক বিবস কছু কহৈ ন পারা * হৃদয়ঁ লগাৱত বারহিঁ বারা।
বিধিহি মনাৱ রাউ মন মাহীঁ * জেহিঁ রঘুনাথ ন কানন জাহীঁ ॥

শোকে বিবশ রাজা কিছু বলতে পারলেন না। বারবার রামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা মনে মনে বিধাতার কাছে এই মানত করতে লাগলেন রাম যেন বনে না যায়।

সুমিরি মহেসহি কহই নিহোরা * বিনতী সুনহু সদাসিৱ মোরী।
আসুতোষ তুম্হ অৱঢর দানী * আরতি হরহু দীন জনু জানী ॥

মহেশ্বরকে স্মরণ করে প্রার্থনা করে বললেন, হে সদাশিব আমার মিনতি শোনো। তুমি আশুতোষ, চাওয়ামাত্রই তুমি দিয়ে থাকো। দীনজন মনে করে আমার আর্তি পূরণ করো।

দো০ তুম্হ প্রেরক সব কে হৃদয়ঁ, সো মতি রামহি দেহু।
বচনু মোর তজি রহহিঁ ঘর, পরিহরি সীলু সনেহু ॥৪৪॥

সবার হৃদয়ে তুমিই প্রেরক (চিন্তা বা ভাবের প্রেরণা তুমিই দিয়ে থাকো), রামকে তুমি এমন বুদ্ধি দাও সে যেন শীল ও স্নেহ ত্যাগ করে আমার কথা অমান্য করে ঘরেই থাকে।

চৌ০ অজসু হোউ জগ সুজসু নসাউ * নরক পরৌঁ বরু সুরপুরু জাউ।
সব দুখ দুসহ সহাৱহু মোহী * লোচন ওট রামু জনি হোঁহী ॥

জগতে আমার অপযশ হোক, সুনাম নাশ হোক, নরকেই পড়ি আর স্বর্গেই যাই, সমস্ত দুঃসহ দুঃখ আমার সহ্য হবে, যদি রাম আমার চোখের আড়াল না হয়।

অস মন গুনই রাউ নহিঁ বোলা * পীপর পাত সরিস মনু ডোলা।
রঘুপতি পিতহি প্রেমবস জানী * পুনি কছু কহিহি মাতু অনুমানী ॥
দেস কাল অৱসর অনুসারী * বোলে বচন বিনীত বিচারী।
তাত কহউঁ কছু করউঁ ঢিঠাঈ * অনুচিতু ছমব জানি লরিকাঈ ॥

রাজা একথা ভাবছিলেন, মুখে কিছু বললেন না, অশত্থ পাতার মতো তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। রাম পিতাকে স্নেহবিহ্বল জেনে, এবং মা আবার কিছু না বলেন একথা ভেবে, দেশ কাল ও অবসর অনুসারে বিচার করে বিনীতবচনে বললেন—তাত! ধৃষ্টতা করছি, কিছু বলছি, অনুচিত মনে হলে শৈশব জেনে ক্ষমা কোরো।

অতি লঘু বাত লাগি দুখু পারা * কাহুঁ ন মোহি কহি প্রথম জনারা।
দেখি গোসাইঁহি পূঁছিউঁ মাতা * সুনি প্রসঙ্গু ভএ সীতল গাতা ॥

অতি সামান্য ব্যাপারে তুমি দুঃখ করেছ। আমাকে কেন আগে বল নি? তোমার দশা দেখে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, সব কথা শুনে শরীর শীতল হল।

দো০ মঙ্গল সময় সনেহ বস, সোচ পরিহরিঅ তাত।
আয়সু দেইঅ হরষি হিয়ঁ, কহি পুলকে প্রভু গাত ॥৪৫॥

তাত, এ শুভ সময়ে স্নেহবশে শোক ত্যাগ করো প্রফুল্ল চিত্তে আদেশ দাও—একথা বলে প্রভু (রাম) রোমাঞ্চিত হলেন।

চৌ০ ধন্য জনমু জগতীতল তাসু * পিতহি প্রমোদু চরিত সুনি জাসু।
চারি পদারথ করতল তাকেঁ * প্রিয় পিতু মাতু প্রান সম জাকেঁ ॥

জগতে তার জন্মই ধন্য পিতা যার আচরণ শুনে আনন্দিত হন। পিতামাতা যার প্রাণের মতো প্রিয়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারটি পদার্থই তার করতলগত।

আয়সু পালি জনম ফলু পাঈ * ঐহউ বেগিহিঁ হোউ রজাঈ।
বিদা মাতু সন আবউ মাগী * চলিহউ বনহি বহুরি পগ লাগী ॥

তোমার আদেশ পালন করে জন্মফল লাভ করে আমি শিগ্‌গিরিই ফিরে আসব। মার কাছে বিদায় নিয়ে এসে তোমার চরণস্পর্শ করে বনে চলে যাব।

অস কহি রাম গবনু তব কীন্হা * ভূপ সোক বস উতরু ন দীন্হা।
নগর ব্যাপি গই বাত সুতীছী * ছুঅত চঢ়ী জনু সব তন বীছী ॥

এই বলে রাম গেলেন। রাজা শোকে উত্তর দিলেন না। এই অপ্রিয় বার্তা নগরে ছড়িয়ে গেল, বিছা কামড়ালে তার বিষ যেমন শরীরে ছড়িয়ে যায় তেমনি।

অযোধ্যাবাসীর শোক

সুনি ভএ বিকল সকল নর নারী * বেলি বিটপ জিমি দেখি দবারী।
জো জহঁ সুনই ধুনই সিরু সোঈ * বড় বিষাদু নহিঁ ধীরজু হোঈ ॥

খবর শুনে সমস্ত নরনারী বিকল হল। লতা এবং গাছ দাবানল দেখে যেমন বিকল হয় তেমনি। যে যেখানে একথা শুনল সেই কপালে করাঘাত করল, অত্যন্ত বিষাদ হল সবার মনে, ধৈর্য এল না।

দো০ মুখ সুখাহিঁ লোচন স্রবহিঁ, সোকু ন হৃদয়ঁ সমাই
মনহুঁ করুন রস কটকঈ, উতরী অবধ বজাই ॥৪৬॥

শুষ্ক মুখ, নয়নে জলধারা, হৃদয়ে শোক আর ধরে না। শোক-সেনা যেন ডঙ্কা বাজিয়ে অযোধ্যায় অবতীর্ণ হল।

চৌ॰ মিলেহি মাঝ বিধি বাত বেগারী * জহঁ তহঁ দেহিঁ কৈকইহি গারী।
এহি পাপিনিহি বুঝি কা পরেউ * ছাই ভবন পর পাবকু ধরেউ ॥

সব সাজিয়ে বিধাতা মাঝখানে বাধ সাধলেন। যেখানে সেখানে লোকে কৈকেয়ীকে গাল দিতে লাগল। এ পাপিনীর মনে একি বুদ্ধি এল? ছাওয়া ঘরে তিনি আগুন এনে রাখলেন।

নিজ কর নয়ন কাঢ়ি চহ দীখা * ডারি সুধা বিষু চাহত চীখা।
কুটিল কঠোর কুবুদ্ধি অভাগী * ভই রঘুবংস বেনু বন আগী ॥

নিজের হাতে চোখ উপড়ে দেখতে চান, সুধা ফেলে দিয়ে বিষ চাখতে চান। কুটিল কঠোর, কুবুদ্ধি, অভাগী কৈকেয়ী রঘুবংশের বেণুবনে আগুন হয়ে দেখা দিলেন।

পালব বৈঠি পেড়ু এহিঁ কাটা * সুখ মহুঁ সোক ঠাটু ধরি ঠাটা।
সদা রামু এহি প্রান সমানা * কারন কবন কুটিলপনু ঠানা ॥

পাতার উপরে বসে ইনি গাছ কেটে ফেললেন, সুখের মধ্যে শোক সাজিয়ে রাখলেন। রামচন্দ্র সবসময় এঁর প্রাণের মতো ছিলেন, এখন কোন্ কারণে ইনি এমন কুটিলতা অবলম্বন করেছেন?

সত্য কহহিঁ কবি নারি সুভাউ * সব বিধি অগহু অগাধ দুরাউ।
নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ * জানি ন জাই নারি গতি ভাঈ ॥

কবি সত্যই বলেছেন, স্ত্রী-স্বভাব সব-রকমে অগম্য, অগাধ এবং গুপ্ত হয়। নিজের প্রতিবিম্বও হয়তো কেউ ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু ভাই! স্ত্রীলোকের চাল কেউ জানতে পারে না।

দো॰ কাহ ন পাবকু জারি সক, কা ন সমুদ্র সমাই।
কা ন করৈ অবলা প্রবল, কেহি জগ কালু ন খাই ॥৪৭॥

এমন কী আছে আগুন যা পোড়াতে পারে না, এমন কী আছে যা সাগরে মিলিয়ে যেতে না পারে। প্রবল অবলা কী না করতে পারে। জগতে কাল কাকে না খায়?

চৌ॰ কা সুনাই বিধি কাহ সুনাবা * কা দেখাই চহ কাহ দেখাবা।
এক কহহিঁ ভল ভূপ ন কীন্হা * বরু বিচারি নহিঁ কুমতিহি দীন্হা ॥

কী শুনিয়ে বিধাতা কী শোনালেন, কী দেখিয়ে কী দেখাতে চাইলেন ? কেউ বলল রাজা ভালো করেন নি, দুর্বুদ্ধিকে (কৈকেয়ীকে) বিচার করে বর দেন নি।

জো হঠি ভয়উ সকল দুখ ভাজনু * অবলা বিবস গ্যানু গুনু গা জনু।
এক ধরম পরমিতি পহিচানে * নৃপহি দোসু নহিঁ দেহিঁ সয়ানে ॥

হঠতার বশে তিনি সমস্ত দুঃখভাজন হলেন। স্ত্রীর বশীভূত হয়ে রাজার গুণজ্ঞান সব গেল। যে ধর্মের মর্যাদা জানত সেই চতুর লোক রাজার দোষ দিল না।

সিবি দধীচি হরিচন্দ কহানী * এক এক সন কহহিঁ বখানী।
এক ভরত কর সম্মত কহহীঁ * এক উদাস ভয়েঁ সুনি রহহীঁ ॥

তারা পরস্পরে শিবি, দধীচি এবং হরিশ্চন্দ্রের কথা বলাবলি করল। কেউ বলল, এর মধ্যে ভরতের পরামর্শ আছে, কেউ এসব শুনে উদাস হয়ে রইল।

কান মূদি কর রদ গহি জীহা * এক কহহিঁ য়হ বাত অলীহা।
সুকৃত জাহিঁ অস কহত তুম্হারে * রামু ভরত কহুঁ প্রানপিআরে ॥

কেউ কান বন্ধ করে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলল, এ কথা মিথ্যা। এমন কথা বললে তোমাদের পুণ্য নষ্ট হবে। রাম ভরতের প্রাণপ্রিয়।

দো॰ চন্দু চবৈ বরু অনল কন, সুধা হোই বিষতুল।
সপনেহুঁ কবহুঁ ন করহিঁ কিছু, ভরতু রাম প্রতিকূল ॥৪৮॥

চাঁদ থেকে স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়তে পারে, অমৃত বিষতুল্য হতে পারে। কিন্তু ভরত স্বপ্নেও কখনও রামের প্রতিকূল কিছু করবেন না।

চৌ॰ এক বিধাতহি দূষনু দেহীঁ * সুধা দেখাই দীন্হ বিষু জেহীঁ।
খরভরু নগর সোচু সব কাহূ * দুসহ দাহু উর মিটা উছাহূ ॥

কেউ বিধাতার দোষ দিল, অমৃত দেখিয়ে তিনি বিষ দিলেন। নগরে সোরগোল উঠল, সকলেরই শোক, হৃদয়ে দুঃসহ দাহ। সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হল।

বিপ্রবধূ কুলমান্য জঠেরী * জে প্রিয় পরম কৈকঈ কেরী।
লগীঁ দেন সিখ সীলু সরাহী * বচন বানসম লাগহিঁ তাহী ॥

ব্রাহ্মণী, এবং কুলমান্য বয়োবৃদ্ধারা এবং যারা কৈকেয়ীর পরম প্রিয় তারা তাঁর স্বভাবের প্রশংসা করে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাদের কথা তাঁর বাণের মতো লাগল।

ভরতু ন মোহি প্রিয় রাম সমানা * সদা কহহু য়হু সবু জগু জানা।
করহু রাম পর সহজ সনেহূ * কেহি অপরাধ আজু বনু দেহূ ॥

ভরত আমার রামের মতো প্রিয় নয়—একথা তুমি সর্বদা বলেছ, সমস্ত জগৎ তা জানে। রামের উপরে তোমার সহজ স্নেহ। কোন্ অপরাধে আজ তাকে বনে পাঠাচ্ছ?

কবহুঁ ন কিয়হু সরতি আরেসূ * প্রীতি প্রতীতি জান সবু দেসূ।
কৌসল্যা অব কাহ বিগারা * তুম্হ জেহি লাগি বজ্র পুর পারা ॥

তুমি তো কখনও সপত্নীকে হিংসা কর নি। সপত্নীতে তোমার প্রীতি ও প্রত্যয় সমস্ত দেশ জানে। কৌশল্যা এখন তোমার এমন কী ক্ষতি করল যে তুমি নগরের উপরে এমন বজ্রপাত ঘটালে?

দো০ সীয় কি পিয় সঁগু পরিহরিহি, লখনু কি রহিহহিঁ ধাম।
রাজু কি ভূঁজব ভরত পুর, নৃপু কি জিইহি বিনু রাম ॥৪৯॥

সীতা কি পতিসঙ্গ ত্যাগ করতে পারবেন? লক্ষ্মণ কি গৃহে থাকবেন? ভরত কি নগরে রাজ্য ভোগ করবেন? রাজা কি রাম বিনা বাঁচবেন?

চৌ০ অস বিচারি উর ছাড়হু কোহূ * সোক কলঙ্ক কোঠি জনি হোহূ।
ভরতহি অরসি দেহু জুবরাজূ * কানন কাহ রাম কর কাজূ ॥

এসব মনে মনে বিচার করে ক্রোধ পরিত্যাগ করো। শোক ও কলঙ্কের স্তূপ হোয়ো না। ভরতকে অবশ্য যুবরাজ্য দাও। কিন্তু রাম বনে গিয়ে কী করবেন?

নাহিন রামু রাজ কে ভূখে * ধরম ধুরীন বিষয় রস রূখে।
গুর গৃহ বসহুঁ রামু তজি গেহূ * নৃপ সন অস বরু দূসর লেহূ ॥

রাজ্যের কোন ক্ষুধা নেই রামের, তিনি ধর্মধুরন্ধর এবং সাংসারিক সুখে উদাসীন। (এতেও যদি তোমার শঙ্কা দূর না হয় তবে) রাম ঘর ছেড়ে গুরু গৃহে বাস করুক। অথবা রাজার কাছে অন্য বর চেয়ে নাও।

রাম সরিস সুত কানন জোগূ * কাহ কহিহি সুনি তুম্হ কহুঁ লোগূ।
জৌ নহিঁ লগিহহু কহেঁ হমারে * নহি লাগিহি কছু হাথ তুম্হারে ॥

রামের মতো পুত্র কি বনবাসের যোগ্য, শুনে লোকে তোমাকে কী বলবে? আমাদের কথা যদি না মানো, তোমার হাতে কিছুই আসবে না।

জৌঁ পরিহাস কীহ্ন কছু হোঈ * তৌ কহি প্রগট জনাবহু মোই ।
উঠহু বেগি সোই করহু উপাঈ * জেহিবিধি নাকু কলঙ্কু নসাঈ ॥

যদি এটা কোন কিছু পরিহাসের ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে তা খুলে বলো। অবিলম্বে ওঠো, এমন উপায় করো যাতে শোক ও কলঙ্ক ঘুচে যায়।

ছন্দ॰ জেহি ভাঁতি সোকু কলঙ্কু জাই উপায় করি কুল পালহী।
হঠি ফেরু রামহি জাত বন জনি বাত দূসরি চালহী ॥
জিমি ভানু বিনু দিনু প্রান বিনু তনু চন্দ বিনু জিমি জামিনী।
তিমি অবধ তুলসীদাস প্রভু বিনু সমুঝি ধোঁ জিয় ভামিনী ॥

যাতে শোক ও কলঙ্ক যায় তেমন কোন উপায় করে কুলরক্ষা করো। এক্ষুনি রামকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করো, দ্বিতীয় পণ বাতিল করো। যেমন সূর্য বিনা দিন, প্রাণ বিনা দেহ, চন্দ্র বিনা রাত্রি তেমনি তুলসীদাসের প্রভু রামচন্দ্র বিনা অযোধ্যানগরী। হে ভামিনী এ কথা তুমি মনে মনে বুঝে দেখো।

সো॰ সখিহ্ন সিখাবনু দীহ্ন, সুনত মধুর পরিনাম হিত।
তেইঁ কছু কান ন কীহ্ন, কুটিল প্রবোধী কূবরী ॥২॥

সখীরা এমন উপদেশ দিল যা শুনতে মধুর এবং পরিণামে হিতকর ছিল। কিন্তু কৈকেয়ী সে কথা কানে নিল না, কারণ কুব্জা তাকে কূট বুদ্ধি দিয়েছিল।

চৌ॰ উতরু ন দেই দুসহ রিস রূখী * মৃগিহ্ন চিতব জনু বাঘিনি ভূখী।
ব্যাধি অসাধি জানি তিহ্ন ত্যাগী * চলীঁ কহত মতিমন্দ অভাগী ॥

কৈকেয়ী উত্তর দিলেন না, দুঃসহ ক্রোধে রুক্ষ হলেন। মনে হল ক্ষুধার্ত বাঘিনী মৃগীদের দেখছে। ব্যাধি দুরারোগ্য জেনে তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলল হায় 'মন্দমতি' অভাগী'।

রাজু করত যহ দৈঅঁ বিগোঈ * কীহ্নেসি অস জস করই ন কোঈ।
এহি বিধি বিলপহিঁ পুর নর নারীঁ * দেহিঁ কুচালিহি কোটিক গারীঁ ॥

দৈবহত ইনি রাজ্য করতে করতে এমন কাজ করলেন যা কেউ করে নি। —নগরের নরনারী এই ভাবে বিলাপ করতে লাগল এবং তাঁর কূটবুদ্ধিকে কোটি কোটি গাল দিল।

জরহিঁ বিষম জর লেহিঁ উসাসা * কবনি রাম বিনু জীবন আসা।
বিপুল বিয়োগ প্রজা অকুলানী * জনু জলচর গন সূখত পানী ॥

তারা বিষম জ্বরে জ্বলতে লাগল এবং শ্বাস নিতে লাগল আর বলল—রামচন্দ্র ছাড়া আর জীবনের কী আশা আছে? বিপুল বিচ্ছেদে প্রজারা আকুল হল। মনে হল জল শুকিয়ে গেলে জলচরেরা আকুল হয়েছে।

অতি বিষাদ বস লোগ লোগাঈঁ * গএ মাতু পহিঁ রামু গোসাঈঁ।
মুখ প্রসন্ন চিত চৌগুন চাউ * মিটা সোচু জনি রাখৈ রাউ॥

সমস্ত নরনারী অত্যন্ত বিষণ্ণ হল। স্বামী রামচন্দ্রের জননী কৌশল্যার কাছে গেলেন। তাঁর মুখ প্রসন্ন ছিল। মনে ছিল প্রবল উৎসাহ, রাজা আবার বিব্রত না হন এ আশঙ্কাও আর রইল না।

দো৹ নব গয়ন্দু রঘুবীর মনু, রাজু অলান সমান।
ছূট জানি বন গবনু সুনি, উর অনন্দু অধিকান॥৫০॥

রঘুবীর নবীন গজরাজের মতো, আর রাজ্য হল তার শৃঙ্খল। বনে-যাওয়া বন্ধন থেকে ছুটে যাওয়ার মতো জেনে হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ ছেয়ে গেল।

রামকৌশল্যাসংবাদ

চৌ৹ রঘুকলতিলক জোরি দোউ হাথা * মুদিত মাতু পদ নায়উ মাথা।
দীহ্নি অসীস লাই উর লীহ্নে * ভূষন বসন নিছাবরি কীহ্নে॥

রঘুকুলতিলক রাম দুহাত জোড় করে আনন্দে মায়ের চরণে মাথা নত করলেন। মা আশীর্বাদ দিলেন আর তাঁকে বুকে নিয়ে (সবার মধ্যে) বসন ও ভূষণ বিলিয়ে দিলেন।

বার বার মুখ চুম্বতি মাতা * নয়ন নেহ জলু পুলকিত গাতা।
গোদ রাখি পুনি হৃদয়ঁ লগাএ * স্রবত প্রেমরস পয়দ সুহাএ॥

মা বারবার মুখচুম্বন করলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে এল, শরীর রোমাঞ্চিত হল। কোলে বসিয়ে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন। স্নেহে তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল।

প্রেম প্রমোদু ন কছু কহি জাঈ * রঙ্ক ধনদ পদবী জনু পাঈ।
সাদর সুন্দর বদনু নিহারী * বোলী মধুর বচন মহতারী॥

তাঁর প্রেম আর আনন্দ বর্ণনা করে বলা সম্ভব নয়। কাঙাল যেন কুবেরের পদ পেল। আবার সানন্দে সুন্দর মুখ দেখে মা মধুর বচনে বললেন—

কহহু তাত জননী বলিহারী * কবহিঁ লগন মুদ মঙ্গলকারী।
সুকৃত সীল সুখ সীবঁ সুহাঈ * জনম লাভ কই অবধি অঘাঈ ॥

মার ইচ্ছায় তোর সব বালাই দূর হোক। বল্ তো বাছা, সেই আনন্দ আর মঙ্গলের লগ্ন কখন আসবে যা আমার পুণ্য, শীল আর সুখের সুন্দর সীমা এবং জন্মগ্রহণরূপ লাভের পূর্ণ অবধি।

দো০ জেহি চাহত নর নারি সব, অতি আরত এহি ভাঁতি।
জিমি চাতক চাতকি তৃষিত, বৃষ্টি সরদরিতু স্বাতি ৫১॥

সেই শুভ লগ্নটি কখন আসবে, যে শুভ লগ্নটিকে সমস্ত নরনারী অত্যন্ত দীনতা নিয়ে এমন করে চায় যেমন ক'রে তৃষিত চাতকচাতকী স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টিবিন্দুকে চায়।

চৌ০ তাত জাউঁ বলি বেগি নহাহূ * জো মন ভাব মধুর কছু খাহূ।
পিতু সমীপ তব জাএহু ভৈআ * ভই বড়ি বার জাই বলি মৈআ ॥

বালাই ষাট আমার, যা বাছা শিগগিরই স্নান করে নে আর যা খেতে ইচ্ছে করে সেই মিঠাই কিছু খেয়ে নে। পিতার কাছে যেতে তোর বড়ো দেরি হয়ে গেল, মা তোর সমস্ত বালাই নিজে নিচ্ছে।

মাতু বচন সুনি অতি অনুকূলা * জনু সনেহ সুরতরু কে ফূলা।
সুখ মকরন্দ ভরে শ্রিয়মূলা * নিরখি রাম মনু ভবঁরু ন ভূলা ॥

অতি অনুকূল মায়ের বচন শুনলেন তিনি। তা যেন স্নেহরূপ কল্পতরুর ফুল এবং সুখরূপ মকরন্দে ভরা রাজশ্রীর মূলাধার। কিন্তু তা দেখেও রামের মনভ্রমর ভুলল না।

ধরম ধুরীন ধরম গতি জানী * কহেউ মাতু সন অতি মৃদু বানী।
পিতাঁ দীন্হ মোহি কানন রাজূ * জহঁ সব ভাঁতি মোর বড় কাজূ ॥

ধর্মধুরন্ধর রাম ধর্মের গতি জেনে মাকে মধুর বচনে বলল—পিতা আমাকে বন-রাজ্য দিয়েছেন যেখানে সব রকমে আমার উপকার হবে।

আয়সু দেহি মুদিত মন মাতা * জেহিঁ মুদ মঙ্গল কানন জাতা।
জনি সনেহ বস ডরপসি ভোরেঁ * আনঁদু অম্ব অনুগ্রহ তোরেঁ ॥

মা, প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দাও, যাতে বনগমনে আনন্দ ও মঙ্গল হয়। স্নেহবশে ভুল করেও তুমি ভয় পেয়ো না মা। তোমার অনুগ্রহে আনন্দই হবে।

দো॰ বরষ চারিদস বিপিন বসি, করি পিতু বচন প্রমান।
আই পায় পুনি দেখিহউঁ, মনু জনি করসি মলান ॥৫২

চোদ্দ বছর বনে বাস করে পিতৃসত্য পালন করে ফিরে আসব। তখন আবার চরণ দর্শন করব, তুমি মন ম্লান কোরো না।

চৌ॰ বচন বিনীত মধুর রঘুবর কে * সর সম লগে মাতু উর করকে।
সহমি সূখি সুনি সীতলি বানী * জিমি জবাস পরেঁ পাবস পানী ॥

রামের বিনীত মধুর বচন বাণের মতো এসে মায়ের বুকে বাজল। সেই শীতল বাণী শুনেও ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। বর্ষার জল যেন জবাসার উপর পড়ল। (জবাসা ঘাস বর্ষার জল পড়লেই মরে যায়)।

কহিন জাই কছু হৃদয় বিষাদূ * মনহুঁ মৃগী সুনি কেহরী নাদূ।
নয়ন সজল তন থর থর কাঁপী * মাজহি খাই মীন জনু মাপী ॥

তাঁর হৃদয়ের দুঃখ বলে বোঝানো যায় না। হরিণী যেন সিংহের গর্জন শুনে ব্যাকুল হল। চোখে অশ্রু বইল। শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রথম বর্ষার ফেন পেয়ে মাছেরা যেমন ছট্‌ফট্‌ করে।

ধরি ধীরজু সুত বদনু নিহারী * গদগদ বচন কহতি মহতারী।
তাত পিতহি তুম্হ প্রানপিআরে * দেখি মুদিত নিত চরিত তুম্হারে ॥

ধৈর্য ধরে ছেলের মুখ দেখে গদ্‌গদ বচনে বললেন—বাছা, তুমি তো পিতার প্রাণপ্রিয়, তিনি সর্বদা তোমার আচরণ দেখে প্রসন্ন হন।

রাজু দেন কহুঁ সুভ দিন সাধা * কহেউ জান বন কেহিঁ অপরাধা।
তাত সুনাবহু মোহি নিদানু * কো দিনকর কুল ভয়উ কৃসানূ ॥

তিনি তোমাকে রাজ্য দেবার জন্যে শুভদিন ঠিক করলেন। কিন্তু এখন কোন্‌ অপরাধে বনে যেতে বললেন? কে সূর্যবংশের সূর্যবংশকে দগ্ধ করার জন্যে আগুন হয়ে দেখা দিল?

দো॰ নিরখি রাম রুখ সচিবসুত, কারনু কহেউ বুঝাই।
সুনি প্রসঙ্গু রহি মূক জিমি, দসা বরনি নহিঁ জাই ॥৫৩॥

রামের মুখে চেয়ে সচিবতনয় কারণ বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে মাতা যেন মূক হলেন, সে-দশা বর্ণনা করা যাবে না।

চৌ॰ রাখি ন সকই ন কহি সক জাহূ * দুহুঁ ভাঁতি উর দারুন দাহূ।
লিখত সুধাকর গা লিখি রাহূ * বিধি গতি বাম সদা সব কাহূ॥

তিনি রাখতেও পারলেন না, 'যাও' একথাও বলতে পারলেন না। দুই দিক থেকেই তাঁর হৃদয়ে দারুণ দাহ। 'চাঁদ' লিখতে গিয়ে বিধাতা 'রাহু' লিখলেন। বিধাতার গতি সবার ক্ষেত্রেই সর্বদা বাম।

ধরম সনেহ উভয়ঁ মতি ঘেরী * ভই গতি সাঁপ ছুছুন্দরি কেরী।
রাখউঁ সুতহি করউঁ অনুরোধূ * ধরমু জাই অরু বন্ধু বিরোধূ॥
কহউঁ জান বন তৌ বড়ি হানী * সঙ্কট সোচ বিবস ভই রানী।
বহুরি সমুঝি তিয় ধরমু সয়ানী * রামু ভরতু দোউ সুত সম জানী॥
সরল সুভাউ রাম মহতারী * বোলী বচন ধীর ধরি ভারী।
তাত জাউঁ বলি কীন্হেহু নীকা * পিতু আয়সু সব ধরমক টীকা॥

ধর্ম ও স্নেহ দুই-ই তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করল। সাপের ছুঁচো-ধরার মতো হল তাঁর দশা। যদি অনুরোধ করে ছেলেকে রাখি তাহলে ধর্ম যায় আর ভ্রাতৃবিরোধ হয়, আর যদি বনে যেতে বলি তাহলেও বড়ো বিপদ। এইভাবে সঙ্কট আর চিন্তার মধ্যে পড়ে রাণী আকুল হলেন। বুদ্ধিমতী রাম-জননী কৌশল্যা পুত্র রাম ও ভরতকে সমান জেনে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে সরলভাবে ধীর বচনে বললেন, বাছা, বালাই আমার, তুমি ঠিকই করেছ। পিতৃ-আজ্ঞা সমস্ত ধর্মের সার।

দো॰ রাজু দেন কহি দীন্হ বনু, মোহি ন সো দুখ লেসু।
তুম্হ বিনু ভরতহি ভূপতিহি, প্রজহি প্রচণ্ড কলেসু॥৫৪॥

রাজ্য দেবেন বলে যে তোমাকে বন বাস দিলেন সে জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার অভাবে ভরত, মহারাজ এবং প্রজাদের প্রচণ্ড কষ্ট হবে।

চৌ॰ জৌঁ কেবল পিতু আয়সু তাতা * তৌ জনি জাহু জানি বড়ি মাতা।
জৌঁ পিতু মাতু কহেউ বন জানা * তৌ কানন সত অবধ সমানা॥

হে তাত! যদি কেবল পিতার আদেশ হয়, তা হলে মাকে বড়ো বলে জেনে বনে যেও না। যদি পিতামাতা দুজনেই বনে যেতে বলেন তাহলে বন হবে শত অযোধ্যার সমান।

পিতু বনদেৱ মাতু বনদেৱী * খগ মৃগ চরন সরোরুহ সেৱী।
অন্তহুঁ উচিত নৃপহি বনবাসূ * বয় বিলোকি হিয়ঁ হোই হরাঁসূ ॥

(যেখানে) পিতা হবেন বনদেব আর মাতা হবেন বনদেবী, খগ-মৃগ হবে চরণপদ্মসেবী। শেষকালে তো রাজাদের বনবাসই বিহিত। কিন্তু (তোমার) অল্প বয়স দেখেই মনে দুঃখ হচ্ছে।

বড় ভাগী বনু অৱধ অভাগী * জো রঘুবংসতিলক তুম্হ ত্যাগী।
জৌঁ সুত কহৌঁ সঙ্গ মোহি লেহূ * তুম্হারে হৃদয়ঁ হোই সন্দেহূ ॥

হে রঘুবংশতিলক, বনের বড়ো ভাগ্য আর অযোধ্যার দুর্ভাগ্য যে তোমাকে ত্যাগ করেছে। হে তাত! যদি বলি আমাকেও সঙ্গে নাও তাহলে তোমার মনে সন্দেহ হবে। (মা প্রকারান্তরে বনে যাওয়া থেকে নিবারণ করতে চান এই ভেবে)।

পূত পরম প্রিয় তুম্হ সবহী কে * প্রান প্রান কে জীৱন জী কে।
তে তুম্হ কহহু মাতু বন জাউঁ * মৈঁ সুনি বচন বৈঠি পছিতাউঁ ॥

হে তাত! তুমি সবার পরম প্রিয়, প্রাণের-প্রাণ ও জীবনের জীবন। সেই তুমি বলছ— মা বনে যাচ্ছি, আর আমি সে কথা শুনে দুঃখ করছি।

দো॰ য়হ বিচারি নহিঁ করউঁ হঠ, ঝূঠ সনেহু বঢ়াই।
মানি মাতু কর নাত বলি, সুরতি বিসরি জনি জাই ॥৫৫॥

এ কথা ভেবে অনর্থক স্নেহ বাড়িয়ে আমি জিদ করব না। তবে মায়ের সঙ্গে নাড়ির টান জেনে, বালাই ষাট, আমাকে ভুলে যেওনা যেন।

চৌ॰ দেৱ পিতর সব তুম্হহি গোসাঈঁ * রাখহুঁ পলক নয়ন কী নাঈঁ।
অৱধি অম্বু প্রিয় পরিজন মীনা * তুম্হ করুনাকর ধরম ধুরীনা ॥

হে তাত! পলক নয়নকে যে ভাবে রক্ষা করে দেবতা ও পিতৃপুরুষেরাও তেমনি তোমাকে রক্ষা করুন। অযোধ্যা জল, প্রিয় পরিজন হল মাছ। আর তুমি করুণার আকর এবং ধর্মধুরন্ধর।

অস বিচারি সোই করহু উপাঈ * সবহি জিঅত জোহিঁ ভেটহু আঈ।
জাহু সুখেন বনহি বলি জাউঁ * করি অনাথ জন পরিজন গাউঁ ॥

একথা বিচার করে সেই উপায় করো যাতে সবাই বেঁচে থাকতেই এসে মিলিত হতে পারো। হে তাত, বালাই ষাট, স্বজন ও পুরজনদের অনাথ করে সুখে বনগমন করো।

সব কর আজু সুকৃত ফল বাতা * ভয়উ করাল কালু বিপরীতা।
বহুবিধি বিলপি চরন লপটাহী * পরম অভাগিনি আপুহি জানী ॥

আজ সবার পুণ্য-ফল বিফল হল, করাল কাল প্রতিকূল হল। (এ কথা ব'লে) নানাভাবে বিলাপ করে মা তার চরণ জড়িয়ে ধরলেন।

দারুন দুসহ দাহু উর ব্যাপা * বরনি ন জাহিঁ বিলাপ কলাপা।
রাম উঠাই মাতু উর লাঈ * কহি মৃদু বচন বহুরি সমুঝাঈ ॥

কঠিন ও দুঃসহ দাহ হৃদয়ে ছেয়ে গেল। ঐ সময়ের হা-হুতাশ বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। রাম মাকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আবার কোমল বাণীতে তাঁকে বোঝালেন।

জানকী-রাম-সংবাদ

দো॰ সমাচার তেহি সময় সুনি, সীয় উঠী অকুলাই।
জাই সাসু পদ কমল জুগ, বন্দি বৈঠি সিরু নাই ॥৫৬॥

ঐ সময় এই সংবাদ শুনে সীতা ব্যাকুল হলেন এবং সেখানে গিয়ে শ্বশ্রূর চরণকমল বন্দনা করে মাথা নত করে উপবেশন করলেন।

চৌ॰ দীন্হি অসীস সাসু মৃদু বানী * অতি সুকুমারি দেখি অকুলানী।
বৈঠি নমিতমুখ সোচতি সীতা * রূপ রাসি পতি প্রেম পুনীতা ॥

শ্বশ্রূমাতা মৃদুবাণীতে আশীর্বাদ দিলেন। সীতাকে অত্যন্ত সুকুমারী দেখে বিচলিত হলেন। পরম রূপবতী ও পতিপ্রেমে পবিত্র সীতা নতমুখে বসে চিন্তা করতে লাগলেন।

চলন চহত বন জীবননাথু * কেহি সুকৃতী সন হোইহি সাথু।
কী তনু প্রান কি কেবল প্রানা * বিধি করতবু কছু জাই ন জানা ॥

জীবননাথ বনে যেতে চান। কোন্ পুণ্যে তাঁর সঙ্গলাভ সম্ভব? তনু ও প্রাণ তাঁর সঙ্গে যাবে, না শুধু প্রাণ? বিধাতার কর্মধারা কিছু জানা যায় না।

চারু চরন নখ লেখতি ধরনী * নূপুর মুখর মধুর কবি বরনী।
মনহুঁ প্রেম বস বিনতী করহীঁ * হমহি সায় পদ জনি পরিহরহীঁ ॥

সীতা সুন্দর চরণের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছেন। নূপুরের যে মধুর ধ্বনি উঠছে তার বর্ণনা কবি এইভাবে করছেন—নূপুর যেন প্রেমের বশীভূত হয়ে প্রার্থনা করছে সীতার চরণ যেন আমাদের ছেড়ে না যায়।

মঞ্জু বিলোচন মোচতি বারী * বোলী দেখি রাম মহতারী।
তাত সুনহু সিয় অতি সুকুমারী * সাস সসুর পরিজনহি পিআরী ॥

সীতার সুন্দর চোখে জল ঝরছে। তা দেখে কৌশল্যা বললেন, হে তাত শোনো— সীতা অত্যন্ত কোমলা এবং শ্বশুর-শ্বশ্রূ এবং স্বজনদের প্রিয়।

দো০ পিতা জনক ভূপাল মনি, সসুর ভানুকুল ভানু।
পতি রবিকুল কৈরব বিপিন, বিধু গুন রূপ নিধানু ॥৫৭॥

এর পিতা জনক রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্বশুর হলেন সূর্যবংশের সূর্য আর পতি সূর্যবংশের কুমুদবনের চন্দ্রস্বরূপ এবং রূপ ও গুণের নিধান।

চৌ০ মৈঁ পুনি পুত্রবধূ প্রিয় পাঈ * রূপ রাসি গুন সীল সুহাঈ।
নয়ন পুতরি করি প্রীতি বঢ়াঈ * রাখেউঁ প্রান জানকিহিঁ লাঈ ॥

আমি রূপের রাশি, গুণ ও শীলে শ্রেষ্ঠ পুত্রবধূ পেয়েছি। চোখের মণি মনে করে স্নেহ বর্ধিত করে এর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ রেখে দিই।

কলপবেলি জিমি বহুবিধি লালী * সীঁচি সনেহ সলিল প্রতিপালী।
ফূলত ফলত ভয়উ বিধি বামা * জানি ন জাই কাহ পরিনামা ॥

স্নেহবারি-সিঞ্চনে কমল-লতার মতো একে নানা ভাবে সযত্নে লালন করেছি। এখন ফুল ও ফল ধরবার সময় বিধাতা বিরূপ হলেন। কী যে পরিণাম কে জানে?

পলঁগ পীঠ তজি গোদ হিণ্ডোরা * সিয়ঁ ন দীহ্ন পগু অবনি কঠোরা।
জিঅন মূরি জিমি জোগবত রহউঁ * দীপ বাতি নহিঁ টারন কহউঁ ॥

পালঙ্ক, আসন, কোল আর দোলনা ছেড়ে সীতা কঠিন মাটিতে পা দেয় নি। সঞ্জীবনীলতার মতো একে সামলে রাখি। প্রদীপের পলতে উস্‌কে দিতেও বলি না।

সোই সিয় চলন চহতি বন সাথা * আয়সু কাহ হোই রঘুনাথা।
চন্দ কিরন রস রসিক চকোরী * রবি রুখ নয়ন সকই কিমি জোরী ॥

সেই সীতা তোমার সঙ্গে বনে যেতে চায়। হে রঘুনাথ! বলো কী আজ্ঞা তোমার? যে চকোরী চন্দ্রকিরণের রসে রসিক সে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকবে কেমন করে?

দো০ করি কেহরি নিসিচর চরহিঁ, দুষ্ট জন্তু বন ভূরি।
বিষ বাটিকাঁ কি সোহ সুত, সুভগ সজীবনি মূরি ॥৫৮॥

বনে হাতি, সিংহ ও রাক্ষস ও বহু দুষ্ট জন্তু বিচরণ করে। হে তাত! বিষবাটিকায় কি সুন্দর সঞ্জীবনীলতা শোভা পায়?

চৌ॰ বন হিত কোল কিরাত কিসোরী * রচীঁ বিরঞ্চি বিষয় সুখ ভোরী।
পাহন কৃমি জিমি কঠিন সুভাউ * তিন্হহি কলেসু ন কানন কাউ॥

বিধাতা বনের জন্যে কোল এবং কিরাতকিশোরীদের সৃষ্টি করেছেন। এরা বিষয়সুখে উদাসীন। পথের কীটের মতো এদের কঠিন স্বভাব। বনেও তাদের কোন ক্লেশ নেই।

কৈ তাপস তিয় কানন জোগূ * জিন্হ তপ হেতু তজা সব ভোগূ।
সিয় বন বসিহি তাত কেহি ভাঁতী * চিত্র লিখিত কপি দেখি ডেরাতী॥

তাপসপত্নীরা বনের যোগ্য, তপস্যার জন্যে যাঁরা সব ভোগ ত্যাগ করেছেন। হে তাত! ছবিতে-আঁকা বানর দেখে যে ভয় পায় সেই সীতা বনে বাস করবে কেমন করে?

সুরসর সুভগ বনজ বন চারী * ডাবর জোগু কি হংসকুমারী।
অস বিচারি জস আয়সু হোঈ * মৈঁ সিখ দেউ জানকিহি সোঈ॥

মানসসরোবর ও সুন্দর পদ্মবনচারী হংসী কি সাধারণ পুষ্করিণীর যোগ্য? এ কথা বিচার করে তুমি যে-আদেশ দেবে আমি সেই ভাবেই জানকীকে উপদেশ দেব।

জৌঁ সিয় ভবন রহৈ কহ অম্বা * মোহি কহঁ হোই বহুত অবলম্বা।
সুনি রঘুবীর মাতু প্রিয় বানী * সীল সনেহ সুধাঁ জনু সানী॥

দো॰ কহি প্রিয় বচন বিবেকময়, কীন্হি মাতু পরিতোষ।
লগে প্রবোধন জানকিহি, প্রগটি বিপিন গুন দোষ॥৫৯॥

মা বললেন—সীতা যদি ঘরে থাকে আমার বড়ো অবলম্বন হবে সে। মায়ের প্রিয় বচন শুনে শীল ও স্নেহামৃতে মাখা বিবেকময় প্রিয় বচন বলে রাম মাকে সন্তুষ্ট করলেন, এবং বনের দোষ-গুণ প্রকাশ করে সীতাকে বোঝাতে লাগলেন।

চৌ॰ মাতু সমীপ কহত সকুচাহীঁ * বোলে সমউ সমুঝি মন মাহীঁ।
রাজকুমারি সিখাবনু সুনহূ * আন ভাঁতি জিয়ঁ জনি কছু গুনহূ॥

মায়ের সামনে বলতে লজ্জা পেলেন তিনি। তবু সময় বিচার করে বললেন—রাজকুমারী! আমার উপদেশ শোনো, অন্য কিছু মনে কোরো না।

আপন মোর নীক জৌঁ চহহূ * বচনু হমার মানি গৃহ রহহূ।
আয়সু মোর সাসু সেবকাঈ * সব বিধি ভামিনি ভবন ভলাঈ॥

যদি তোমার ও আমার ভালো চাও আমার কথা মেনে গৃহেই থাকো। হে ভামিনী, তাহলে আমার আদেশ পালন করো, ঘরে শাশুড়ীর সেবা করাও হবে, সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে।

এহি তে অধিক ধরমু নহি দূজা * সাদর সাসু সসুর পদ পূজা।
জব জব মাতু করিহি সুধি মোরী * হোইহি প্রেম বিকল মতি ভোরী ॥
তব তব তুম্হ কহি কথা পুরানী * সুন্দরি সমুঝাএহু মৃদু বানী।
কহউঁ সুভায়ঁ সপথ সত মোহী * সুমুখি মাতু হিত রাখউঁ তোহী ॥

এর চেয়ে বড়ো ধর্ম আর তোমার নেই। সাদরে শ্বশুরশাশুড়ীর চরণবন্দনা করো। যখনই মা আমাকে স্মরণ করবেন এবং স্নেহে বিকলচিত্ত হবেন, তখনই হে সুন্দরী, পুরনো দিনের কথা বলে মৃদুবচনে তাকে প্রবোধ দেবে। শত দিব্যি করে সরল মনে বলছি, হে সুন্দরী, শুধু মায়ের জন্যেই তোমাকে রেখে যাচ্ছি।

দো০ গুর শ্রুতি সম্মত ধরম ফলু, পাইঅ বিনহিঁ কলেস।
হঠ বস সব সঙ্কট সহে, গালব নহুষ নরেস ॥৬০॥

বিনা ক্লেশে তুমি গুরুনির্দেশিত এবং শ্রুতি-অনুমোদিত ধর্মফল পাবে। (অযথা) জিদ করার ফলেই গালব এবং রাজা নহুষকে সমস্ত সঙ্কট সহ্য করতে হয়েছে।

চৌ০ মৈঁ পুনি করি প্রবান পিতু বানী * বেগি ফিরব সুনু সুমুখি সয়ানী।
দিবস জাত নহিঁ লাগিহি বারা * সুন্দরি সিখবনু সুনহু হমারা ॥

হে সুমুখী, হে বুদ্ধিমতী, আমি পিতৃসত্য পালন করে অবিলম্বে ফিরে আসব। দিন যেতে দেরি লাগে না। হে সুন্দরী! আমার উপদেশ শোনো।

জৌঁ হঠ করহু প্রেম বস বামা * তৌ তুম্হ দুখু পাউব পরিনামা।
কাননু কঠিন ভয়ঙ্করু ভারী * ঘোর ঘামু হিম বারি বয়ারী ॥

যদি প্রেমবশে জিদ করো তাহলে পরিণামে দুঃখ পাবে। বন বড়ো কঠিন ও ভয়ঙ্কর। তাপ, হিম, জল বায়ু সবই সেখানে ভয়াবহ।

কুস কণ্টক মগ কাঁকর নানা * চলব পয়াদেহিঁ বিনু পদত্রানা।
চরন কমল মৃদু মঞ্জু তুম্হারে * মারগ অগম ভূমিধর ভারে ॥

পথে কুশের কাঁটা ও নানারকম কাঁকড়, সেখানে পাদুকা ছাড়া পায়ে হেঁটে চলতে হবে। তোমার চরণকমল কোমল ও মনোহর। পথে অগম্য পর্বত দাঁড়িয়ে।

কন্দর খোহ নদী নদ নারে * অগম অগাধ ন জাহিঁ নিহারে।
ভালু বাঘ বৃক কেহরি নাগা * করহিঁ নাদ সুনি ধীরজু ভাগা॥

গিরিগহ্বর, খাল, নদী ও নালা এমন অগম্য ও গভীর যে দেখাই যায় না। ভল্লুক, বাঘ, নেকড়ে, সিংহ এবং হাতি ঘোর শব্দ করে। শুনে ধৈর্য নাশ হয়।

দো॰ ভূমি সয়ন বলকল বসনু, অসনু কন্দ ফল মূল।
তে কি সদা সব দিন মিলহিঁ, সবুই সময় অনুকূল॥৬১॥

ভূমিতে শয়ন, বল্কল বসন, কন্দ-ফলমূল ভক্ষ্য। তাও কি রোজ মেলে? সবই সময়-সুযোগ মতো মেলে।

চৌ॰ নর অহার রজনীচর চরহীঁ * কপট বেষ বিধি কোটিক করহীঁ॥
লাগই অতি পহার কর পানী * বিপিন বিপতি নহিঁ জাই বখানী॥

নরখাদক রাক্ষস বিচরণ করে, তারা কোটি কপট রূপ ধারণ করে। পাহাড়ে জল সহ্য হয় না, বনের বিপদ অবর্ণনীয়।

ব্যাল করাল বিহগ বন ঘোরা * নিসিচর নিকর নারি নর চোরা।
ডরপহিঁ ধীর গহন সুধি আএঁ * মৃগলোচনি তুম্হ ভীরু সুভাএঁ॥

ভয়ংকর সাপ আর পাখি বনে বাস করে। মানুষ চুরি করে নিয়ে যায় এমন বহু রাক্ষস সেখানে থাকে। এমন বনের কথা মনে পড়লে যে ধীর সেও ভয় পায়। আর, হে মৃগনয়না, তুমি তো স্বভাবভীরু।

হংসগবনি তুম্হ নহিঁ বন জোগূ * সুনি অপজসু মোহি দেইহি লোগূ॥
মানস সলিল সুধাঁ প্রতিপালী * জিঅই কি লবন পয়োধি মরালী॥

হে হংসগামিনী, তুমি বনের যোগ্য নও। তোমার বনে যাওয়ার কথা শুনে লোকে আমাকে নিন্দা করবে। মানসসরোবরের অমৃতকল্প জলে পালিত হংসী কি লবণাক্ত সমুদ্রে বাঁচতে পারে?

নব রসাল বন বিহরনসীলা * সোহ কি কোকিল বিপিন করীলা।
রহহু ভবন অস হৃদয়ঁ বিচারী * চন্দবদনি দুখু কানন ভারী॥

নব রসালবনে বিহরণশীল কোকিল কি কণ্টকবনে শোভা পায়? এসব হৃদয়ে বিচার করে। হে চন্দ্রমুখী, গৃহে থাকো। বনে বড়োই দুঃখ।

দো॰ সহজ সুহৃদ গুরু স্বামি সিখ, জো ন করই সির মানি।
সো পছিতাই অঘাই উর, অরসি হোই হিত হানি ॥৬২॥

স্বভাবহিতৈষী গুরু ও স্বামীর উপদেশ যে মাথায় করে মানে না তাকে অনুতাপ করতে হয় এবং তার অবশ্যই অমঙ্গল হয়।

চৌ॰ সুনি মৃদু বচন মনোহর পিয় কে * লোচন ললিত ভরে জল সিয় কে।
সীতল সিখ দাহক ভই কৈসেঁ * চকইহি সরদ চন্দ নিসি জৈসেঁ ॥

প্রিয়ের মৃদু-মনোহর বচন শুনে সীতার শূন্য চোখ জলে ভরে গেল। শীতল শিক্ষা কেমন দাহক হল? শরতের চাঁদনী রাত চকোরের কাছে যেমন হয় তেমনি।

উতরু ন আব বিকল বৈদেহী * তজন চহত সুচি স্বামি সনেহী।
বরবস রোকি বিলোচন বারী * ধরি ধীরজু উর অবনিকুমারী ॥
লাগি সাসু পগ কহ কর জোরী * ছমবি দেবি বড়ি অবিনয় মোরী।
দীহ্নি প্রানপতি মোহি সিখ সোঈ * জেহি বিধি মোর পরম হিত হোঈ ॥

উত্তর এল না। বৈদেহী বিহ্বল – স্নেহপরায়ণ পবিত্র পতি তাঁকে ত্যাগ করতে চান অর্থাৎ তাঁকে ছেড়ে বনে যেতে চান। অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে এবং ধৈর্য ধরে ধরিত্রীকন্যা সীতা শাশুড়ীর পায়ে পড়ে হাত জোর করে বললেন—হে দেবী, আমার অতি অবিনয় ক্ষমা করো। আমার প্রাণপতি আমাকে সেই উপদেশই দিয়েছেন যাতে আমার পরম হিত হয়।

মৈঁ পুনি সমুঝি দীখি মন মাহীঁ * পিয় বিয়োগ সম দুখু জগ নাহীঁ।

আমি মনে মনে ভেবে দেখেছি, জগতে প্রিয়বিচ্ছেদের মতো দুঃখ নাই।

দো॰ প্রাননাথ করুনায়তন, সুন্দর সুখদ সুজান।
তুম্হ বিনু রঘুকুল কুমুদ বিধু, সুর পুর নরক সমান ॥৬৩॥

হে প্রাণনাথ, হে করুণায়তন, হে সুন্দর, হে সুখদাতা, হে প্রজ্ঞাবান, হে রঘুকুলকুমুদের চন্দ্রমাস্বরূপ, তুমি ছাড়া স্বর্গও আমার কাছে নরকের মতো।

চৌ॰ মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ * প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ।
সাসু সসুর গুর সজন সহাঈ * সুত সুন্দর সুসীল সুখদাঈ ॥
জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে * পিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে।
তনু ধনু ধামু ধরনি পুর রাজূ * পতি বিহীন সবু সোক সমাজূ ॥

মাতাপিতা, ভগিনী, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় পরিবার, বন্ধু, শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, স্বজন-সহায়, সুন্দর সুশীল সুখদ পুত্র,—হে স্বামিন্, স্নেহ ও প্রীতি যতদূরে ব্যাপ্ত হোক না কেন, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোককে এসব সূর্যের চেয়েও বেশি তাপ দেয়। দেহ, ধন, ঘর, ভূমি, নগর আর রাজ্য পতিবিনা দুঃখরাশি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভোগ রোগসম ভূষন ভারূ * জম জাতনা সরিস সংসারূ।
প্রান নাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ * মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কছু নাহীঁ॥

ভোগ রোগের মতো, ভূষণ ভারমাত্র, সংসার যমযন্ত্রণার মতো। প্রাণনাথ, তুমি ছাড়া এ সংসারে সুখপ্রদ কিছুই নাই।

জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী * তৈসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী।
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারেঁ * সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ॥

প্রাণ ছাড়া দেহ, জল ছাড়া নদীর মতোই পতি ছাড়া নারী। হে নাথ, তোমার সঙ্গে থাকলে, তোমার শরতের বিমল চন্দ্রের মতো মুখ দেখতে পেলে আমার সবই সুখ।

দো॰ খগ মৃগ পরিজন নগরু বনু, বলকল বিমল দুকূল।
নাথ সাথ সুরসদন সম, পরনসাল সুখ মূল ॥৬৪॥

হে নাথ! তোমার সঙ্গে থাকলে পশুপাখিই আমার পরিজন, বনই নগর, বল্কলই বিমল পট্টবাস, এবং পর্ণশালাই স্বর্গের মতো সর্বসুখের মূল।

চৌ॰ বনদেবীঁ বনদেব উদারা * করিহহিঁ সাসু সসুর সম সারা।
কুস কিসলয় সাথরী সুহাঈ * প্রভু সঁগ মঞ্জু মনোজ তুরাঈ॥

উদার বনদেব এবং বনদেবী শ্বশুর ও শাশুড়ীর মতোই আমাকে রক্ষা করবেন। তোমার সঙ্গে থাকলে কুশ ও কিসলয়ের সুন্দর শয্যাও হবে কামদেবের মনোরম তোষকের মতো।

কন্দ মূল ফল অমিঅ অহারূ * অবধ সৌধ সত সরিস পহারূ।
ছিনু ছিনু প্রভুপদ কমল বিলোকী * রহিহউঁ মুদিত দিবস জিমি কোকী॥

কন্দ ও ফলমূল হবে অমৃত-আহার, পাহাড় হবে অযোধ্যার শত সৌধের মতো। ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর চরণকমল দেখে দিনে চক্রবাকীর মতোই আমি আনন্দিত থাকব।

বন দুখ নাথ কহে বহুতেরে * ভয় বিষাদ পরিতাপ ঘনেরে।
প্রভু বিয়োগ লবলেস সমানা * সব মিলি হোহিঁ ন কৃপানিধানা॥

হে নাথ, বনের বহুরকম দুঃখ, ভয়, বিষাদ এবং গভীর পরিতাপের কথা বলেছ। কিন্তু হে কৃপানিধান এদের সবগুলো এক সঙ্গে মিলেও তোমার বিচ্ছেদদুঃখের এক কণার সমানও হবে না।

অস জিয়ঁ জানি সুজান সিরোমনি * লেইঅ সঙ্গ মোহি ছাড়িঅ জনি।
বিনতি বহুত করৌঁ কা স্বামী * করুনাময় উর অন্তরজামী ॥

এই বিষয়টি মনে ভেবে, হে জ্ঞানিশিরোমণি, আমাকে সঙ্গে নাও, ছেড়ে যেও না। হে প্রভু, তোমার কাছে বেশি মিনতি আর কী করব? তুমি করুণাময়, তুমি অন্তরের অন্তর্যামী।

দো॰ রাখিঅ অবধ জো অবধি লগি, রহত ন জনিঅহিঁ প্রান।
দীনবন্ধু সুন্দর সুখদ, সীল সনেহ নিধান ॥৬৫॥

হে দীনবন্ধু, হে সুন্দর, হে সুখদাতা, হে শীল ও স্নেহের নিধান, যদি (বনবাসের) অবধি পর্যন্ত আমাকে অযোধ্যায় রাখো তাহলে আমার প্রাণ আর রইবে না একথা জেনো।

চৌ॰ মোহি মগ চলত ন হোইহি হারী * ছিনু ছিনু চরন সরোজ নিহারী।
সবহি ভাঁতি পিয় সেবা করিহোঁ * মারগ জনিত সকল শ্রম হরিহোঁ ॥

ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণপদ্ম দেখে পথ চলতে আমার কষ্ট হবে না। সবরকমে আমি পতিসেবা করব। তোমার পথচলার সমস্ত শ্রম দূর করব।

পায় পখারি বৈঠি তরু ছাহীঁ * করিহউঁ বাউ মুদিত মন মাহীঁ।
শ্রম কন সহিত স্যাম তনু দেখেঁ * কহঁ দুখ সমউ প্রানপতি পেখেঁ ॥

পা ধুইয়ে গাছের ছায়ায় বসে আনন্দিত মনে হাওয়া করব তোমাকে। স্বেদবিন্দুমণ্ডিত তোমার শ্যামতনু দেখে, হে প্রাণপতি, দুঃখ অনুভবের অবসর পাব কেমন করে?

সম মহি তৃন তরুপল্লব ডাসী * পায় পলোটিহি সব নিসি দাসী
বার বার মৃদু মূরতি জোহী * লাগিহি তাত বয়ারি ন মোহী ॥

সমতল মাটিতে তৃণ ও তরুপল্লব বিছিয়ে তোমার পদসেবা করে এ দাসী রাত ভোর করে দেবে। বারবার তোমার কোমল মূর্তি দেখলে আমার গরম হাওয়া লাগবে না।

কো প্রভু সঁগ মোহি চিতবনিহারা * সিংঘবধুহি জিমি সসক সিআরা।
মৈ সুকুমারি নাথ বন জোগূ * তুম্হহি উচিত তপ মো কহুঁ ভোগূ ॥

প্রভুর সঙ্গে থাকলে আমার দিকে তাকাবে কে? সিংহবধূর দিকে কি শশক বা শৃগাল

তাকায়। আমি সুকুমারী, তুমি বনের যোগ্য। তোমার উচিত তপস্যা, আমার কি ভোগবিলাস ?

দো॰ ঐসেউ বচন কঠোর সুনি, জৌঁ ন হৃদউ বিলগান।
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগ দুখ, সহিহহিঁ পাবঁর প্রান ॥৬৬॥

অমন কঠোর বচন শুনেও তো হৃদয় বিদীর্ণ হল না, তাই, হে প্রভু, তোমার ভীষণ বিচ্ছেদদুঃখও এই পোড়া প্রাণ সইতে পারবে।

শ্রীরাম-কৌশল্যা-সীতা সংবাদ

চৌ॰ অস কহি সীয় বিকল ভই ভারী * বচন বিয়োগু ন সকী সঁভারী।
দেখি দসা রঘুপতি জিয়ঁ জানা * হঠি রাখেঁ নহিঁ রাখিহি প্রানা ॥

এই বলে সীতা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন, (বিচ্ছেদ তো দূরের কথা) বিচ্ছেদের কথাও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে রাম মনে মনে বুঝলেন জোর করে রেখে গেলে এর প্রাণ রইবে না।

কহেউ কৃপাল ভানুকুলনাথা * পরিহরি সোচু চলহু বন সাথা।
নহিঁ বিষাদ কর অবসরু আজু * বেগি করহু বন গবন সমাজু ॥

দয়ালু ভানুকুলনাথ বললেন—শোক ত্যাগ করো, আমার সঙ্গে বনে চলো। আজ বিষাদের অবসর নেই। অবিলম্বে বনগমনের আয়োজন করো।

কহি প্রিয় বচন প্রিয়া সমুঝাঈ * লগে মাতু পদ আসিষ পাঈ।
বেগি প্রজা দুখ মেটব আঈ * জননী নিঠুর বিসরি জনি জাঈ ॥

প্রিয়বচন বলে প্রিয়াকে বোঝালেন, এবং মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ পেলেন। মা বললেন—তাড়াতাড়ি এসে প্রজাদের দুঃখ মিটিও, এই নিষ্ঠুর মাকে যেন ভুলে যেও না।

ফিরিহি দসা বিধি বহুরি কি মোরী * দেখিহউঁ নয়ন মনোহর জোরী।
সুদিন সুঘরী তাত কব হোইহি * জননী জিঅত বদন বিধু জোইহি ॥

বিধাতা কি আমার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন ? আবার কি এই মনোহর জুটিকে (রামসীতাকে) দেখতে পাব ? হে তাত! সেই সুদিন, সেই সুসময় কবে হবে, মা বেঁচে থেকে তোমাদের চাঁদ মুখ দেখবে ?

দো৹ বহুরি বচ্ছ কহি লালু কহি, রঘুপতি রঘুবর তাত।
করহিঁ বোলাই লগাই হিয়ঁ, হরষি নিরখিহউঁ গাত ॥৬৭॥

হে তাত! আবার কবে 'বৎস', 'লাল', 'রঘুপতি', 'রঘুবর' এই সব বলে বুকে জড়িয়ে আনন্দে তোমার শরীর দেখব?

চৌ৹ লখি সনেহ কাতরি মহতারী * বচনু ন আব বিকল ভই ভারী।
রাম প্রবোধু কীহ্ন বিধি নানা * সমউ সনেহ ন জাই বখানা ॥

মা স্নেহকাতর, কথা বলতে পারছেন না, অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন দেখে রাম নানাভাবে তাঁকে প্রবোধ দিলেন। সেই সময়ের স্নেহের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

তব জানকী সাসু পগ লাগী * সুনিঅ মায় মৈঁ পরম অভাগী।
সেবা সময় দৈঅঁ বনু দীহ্না * মোর মনোরথু সফল ন কীহ্না ॥

তখন জানকী শাশুড়ীর পায়ে পড়লেন, বললেন—শোনো মা, আমি পরম অভাগী। সেবার সময় দৈব বনবাস দিলেন, আমার মনোরথ সফল করলেন না।

তজব ছোভু জনি ছাড়িঅ ছোহূ * করমু কঠিন কছু দোসু ন মোহূ।
সুনি সিয় বচন সাসু অকুলানী * দসা কবনি বিধি কহৌঁ বখানী ॥

ক্ষোভ ত্যাগ করুন, কিন্তু স্নেহ ত্যাগ করবেন না যেন। কর্মের গতি কঠিন। আমার কোনও দোষ নেই। সীতার এ কথা শুনে শ্বশ্রূমাতা ব্যাকুল হলেন। তাঁর অবস্থা কেমন করে বর্ণনা করব?

বারহিঁ বার লাই উর লীহ্নী * ধরি ধীরজু সিখ আসিষ দীহ্নী।
অচল হোউ অহিবাতু তুম্হারা * জব লগি গঙ্গ জমুন জল ধারা ॥

বারবার তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ধৈর্য ধরে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন। যতদিন গঙ্গা ও যমুনায় জলধারা বইবে ততদিন—ততদিন তুমি সীমন্তিনী থাকো।

দো৹ সীতহি সাসু অসীস সিখ, দীহ্নি অনেক প্রকার।
চলী নাই পদ পদুম সিরু, অতি হিত বারহিঁ বার ॥৬৮॥

শ্বশ্রূমাতা সীতাকে নানাভাবে উপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন। সীতা পরম শ্রদ্ধায় বারবার পাদপদ্মে প্রণাম করে চললেন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ

চৌ॰ সমাচার জব লছিমন পাএ * ব্যাকুল বিলখ বদন উঠি ধাএ।
কম্প পুলক তন নয়ন সনীরা * গহে চরন অতি প্রেম অধীরা ॥

যখন লক্ষ্মণ এ সংবাদ শুনলেন তখন ব্যাকুল হয়ে বিষণ্ণমুখে ছুটলেন। তাঁর শরীরে কম্প, দেহে রোমাঞ্চ, নয়নে নীর। তিনি পরম প্রেমে অধীর হয়ে রামের চরণ গ্রহণ করলেন।

কহি ন সকত কছু চিতরত ঠাঢ়ে * মীনু দীন জনু জল তেঁ কাঢ়ে।
সোচু হৃদয়ঁ বিধি কা হোনিহারা * সবু সুখু সুকৃতু সিরান হমারা ॥

তিনি কিছু বলতে পারলেন না, দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। জল থেকে তোলা মাছের মতোই নিষ্প্রাণ বলে মনে হল তাঁকে। ভাবতে লাগলেন—হে বিধাতা, এ সব কী হতে চলেছে? আমাদের সব সুখ আর সুকৃতি কি শেষ হয়েছে?

মো কহু কাহ কহব রঘুনাথা * রখিহহিঁ ভবন কি লেহহিঁ সাথা।
রাম বিলোকি বন্ধু কর জোরেঁ * দেহ গেহ সব সন তৃনু তোরেঁ ॥

আমাকে কী বলবেন রঘুনাথ? ঘরে রাখবেন, না সঙ্গে নিয়ে যাবেন? রামচন্দ্র দেখলেন ভাই (লক্ষ্মণ) করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেহ ও গৃহ সব কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

বোলে বচনু রাম নয় নাগর * সীল সনেহ সরল সুখ সাগর।
তাত প্রেম বস জনি কদরাহূ * সমুঝি হৃদয়ঁ পরিনাম উছাহূ ॥

শীল, স্নেহ, সরলতা এবং সুখের সাগর নীতিনিপুণ রাম বললেন, তাত! পরিণামের আনন্দকে হৃদয়ে অনুভব করো। প্রেমের বশীভূত হয়ে অধীর হোয়ো না।

দো॰ মাতু পিতা গুরু স্বামি সিখ, সির ধরি করহিঁ সুভায়ঁ।
লহেউ লাভু তিন্হ জনম কর, নতরু জনমু জগ জায়ঁ ॥৬৯॥

যে মাতা, পিতা, গুরু এবং স্বামীর উপদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করে, সেই জন্মগ্রহণের ফল পায়, তা না হলে সংসারে জন্ম বৃথা হয়ে যায়।

চৌ॰ অস জিয়ঁ জানি সুনহু সিখ ভাঈ * করহু মাতু পিতু পদ সেবকাঈ।
ভবন ভরতু রিপুসূদন নাহীঁ * রাউ বৃদ্ধ মম দুখু মন মাহীঁ ॥

ভাই, একথা মনে রেখে আমার উপদেশ শোনো, আর মাতাপিতার চরণসেবা করো। ঘরে ভরত ও শত্রুঘ্ন নাই, মহারাজ বৃদ্ধ। তাঁর মনে আমার বনগমনের দুঃখ।

মৈঁ বন জাউঁ তুম্হহি লেই সাথা * হোই সবহি বিধি অবধ অনাথা।
গুরু পিতু মাতু প্রজা পরিবারূ * সব কহুঁ পরই দুসহ দুখ ভারূ ॥

যদি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাই তাহলে অযোধ্যা সব দিক দিয়ে অনাথ হবে। গুরু, পিতা, মাতা, প্রজা এবং স্বজন সকলকেই দুঃসহ দুঃখভার সহ্য করতে হবে।

রহহু করহু সব কর পরিতোষূ * নতরু তাত হোইহি বড় দোষূ।
জাসু রাজ প্রিয় প্রজা দুখারী * সো নৃপু অবসি নরক অধিকারী।

তুমি থাকো এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করো, তা না হলে, হে তাত, বড়ো অন্যায় হবে। যার জন্যে প্রিয় প্রজা দুঃখী হয়ে থাকে সেই রাজা অবশ্যই নরকের যোগ্য।

রহহু তাত অসি নীতি বিচারী * সুনত লখনু ভএ ব্যাকুল ভারী।
সিঅরেঁ বচন সুখি গএ কৈসেঁ * পরসত তুহিন তামরসু জৈসেঁ ॥

ভাই এই নীতি বিচার করে এখানেই থাকো। একথা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। এই শীতল বচনেও লক্ষ্মণ শুকিয়ে গেলেন, তুষারপাতে পথ যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি।

দো০ উতরু ন আবত প্রেম বস, গহে চরন অকুলাই।
নাথ দাসু মৈঁ স্বামি তুম্হ, তজহু ত কাহ বসাই ॥৭০॥

প্রেমবশে উত্তর এল না, আকুল হয়ে (রামের) চরণ গ্রহণ করলেন লক্ষ্মণ, বললেন— নাথ! আমি দাস, তুমি প্রভু। যদি তুমি ত্যাগই কর তাহলে আমার আর উপায় কী?

চৌ০ দীন্হি মোহি সিখ নীকি গোসাঈঁ * লাগি অগম অপনী কদরাঈঁ।
নরবর ধীর ধরম ধুর ধারী * নিগম নীতি কহুঁ তে অধিকারী ॥

হে প্রভু, তুমি আমাকে সদুপদেশ দিয়েছ, কিন্তু তোমার ভীরুতা আমার দুর্বোধ্য লেগেছে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ধর্মধুরন্ধর, তাঁরা নিগম (বেদ) ও নীতিশাস্ত্রের যোগ্য অধিকারী।

মৈঁ সিসু প্রভু সনেহঁ প্রতিপালা * মন্দরু মেরু কি লেহিঁ মরালা।
গুর পিতু মাতু ন জানউঁ কাহূ * কহউঁ সুভাউ নাথ পতিআহূ ॥

আমি তো তোমার স্নেহে পালিত বালকমাত্র। মরাল কি মন্দারপর্বত কিংবা মেরু-পর্বতকে তুলতে পারে? আমি গুরু, পিতা ও মাতা কাউকে জানি না, আমি সরলভাবে একথা বলছি, নাথ, বিশ্বাস করো।

জহঁ লগি জগত সনেহ সগাঈ * প্রীতি প্রতীতি নিগম নিজু গাঈ।
মোরে সবই এক তুম্হ স্বামী * দীনবন্ধু উর অন্তরজামী ॥

সংসারে যতদূর পর্যন্ত স্নেহ, সম্বন্ধ, প্রেম এবং বিশ্বাস আছে, যা স্বয়ং বেদ গেয়েছেন, হে দীন বন্ধু, হে প্রভু, হে অন্তর্যামী ! আমার ক্ষেত্রে সে সব এক তুমিই।

ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী * কীরতি ভূতি সুগতি প্রিয় জাহী।
মন ক্রম বচন চরন রত হোঈ * কৃপাসিন্ধু পরিহরিঅ কি সোঈ ॥

ধর্ম আর নীতির উপদেশ তাকেই দেওয়া উচিত যার কীর্তি, ভূতি (মঙ্গল) এবং সুগতি (মোক্ষ) প্রিয়। হে কৃপাসিন্ধু ! যে মনে, কর্মে ও বচনে তোমার চরণেই সমর্পিত সে কি পরিত্যাজ্য ?

লক্ষ্মণ-সুমিত্রা সংবাদ

দো॰ করুনাসিন্ধু সুবন্ধু কে, সুনি মৃদু বচন বিনীত।
সমুঝাএ উর লাই প্রভু, জানি সনেহঁ সভীত ॥৭১॥

করুণাসিন্ধু রাম প্রিয়-ভাইয়ের বিনীত ও মধুর বচন শুনে তাকে স্নেহভীত জেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বোঝালেন।

চৌ॰ মাগহু বিদা মাতু সন জাঈ * আৱহু বেগি চলহু বন ভাঈ।
মুদিত ভএ সুনি রঘুবর বানী * ভয়উ লাভ বড় গই বড়ি হানী ॥

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো, শি্াগরই বনে চলো, ভাই। রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ প্রসন্ন হলেন, মহালাভ হল। বড়োরকমের হানি দূর হল।

হরষিত হৃদয় মাতু পহিঁ আএ * মনহুঁ অন্ধ ফিরি লোচন পাএ।
জাই জননি পগ নায়উ মাথা * মনু রঘুনন্দন জানকি সাথা ॥

প্রসন্নচিত্তে মায়ের কাছে এলেন, মনে হল অন্ধ যেন চোখ ফিরে পেল। গিয়ে মায়ের চরণে মাথা নোয়ালেন, মন ছিল তাঁর রঘুনন্দন ও জানকীর সঙ্গে।

পূঁছে মাতু মলিন মন দেখী * লখন কহী সব কথা বিসেষী।
গঈ সহমি সুনি বচন কঠোরা * মৃগী দেখি দৱ জনু চহু ওরা ॥

উদাস মন দেখে মা তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লক্ষ্মণ সবিস্তারে সব কথা বললেন। সেই কঠোর কথা শুনে মা বিচলিত হলেন, মৃগী চার দিকে দাবানল দেখে যেমন বিচলিত হয় তেমনি।

লখন লখেউ ভা অনরথ আজূ * এহিঁ সনেহ বস করব অকাজূ।
মাগত বিদা সভয় সকুচাহীঁ * জাই সঙ্গ বিধি কহিহি কি নাহীঁ ॥

লক্ষ্মণ দেখলেন আজ অনর্থ হয়েছে। ইনি (মা) স্নেহবশে সব ভণ্ডুল করে দেবেন। সভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তিনি বিদায় চাইলেন। হে বিধাতা! সঙ্গে যেতে ইনি দেবেন কিনা কে জানে!

দো০ সমুঝি সুমিত্রাঁ রাম সিয়, রূপু সুসীলু সুভাউ।
নৃপ সনেহু লখি ধুনেউ সিরু, পাপিনি দীহ্ন কুদাউ ॥৭২॥

সুমিত্রা রাম আর সীতার সুন্দর রূপ, শীল আর স্বভাব দেখে এবং রাজার স্নেহ উপলব্ধি করে মাথায় করাঘাত করে বললেন—পাপিনী (কৈকেয়ী) অন্যায় চাল চেলেছে।

চৌ০ ধীরজু ধরেউ কুঅবসর জানী * সহজ সুহৃদ বোলী মৃদু বানী।
তাত তুম্হারি মাতু বৈদেহী * পিতা রামু সব ভাঁতি সনেহী ॥

সহজ ও সহৃদয় সুমিত্রা কুসময় জেনে ধৈর্য ধারণ করলেন এবং মধুর বচনে বললেন—হে তাত! তোমার মাতা বৈদেহী, এবং সবরকমে স্নেহশীল রাম তোমার পিতা।

অবধ তহাঁ জহঁ রাম নিবাসূ * তহঁই দিবসু জহঁ ভানু প্রকাসূ।
জৌঁ পৈ সীয় রামু বন জাহীঁ * অবধ তুম্হার কাজু কছু নাহীঁ ॥

অযোধ্যা সেখানে যেখানে রামের নিবাস, দিন সেখানেই যেখানে সূর্যের প্রকাশ। যদি সীতা ও রাম বনেই যায় তাহলে অযোধ্যায় তোমার কিছু কাজ নেই।

গুর পিতু মাতু বন্ধু সুর সাঈ * সেইঅহিঁ সকল প্রান কী নাঈ।
রামু প্রানপ্রিয় জীবন জী কে * স্বারথ রহিত সখা সবহী কে ॥

গুরু পিতা মাতা বন্ধু দেবতা এবং প্রভু সকলকে প্রাণ মনে করে সেবা করা উচিত। রাম তো সকলের প্রাণপ্রিয়, হৃদয়ের প্রাণ এবং সকলের নিঃস্বার্থ বন্ধু।

পূজনীয় প্রিয় পরম জহাঁ তেঁ * সব মানিঅহিঁ রাম কে নাতে।
অস জিয়ঁ জানি সঙ্গ বন জাহূ * লেহু তাত জগ জীবন লাহূ ॥

এখানে যত পরম প্রিয় প্রিয়জন আছেন, তাঁরা সবাই রামের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই মান্য। হে তাত! একথা মনে জেনে রামের সঙ্গে বনে যাও, জগতে জন্মগ্রহণের লাভটুকু ভোগ করো।

দো॰ ভূরি ভাগ ভাজনু ভয়হু, মোহি সমেত বলি জাউঁ।
জৌঁ তুম্হরেঁ মন ছাড়ি ছলু, কীন্হ রাম পদ ঠাউঁ ॥৭৫॥

তোমার সব অমঙ্গল আমার উপর নিয়ে বলছি আমাকে শুদ্ধ তোমার বড়োই ভাগ্য যে ছলকপটতা ত্যাগ করে তোমার মন রামের চরণকে আশ্রয় করেছে।

চৌ॰ পুত্রবতী জুবতী জগ সোঈ * রঘুপতি ভগতু জাসু সুতু হোঈ।
নতরু বাঁঝ ভলি বাদি বিআনী * রাম বিমুখ সুত তেঁ হিত জানী ॥

সংসারে সেই যুবতীই পুত্রবতী যার পুত্র রামভক্ত। তা না হলে বন্ধ্যা হওয়াই ভালো কারণ তাঁর সন্তানপ্রসব ব্যর্থ। রামবিমুখ পুত্র থেকে মঙ্গল নেই।

তুম্হরেহিঁ ভাগ রামু বন জাহীঁ * দুসর হেতু তাত কছু নাহীঁ।
সকল সুকৃত কর বড় ফলু এহূ * রাম সীয় পদ সহজ সনেহূ ॥

হে তাত! তোমার ভাগ্যেই রাম বনে যাচ্ছে, অন্য কারণ কিছু নেই। সমস্ত পুণ্যের ফল এই যে রামসীতার চরণে সহজ স্নেহ জন্মেছে।

রাগু রোষু ইরিষা মদু মোহূ * জনি সপনেহুঁ ইন্হ কে বস হোহূ।
সকল প্রকার বিকার বিহাঈ * মন ক্রম বচন করেহু সেৱকাঈ ॥

রাগ, রোষ, ঈর্ষা অহঙ্কার মোহ স্বপ্নেও যেন এদের বশীভূত হোয়ো না, সমস্ত রকম বিকার ত্যাগ করে মনে কর্মে ও বচনে সেবা কোরো।

তুম্হ কহুঁ বন সব ভাঁতি সুপাসূ * সঁগ পিতু মাতু রামু সিয় জাসূ।
জেহিঁ ন রামু বন লহহিঁ কলেসূ * সুত সোই করেহু ইহই উপদেসূ ॥

বনে তোমার সবরকমেই আরাম হবে কারণ সঙ্গে থাকবে পিতা রামচন্দ্র এবং মাতা জানকী। যাতে বনে রামের কোন কষ্ট না হয়, হে বৎস, তাই কোরো—এই আমার উপদেশ।

ছন্দ॰ উপদেসু যহু জেহিঁ তাত তুম্হরে রাম সিয় সুখ পাৱহীঁ।
পিতু মাতু প্রিয় পরিৱার পুর সুখ সুরতি বন বিসরাৱহীঁ ॥
তুলসী প্রভুহি সিখ দেই আয়সু দীন্হ পুনি আসিষ দঈ।
রতি হোউ অবিরল অমল সিয় রঘুবীর পদ নিত নিত নঈ ॥

হে তাত! এই উপদেশ—তোমার কাছ থেকে রামসীতা যেন সুখ পায়। পিতা, প্রিয়পরিবার এবং নগরীর সুখের স্মৃতি বনে ভুলে যেও। তুলসীদাস বলছেন, এই ভাবে

পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে মা আদেশ দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন—রাম ও সীতার চরণে তোমার অটল ও শুদ্ধ ভক্তি নিত্যনব হোক।

সো॰ মাতু চরন সিরু নাই. চলে তুরত সঙ্কিত হৃদয়ঁ।
বাগুর বিষম তোরাই, মনহুঁ ভাগ মৃগু ভাগ বস ॥৩॥

মাতার চরণে প্রণাম নিবেদন করে শঙ্কিত হৃদয়ে দ্রুত চললেন যেন হরিণ ভাগ্যক্রমে কঠিন জাল ছিঁড়ে পালালো।

চৌ॰ গএ লখনু জহঁ জানকিনাথূ * তে মন মুদিত পাই প্রিয় সাথূ।
বন্দি রাম সিয় চরন সুহাএ * চলে সঙ্গ নৃপমন্দির আএ ॥

যেখানে জানকীনাথ ছিলেন লক্ষ্মণ সেখানে গেলেন। প্রিয়সঙ্গ পেয়ে তার মন প্রসন্ন হল। রামসীতার সুন্দর চরণ বন্দনা করে তাঁদের সঙ্গে চললেন এবং রাজভবনে এলেন।

কহহিঁ পরসপর পুর নর নারী * ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী
তন কৃস মন দুখু বদন মলীনে * বিকল মনহুঁ মাখী মধু ছীনে ॥

নগরীর নরনারীরা পরস্পর বলতে লাগল, যা একেবারে ঠিকঠাক ছিল বিধাতা তাকে ভণ্ডুল করে দিলেন। তাদের দেহ কৃশ, মনে দুঃখ, মুখ মলিন, যেন মধু ছিনিয়ে নেবার পর মৌমাছি বিকল হয়ে পড়েছে।

কর মীজহিঁ সিরু ধুনি পছিতাহীঁ * জনু বিনু পঙ্খ বিহগ অকুলাহীঁ।
ভই বড়ি ভীর ভূপ দরবারা * বরনি ন জাই বিষাদু অপারা ॥

তারা হাত মলতে লাগল এবং মাথা কুটে অনুতাপ করতে লাগল, যেন পক্ষহীন পাখি আকুল হয়ে পড়েছে। রাজদরবারে খুব ভিড়। সেই অপার বিষাদ অবর্ণনীয়।

সচিবঁ উঠাই রাউ বৈঠারে * কহি প্রিয় বচন রামু পগু ধারে।
সিয় সমেত দোউ তনয় নিহারী * ব্যাকুল ভয়উ ভূমিপতি ভারী ॥

রাম এসেছেন—এই প্রিয় বচন বলে সচিব রাজাকে উঠিয়ে বসালেন। সীতাসহ দুই তনয়কে দেখে রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন।

দো॰ সীয় সহিত সুত সুভগ দোউ, দেখি দেখি অকুলাই।
বারহিঁ বার সনেহ বস, রাউ লেই উর লাই ॥৭৪॥

সীতার সঙ্গে দুই সুন্দর পুত্র দেখে রাজা আকুল হলেন। বার বার স্নেহ-বশে রাজা তাঁদের নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

চৌ॰ সকই ন বোলি বিকল নরনাহূ * সোক জনিত উর দারুন দাহূ।
নাই সীসু পদ অতি অনুরাগা * উঠি রঘুবীর বিদা তব মাগা॥

বিকল রাজা কথা বলতে পারলেন না, হৃদয়ে শোকজনিত দারুণ দাহ। অত্যন্ত অনুরাগে চরণে মাথা নত করে উঠে রামচন্দ্র বিদায় চাইলেন।

পিতু অসীস আয়সু মোহি দীজৈ * হরষ সময় বিসমউ কত কীজৈ।
তাত কিএঁ প্রিয় প্রেম প্রমাদূ * জসু জগ জাই হোই অপবাদূ॥

পিতা! আশীর্বাদ করে আমাকে আজ্ঞা দাও। আনন্দের সময় তুমি দুঃখ করছ কেন? হে তাত! প্রিয়প্রেমে মোহগ্রস্ত হলে পৃথিবীতে তোমার যশ নষ্ট হবে, অপবাদ হবে।

সুনি সনেহ বস উঠি নরনাহাঁ * বৈঠারে রঘুপতি গহি বাহাঁ।
সুনহু তাত তুম্হ কহুঁ মুনি কহহীঁ * রামু চরাচর নায়ক অহহীঁ॥

রাজা স্নেহবশে উঠে হাত ধরে রামকে বসালেন। বললেন—শোন, তাত, তোমার সম্বন্ধে মুনিজন বলেন—রাম বিশ্বচরাচরের প্রভু।

সুভ অরু অসুভ করম অনুহারী * ঈসু দেই ফলু হৃদয়ঁ বিচারী।
করই জো করম পাব ফল সোঈ * নিগম নীতি অসি কহ সবু কোঈ॥

শুভ এবং অশুভ কর্ম অনুসারে মনে মনে বিচার করে ঈশ্বর ফল দেন। যে কর্ম করে সে তার ফল পায়। বেদের নীতিও এই, একথা সবাই বলে।

দো॰ ঔরু করৈ অপরাধু কোউ, ঔর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি, কো জন জানৈ জোগু॥৭৫॥

অপরাধ করে একজন আর ফল ভোগ করে আর একজন। ঈশ্বরের এ এক অতি বিচিত্র গতি। এ কথা (যথার্থভাবে) জানার যোগ্য কে?

চৌ॰ রায়ঁ রাম রাখন হিত লাগী * বহুত উপায় কিএ ছলু ত্যাগী।
লখী রাম রুখ রহত ন জানে * ধরম ধুরন্ধর ধীর সয়ানে॥

রাজা রামকে রাখতে ছলনা ছেড়ে অন্য বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন রামের মুখ দেখলেন তখন বুঝলেন এ ধর্মধুরন্ধর, ধীর ও চতুর।

তব নৃপ সীয় লাই উর লীন্হী * অতি হিত বহুত ভাঁতি সিখ দীন্হী।
কহি বন কে দুখ দুসহ সুনাএ * সাসু সসুর পিতু সুখ সমুঝাএ॥

তখন রাজা জানকীকে বুকে নিলেন এবং গভীর স্নেহে নানাভাবে উপদেশ দিলেন। তারপর বনের কঠিন দুঃখ বলে শোনালেন এবং শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পিতা এঁদের সঙ্গে রইলে কী সুখ তা বুঝিয়ে বললেন।

সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা * ঘরু ন সুগমু বনু বিষমু ন লাগা।
ঔরউ সবহিঁ সীয় সমুঝাঈ * কহি কহি বিপিন বিপতি অধিকাঈ ॥

কিন্তু সীতার মন রামের চরণে লগ্ন ছিল, তাই ঘরে থাকা ভালো বলে মনে করলেন না এবং বন তাঁর কঠিন মনে হল না। অন্য সকলেও বনের অত্যধিক বিপদের কথা বলে বোঝালেন।

সচিব নারি গুর নারি সয়ানী * সহিত সনেহ কহহিঁ মৃদু বানী।
তুম্হ কহুঁ তৌ ন দীহ্ন বনবাসূ * করহু জো কহহিঁ সসুর গুর সাসূ ॥

সচিবের পত্নী এবং চতুরা গুরুপত্নী সস্নেহে মধুর বচনে বলতে লাগলেন—তোমাকে তো রাজা বনবাস দেন নি। তাই শ্বশুরশাশুড়ী এবং গুরুজন যা বলেন তাই করো।

দো০ সিখ সীতলি হিত মধুর মৃদু, সুনি সীতহি ন সোহানি।
সরদ চন্দ চন্দিনি লগত, জনু চকঈ অকুলানি ॥৭৬॥

শীতল, হিতকর এবং কোমল মধুর উপদেশ সীতার ভালো লাগল না। শরৎচন্দ্রের আলো যেমন চক্রবাককে আকুলই করে (আনন্দ দেয় না) তেমনি।

চৌ০ সীয় সকুচ বস উতরু ন দেঈ * সো সুনি তমকি উঠী কৈকেঈ।
মুনি পট ভূষন ভাজন আনী * আগেঁ ধরি বোলী মৃদু বানী ॥

সীতা সঙ্কোচবশে কোন উত্তর দিলেন না। একথা শুনে কৈকেয়ীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি মুনির বসনভূষণ ও পত্রাদি এনে সামনে রেখে মধুর বচনে বললেন—

নৃপহি প্রানপ্রিয় তুম্হ রঘুবীরা * সীল সনেহ ন ছাড়িহি ভীরা।
সুকৃতু সুজসু পরলোকু নসাউ * তুম্হহি জান বন কহহি ন কাউ ॥

হে রঘুবীর, তুমি নৃপতির প্রাণপ্রিয়, ভীরু রাজা শীল ও স্নেহ ত্যাগ করবেন না। পুণ্য সুযশ এবং পরলোক নষ্ট হলেও তোমাকে বনে যেতে বলবেন না।

অস বিচারি সোই করহু জো ভাবা * রাম জননি সিখ সুনি সুখ পাবা।
ভূপহি বচন বানসম লাগে * করহিঁ ন প্রান পয়ান অভাগে ॥

একথা বিচার করে তুমি তাই করো যা তোমার ভালো লাগে। রাম মায়ের আদেশ শুনে সুখী হলেন। (কৈকেয়ীর কথা) রাজার বাণের মতো লাগল, বললেন—হায়, আমি অভাগা, এখনও আমার প্রাণ গেল না!

লোগ বিকল মুরুছিত নরনাহু * কাহ করিঅ কছু সূঝ ন কাহু।
রামু তুরত মুনি বেষু বনাঈ * চলে জনক জননিহি সিরু নাঈ ॥

লোকেরা ব্যাকুল, রাজা মূর্ছিত, কী করা উচিত কেউ বুঝে উঠতে পারল না। রাম সত্বর মুনিবেশ পরিধান করে জনক-জননীকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন।

দো০ সজি বন সাজু সমাজু সবু, বনিতা বন্ধু সমেত।
বন্দি বিপ্র গুর চরন প্রভু, চলে করি সবহি অচেত ॥৭৭॥

বনগমনের সাজসজ্জা করে পত্নী ও ভাইকে নিয়ে ব্রাহ্মণ, এবং গুরুর চরণ বন্দনা করে প্রভু সবাইকে অচেতন করে চললেন।

রামের বন-গমন

চৌ০ নিকসি বসিষ্ঠ দ্বার ভএ ঠাঢ়ে * দেখে লোগ বিরহ দব দাঢ়ে।
কহি প্রিয় বচন সকল সমুঝাএ * বিপ্র বৃন্দ রঘুবীর বোলাএ ॥

রাজভবন থেকে বেরিয়ে রাম বশিষ্ঠের দুয়োরে এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন লোকে বিচ্ছেদব্যথায় দগ্ধ হচ্ছে। প্রিয়কথা বলে সকলকে বোঝালেন এবং ব্রাহ্মণদের ডাকলেন।

গুর সন কহি বরষাসন দীন্হে * আদর দান বিনয় বস কীন্হে।
জাচক দান মান সন্তোষে * মীত পুনীত প্রেম পরিতোষে ॥

(পরিজনদের) ব'লে বর্ষভোগ্য আহার দেওয়ালেন। সম্মান, দান ও বিনয়ে সকলকে বশ করলেন, যাচকদের দান ও মানে সন্তুষ্ট করলেন, মিত্রদের পবিত্র প্রেমে পরিতুষ্ট করলেন।

দাসীঁ দাস বোলাই বহোরী * গুরহি সৌঁপি বোলে কর জোরী।
সব কৈ সার সঁভার গোসাঈ * করবি জনক জননী কী নাঈ ॥

দাসদাসীদের ডেকে গুরুর হাতে সমর্পণ করে করজোড়ে বললেন—হে প্রভু, আপনি পিতামাতার মতো এদের দেখাশোনা করবেন।

বারহিঁ বার জোরি জুগ পানী * কহত রামু সব সন মৃদু বানী।
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী * জেহি তেঁ রহৈ ভুআল সুখারী ॥

তারপর বারবার হাত জোড় করে রাম সবাইকে মধুর বচনে বললেন সে-ই আমার সবচেয়ে উপকারী হবে যার প্রচেষ্টায় মহারাজ সুখে থাকবেন।

দো॰ মাতু সকল মোরে বিরহঁ, জেহিঁ ন হোহিঁ দুখ দীন।
সোই উপায় তুম্হ করেহু সব, পুর জন পরম প্রবীন ॥৭৮॥

হে পরম প্রবীণ পুরবাসিগণ, আমার মায়েরা যাতে আমার বিচ্ছেদে দুঃখদীন না হন আপনারা সেই উপায় করবেন।

চৌ॰ এহি বিধি রাম সবহি সমুঝাবা * গুর পদ পদুম হরষি সিরু নাবা।
গনপতি গৌরি গিরীসু মনাঈ * চলে অসীস পাই রঘুরাঈ ॥

এইভাবে রাম সবাইকে বোঝালেন, গুরুর পাদপদ্মে আনন্দে মাথা নোয়ালেন। গণেশ এবং হরগৌরীকে বন্দনা করে, আশীর্বাদ পেয়ে রঘুনাথ চললেন।

রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ * সুনি ন জাই পুর আরত নাদূ।
কুসগুন লঙ্ক অবধ অতি সোকূ * হরষ বিষাদ বিবস সুরলোকূ ॥

যেতে যেতে রামচন্দ্রের বড়ো দুঃখ হল। নগরীর আর্তনাদ শোনা যায় না। লঙ্কায় অলক্ষণ দেখা গেল, অযোধ্যা গভীর শোকে ছেয়ে গেল। দেবলোক হর্ষ এবং বিষাদে বিহ্বল হল।

গই মুরুছা তব ভূপতি জাগে * বোলি সুমন্ত্র কহন অস লাগে।
রামু চলে বন প্রান ন জাহীঁ * কেহি সুখ লগি রহত তন মাহীঁ ॥

মূর্ছা ভঙ্গ হলে রাজা জাগ্রত হলেন, সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন—রাম তো বনে যাচ্ছে, (আমার) প্রাণ তো যাচ্ছে না। কোন সুখের জন্যে এখনও প্রাণ থাকছে দেহে?

এহি তেঁ কবন ব্যথা বলবানা * জো দুখু পাই তজহিঁ তনু প্রানা।
পুনি ধরি ধীর কহই নরনাহূ * লৈ রথু সঙ্গ সখা তুম্হ জাহূ ॥

এর চেয়ে বেশি আর কোন্ ব্যথা হবে যাতে দুঃখ পেয়ে প্রাণ এই দেহ ছেড়ে যাবে? তারপর ধৈর্য ধারণ করে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, হে সখা! রথ নিয়ে তুমি রামের সঙ্গে যাও।

দো॰ সুঠি সুকুমার কুমার দোউ, জনকসুতা সুকুমারি।
রথ চঢ়াই দেখরাই বনু, ফিরেহু গএঁ দিন চারি ॥৭৯॥

দুই পুত্রই অত্যন্ত কোমল এবং জানকী অত্যন্ত কোমলা। তাদের রথে চড়িয়ে বন দেখিয়ে চার দিনে ফিরে এসো।

চৌ॰ জৌঁ নহিঁ ফিরহিঁ ধীর দোউ ভাঈ * সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাঈ।
তৌ তুম্হ বিনয় করেহু কর জোরী * ফেরিঅ প্রভু মিথিলেসকিসোরী ॥

ধৈর্যবান দুই ভাই যদি না ফেরে, কারণ রাম সত্যসন্ধ ও দৃঢ়ব্রত, তা হলে তুমি সবিনয়ে করজোড়ে বলবে, প্রভু, জানকীকে ফিরিয়ে দিন।

জব সিয় কানন দেখি ডেরাঈ * কহেহু মোরি সিখ অবসরু পাঈ।
সাসু সসুর অস কহেউ সঁদেসূ * পুত্রি ফিরিঅ বন বহুত কলেসূ ॥

যখন সীতা বন দেখে ভয় পাবে তখন সময় বুঝে আমার উপদেশটি বলবে যে তোমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা এই বার্তা দিয়েছেন—হে পুত্রী! তুমি ফিরে এসো, বনে বহু ক্লেশ।

পিতুগৃহ কবহুঁ কবহুঁ সসুরারী * রহেহু জহাঁ রুচি হোই তুম্হারী।
এহি বিধি করেহু উপায় কদম্বা * ফিরই ত হোই প্রান অবলম্বা ॥

কখনও শ্বশুরালয়ে কখনও পিতৃগৃহে যেখানে তোমার ইচ্ছা সেখানেই থাকবে। এইভাবে নানা উপায় করবে। যদি সীতা ফিরে আসে তাহলে প্রাণের অবলম্বন মিলবে।

নাহিঁ ত মোর মরনু পরিনামা * কছু ন বসাই ভএঁ বিধি বামা।
অস কহি মুরুছি পরা মহি রাউ * রামু লখনু সিয় আনি দেখাউ ॥

না হলে পরিণামে আমার মরণ নিশ্চিত। কোন প্রভাবই খাটছে না, বিধি বাম। 'রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে এনে দেখাও'—একথা বলে রাজা ভূমিতে মূছিত হয়ে পড়লেন।

দো॰ পাই রজায়সু নাই সিরু, রথু অতি বেগ বনাই।
গয়উ জহাঁ বাহের নগর, সীয় সহিত দোউ ভাই ॥৮০॥

রাজার আদেশ পেয়ে প্রণাম করে, অবিলম্বে সব আয়োজন করে সুমন্ত্র সেখানে গেলেন যেখানে নগরের বাহিরে সীতা সহ দুই ভাই ছিলেন।

চৌ॰ তব সুমন্ত্র নৃপ বচন সুনাএ * করি বিনতী রথ রামু চঢ়াএ।
চঢ়ি রথ সীয় সহিত দোউ ভাঈ * চলে হৃদয়ঁ অবধহি সিরু নাঈ ॥

তখন সুমন্ত্র রাজার কথা শোনালেন, মিনতি করে রামকে রথে চড়ালেন। সীতার সঙ্গে দুই ভাই রথে চড়ে মনে মনে অযোধ্যাপুরীকে প্রণাম করে বনে গেলেন।

চলত রামু লখি অবধ অনাথা * বিকল লোগ সব লাগে সাথা।
কৃপাসিন্ধু বহুবিধি সমুঝাবহিঁ * ফিরহিঁ প্রেম বস পুনি ফিরি আবহিঁ॥

রাম, চলে যেতেই অযোধ্যাকে অনাথ দেখে সবাই বিহ্বল হয়ে সঙ্গে চলতে লাগল। কৃপাসিন্ধু বহু রকমে বোঝালেন। ফিরে গিয়েও আবার ফিরে ফিরে আসতে লাগল তারা।

লাগতি অবধ ভয়াবনি ভারী * মানহুঁ কালরাতি অঁধিআরী।
ঘোর জন্তু সম পুর নর নারী * ডরপহিঁ একহি এক নিহারী॥

অযোধ্যাকে ভয়াবহ মনে হল—যেন অন্ধকার কালরাত্রি। নগরীর নরনারীরা ভয়ঙ্কর জীবের মতো একে অন্যকে দেখে ভয় পেতে লাগল।

ঘর সসান পরিজন জনু ভূতা * সুত হিত মীত মনহুঁ জমদূতা।
বাগন্হ বিটপ বৈলি কুম্হিলাহীঁ * সরিত সরোবর দেখি ন জাহী॥

ঘর শ্মশান। পরিজনেরা যেন ভূত। পুত্র, হিতকামী এবং মিত্র যেন যমদূত। বাগানের তরুলতা শুকিয়ে গেল। নদী ও সরোবরের দিকে তাকানোই দায় হল।

দো॰ হয় গয় কোটিন্হ কেলিমৃগ, পুরপসু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ সুক সারিকা, সারস হংস চকোর॥৮১॥

চৌ॰ রাম বিয়োগ বিকল সব ঠাঢ়ে * জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্র লিখি কাঢ়ে।
নগরু সকল বনু গহবর ভারী * খগ মৃগ বিপুল সকল নর নারী॥

কোটি কোটি ঘোড়া, গোরু, কেলিমৃগ, চাতক ও ময়ূরাদি পুরপশু এবং কোকিল, চক্রবাক, শুকসারি, সারস হংস ও চকোর রামের বিরহে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মনে হল এরা যেন ছবিতে আঁকা। সমস্ত পুরী যেন গভীর গহন বনে পরিণত হল; নরনারীরা যেন সব পশুপাখি।

বিধি কৈকেঈ কিরাতিনি কীন্হী * জেহিঁ দব দুসহ দসহুঁ দিসি দীন্হী।
সহি ন সকে রঘুবর বিরহাগী * চলে লোগ সব ব্যাকুল ভাগী॥

বিধাতা কৈকেয়ীকে ব্যাধিনী করলেন, তিনি দশ দিকে দুঃসহ দাবানল জ্বেলে দিলেন। লোকেরা রাম-বিরহের অগ্নিজ্বালা সহ্য করতে পারল না, সকলে ব্যাকুল হয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

সবহিঁ বিচারু কীহ্ন মন মাহীঁ * রাম লখন সিয় বিনু সুখু নাহীঁ।
জহঁা রামু তহঁ সবুই সমাজু * বিনু রঘুবীর অবধ নহিঁ কাজু॥

সবাই মনে মনে বিচার করল—রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বিনা সুখ নাই। যেখানেই রাম সেখানেই সমস্ত সমাজ। রাম ছাড়া অযোধ্যায় কোন কাজ নাই।

চলে সাথ অস মন্ত্রু দৃঢ়াঈ * সুর দুর্লভ সুখ সদন বিহাঈ।
রাম চরন পঙ্কজ প্রিয় জিহ্নহী * বিষয় ভোগ বস করহিঁ কি তিহ্নহী॥

এই সংকল্প দৃঢ় করে সকলে দেবদুর্লভ গৃহসুখ ত্যাগ করে সঙ্গে চলল। রামের পাদপদ্ম যাদের প্রিয় বিষয়ভোগের বশে থেকে তারা কী করবে?

দো॰ বালক বৃদ্ধ বিহাই গৃহঁ, লগে লোগ সব সাথ।
তমসা তীর নিবাসু কিয়, প্রথম দিবস রঘুনাথ॥৮২

বালক ও বৃদ্ধ গৃহ ত্যাগ করে সবাই সঙ্গে যেতে লাগল। প্রথম দিন রাম তমসানদীর তীরে বাস করলেন।

চৌ॰ রঘুপতি প্রজা প্রেমবস দেখী * সদয় হৃদয় দুখু ভয়উ বিসেষী।
করুণাময় রঘুনাথ গোসাঁঈ * বেগি পাইঅহিঁ পীর পরাঈ॥

প্রজাদের প্রেমবশ দেখে রামের সদয় হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হল। করুণাময় প্রভু রঘুনাথ পরের দুঃখকে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করেন।

কহি সপ্রেম মৃদু বচন সুহাএ * বহুবিধি রাম লোগ সমুঝাএ।
কিএ ধরম উপদেস ঘনেরে * লোগ প্রেম বস ফিরহিঁ ন ফেরে॥

সপ্রেমে সুন্দর মধুর বচনে বহুভাবে রাম লোকদের বোঝালেন। গভীর ধর্মোপদেশ দিলেন। লোকেরা প্রেমবশে ফিরেও ফেরে না।

সীলু সনেহু ছাড়ি নহিঁ জাঈ * অসমঞ্জস বস ভে রঘুরাঈ।
লোগ সোগ শ্রম বস গএ সোঈ * কছুক দেবমায়াঁ মতি মোঈ॥

শীল ও স্নেহ ছাড়া যায় না। রামচন্দ্র উভয়সঙ্কটে পড়লেন। লোকেরা শোকে ও শ্রমে কাতর হয়ে শুয়ে পড়ল এবং কোন এক দেবমায়াও তাদের মোহিত করল।

জবহিঁ জাম জুগ জামিনি বীতী * রামসচিব সন কহেউ সপ্রীতী।
খোজ মারি রথু হাঁকহু তাতা * আন উপায়ঁ বনিহি নহিঁ বাতা॥

যখন দুই প্রহর রাত অতীত হল তখন রাম সপ্রেমে সচিবকে বললেন, হে তাত! চিহ্ন বোঝা না যায় এইভাবে রথ চালান, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে চলবে না।

দো॰ রাম লখন সিয় জান চঢ়ি, সম্ভু চরন সিরু নাই।
সচিবঁ চলায়উ তুরত রথু, ইত উত খোজ দুরাই ॥৮৩

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা শম্ভুর চরণে প্রণাম জানিয়ে রথে চড়লেন। সচিব অবিলম্বে এদিকে ওদিকে কোন চিহ্ন না থাকে সেইভাবে রথ চালালেন।

চৌ॰ জাগে সকল লোগ ভএঁ ভোরূ * গে রঘুনাথ ভয়উ অতি সোরূ।
রথ কর খোজ কতহুঁ নহিঁ পাবহিঁ * রাম রাম কহি চহুঁ দিসি ধাবহিঁ ॥

ভোর হলে সবাই জেগে উঠল। খুব শোরগোল পড়ে গেল—রাম চলে গিয়েছেন। রথের চিহ্ন কোথাও না পেয়ে 'রাম রাম' বলে চার দিকে দৌড়তে লাগল।

মনহুঁ বারিনিধি বূড় জহাজূ * ভয়উ বিকল বড় বনিক সমাজূ।
একহি এক দেহিঁ উপদেসূ * তজে রাম হম জানি কলেসূ ॥

মনে হল সমুদ্রে জাহাজ ডুবে যাওয়ায় বণিকসমাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হল। একে অন্যকে এই উপদেশ দিতে লাগল যে আমাদের দুঃখ হবে জেনে রাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

নিন্দহিঁ আপু সরাহহিঁ মীনা * ধিগ জীবনু রঘুবীর বিহীনা।
জৌঁ পৈ প্রিয় বিয়োগু বিধি কীহ্না * তৌ কস মরনু ন মাগেঁ দীহ্না ॥

তারা নিজেদের নিন্দা করে মাছদের প্রশংসা করতে লাগল (জল ছাড়া মাছ বাঁচে না, কিন্তু রাম ছাড়া আমরা তো দিব্যি বেঁচে আছি)—রামবিহীন জীবনকে ধিক্। বিধাতা যখন প্রিয়বিচ্ছেদই দিলেন তখন চাওয়ামাত্র আমাদের মরণ দিলেন না কেন?

এহি বিধি করত প্রলাপ কলাপা * আএ অবধ ভরে পরিতাপা।
বিষম বিয়োগু ন জাই বখানা * অবধি আস সব রাখহিঁ প্রানা ॥

এই ভাবে বিলাপ করতে করতে দুঃখে পূর্ণ হয়ে তারা অযোধ্যায় এল। তাদের কঠিন বিচ্ছেদ-দুঃখ (বর্ণনা ক'রে) বলা যায় না। অবধির আশায় সকলে প্রাণ রেখেছে।

দো॰ রাম দরস হিত নেম ব্রত, লগে করন নর নারি।
মনহুঁ কোক কোকী কমল, দীন বিহীন তমারি ॥৮৪

রামের দর্শনের জন্যে নরনারী নিয়ম ও ব্রত করতে লাগল এবং এমন দীন হয়ে গেল যে মনে হল—চক্রবাক, চক্রবাকী এবং পদ্ম সূর্য-বিনা মলিন হয়েছে।

চৌ॰ সীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ * সৃঙ্গবেরপুর পহুঁচে জাঈ।
উতরে রাম দেবসরি দেখী * কীহ্ন দণ্ড রত হরষু বিসেষী ॥

সীতা ও দুই-ভাই সচিবের সঙ্গে গিয়ে শৃঙ্গবেরপুর পৌছলেন। রাম দেবনদী (গঙ্গা) দেখে নামলেন, এবং বিশেষ আনন্দিত হয়ে প্রণাম করলেন।

শৃঙ্গবেরপুরে আগমন ও নিষাদদের সেবা

লখন সচিবঁ সিয়ঁ কিএ প্রনামা * সবহি সহিত সুখু পায়উ রামা।
গঙ্গ সকল মুদ মঙ্গল মূলা * সব সুখ করনি হরনি সব সূলা ॥

লক্ষ্মণ, সচিব ও সীতা প্রণাম করলেন। সকলের সঙ্গে সুখী হলেন রাম। গঙ্গা সকল আনন্দ ও মঙ্গলের মূল, সর্বসুখকর এবং সর্বদুঃখহর।

কহি কহি কোটিক কথা প্রসঙ্গা * রামু বিলোকহিঁ গঙ্গ তরঙ্গা।
সচিবহি অনুজহি প্রিয়হি সুনাঈ * বিবুধ নদী মহিমা অধিকাঈ ॥

কোটি কথাপ্রসঙ্গ বলে বলে রাম গঙ্গাতরঙ্গ দেখলেন। সচিবকে, অনুজকে এবং সীতাকে দেবনদীর অপার মহিমা শোনালেন।

মজ্জনু কীহ্ন পন্থ শ্রম গয়উ * সুচি জলু পিঅত মুদিত মন ভয়উ।
সুমিরত জাহি মিটই শ্রম ভারূ * তেহি শ্রম য়হ লৌকিক ব্যবহারূ ॥

তিনি অবগাহন করলেন। তাতে পথশ্রম দূর হল, পবিত্র জল পান করে মন প্রফুল্ল হল। যাঁর (যে-রামের) স্মরণমাত্র শ্রমভাব দূর হয়, তাঁর সম্বন্ধে 'শ্রম' কথাটি লৌকিক ব্যবহারমাত্র (অর্থাৎ সকলশ্রমহারী রামের আবার 'শ্রম' কী?)

দো॰ সুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়, কন্দ ভানুকুল কেতু।
চরিত করত নর অনুহরত, সংসৃতি সাগর সেতু ॥৮৫

সূর্যকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়। তাঁর মানবানুকারী চরিতকথা সংসার-সাগরের সেতুস্বরূপ।

চৌ॰ য়হ সুধি গুহঁ নিষাদ জব পাঈ * মুদিত লিএ প্রিয় বন্ধু বোলাঈ।
লিএ ফল মূল ভেঁট ভরি ভারা * মিলন চলেউ হিয়ঁ হরষু অপারা ॥

যখন এই সমাচার নিষাদরাজ গুহক পেল তখন সে প্রসন্ন হয়ে বন্ধুজনকে ডাকল। উপহারের জন্যে ফল আর কন্দমূল ভারায় ভরে তার সঙ্গে দেখা করতে চলল। তার হৃদয়ে ছিল অপার আনন্দ।

করি দণ্ডবত ভেন্ট ধরি আগেঁ * প্রভুহি বিলোকত অতি অনুরাগেঁ।
সহজ সনেহ বিবস রঘুরাঈ * পুঁছী কুসল নিকট বৈঠাঈ॥

প্রণাম করে উপহার আগে রেখে অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে প্রভুকে দেখতে লাগল। সহজ প্রেমের বশে রাম গুহককে কাছে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন।

নাথ কুসল পদ পঙ্কজ দেখেঁ * ভয়উঁ ভাগভাজন জন লেখেঁ।
দেব ধরনি ধনু ধামু তুম্হারা * মৈঁ জনু নীচু সহিত পরিবারা॥

গুহক বলল—হে প্রভু, আপনার পাদপদ্মের দর্শনেই কুশল। আজ আমি ভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য হলাম। হে দেব! এই ভূমি, ধন এবং ধাম সবই আপনার। আমি সপরিবারের আপনার অধম সেবক।

কৃপা করিঅ পুর ধারিঅ পাউ * থাপিয় জনু সবু লোগু সিহাউ।
কহেহু সত্য সবু সখা সুজানা * মোহি দীন্হ পিতু আয়সু আনা॥

আপনি কৃপা করুন, আমার নগরে পদধূলি দিন। আমাকে আপনার ভক্তপদে স্থাপন করুন যাতে সবাই আমার স্তুতি করে। রাম বললেন, হে চতুর সখা! এ সবই সত্য, তবে পিতা আমাকে অন্য আদেশ দিয়েছেন (তোমার রাজ্যে যেতে পারছি না, পিতৃ-আদেশ পালন করতে হবে আমাকে)।

দো॰ বরষ চারিদস বাসু বন, মুনি ব্রত বেষু অহারু।
গ্রাম বাসু নহিঁ উচিত সুনি, গুহহি ভয়উ দুখু ভারু॥৮৬

মুনির মতো ব্রত, বেশ এবং আহারে চোদ্দ বছর আমাকে বনে বাস করতে হবে। এই জন্যে গ্রামে বাস করা উচিত হবে না। (একথা শুনে) গুহক অত্যন্ত দুঃখিত হল।

চৌ॰ রাম লখন সিয় রূপ নিহারী * কহহিঁ সপ্রেম গ্রাম নর নারী।
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে * জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে॥

গ্রামের নরনারীরা রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার রূপ দেখে সপ্রেমে বলতে থাকে—হে সখী; এদের পিতামাতা কেমন যাঁরা এমন বালককে বনে পাঠিয়েছেন?

এক কহহিঁ ভল ভূপতি কীন্হা * লোয়ন লাহু হমহি বিধি দীন্হা।
তব নিষাদপতি উর অনুমানা * তরু সিংসুপা মনোহর জানা॥

একজন বলল, রাজা ভালোই করেছেন। বিধাতা আমাদের চোখ থাকার লাভটুকু দিলেন। তখন নিষাদপতি মনে মনে অনুমান করলেন এঁদের জন্যে শিশুগাছই ঠিক হবে।

লৈ রঘুনাথহি ঠাউঁ দেখারা * কহেউ রান সব ভাঁতি সুহারা।
পুরজন করি জোহারু ঘর আএ * রঘুবর সন্ধ্যা করন সিধাএ ॥

রামকে নিয়ে জায়গা দেখালেন। রাম বললেন, সব দিক দিয়ে সুন্দর জায়গাটি। পুরবাসীরা প্রণাম করে ঘরে এল। রাম সন্ধ্যা করতে গেলেন।

গুহঁ সঁরারি সাঁথরী ডসাঈ * কুস কিসলয়ময় মৃদুল সুহাঈ।
সুচি ফল মূল মধুর মৃদু জানী * দোনা ভরি ভরি রাখেসি পানী ॥

গুহক কুশ ও কিশলয় দিয়ে ঠিকমতো কোমল ও সুন্দর শয্যা রচনা করে দিল, মধুর কোমল ও পবিত্র ফলমূল আহরণ করে এবং পত্রপুটে জল ভরে ভরে রেখে দিল।

দো০ সিয় সুমন্ত্র ভ্রাতা সহিত, কন্দ মূল ফল খাই।
সয়ন কীহ্ন রঘুবংসমনি, পায় পলোটত ভাই ॥৮৯

সীতা সুমন্ত্র ও ভাইয়ের সঙ্গে কন্দমূল ও ফল খেয়ে রঘুবংশমণি রাম শয়ন করলেন। লক্ষ্মণ তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন।

লক্ষ্মণ-নিষাদ সংবাদ

চৌ০ উঠে লখনু প্রভু সোরত জানী * কহি সচিরহি সোরন মৃদু বানী।
কছুক দূরি সজি বান সরাসন * জাগন লগে বৈঠি বীরাসন ॥

প্রভু (রাম) নিদ্রিত হয়েছেন জেনে লক্ষ্মণ মধুর কোমল বাণীতে সচিবকে শুতে বললেন। কিছু দূরে ধনুর্বাণ সাজিয়ে বীরাসনে বসে তিনি জেগে রইলেন।

গুহঁ বোলাই পাহরু প্রতীতী * ঠারঁ ঠারঁ রাখে অতি প্রীতী।
আপু লখন পহিঁ বৈঠেউ জাঈ * কটি ভাথী সর চাপ চঢ়াঈ ॥

গুহক বিশ্বাসী প্রহরী ডেকে জায়গায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। নিজে কমরে খড়্গ বেঁধে এবং ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বসল।

সোরত প্রভুহি নিহারি নিষাদূ * ভয়উ প্রেম বস হৃদয়ঁ বিষাদূ।
তনু পুলকিত জলু লোচন বহঈ * বচন সপ্রেম লখন সন কহঈ ॥

নিদ্রিত প্রভুকে দেখে প্রেমবশে নিষাদের হৃদয়ে দুঃখ হল। দেহ রোমাঞ্চিত হল, নয়নে অশ্রু বইল তার। লক্ষ্মণকে সপ্রেমে বলল—

ভূপতি ভবন সুভায়ঁ সুহাৱা * সুরপতি সদনু ন পটতর পাৱা।
মনিময় রচিত চারু চৌবারে * জনু রতিপতি নিজ হাথ সঁৱারে॥

দো০ সুচি সুবিচিত্র সুভোগময়, সুমন সুগন্ধ সুবাস।
পলঁগ মঞ্জু মনিদীপ জহঁ, সব বিধি সকল সুপাস॥৮৮

রাজভবন তো স্বভাবতই এত সুন্দর যে ইন্দ্রভবনও তার সমকক্ষ নয়। সুন্দর গ্রীষ্মাবাস মণিতে খচিত, যেন কামদেব নিজের হাতে তা সাজিয়েছেন, যা পবিত্র, বিচিত্র সুন্দর ভোগ্যপদার্থে পূর্ণ, সুন্দর পুষ্পে সুবাসিত, যেখানে পুণ্যের পালঙ্ক বিছানো, আর—মণিময় দীপ এবং সবরকমে সব সুবিধা।

চৌ০ বিবিধ বসন উপধান তুরাঈ * ছীন ফেন মৃদু বিসদ সুহাঈ।
তহঁ সিয় রামু সয়ন নিসি করহীঁ * নিজ ছবি রতি মনোজ মৃদু হরহীঁ॥

যেখানে বিবিধ বসন, উপাধান এবং তুলট শয্যা যা দুধের ফেনার মতো কোমল, শুভ্র ও সুন্দর ; তারই উপরে রাতে শয়ন করে রামসীতা নিজেদের শোভায় রতি আর কামদেবের গর্বও হরণ করেন।

তে সিয় রামু সাথরী সোএ * শ্রমিত বসন বিনু জাহিঁ ন জোএ।
মাতু পিতা পরিজন পুরবাসী * সখা সুসীল দাস অরু দাসী॥
জোগরহিঁ জিহ্নহি প্রান কী নাঈ * মহি সোৱত তেই রাম গোসাঈ।
পিতা জনক জগ বিদিত প্রভাউ * সসুর সুরেস সখা রঘুরাউ॥
রামচন্দ পতি সো বৈদেহী * সোৱত মহি বিধি বাম ন কেহী।
সিয় রঘুবীর কি কানন জোগূ * করম প্রধান সত্য কহ লোগূ॥

সেই সীতারাম শ্রান্ত হয়ে অঙ্গ-আচ্ছাদন বিনা পাতার সজ্জায় শুয়ে আছেন এ দেখা যায় না। মাতা, পিতা, পরিজন, পুরবাসী, সখা, দাস ও দাসী প্রাণতুল্য যাঁকে রক্ষা করত সেই প্রভু রামচন্দ্র ভূমিতে শুয়ে আছেন। যাঁর পিতা জনক, শ্বশুর বিশ্ববিদিত-প্রভাব ইন্দ্রসখা রঘুরাজ দশরথ, আর রামচন্দ্র যাঁর পতি, সেই বৈদেহী ভূমিতে শুয়ে আছেন। বিধাতা কার কাছেই বা প্রতিকূল না হন? সীতা ও রাম কি বনের যোগ্য? কর্মই প্রধান একথা লোকে সত্যিই বলে।

দো০ কৈকয়নন্দিনি মন্দমতি, কঠিন কুটিলপনু কীহ্ন।
জেহিঁ রঘুনন্দন জানকিহি, সুখ অৱসর দুখু দীহ্ন॥৮৯

মন্দমতি কৈকেয়ী বড়োই কুটিলতা করেছেন, যিনি রাম আর সীতার সুখের সময় দুঃখ দিয়েছেন।

চৌ০ ভই দিনকর কুল বিটপ কুঠারী * কুমতি কীন্হ সব বিস্ব দুখারী।
ভয়উ বিষাদু নিষাদহি ভারী * রাম সীয় মহি সয়ন নিহারী ॥

তিনি সূর্যকুলতরুর কুঠার হয়েছেন, কুমতি কৈকেয়ী সমস্ত বিশ্বকে দুঃখিত করেছেন। রামসীতাকে ভূমিতে শয়ান দেখে নিষাদের অত্যন্ত দুঃখ হল।

বোলে লখন মধুর মৃদু বানী * গ্যান বিরাগ ভগতি রস সানী।
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা * নিজ কৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা ॥

লক্ষ্মণ জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তিরসমিশ্রিত কোমল বচনে বললেন—ভাই, কেউ কাউকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না, সবাই নিজকৃত কর্মফল ভোগ করে।

জোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা * হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম ফন্দা।
জনমু মরনু জহঁ লগি জগ জালূ * সম্পতি বিপতি করমু অরু কালূ ॥
ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ * সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ।
দেখিঅ সুনিঅ গুনিঅ মন মাহীঁ * মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ ॥

মিলন বা বিচ্ছেদ-ভোগ, ভাল বা মন্দ, হিত বা অহিত অথবা এদের মাঝামাঝি কোন কোন অবস্থা এ-সবই ভ্রম-জাল। জন্ম মরণ, সম্পত্তি, বিপত্তি, কর্ম এবং কালাদি সংসারের যত জাল, এবং ধরণী, ধাম, ধন, পুর, পরিবার, স্বর্গনরকাদি যত সব ব্যবহার, যা দেখা যায়, শোনা যায়, বা মনে মনে বিচার করা যায় তা সবই মোহ-মূলক, যথার্থ নয়।

দো০ সপনেঁ হোই ভিখারী নৃপু, রঙ্কু নাকপতি হোই।
জাগেঁ লাভু ন হানি কছু, তিমি প্রপঞ্চ জিয়ঁ জোই ।৯০

স্বপ্নে যেমন রাজা ভিখারী হয় আর ভিখারী দেবরাজ হয়, জেগে উঠলে কারোই কোন লাভ বা হানি কিছু হয় না, ঠিক তেমনি করেই মায়াকে হৃদয়ে বিচার করে দেখতে হবে।

চৌ০ অস বিচারি নহিঁ কীজিঅ রোসূ * কাহুহি বাদি ন দেইঅ দোসূ।
মোহ নিসাঁ সবু সোবনিহারা * দেখিঅ সপন অনেক প্রকারা ॥

এ কথা বিচার করে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বা কাউকে বৃথা দোষ দেওয়া উচিত নয়। মোহ-নিশায় সবাই সুপ্ত। সেই সুপ্তিতে নানারকম স্বপ্ন দেখা যায়।

এহিঁ জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী * পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী।
জানিঅ তবহিঁ জীব জগ জাগা * জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥

এই জগৎরূপ রাত্রিতে পরমার্থী ও মায়াবিযুক্ত যোগী জাগ্রত থাকেন। তখনি জীব জগতে জাগ্রত বলে জানা যাবে যখন তার সমস্ত বিষয়বিলাসে বিরাগ হবে।

হোই বিবেকু মোহ ভ্রম ভাগা * তব রঘুনাথ চরন অনুরাগা।
সখা পরম পরমারথু এহূ * মন ক্রম বচন রাম পদ নেহূ ॥

বিবেক হলেই মোহ ও ভ্রম দূরে যায়, তখন রঘুনাথের চরণে অনুরাগ হয়। হে সখা! মনে কর্মে ও বচনে রামপদে অনুরোগ হোক—পরমার্থ এই।

রাম ব্রহ্ম পরমারথ রূপা * অবিগত অলখ অনাদি অনূপা।
সকল বিকার রহিত গতভেদা * কহি নিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা ॥

রাম ব্রহ্ম এবং পরমার্থস্বরূপ। তিনি অবিগত, নিত্যবর্তমান, অলক্ষ্য, অনাদি, অনুপম, সর্ববিকার-রহিত এবং ভেদবিহীন। বেদ নেতি নেতি করে তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করেন।

দো৹ ভগত ভূমি ভূসুর সুরভি, সুর হিত লাগি কৃপাল।
করত চরিত ধরি মনুজ তনু, সুনত মিটহিঁ জগ জাল ॥৯১

ভক্ত, ভূমি, ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবতা এদের জন্যে কৃপালু ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে লীলা করেন, যাঁর চরিতকথা শুনলে সংসারের বন্ধন দূর হয়ে যায়।

চৌ৹ সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহূ * সিয় রঘুবীর চরন রত হোহূ।
কহত রাম গুন ভা ভিনুসারা * জাগে জগ মঙ্গল সুখদারা ॥

হে সখা, একথা বুঝে মোহ ত্যাগ করো। সীতা ও রামের চরণে নিরত হও। এইভাবে রামগুণ গাইতে গাইতে রাত্রি প্রভাত হল, জগতের সুখ ও মঙ্গলের দাতা রাম জাগ্রত হলেন।

সকল সৌচ করি রাম নহারা * সুচি সুজান বট ছীর মগারা।
অনুজ সহিত সির জটা বনাএ * দেখি সুমন্ত্র নয়ন জল ছাএ ॥

সমস্ত শৌচক্রিয়া করে রাম স্নান করলেন। তারপর পবিত্র ও জ্ঞানী (রাম) বটের দুধ চেয়ে পাঠালেন এবং অনুজের সঙ্গে মাথায় জটা বানালেন। তা দেখে সুমন্ত্রের চোখ জলে ভরে গেল।

হৃদয়ঁ দাহু অতি বদন মলীনা * কহ কর জোরি বচন অতি দীনা।
নাথ কহেউ অস কোসলনাথা * লৈ রথু জাহু রাম কেঁ সাথা॥

তাঁর হৃদয়ে অত্যন্ত দাহ, এবং মুখ মলিন। করজোড়ে অতি দীন বচনে বললেন—নাথ, কোশলপতি (দশরথ) বলেছেন রামের সঙ্গে রথ নিয়ে যাও।

বনু দেখাই সুরসরি অহ্নবাঈ * আনেহু ফেরি বেগি দোউ ভাঈ।
লখনু রামু সিয় আনেহু ফেরী * সংসয় সকল সঁকোচ নিবেরী॥

বন দেখিয়ে গঙ্গায় স্নান করিয়ে দুইভাইকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনো। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কোচ ত্যাগ করে লক্ষ্মণ, রাম ও সীতাকে ফিরিয়ে আনো।

দো॰ নৃপ অস কহেউ গোসাঈঁ জস, কহই করৌঁ বলি সোই।
করি বিনতী পায়ন্হ পরেউ, দীন্হ বাল জিমি রোই।৯২॥

রাজা (দশরথ) একথা বলেছেন। হে প্রভু, এখন আপনি যা বলেন তাই করব। আমি আপনার ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করছি। এই ভাবে মিনতি করে তিনি রামচন্দ্রের পায়ে পড়লেন, এবং বালকের মতো রোদন করতে লাগলেন।

চৌ॰ তাত কৃপা করি কীজিঅ সোঈ * জাতেঁ অবধ অনাথ ন হোঈ।
মন্ত্রিহি রাম উঠাই প্রবোধা * তাত ধরম মতু তুম্হ সবু সোধা॥

হে তাত! কৃপা করে তাই করুন যাতে অযোধ্যা অনাথ না হয়। রাম মন্ত্রীকে উঠিয়ে প্রবোধ দিলেন। আপনি তো ধর্মমত সবই ভালো করে জানেন।

সিবি দধীচ হরিচন্দ নরেসা * সহে ধরম হিত কোটি কলেসা।
রন্তিদেব বলি ভূপ সুজানা * ধরমু ধরেউ সহি সঙ্কট নানা॥

শিবি, দধীচি এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মের জন্যে কোটি ক্লেশ সহ্য করেছেন, রন্তিদেব এবং জ্ঞানী বলিরাজা বহু সঙ্কট সহ্য করে ধর্মকে ধারণ করেছেন।

ধরমু ন দূসর সত্য সমানা * আগম নিগম পুরান বখানা।
মৈঁ সোই ধরমু সুলভ করি পারা * তজেঁ তিহূঁ পুর অপজসু ছারা॥

সত্যের মতো আর ধর্ম নাই। আগম, নিগম এবং পুরাণ এ-কথা ব্যাখ্যা করেছেন। আমি সেই ধর্ম অত্যন্ত সহজে লাভ করেছি, যদি তা ত্যাগ করি তাহলে ত্রিভুবন আমার অপযশে ছেয়ে যাবে।

সম্ভাবিত কহু অপজস লাহূ * মরন কোটি সম দারুন দাহূ।
তুহ্ম সম তাত বহুত কা কহউঁ * দিএঁ উতরু ফিরি পাতকু লহউঁ ॥

সম্ভাবিতের (সমর্থের) অপযশলাভ কোটি মরণের সমান, দারুণ জ্বালা তার। হে তাত ! তোমাকে আর বেশি কী বলব ? কথার উত্তর দিলেই তো পাপভাগী হব।

দো০ পিতু পদ গহি কহি কোটি নতি, বিনয় করব কর জোরি।
চিন্তা করনিহু বাত কৈ, তাত করিঅ জনি মোরি ॥৯৩

আপনি পিতার চরণ স্পর্শ করে কোটি প্রণাম করে সবিনয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করবেন আমার ব্যাপারে তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন।

চৌ০ তুহ্ম পুনি পিতু সম অতি হিত মোরেঁ *বিনতী করউঁ তাত কর জোরেঁ।
সব বিধি সোই করতব্য তুহ্মারেঁ * দুখু ন পাব পিতু সোচ হমারেঁ ॥

আপনিও আমার পিতার মতোই অতি আপনজন। আমি করজোড়ে মিনতি করছি, সবরকমে আপনার কর্তব্য আমার শোকে পিতা যেন দুঃখ না পান তাই দেখা।

সুনি রঘুনাথ সচির সম্বাদূ * ভয়উ সপরিজন বিকল নিষাদূ।
পুনি কছু লখন কহী কটু বানী * প্রভু বরজে বড় অনুচিত জানী ॥

রঘুনাথ ও সচিবের কথোপকথন শুনে সপরিবারে নিষাদরাজ ব্যাকুল হলেন। লক্ষ্মণ কিছু কটু কথা বলে ফেললেন। রাম তা অনুচিত মনে করে তাকে নিবৃত্ত করলেন।

সকুচি রাম নিজ সপথ দেৱাঈ * লখন সঁদেসু কহিঅ জনি জাঈ।
কহ সুমন্ত্র পুনি ভূপ সঁদেসূ * সহিন সকিহি সিয় বিপিন কলেসূ ॥

রাম সসংকোচে নিজের দিব্যি দেওয়ালেন, লক্ষ্মণের কথা যেন না বলা হয়। সুমন্ত্র আবার রাজার বার্তা বললেন - সীতা বনের ক্লেশ সহ্য করতে পারবেন না।

জেহি বিধি অৱধ আৱ ফিরি সীয়া * সোই রঘুবরহি তুহ্মহি করনীয়া।
নতরু নিপট অৱলম্ব বিহীনা * মৈঁন জিঅব জিমি জল বিনু মীনা ॥

যাতে সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসে রাম এবং তোমাকে তাই করতে হবে। তা নাহলে একেবারে নিরবলম্বন হয়ে আমি বাঁচব না, জল বিনা মাছ যেমন বাঁচে না।

দো০ মইকেঁ সসুরেঁ সকল সুখ, জবহিঁ জহাঁ মনু মান।
তহঁ তব রহিহি সুখেন সিয়, জব লগি বিপতি বিহান ॥৯৪॥

তার পিতৃগৃহে বা শ্বশুরালয়ে সমস্ত সুখ আছে। যখন যেখানে ইচ্ছে তখনই সেখানে সুখে থাকবে সে, যতদিন না দুঃখের রাত ভোর হয়।

চৌ॰ বিনতী ভূপ কীন্হ জেহি ভাঁতী * আরতি প্রীতি ন সো কহি জাতী।
পিতু সঁদেসু সুনি কৃপানিধানা * সিয়হি দীন্হ সিখ কোটি বিধানা॥

মহারাজ যেভাবে মিনতি করেছেন, সে আর্তি এবং প্রীতি অবর্ণনীয়। কৃপানিধান রাম সীতাকে কোটি উপায়ে উপদেশ দিলেন।

সাসু সসুর গুর প্রিয় পরিবারূ * ফিরহু ত সব কর মিটৈ খভারূ।
সুনি পতি বচন কহতি বৈদেহী * সুনহু প্রানপতি পরম সনেহী॥

যদি তুমি ফিরে যাও তাহলে শ্বশ্রূমাতা, শ্বশুর, গুরু এবং প্রিয় কুটুম্ব সকলের দুঃখ দূর হয়। পতিবচন শুনে বৈদেহী বললেন, হে পরম স্নেহবান্ প্রাণপতি শোনো—

প্রভু করুনাময় পরম বিবেকী * তনু তজি রহতি ছাঁদ কিমি ছেঁকী।
প্রভা জাই কহঁ ভানু বিহাঈ * কহঁ চন্দ্রিকা চন্দু তজি জাঈ॥

তুমি করুণাময় এবং পরম বিবেকবান, দেহ ছেড়ে ছায়া কেমন করে পৃথক্ ভাবে থাকবে? সূর্যকে ছেড়ে প্রভা কোথায় যেতে পারে? চন্দ্রকে ছেড়ে চন্দ্রিকাই বা কোথায় যেতে পারে?

পতিহি প্রেমময় বিনয় সুনাঈ * কহতি সচিব সন গিরা সুহাঈ।
তুম্হ পিতু সসুর সরিস হিতকারী * উতরু দেউঁ ফিরি অনুচিত ভারী॥

এইভাবে পতিকে প্রেমময় বিনয় শুনিয়ে সুন্দর বাণীতে সচিবকে বললেন—আপনি পিতা এবং শ্বশুরের মতোই হিতকারী। আপনাকে যদি উত্তর দিই তা খুব অনুচিত হবে।

দো॰ আরতি বস সনমুখ ভইউঁ, বিলগু ন মানব তাত।
আরজ সুত পদ কমল বিনু, বাদি জহাঁ লগি নাত॥৯৫॥

আর্ত হয়ে আমি আপনার সম্মুখীন হয়েছি। হে তাত! আপনি কিছু মনে করবেন না। আর্যপুত্রের চরণপদ্ম বিনা যেখানে আমার যে সম্পর্ক আছে তা সব বৃথা।

চৌ॰ পিতু বৈভব বিলাস মৈঁ ডীঠা * নৃপ মনি মুকুট মিলিত পদ পীঠা।
সুখ নিধান অস পিতু গৃহ মোরেঁ * পিয় বিহীন মন ভাব ন ভোরেঁ॥

পিতার বৈভব-বিলাস আমি দেখেছি। রাজাদের মণিমুকুট তাঁর পাদপীঠে মিলিত দেখেছি। এমন সুখনিধান পিতৃগৃহও প্রিয় বিনা আমার মনকে তুষ্ট করতে পারবে না।

সসুর চক্কবই কোসলরাউ * ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ।
আগেঁ হোই জেহি সুরপতি লেঈ * অরধ সিংঘাসন আসনু দেঈ ॥

শ্বশুর চক্রবর্তী কোশলরাজ। চতুর্দশ ভুবনে তাঁর প্রভাব প্রকট। সুরপতি প্রত্যুদ্গমন করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে অর্ধসিংহাসনে আসন দেন।

সসুর এতাদৃস অবধ নিবাসু * প্রিয় পরিবারু মাতু সম সাসু।
বিনু রঘুপতি পদ পদুম পরাগা * মোহি কেউ সপনেহুঁ সুখদ ন লাগা ॥

এমনি আমার অযোধ্যানিবাসী শ্বশুর, প্রিয় পরিবার এবং মাতৃসমা সব শ্বশ্রূমাতা, কিন্তু রঘুপতির চরণপদ্মের পরাগ ছাড়া স্বপ্নেও কাউকে সুখদ বলে মনে হয় না।

অগম পন্থ বনভূমি পহারা * করি কেহরি সর সরিত অপারা।
কোল কিরাত কুরঙ্গ বিহঙ্গা * মোহি সব সুখদ প্রানপতি সঙ্গা ॥

অগম্য পথ, বনভূমি পাহাড়, হাতি, সিংহ, সরোবর, অকূল নদী, কোল, কিরাত, হরিণ, পাখি এ সবই প্রাণপতির সঙ্গে থাকাতেই আমার কাছে সুখপ্রদ।

দো০ সাসু সসুর সন মোরি হুঁতি, বিনয় করবি পরি পায়ঁ।
মোর সোচু জানি করিঅ কছু, মৈঁ বন সুখী সুভায়ঁ ॥৯৬॥

শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে আমার হয়ে পায়ে পায়ে মিনতি করে বলবেন আমার জন্যে যেন কোন দুঃখ তাঁরা না করেন, আমি বনে সুখে আছি।

প্রাননাথ প্রিয় দেবর সাথা * বীর ধুরীন ধরেঁ ধনু ভাথা।
নহিঁ মগ শ্রমু শ্রমু দুখ মন মোরেঁ * মোহি লগি সোচু করিঅ জনি ভোরেঁ ॥

প্রাণনাথ এবং প্রিয়দেবর সঙ্গে আছেন, যিনি বীরশ্রেষ্ঠ এবং ধনুক ও তূণীর ধারণ করে রয়েছেন। পথশ্রমেও আমার মনে কোন শ্রমদুঃখ নেই, আমার জন্যে যেন ভুলেও শোক না করেন।

সুনি সুমন্ত্র সিয় সীতলি বানী * ভয়উ বিকল জনু ফনি মনি হানী।
নয়ন সূঝ নহিঁ সুনই ন কানা * কহি ন সকই কছু অতি অকুলানা ॥

সুমন্ত্র সীতার শীতল বাণী শুনে ব্যাকুল হলেন, মণি হারিয়ে ফণী যেমন ব্যাকুল হয় তেমনি। চোখে কিছুই দেখলেন না তিনি, কানেও কিছু শুনতে পেলেন না। অত্যন্ত আকুল হয়ে কিছুই বলতে পারলেন না।

রাম প্রবোধু কীহ্ন বহু ভাঁতী * তদপি হোতি নহিঁ সীতলি ছাতী।
জতন অনেক সাথ হিত কীহ্নে * উচিত উতর রঘুনন্দন দীহ্নে॥

রাম নানাভাবে প্রবোধ দিলেন তবু তাঁর বক্ষ শীতল হল না। সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে (সচিব) অনেক যুক্তি দিলেন কিন্তু রঘুনন্দন তার সমুচিত উত্তর দিলেন।

মেটি জাই নহি রাম রজাঈ * কঠিন করম গতি কছু ন বসাঈ।
রাম লখন সিয় পদ সিরু নাঈ * ফিরেউ বনিক জিমি মূর গবাঁঈ॥

রামের ইচ্ছাকে টলানো গেল না। কর্মের গতি কঠিন, তার উপর কারোই কোন বশ নাই। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পায়ে প্রণাম করে তিনি (সুমন্ত্র) ফিরে গেলেন, বণিক যেন তার সম্পদ হারাল।

দো০ রথু হাঁকেউ হয় রাম তন, হেরি হেরি হিহিনাহিঁ।
দেখি নিষাদ বিষাদ বস, ধুনহিঁ সীস পছিতাহিঁ॥৯৭॥

তিনি রথ হাঁকালেন। ঘোড়া রামের দেহ দেখে দেখে চিহিঁহি ডাক ছাড়তে লাগল। নিষাদ তা দেখে বিষাদে মাথায় করাঘাত করে দুঃখ করতে লাগল।

জাসু বিয়োগ বিকল পসু ঐসেঁ * প্রজা মাতু পিতু জিইহহিঁ কৈসেঁ।
বরবস রাম সুমন্ত্রু পঠাএ * সুরসরি তীর আপু তব আএ॥

যাঁর বিচ্ছেদে পশুও ঐরকম ব্যাকুল, প্রজা, মাতা ও পিতা তাঁর বিচ্ছেদে বাঁচবেন কেমন করে? কোন রকমে রাম সুমন্ত্রকে ফেরালেন। তারপর নিজে গঙ্গার তীরে এলেন।

শ্রীরামের গঙ্গা-উত্তরণ

মাগী নাব ন কেবটু আনা * কহই তুম্হার মরমু মৈঁ জানা।
চরন কমল রজ কহু সবু কহঈ * মানুষ করনি মূরি কছু অহঈ॥

নৌকো চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু পাটনী নৌকো আনল না। বলল, তোমার রহস্য আমি জানি। সবাই বলে তোমার চরণকমলের রজ মানুষ করে দেওয়ার ওষুধ।

ছুঅত সিলা ভই নারি সুহাঈ * পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনাঈ।
তরনিউ মুনি ঘরিনী হোই জাঈ * বাট পরই মোরি নাব উড়াঈ॥

শিলা ছুঁতেই সুন্দর নারী হয়ে গেল। পাথর থেকে তো কাঠ শক্ত নয়। আমার তরণী মুনির ঘরনী হয়ে যাবে। পা পড়তেই আমার নৌকো উড়ে যাবে। (আমার জীবিকার উপায় নষ্ট হবে)।

এহিঁ প্রতিপালউঁ সবু পরিবারূ * নহিঁ জানউঁ কছু অউর কবারূ।
জৌ প্রভু পার অবসি গা চহহূ * মোহি পদ পদুম পখারন কহহূ ॥

এই নৌকো দিয়েই গোটা পরিবারটা প্রতিপালন করি-আমি, অন্য কোন কাজ করতে জানি না। যদি, প্রভু, পারে যেতে চাও তাহলে আমাকে পাদপদ্ম ধুয়ে দিতে আজ্ঞা দাও।

ছন্দ০ পদ কমল ধোই চঢ়াই নাব ন নাথ উতরাঈ চহৌঁ।
মোহি রাম রাউরি আন দসরথ সপথ সব সাচী কহৌঁ ॥
বরু তীর মারহু লখনু পৈ জব লগি ন পায় পখারিহৌঁ।
তব লগি ন তুলসীদাস নাথ কৃপাল পারু উতারিহৌঁ ॥

পদকমল ধুইয়ে দিয়ে নৌকায় চড়িয়ে নেব কিন্তু পারানি নেব না। হে রাম! তোমার এবং দশরথের দিব্যি যা বলছি সব সত্যি। লক্ষ্মণ যদি তীরও মারেন মারুন, যতক্ষণ আমি তোমার পা না ধুইয়ে দিচ্ছি ততক্ষণ, তুলসীদাস বলছেন, হে কৃপালু প্রভু, পারে পৌঁছে দিতে পারব না।

সো• সুনি কেবট কে বৈন, প্রেম লপেটে অটপটে।
বিহসে করুনা ঐন, চিতই জানকী লখন তন ॥৪॥

পাটনীর ভক্তিভরা উল্টোপাল্টা কথা শুনে করুণাময় (রাম) হেসে, জানকী ও লক্ষ্মণের দিকে চাইলেন।

কৃপাসিন্ধু বোলে মুসুকাঈ * সোই করু জেহি তব নাব ন জাঈ।
বেগি আনু জল পায় পখারূ * হোত বিলম্বু উতারহি পারূ ॥

কৃপাসিন্ধু হেসে বললেন তাই করো তবে যাতে তোমার নৌকোটা না যায়। তাড়াতাড়ি জল আনো, পা ধুইয়ে দাও। দেরি হচ্ছে, পারে পৌঁছে দাও।

জাসু নাম সুমিরত এক বারা * উতরহিঁ নর ভবসিন্ধু অপারা।
সোই কৃপালু কেবটহিঁ নিহোরা * জেহিঁ জগু কিয় তিহু পগহু তে থোরা ॥

যাঁর নাম একবার স্মরণ করলেই মানুষ অপার ভবসিন্ধু পার হয়, এবং যিনি তিনটি পদক্ষেপেই পৃথিবীকে ছোটো করে দিলেন সেই কৃপালু (প্রভুই) পাটনীর কাছে প্রার্থনা করলেন পার হবার জন্যে।

পদ নখ নিরখি দেবসরি হরষী * সুনি প্রভু বচন মোহঁ মতি করষী।
কেবট রাম রজায়সু পাবা * পানি কঠবতা ভরি লেই আবা ॥

(রামের) পদনখ দেখে গঙ্গা আনন্দিতা হলেন, প্রভুবচন শুনে এক মোহ তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করল। (গঙ্গা ভাবলেন ইনিই কি নারায়ণ যাঁর চরণ থেকে তাঁর উৎপত্তি ?)। পাটনী রামের আজ্ঞা পেল এবং কাঠের পাত্রে ভরে জল আনল।

অতি আনন্দ উমগি অনুরাগা * চরন সরোজ পখারন লাগা।
বরষি সুমন সুর সকল সিহাহীঁ * এহি সম পুণ্যপুঞ্জ কোউ নাহীঁ ॥

অতি আনন্দে ও অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে চরণপদ্ম ধুতে লাগল। সমস্ত দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করে ঈর্ষ্যান্বিত হলেন : এর মতো পুণ্যবান আর কেউ নেই।

দো॰ পদ পখারি জলু পান করি, আপু সহিত পরিবার।
পিতর পারু করি প্রভুহি পুনি, মুদিত গয়উ লেই পার ॥১০১

পা ধুইয়ে সপরিবারে চরণামৃত পান করে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার সাধন করে সানন্দে প্রভুকে পারে নিয়ে গেল।

চৌ॰ উতরি ঠাঢ় ভএ সুরসরি রেতা * সীয় রামু গুহ লখন সমেতা।
কেবট উতরি দণ্ডবত কীন্হা * প্রভুহি সকুচ এহি নহিঁ কছু দীন্হা ॥

পার হয়ে সীতা ও রাম গুহক ও লক্ষ্মণসহ গঙ্গার বালিতে এসে দাঁড়ালেন। পাটনী নেমে প্রণাম করল। প্রভু সংকোচ করছিলেন একে কিছু দেওয়া হলনা ভেবে।

পিয় হিয় কী সিয় জান নিহারী * মনি মুদরী মন মুদিত উতারী।
কহেউ কৃপাল লেহি উতরাঈ * কেবট চরন গহে অকুলাঈ ॥

প্রিয়ের হৃদয় যিনি জানেন সেই সীতা প্রফুল্ল মনে মণিখচিত আংটি খুললেন। কৃপালু রাম বললেন—পারানি নাও। পাটনী আকুল হয়ে চরণ গ্রহণ করল।

নাথ আজু মৈঁ কাহ ন পাবা * মিটে দোষ দুখ দারিদ দাবা।
বহুত কাল মৈঁ কীন্হি মজূরী * আজু দীন্হ বিধি বনি ভলি ভূরী ॥

বলল—নাথ! আজ আমি কী না পেয়েছি। আমার দোষ, দুঃখ ও দারিদ্র্যের ওষুধ আমি পেয়েছি। আমি দীর্ঘদিন গতর খাটিয়ে খাই। আজ বিধাতা আমাকে শ্রেষ্ঠ মজুরি উজাড় করে দিয়েছেন।

অব কছু নাথ ন চাহিঅ মোরেঁ * দীনদয়াল অনুগ্রহ তোরেঁ।
ফিরতী বার মোহি জো দেবা * সো প্রসাদু মৈঁ সির ধরি লেবা ॥

এখন, হে নাথ, হে দীন দয়াল! তোমার অনুগ্রহে আমার আর কিছু চাই না। ফেরার সময় আমাকে যা দেবে, প্রসন্নচিত্তে আমি তাই মাথায় করে নেব।

দো০ বহুত কীহ্ন প্রভু লখন সিয়ঁ, নহিঁ কছু কেবটু লেই।
বিদা কীহ্ন করুনায়তন, ভগতি বিমল বরু দেই ॥৯৯

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাটনী কিছুই নিল না। করুণায়তন রাম তাকে বিমল ভক্তিবর দিয়ে বিদায় করলেন।

চৌ০ তব মজ্জনু করি রঘুকুলনাথা * পূজি পারথিব নায়উ মাথা।
সিয়ঁ সুরসরিহি কহেউ কর জোরী * মাতু মনোরথ পুরউবি মোরী ॥
পতি দেবর সঁগ কুসল বহোরী * আই করৌঁ জেহিঁ পূজা তোরী।
সুন সিয় বিনয় প্রেম রস সানী * ভই তব বিমল বারি বর বানী ॥

তারপর রঘুকুলনাথ অবগাহন করে এবং শিবকে পূজা করে প্রণাম করলেন। সীতা করজোড়ে গঙ্গাকে বললেন, মা, আমার মনোরথ পূর্ণ কোরো, যেন পতি ও দেবরের সঙ্গে মঙ্গলমতো ফিরে এসে আবার তোমার পূজা করতে পারি। জানকীর বিনয় ও প্রেমরসমণ্ডিত প্রার্থনা শুনে নির্মল জল থেকে বরবাণী ধ্বনিত হল—

সুনু রঘুবীর প্রিয়া বৈদেহী * তব প্রভাউ জগ বিদিত ন কেহী।
লোকপ হোহিঁ বিলোকত তোরেঁ * তোহি সেবহিঁ সব সিধি কর জোরেঁ ॥

হে রামপ্রিয়া বৈদেহি, শোনো। জগতে তোমার প্রভাব কে না জানে? তোমার কৃপা-দৃষ্টিতে (সাধারণ মানুষ) লোকপাল হয়ে যায়। সমস্ত সিদ্ধি হাত জোড় করে তোমার সেবা করে।

তুম্হ জো হমহি বড়ি বিনয় সুনাঈ * কৃপা কীহ্নি মোহি দীহ্নি বড়াঈ।
তদপি দেবি মৈঁ দেবি অসীসা * সফল হোন হিত নিজ বাগীসা ॥

তুমি যে আমাকে বড়ো মিনতি করলে সে তো আমারই উপর কৃপা করলে এবং আমাকেই গুরুত্ব দিলে। তবু, হে দেবী, আপন বাণী সফল করার জন্যে আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছি।

দো৹ প্রাননাথ দেবর সহিত, কুসল কোসলা আই।
পূজিহি সব মনকামনা, সুজসু রহিহি জগ ছাই ॥১০০

তুমি তোমার প্রাণনাথ ও দেবরের সঙ্গে মঙ্গলমতো অযোধ্যায় পৌঁছবে। তোমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে, এবং সংসারে তোমার সুযশ ছড়িয়ে পড়বে।

গঙ্গ বচন সুনি মঙ্গল মূলা * মুদিত সীয় সুরসরি অনুকূলা।
তব প্রভু গুহহি কহেউ ঘর জাহূ * সুনত সূখ মুখু ভা উর দাহূ ॥

গঙ্গার কথা শুনে আর গঙ্গাকে নিজের অনুকূলে জেনে সীতা প্রসন্ন হলেন। তখন প্রভু (রাম) গুহককে বললেন, তুমি ঘরে ফিরে যাও। শুনেই তার মুখ শুকিয়ে গেল, মনে দাহ সৃষ্টি হল।

দীন বচন গুহ কহ কর জোরী * বিনয় সুনহু রঘুকুলমনি মোরী।
নাথ সাথ রহি পন্থু দেখাঈ * করি দিন চারি চরন সেবকাঈ ॥

গুহক হাত জোড় করে দীন বচনে বলল, হে রঘুকুলমণি, আমার প্রার্থনা শোনো। তোমার সঙ্গে থেকে পথ দেখিয়ে কিছুদিন তোমার চরণ সেবা করব।

জহিঁ বন জাই রহব রঘুরাঈ * পরনকুটী মৈঁ করবি সুহাঈ ॥
তব মোহি কহঁ জসি দেব রজাঈ * সোই করিহউঁ রঘুবীর দোহাঈ ॥

হে রঘুরাজ, তুমি যে-বনে গিয়ে থাকবে সেখানে সুন্দর কুটির বানিয়ে দেব। তারপর তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। হে রঘুনাথ, দোহাই তোমায় (আমাকে চলে যেতে বোলো না)।

সহজ সনেহ রাম লখি তাসু * সঙ্গ লীহ্ন গুহ হৃদয়ঁ হুলাসু।
সুনি গুহ গ্যাতি বোলি সব লীহ্নে * করি পরিতোষু বিদা তব কীহ্নে ॥

তার আন্তরিক প্রেম লক্ষ্য করে রাম তাকে সঙ্গে নিলেন। গুহক উল্লসিত হল। সে জ্ঞাতিদের ডেকে নিল এবং তাদের তুষ্ট করে বিদায় দিল।

দো৹ তব গনপতি সিব সুমিরি প্রভু, নাই সুরসরিহি মাথ।
সখা অনুজ সিয় সহিত বন, গবনু কীহ্ন রঘুনাথ ॥১০১॥

তখন গণেশ ও শিবকে স্মরণ করে প্রভু রঘুনাথ গঙ্গাকে প্রণাম করে সখা (গুহক), অনুজ ও সীতার সঙ্গে বনে গেলেন।

প্রয়াগে আগমন

চৌ॰ তেহি দিন ভয়উ বিটপ তর বাসূ * লখন সখাঁ সব কীহ্ন সুপাসূ।
প্রাত প্রাতকৃত করি রঘুরাঈ * তীরথরাজু দীখ প্রভু জাঈ॥

সেইদিন একটি গাছের তলে নিবাস হল। সেইখানেই লক্ষ্মণ এবং গুহক সব সুবিধা করে দিলেন। প্রাতে প্রাতঃকৃত্য করে রঘুরাজ প্রভু গিয়ে তীর্থরাজ প্রয়াগকে দর্শন করলেন।

সচিব সত্য শ্রদ্ধা প্রিয় নারী * মাধব সরিস মীতু হিতকারী।
চারি পদারথ ভরা ভঁড়ারূ * পুন্য প্রদেস দেস অতি চারু॥

(তীর্থরাজের) সত্য মন্ত্রী, শ্রদ্ধা প্রিয়পাত্রী এবং বেণীমাধব হিতৈষী বন্ধু, চারটি পদার্থ পূর্ণ-ভাণ্ডার আর পুণ্য প্রদেশ হল অতি সুন্দর দেশ।

ছেত্রু অগম গঢ়ু গাঢ় সুহারা * সপনেহুঁ নহিঁ প্রতিপচ্ছিন্হ পারা।
সেন সকল তীরথ বর বীরা * কলুষ অনীক দলন রনধীরা॥

যার ক্ষেত্র হল অগম্য, দৃঢ় এবং সুন্দর দুর্গ যাকে (পাপরূপী) শত্রু স্বপ্নেও জয় করতে পারে না, সমস্ত তীর্থ হল উত্তম বীরের সেনা যারা পাপসেনাকে নাশ করবার জন্যে রণধীর।

সঙ্গমু সিংহাসনু সুঠি সোহা * ছত্রু অখয়বটু মুনি মনু মোহা।
চবঁর জমুন অরু গঙ্গ তরঙ্গা * দেখি হোহিঁ দুখ দারিদ ভঙ্গা॥

সঙ্গমই তাঁর সুন্দর শ্রেষ্ঠ সিংহাসন, আর অক্ষয়বটই ছত্র, যা মুনিদের মনকেও মোহিত করে দেয়। যমুনা এবং গঙ্গার তরঙ্গই হল চামর যার দর্শনে দুঃখ নষ্ট হয়?

দো॰ সেবহিঁ সুকৃতী সাধু সুচি, পাবহিঁ সব মনকাম।
বন্দী বেদ পুরান গন, কহহিঁ বিমল গুন গ্রাম॥১০২॥

পুণ্যাত্মা ও পবিত্র সাধুজন তাঁর সেবা করে, আর তাঁদের সব মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। বেদ আর পুরাণই হল চারণকবি যারা তাঁর নির্মল গুণগান কীর্তন করে।

চৌ॰ কো কহি সকই প্রয়াগ প্রভাউ * কলুষ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাউ।
অস তীরথপতি দেখি সুহাবা * সুখ সাগর রঘুবর সুখু পাবা॥

প্রয়াগের প্রভাব কে বর্ণনা করতে পারে? পাপপুঞ্জরূপ গজরাজকে বধ করবার জন্যে তা পশুরাজের মতো। এই সুন্দর তীর্থপতিকে দেখে সুখসাগর রঘুবর সুখ পেলেন।

কহি সিয় লখনহি সখহি সুনাঈ * শ্রীমুখ তীরথরাজ বড়াঈ।
করি প্রনামু দেখত বন বাগা * কহত মহাতম অতি অনুরাগা॥

রাম শ্রীমুখে সীতা, লক্ষ্মণ এবং সখাকে তীর্থরাজের গুরুত্ব বর্ণনা করে শোনালেন। প্রণাম করে বন ও উদ্যান দেখতে দেখতে এবং অতি অনুরাগে তীর্থরাজের মাহাত্ম্য বলতে বলতে (চললেন)।

এহি বিধি আই বিলোকী বেনী * সুমিরত সকল সুমঙ্গল দেনী।
মুদিত নহাই কীহ্নি সিব সেবা * পূজি জথা বিধি তীরথ দেবা॥

এইভাবে এসে ত্রিবেণী দর্শন করলেন যা স্মরণমাত্রই সমস্ত সুমঙ্গল দান করে। প্রফুল্লচিত্তে স্নান ক'রে শিবপূজা করলেন, এবং যথাবিধি তীর্থদেবতার পূজা করলেন।

ভরদ্বাজদর্শন ও আশীর্বাদ লাভ

তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ আএ * করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ।
মুনি মন মোদ ন কছু কহি জাঈ * ব্রহ্মানন্দ রাসি জনু পাঈ॥

তারপর প্রভু ভরদ্বাজের কাছে এলেন। প্রণাম করতেই মুনি বুকে জড়িয়ে নিলেন। মুনির আনন্দ হল অবর্ণনীয়। মনে হল তিনি ব্রহ্মলাভের বিপুল আনন্দ লাভ করেছেন।

দো॰ দীহ্নি অসীস মুনীস উর, অতি অনন্দু অস জানি।
লোচন গোচর সুকৃত ফল, মনহুঁ কিএ বিধি আনি॥১০৩॥

মুনীশ্বর আশীর্বাদ দিলেন, একথা (রামের বনাগমন ইত্যাদি) জেনে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। (তাঁর) মনে হল বিধাতা সমস্ত পুণ্যফলকে এনে নয়নগোচর করে তুললেন।

কুসল প্রস্ন করি আসন দীহ্নে * পূজি প্রেম পরি পূরন কীহ্নে।
কন্দ মূল ফল অঙ্কুর নীকে * দিএ আনি মুনি মনহুঁ অমী কে॥

কুশল প্রশ্ন করে তিন আসন দিলেন, সপ্রেমে পূজা করে মনের তৃপ্তিকে পরিপূর্ণ করলেন। কন্দ মূল ফল ও সুন্দর অঙ্কুর এনে দিলেন মুনি, মনে হল এসব যেন অমৃতে তৈরি।

সীয় লখন জন সহিত সুহাএ * অতি রুচি রাম মূল ফল খাএ।
ভএ বিগতশ্রম রামু সুখারে * ভরদ্বাজ মৃদু বচন উচারে॥

রাম সীতা, লক্ষ্মণ এবং ভক্ত (গুহক) সহ অত্যন্ত তৃপ্তি নিয়ে এই সুন্দর ফলমূল আহার করলেন। বিগতশ্রম হয়ে রাম সুখী হলেন। ভরদ্বাজ মৃদুবচন উচ্চারণ করলেন।

আজু সুফল তপু তীরথ ত্যাগূ * আজু সুফল জপ জোগ বিরাগূ।
সফল সকল শুভ সাধন সাজু * রাম তুম্হহি অবলোকত আজু ॥

আজ আমার তপস্যা, তীর্থ ও ত্যাগ সফল হল, আজ আমার জপ, যোগ এবং বৈরাগ্য সফল হল। হে রাম! আজ তোমাকে দর্শন করে আমার সমস্ত শুভসাধনা সফল হল।

লাভ অবধি সুখ অবধি ন দূজী * তুম্হারে দরস আস সব পূজী।
অব করি কৃপা দেহু বর এহূ * নিজ পদ সরসিজ সহজ সনেহূ ॥

লাভ এবং সুখের এর চেয়ে অন্য কোন সীমা আর নাই। তুমি দর্শনদানে সব আশা পূর্ণ করো। সবাইকে কৃপা করে এই বর দাও যেন তোমার চরণারবিন্দে আমার সহজ ভক্তি হয়।

দো০ করম বচন মন ছাড়ি ছলু, জব লগি জনু ন তুম্হার।
তব লগি সুখু সপনেহুঁ নহীঁ, কিএঁ কোটি উপচার ॥১০৪॥

কর্ম, বচন এবং মন থেকে কপটতাকে ত্যাগ করে মানুষ যতক্ষণ না তোমার ভক্ত হয় ততক্ষণ কোটি উপায় করলেও সে সুখ পাবে না।

চৌ০ সুনি মুনি বচন রামু সকুচানে * ভাব ভগতি আনন্দ অঘানে।
তব রঘুবর মুনি সুজসু সুহাবা * কোটি ভাঁতি কহি সবহি সুনাবা ॥

মুনির কথা শুনে রাম কুণ্ঠিত হলেন কিন্তু মুনির ভাবভক্তি দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তখন রঘুবর মুনির সুন্দর সুযশ কোটি রকমে বলে সবাইকে শোনালেন।

সো বড় সো সব গুন গন গেহূ * জেহি মুনীস তুম্হ আদর দেহূ।
মুনি রঘুবীর পরসপর নবহীঁ * বচন অগোচর সুখু অনুভবহীঁ ॥

হে মুনীশ্বর সে-ই বড়ো, সে-ই সব গুণরাশির আধার যে তোমাকে সম্মান দেয়। মুনি ও রাম পরস্পর নম্র হতে থাকেন, এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন।

য়হ সুধি পাই প্রয়াগ নিবাসী * বটু তাপস মুনি সিদ্ধ উদাসী।
ভরদ্বাজ আশ্রম সব আএ * দেখন দসরথ সুঅন সুহাএ ॥

প্রয়াগনিবাসী ব্রহ্মচারী, তপস্বী, মুনি, সিদ্ধ এবং উদাসীরা যখন এই বার্তা পেলেন তখন তাঁরা সুন্দর দশরথকুমারকে দর্শন করতে ভরদ্বাজ-আশ্রমে এলেন।

রাম প্রনাম কীন্হ সব কাহূ * মুদিত ভএ লহি লোয়ন লাহূ।
দেহিঁ অসীস পরম সুখু পাঈ * ফিরে সরাহত সুন্দরতাঈ ॥

রাম সকলকে প্রণাম করলেন। তাঁরা সবাই চোখ থাকার ফল লাভ করে আনন্দিত হলেন। পরম সুখ লাভ করে তাঁরা আশীর্বাদ করলেন এবং রামের রূপের প্রশংসা করতে করতে তাঁরা ফিরে গেলেন।

দো॰ রাম কীহ্ন বিশ্রাম নিসি, প্রাত প্রয়াগ নহাই।
চলে সহিত সিয় লখন জন মুদিত মুনিহি সিরু নাই ॥১০৫॥

রাম রাতে ঐখানেই বিশ্রাম করলেন। প্রভাতে প্রয়াগে স্নান করে এবং মুনিকে প্রনাম করে সীতা লক্ষ্মণ এবং ভক্ত গুহকের সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে চললেন।

রামের বনপথে গমন

রাম সপ্রেম কহেউ মুনি পাহীঁ * নাথ কহিঅ হম কেহি মগ জাহঁ।
মুনি মন বিহসি রাম সন কহহীঁ * সুগম সকল মগ তুহ্ম কহুঁ অহহীঁ ॥

(যাবার সময়) রাম সপ্রেমে মুনিকে বললেন, নাথ, বলুন আমি কোন্ পথে যাব। মুনি মনে মনে হেসে রামকে বললেন, তোমার কাছে সব পথই সুগম।

সাথ লাগি মুনি সিষ্য বোলাএ * সুনি মন মুদিত পচাসক আএ।
সবহ্নি রাম পর প্রেম আপারা * সকল কহহিঁ মগু দীখ হমারা ॥

সঙ্গে যাবার জন্যে মুনি শিষ্যদের ডাকলেন। শুনে আনন্দিত মনে পঞ্চাশ জন এলেন। সকলেরই রামের প্রতি অপার প্রেম। সকলে বললেন—পথ আমাদের দেখা আছে।

মুনি বটু চারি সঙ্গ তব দীহ্নে * বহু জনম সুকৃত সব কীহ্নে।
করি প্রনামু রিষি আয়সু পাঈ * প্রমুদিত হৃদয়ঁ চলে রঘুরাঈ ॥

মুনি তাঁর সঙ্গে চারজন ব্রহ্মচারীকে দিলেন যাঁরা বহু জন্ম পুণ্য করেছিলেন। রঘুরাজ প্রণাম করে ঋষির আদেশ পেয়ে আনন্দিত হৃদয়ে চললেন।

গ্রাম নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ * দেখহিঁ দরসু নারি নর ধাঈ।
হোহিঁ সনাথ জনমু ফলু পাঈ * ফিরহিঁ দুখিত মনু সঙ্গ পঠাঈ ॥

গ্রামের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন নরনারীরা ছুটে এসে দর্শন করতে থাকে। জন্ম-লাভের ফল পেয়ে তারা কৃতার্থ হয় এবং মনকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দুঃখিত মনে তারা ফিরতে থাকে।

দো॰ বিদা কিএ বটু বিনয় করি, ফিরে পাই মন কাম।
উতরি নহাএ জমুন জল, জো সরীর সম স্যাম ॥১০৬॥

(রাম) ব্রহ্মচারীদের সবিনয়ে বিদায় করলেন। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে ফিরলেন। যমুনার জলে নেমে স্নান করলেন, যে-জল তাঁর শরীরের মতোই শ্যামবর্ণ।

চৌ॰ সুনত তীরবাসী নর নারী * ধাএ নিজ নিজ কাজ বিসারী।
লখন রাম সিয় সুন্দরতাঈ * দেখি করহিঁ নিজ ভাগ্য বড়াঈ ॥

শুনে তটবাসী নরনারীরা যার যার কাজ ভুলে ছুটে এল। লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার সৌন্দর্য দেখে তারা নিজেদের ভাগ্যের বড়াই করতে থাকে।

অতি লালসা বসহিঁ মন মাহীঁ * নাউঁ গাউঁ বুঝত সকুচাহীঁ।
জে তিন্হ মহুঁ বয়বিরিধ সয়ানে * তিন্হ করি জুগুতি রামু পহিচানে ॥

(এরা কে জানবার জন্যে) মনে অত্যন্ত বাসনা, তবু তারা নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করছিল। যারা তাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ও চতুর ছিল তারা যুক্তিবলে রামকে চিনতে পারল।

সকল কথা তিন্হ সবহি সুনাঈ * বনহি চলে পিতু আয়সু পাঈ।
সুনি সবিষাদ সকল পছিতাহীঁ * রানী রায়ঁ কীন্হ ভল নাহীঁ ॥

তারা সব কথা সবাইকে শোনালো—পিতার আজ্ঞা পেয়ে বনে যাচ্ছেন। শুনে সবিষাদে সকলেই দুঃখ করল। বলল, রাজার প্রতি রানীর আচরণ শোভন হয় নি।

তেহি অবসর এক তাপসু আবা * তেজ পুঞ্জ লঘুবয়স সুহাবা।
কবি অলখিত গতি বেষু বিরাগী * মন ক্রম বচন রাম অনুরাগী ॥

ইতিমধ্যে এক তাপস সেখানে এলেন। অল্প বয়স তাঁর—সুন্দর এক তেজঃপুঞ্জ। তাঁর গতি কবির অজানা, বিরাগীর বেশ পরনে। মন, কর্ম ও বচনে তিনি রামের অনুরাগী।

দো॰ সজল নয়ন তন পুলকি নিজ, ইষ্টদেউ পহিচানি।
পরেউ দণ্ড জিমি ধরনিতল, দসা ন জাই বখানি ॥১০৭॥

ইষ্টদেবকে চিনতে পেরে তার নয়ন অশ্রুসিক্ত হল, তনু রোমাঞ্চিত হল। একটি দণ্ডের মতো তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। সে দশা বর্ণনা করা যায় না।

চৌ॰ রাম সপ্রেম পুলকি উর লাবা * পরম রঙ্ক জনু পারসু পাবা।
মনহুঁ প্রেমু পরমারথু দোউ * মিলত ধরেঁ তন কহ সবু কোউ॥

রাম সপ্রেমে পুলকিত হয়ে তাঁকে বুকে নিলেন। পরম দরিদ্র যেন স্পর্শমণি পেল। মনে হল প্রেম ও পরমার্থ এ দুইয়ে মিলে যেন তনু ধারণ করেছে! এ কথা সবাই বলতে লাগল।

বহুরি লখন পায়ন্হ সোই লাগা * লীন্হ উঠাই উমগি অনুরাগা।
পুনি সিয় চরন ধূরি ধরি সীসা * জননি জানি সিসু দীন্হি অসীসা॥

তিনি এবার লক্ষ্মণের পায়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। আবার সীতার চরণধূলিতে মাথা রাখলেন। জননী (সীতা) যেন শিশু-জ্ঞানে আশীর্বাদ দিলেন।

কীন্হ নিষাদ দণ্ডবত তেহী * মিলেউ মুদিত লখি রাম সনেহী।
পিঅত নয়ন পুট রূপু পিয়ূষা * মুদিত সুঅসনু পাই জিমি ভূখা॥

নিষাদ তাঁকে প্রণাম করল। রামভক্ত জেনে সানন্দে তাঁর সঙ্গে মিলিত হল। (সেই তপস্বী) নেত্র-পুট দিয়ে যেন তার সৌন্দর্যপীযুষ পান করতে থাকল (এবং পুলকিত হল), সুখাদ্য পেয়ে ক্ষুধার্ত যেমন পুলকিত হয় তেমনি।

তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে * জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে।
রাম লখন সিয় রূপু নিহারী * হোহিঁ সনেহ বিকল নর নারী॥

(মেয়েরা বলতে লাগল) বল্ তো সখী যাঁরা অমন বালককে বনে পাঠিয়েছেন সেই মা বাবাই বা কেমন। রাম লক্ষ্মণ আর সীতার রূপ দেখে নরনারী স্নেহে বিকল হল।

দো॰ তব রঘুবীর অনেক বিধি, সখহি সিখাবনু দীন্হ॥
রাম রজায়সু সীস ধরি, ভবন গবনু তেইঁ কীন্হ॥১০৮॥

তখন রঘুবীর নানাভাবে সখা (গুহককে) উপদেশ দিলেন। রামের আদেশ পেয়ে প্রণাম করে সে বাড়িতে রওনা হল।

চৌ॰ পুনি সিয়ঁ রাম লখন কর জোরী * জমুনহি কীন্হ প্রনামু বহোরী।
চলে সসীয় মুদিত দোউ ভাঈ * রবিতনুজা কই করত বড়াঈ॥

আবার সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ করজোড়ে যমুনাকে প্রণাম করলেন। সীতাসহ দুই ভাই রবিসুতা যমুনার মাহাত্ম্য বলতে বলতে আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন।

পথিক অনেক মিলহিঁ মগ জাতা * কহহিঁ সপ্রেম দেখি দোউ ভ্রাতা।
রাজ লখন সব অঙ্গ তুম্হারেঁ * দেখি সোচু অতি হৃদয় হমারেঁ ॥

পথে যেতে যেতে অনেক পথিক এসে মিলতে থাকে। দুই ভাইকে দেখে সস্নেহে বলতে থাকে—তোমাদের সারা অঙ্গে রাজলক্ষণ তোমাদের (এ অবস্থায়) দেখে আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে।

মারগ চলহু পয়াদেহি পাএঁ * জ্যোতিষু ঝূঠ হমারেঁ ভাএঁ।
অগমু পন্থু গিরি কানন ভারী * তেহি মহঁ সাথ নারি সুকুমারী ॥

তোমরা পথ চলছ খালি পায়ে। এ দেখে আমাদের মনে হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা। অগম্য পথ, বড়ো বড়ো পাহাড় ও বন, তার উপর তোমাদের সঙ্গে সুকুমারী নারী।

করি কেহরি বন জাই ন জোঈ * হম সঁগ চলহিঁ জো আয়সু হোঈ।
জাব জহাঁ লগি তহঁ পহুঁচাঈ * ফিরব বহোরি তুম্হহি সিরু নাঈ ॥

হাতি ও সিংহে ভরা বন দেখা যায় না। যদি আজ্ঞা দেন আমরা সঙ্গে যাই। আপনারা যতদূর যাবেন সেখানে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে, 'প্রণাম করে, ফিরে আসব আমরা।

দো০ এহি বিধি পূছহিঁ প্রেম বস, পুলক গাত জলু নৈন।
কৃপাসিন্ধু ফেরহিঁ তিন্হহি, কহি বিনীত মৃদু বৈন ॥১০৯॥

প্রেমবশে এইভাবে তারা জিজ্ঞেস করে। তাদের দেহে রোমাঞ্চ, চোখে জল। কৃপাসিন্ধু রাম তাদের বিনীত কোমল বচন ব'লে ফেরালেন।

জে পুর গাঁর বসহিঁ মগ মাহীঁ * তিন্হহি নাগ সুর নগর সিহাহীঁ।
কেহি সুকৃতীঁ কেহি ধরীঁ বসাএ * ধন্য পুন্যময় পরম সুহাএ ॥

পথে যেতে যেতে যে-নগর বা যে-গ্রামে তাঁরা বাস করেন, নাগপুরী ও সুরধাম তাকে ঈর্ষা করে। কোন্ পুণ্যাত্মা কোন্ শুভলগ্নে এঁদের বসালেন যাতে এসব (গ্রাম-নগর) পরম রমণীয়, ধন্য ও পুণ্যময় হল?

জহঁ জহঁ রাম চরন চলি জাহীঁ * তিন্হ সমান অমরাবতি নাহীঁ।
পুন্য পুঞ্জ মগ নিকট নিবাসী * তিন্হহি সরাহহিঁ সুরপুরবাসী ॥
জে ভরি নয়ন বিলোকহিঁ রামহি * সীতা লখন সহিত ঘনস্যামহি।
জে সর সরিত রাম অবগাহহিঁ * তিন্হহি দেব সর সরিত সরাহহিঁ ॥

যেখানে-যেখানে রামের চরণ চলে যায় অমরাবতীও তার সমান হয় না। সে পথের পাশেই যারা বাস করে তারা যেন পুন্যরাশি, সুরধামবাসীরাও তাদের প্রশংসা করে। যারা সীতা ও লক্ষ্মণ সমন্বিত ঘনশ্যাম রামকে নয়ন ভরে দেখে। যে-সরোবর বা নদীতে রাম অবগাহন করেন মানসসরোবর এবং গঙ্গাও তার প্রশংসা করেন।

জেহি তরুতর প্রভু বৈঠহিঁ জাঈ * করহিঁ কলপতরু তাসু বড়াঈ।
পরসি রাম পদ পদুম পরাগা * মানতি ভূরি ভূমি নিজ ভাগা॥

যে তরুতলে প্রভু গিয়ে বসেন, কল্পতরুও তার মহিমা গায়। রামের পাদপদ্মের পরাগ স্পর্শ করে ধরণী নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করেন।

দো॰ ছাঁহ করহিঁ ঘন বিবুধগন, বরষহিঁ সুমন সিহাহিঁ।
দেখত গিরি বন বিহগ মৃগ, রামু চলে মগ জাহিঁ॥১১০॥

পথে মেঘ ঘন ছায়া করে, দেবতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করেন। গিরিবন, পাখি আর হরিণ দেখতে দেখতে রাম পথ চলেন।

চৌ॰ সীতা লখন সহিত রঘুরাঈ * গাঁব নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ।
সুনি সব বাল বৃদ্ধ নর নারী * চলহিঁ তুরত গৃহ কাজু বিসারী॥

সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রঘুরাজ যখন গাঁয়ের কাছ দিয়ে বের হলেন তখন তা শুনে সমস্ত বাল-বৃদ্ধ নরনারী গৃহকাজ ভুলে দ্রুত চলল।

রাম লখন সিয় রূপ নিহারী * পাই নয়নফলু হোহিঁ সুখারী।
সজল বিলোচন পুলক সরীরা * সব ভএ মগন দেখি দোউ বীরা॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখে চোখ থাকার ফল পেয়ে সবাই সুখী হল। চোখে জল, দেহে শিহরণ। সবাই দুই বীরকে দেখে প্রসন্ন হল।

বরনি ন জাই দসা তিন্হ কেরী * লহি জনু রঙ্কন্হ সুরমনি ঢেরী।
একন্হ এক বোলি সিখ দেহীঁ * লোচন লাহু লেহু ছন এহীঁ॥

তাদের দশা বর্ণনা করা যায় না। মনে হল কাঙালেরা যেন চিন্তামণির স্তূপ পেল। একে অন্যকে এই বলে উপদেশ দিল, এই মুহূর্তে চোখ থাকার ফল লাভ করো।

রামহি দেখি এক অনুরাগে * চিতবত চলে জাহিঁ সঁগ লাগে।
এক নয়ন মগ ছবি উর আনী * হোহিঁ সিথিল তন মন বর বানী॥

রামকে দেখে কেউ অনুরাগে সঙ্গ নিল এবং দেখতে দেখতে চলল, কেউ নয়নপথে হৃদয়ে ছবি এনে দেহে, মনে ও বচনে শিথিল হল।

দো০ এক দেখি বট ছাঁহ ভলি, ডাসি মৃদুল তৃন পাত :
কহহিঁ গবাঁইঅ ছিনুকু শ্রমু, গবনব অবহিঁ কি প্রাত ॥১১১॥

কেউ ভালো বটের ছায়া দেখে কোমল তৃণ বিছিয়ে দিয়ে বলে—কিছু সময় এখানে থেকে শ্রম দূর করো, তারপর এখুনি অথবা কাল সকালে যেও।

এক কলস ভরি আনহিঁ পানী * অঁচইঅ নাথ কহহিঁ মৃদু বানী।
সুনি প্রিয় বচন প্রীতি অতি দেখী * রাম কৃপাল সুসীল বিসেষী ॥
জানী শ্রমিত সীয় মন নাহীঁ * ঘরিক বিলম্বু কীহ্ন বট ছাহীঁ।
মুদিত নারি নর দেখহিঁ সোভা * রূপ অনূপ নয়ন মনু লোভা ॥

কেউ কলসি ভরে জল আনে, কোমল বচনে বলে—প্রভু আগমন করবেন। প্রিয় বচন শুনে গভীর প্রীতি দেখে পরম কৃপালু ও সুশীল রাম মনে মনে সীতাকে শ্রান্ত জেনে বটের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। প্রফুল্ল নরনারী শোভা দেখল, দেখল নয়নমনোলোভন অপরূপ রূপ।

একটক সব সোহহিঁ চহুঁ ওরা * রামচন্দ্র মুখ চন্দ চকোরা।
তরুন তমাল বরন তনু সোহা * দেখত কোটি মদন মনু মোহা ॥

রামের মুখচন্দ্রের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে সবাই চারদিকে শোভমান হল। তরুণ তমালতরুর বর্ণের মতো তাঁর তনু শোভা পেল, তা দেখে কোটি মদনের মন মোহিত হয়।

দামিনি বরন লখন সুঠি নীকে * নখ সিখ সুভগ ভাবতে জী কে।
মুনিপট কটিহ্ন কসেঁ তূনীরা * সোহহিঁ কর কমলনি ধনু তীরা ॥

নখ থেকে শিখা পর্যন্ত (আপাদমস্তক) সৌন্দর্যমণ্ডিত বিদ্যুদ্‌বর্ণ সুদর্শন লক্ষ্মণ মনকে প্রলুব্ধ করে। মুনিবস্ত্রপরিহিত দু-ভাই কটিতে তূণীর বেঁধেছেন, এবং তাঁদের করকমলে শোভা পাচ্ছে তীর-ধনুক।

দো০ জটা মুকুট সীসনি সুভগ, উর ভুজ নয়ন বিসাল।
সরদ পরব বিধু বদন বর, লসত স্বেদ কন জাল ॥১১২॥

মাথায় জটা-মুকুট। বুক, বাহু ও নয়ন বিশাল শরৎচন্দ্রের মতো সুন্দর মুখের উপরে ঘর্মবিন্দু শোভমান।

চৌ॰ বরনি ন জাই মনোহর জোরী * সোভা বহুত থোরি মতি মোরী।
রাম লখন সিয় সুন্দরতাঈ * সব চিতবহিঁ চিত মন মতি লাঈ ॥

এই মনোহর জুটির বর্ণনা সম্ভব নয়, শোভা অধিক কিন্তু আমার বুদ্ধি অল্প। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৌন্দর্য সবাই চিত্ত মন ও বুদ্ধি মিলিত ক'রে দেখছে।

গ্রামবধূদের মধ্যে সীতা

থকে নারি নর প্রেম পিআসে * মনহুঁ মৃগী মৃগ দেখি দিআসে।
সীয় সমীপ গ্রামতিয় জাহীঁ * পূঁছত অতি সনেহঁ সকুচাহীঁ ॥

প্রেম-পিপাসু নরনারী এমন মোহিত হল, হরিণ-হরিণী প্রদীপ দেখে যেমন মোহিত হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সীতার কাছে যাচ্ছে কিন্তু স্নেহের আতিশয্যে কিছু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করছে।

বার বার সব লাগহিঁ পাএঁ * কহহিঁ বচন মৃদু সরল সুভাএঁ।
রাজকুমারি বিনয় হম করহীঁ * তিয় সুভায়ঁ কছু পূঁছত ডরহীঁ ॥

বারবার সবাই পায়ে পড়তে থাকে, এবং কোমল, সরস ও সুন্দর নয়নে বলে, হে রাজকুমারী! আমরা মিনতি করছি, কিন্তু স্ত্রীসুলভ স্বভাবের দরুন আমরা কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছি।

স্বামিনি অবিনয় ছমবি হমারী * বিলগু ন মানব জানি গবাঁরী।
রাজকুঅঁর দোউ সহজ সলোনে * ইন্হ তেঁ লহী দুতি মরকত সোনে ॥

স্বামিনী! আমাদের অবিনয় ক্ষমা করবেন, আমাদের গাঁয়ের মানুষ জেনে কিছু মনে করবেন না। দুই রাজকুমার সহজ-সুন্দর। এঁদের থেকেই মরকত মণি এবং সোনা দ্যুতি লাভ করেছে।

দো॰ স্যামল গৌর কিসোর বর, সুন্দর সুষমা ঐন।
সরদ সর্বরীনাথ মুখু, সরদ সরোরুহ নৈন ॥১১৬॥

এ দুজন কিশোর শ্যামল ও গৌরবর্ণ, সুন্দর শোভার আধার শরৎচন্দ্রের মতো এঁদের মুখ, আর শরৎ-পদ্মের মতো এঁদের নয়ন।

চৌ॰ কোটি মনোজ লজাবনিহারে * সুমুখি কহহু কো আহিঁ তুম্হারে।
সুনি সনেহময় মঞ্জুল বানী * সকুচী সিয় মন মহুঁ মুসুকানি ॥

কোটি কামদেবকে লজ্জা দিতে পারে এ দুজন। হে সুমুখী! বলো এঁরা তোমার কে? স্নেহময় মধুর বচন শুনে সীতা লজ্জিত হয়ে মনে মনে হাসলেন।

তিন্হহি বিলোকি বিলোকতি ধরনী * দুহুঁ সকোচ সকুচতি বরবরনী।
সকুচি সপ্রেম বাল মৃগ নয়নী * বোলী মধুর বচন পিকবয়নী॥

তাদের (প্রশ্নকারিণীদের) দিকে তাকিয়ে আবার মাটির দিকে তাকালেন, দু-দিকের সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হলেন তিনি (না বললে এরা দুঃখিত হবে, বললেও লজ্জা)। তরুণ হরিণের মতো নয়ন যার এবং কোকিলের মতো বচন যাঁর সেই সীতা লজ্জিত হয়ে সপ্রেমে মধুর বচনে বললেন—

সহজ সুভায় সুভগ তন গোরে * নামু লখনু লঘু দেবর মোরে।
বহুরি বদনু বিধু অঞ্চল ঢাকী * পিয় তন চিতই ভৌহঁ করি বাঁকী॥

সরল-স্বভাব সুন্দর গৌরবর্ণ যিনি তাঁর নাম লক্ষ্মণ, তিনি আমার কনিষ্ঠ দেবর। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে প্রিয়ের দেহের দিকে তাকালেন ভ্রূ বাঁকিয়ে।

খঞ্জন মঞ্জু তিরীছে নয়ননি * নিজ পতি কহেউ তিন্হহি সিয়ঁ সয়ননি।
ভঈঁ মুদিত সব গ্রামবধূটীঁ * রঙ্কন্হ রায় রাসি জনু লূটীঁ॥

চতুরা সীতা ঐ খঞ্জনের মত সুন্দর বাঁকা দৃষ্টিতেই নিজের পতিকে চিহ্নিত করলেন। গ্রামের বধূরা সবাই খুশী হল। কাঙালেরা যেন ধনরাশি লুণ্ঠন করল।

দো॰ অতি সপ্রেম সিয় পায়ঁ পরি, বহুবিধি দেহিঁ অসীস।
সদা সোহাগিনি হোহু তুম্হ, জব লগি মহি অহী সীস ১১৪॥

অত্যন্ত অনুরাগে সীতার পায়ে পড়ে তারা নানাভাবে আশীর্বাদ দিল—যতদিন শেষনাগ পৃথিবী ধারণ ক'রে আছেন ততদিন তুমি নিত্য স্বামিসোহাগিনী হও।

চৌ॰ পারবতী সম পতিপ্রিয় হোহূ * দেবি ন হম পর ছাড়ব ছোহূ।
পুনি পুনি বিনয় করিঅ কর জোরী * জৌঁ এহি মারগ ফিরিঅ বহোরী॥

পার্বতীর মতো পতিপ্রিয় হও। হে দেবী, আমাদের তুমি কৃপা থেকে বঞ্চিত কোরো না। বারবার হাতজোড় করে মিনতি করছি এই পথেই তুমি ফিরবে।

দরসনু দেব জানি নিজ দাসী * লখীঁ সীয়ঁ সব প্রেম পিআসী।
মধুর বচন কহি কহি পরিতোষীঁ * জনু কুমুদিনীঁ কৌমুদীঁ পোষীঁ॥

আমাদের নিজের দাসী জেনে দর্শন দেবে। সীতা এদের প্রেমপিয়াসী দেখলেন, মধুর বচনে তাদের সন্তুষ্ট করলেন, চাঁদিনী যেন কমলিনীকে প্রফুল্ল করল।

তবহিঁ লখন রঘুবর রুখ জানী * পূঁছেউ মগু লোগন্হি মৃদু বানী।
সুনত নারি নর ভএ দুখারী * পুলকিত গাত বিলোচন বারী॥

তখনই লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় জেনে লোকদের কোমল বচনে পথ জিজ্ঞেস করলেন। একথা শুনেই নরনারী দুঃখিত হল, তাদের দেখে শিহরণ দেখা দিল, নয়নে এল অশ্রু।

মিটা মোদু মন ভএ মলীনে * বিধি নিধি দীন্হ লেত জনু ছীনে।
সমুঝি করমগতি ধীরজু কীন্হা * সোধি সুগম মগু তিন্হ কহি দীন্হা॥

তাদের আনন্দ দূর হল, মন বিষন্ন হল, বিধাতা যে-সম্পদ দিয়েছিলেন তা যেন ছিনিয়ে নিলেন। কর্মের গতি উপলব্ধি ক'রে তারা ধৈর্য ধারণ করল এবং চিন্তা ক'রে তাদের সহজ পথ বলে দিল।

দো॰ লখন জানকী সহিত তব, গবনু কীন্হ রঘুনাথ।
ফেরে সব প্রিয় বচন কহি, লিএ লাই মন সাথ॥১১৫॥

তখন রঘুনাথ লক্ষ্মণ ও জানকীর সঙ্গে প্রস্থান করলেন। সবাইকে প্রিয় বচনে ফেরালেন, সঙ্গে নিলেন তাদের মন।

গ্রামবাসীদের সহানুভূতি

চৌ॰ ফিরত নারি নর অতি পছিতাহীঁ * দৈঅহি দোষু দেহিঁ মন মাহীঁ।
সহিত বিষাদ পরসপর কহহীঁ * বিধি করতব উলটে সব অহহীঁ॥

ফিরতে ফিরতে নরনারী অত্যন্ত দুঃখ করতে লাগল। তারা মনে মনে দৈবকে দোষ দিতে লাগল, সবিষাদে পরস্পর বলতে লাগল, বিধাতার বিধান সবই বিপরীত।

নিপট নিরঙ্কুস নিঠুর নিসঙ্কু * জেহিঁ সসি কীন্হ সরুজ সকলঙ্কু।
রূখ কলপতরু সাগরু খারা * তেহিঁ পঠএ বন রাজকুমারা॥

যে-বিধাতা একেবারে নিরঙ্কুশ, নিষ্ঠুর এবং নিঃশঙ্ক যিনি চাঁদকে রোগগ্রস্ত (ক্ষয়রোগী) এবং কলঙ্কী ক'রে গড়েছেন, কল্পতরু এবং সমুদ্রকে লবণাক্ত ক'রে নির্মাণ করেছেন তিনিই এই রাজকুমারদের বনে পাঠিয়েছেন।

জৌঁ পৈ ইন্‌হহি দীন্‌হ বনবাসূ * কীন্‌হ বাদি বিধি ভোগ বিলাসূ।
এ বিচরহিঁ মগ বিনু পদ ত্রানা * রচে বাদি বিধি বাহন নানা ॥

বিধাতা এঁদেরই যখন বনবাস দিয়েছেন তখন বৃথাই বিভিন্ন ভোগবিলাসের আয়োজন রেখেছেন। যখন এঁরাই পথে বিনা পাদুকায় বিচরণ করছেন, তখন বিধাতা বৃথাই নানা বাহন নির্মাণ করেছেন।

এ মহি পরহিঁ ডাসি কুস পাতা * সুভগ সেজ কত সৃজত বিধাতা।
তরুবর বাস ইন্‌হহি বিধি দীন্‌হা * ধবল ধাম রচি রচি শ্রমু কীন্‌হা ॥

যখন এই ভূমিতে কুশ আর পাতা বিছিয়ে এঁরা শয়ন করেন তখন বিধাতা শয্যা নির্মাণ করেছেন কেন ? বিধাতা যখন এঁদের জন্যে তরুতলে বাসের ব্যবস্থা করেছেন তখন সুন্দর সব ভবন নির্মাণ করে তিনি অযথা পরিশ্রম করেছেন কেন ?

দো০ জৌঁ এ মুনি পট ধর জটিল, সুন্দর সুঠি সুকুমার।
বিবিধ ভাঁতি ভূষন বসন, বাদি কিএ করতার ॥১১৬॥

এই সুন্দর সুদর্শন সুকুমার রাজকুমারেরা যখন মুনির পরিচ্ছদ ধারণ করেছেন এবং জটা ধারণ করেছেন তখন নানারকম বসনভূষণ বিধাতা অনর্থক নির্মাণ করেছেন।

চৌ০ জৌঁ এ কন্দ মূল ফল খাহীঁ * বাদি সুধাদি অসন জগ মাহীঁ।
এক কহহিঁ এ সহজ সুহাএ * আপু প্রগট ভএ বিধি ন বনাএ ॥

যখন এঁরা কন্দ মূল ও ফল খাচ্ছেন তখন পৃথিবীতে সুধাদি ভক্ষ্য বৃথা। কেউ কেউ বলতে থাকে এঁরা সহজসুন্দর। এঁরা আপনাআপনিই প্রকট হয়েছেন, বিধাতা এঁদের নির্মাণ করেন নি।

জহঁ লগি বেদ কহী বিধি করনী * শ্রবন নয়ন মন গোচর বরনী ॥
দেখহু খোজি ভুঅন দস চারী * কহঁ অস পুরুষ কহাঁ অসি নারী ॥

বেদ যত দূর পর্যন্ত বিধাতার কর্মবিস্তারের কথা বলেছেন, ততদূর পর্যন্ত শ্রবণ, নয়ন ও মনের গোচর যা-কিছু আছে খুঁজে দেখো, চতুর্দশ ভুবনে এমন পুরুষ এবং এমন নারী কোথায় ?

ইন্‌হহি দেখি বিধি মনু অনুরাগা * পটতর জোগ বনাবৈ লাগা।
কীন্‌হ বহুত শ্রম ঐক ন আএ * তেহিঁ ইরিষা বন আনি দুরাএ ॥

এঁদের দেখে বিধাতা মনে মনে মুগ্ধ হয়ে এঁদের মতো অন্য একটি জুটি বানাতে শুরু করেছিলেন। প্রচুর পরিশ্রম করেও এমনটি গড়তে পারলেন না তাই ঈর্ষা করে এঁদের বনে এনে লুকিয়ে রাখলেন।

এক কহহিঁ হম বহুত ন জানহিঁ * আপুহি পরম ধন্য করি মানহিঁ।
তে পুনি পুন্য পুঞ্জ হম লেখে * জে দেখহিঁ দেখিহহিঁ জিন্হ দেখে॥

কেউ কেউ বলতে থাকে আমরা বেশি কিছু জানি না। তবে নিজেদের ধন্য বলে মানছি। আমাদের বিচারে তারা বড়োই পুণ্যবান যারা এঁদের দেখছে, দেখবে এবং দেখেছে।

দো॰ এহি বিধি কহি কহি বচন প্রিয়, লেহিঁ নয়ন ভরি নীর।
কিমি চলিহহিঁ মারগ অগম, সুঠি সুকুমার সরীর॥১১৭॥

এইভাবে প্রিয়বচন বলে তারা চোখে জল ভ'রে নিল এবং বলল, এই সুন্দর কোমলাঙ্গ রাজকুমার কঠিন পথে কেমন করে চলবেন?

চৌ॰ নারি সনেহ বিকল বস হোহীঁ * চকঈ সাঁঝ সময় জনু সোহীঁ।
মৃদু পদ কমল কঠিন মগু জানী * গহবরি হৃদয়ঁ কহহিঁ বর বানী॥

স্ত্রীলোকেরা স্নেহে ব্যাকুল হয়ে গেল, সন্ধ্যার সময় চক্রবাকী যেমন হয়। চরণকমলকে কোমল এবং পথকে কঠিন জেনে গদ্‌গদ হৃদয়ে মধুর বচন বলতে লাগল।

পরসত মৃদুল চরন অরুনারে * সকুচতি মহি জিমি হৃদয় হমারে।
জৌঁ জগদীস ইন্হহি বনু দীন্হা * কস ন সুমনময় মারগু কীন্হা॥

এঁদের কোমল এবং রক্তবর্ণ চরণস্পর্শে পৃথিবী আমাদের হৃদয়ের মতোই সঙ্কুচিত হবে। যখন ভগবান এঁদের বনই দিলেন তখন পথকে পুষ্পময় করলেন না কেন?

জৌঁ মাগা পাইঅ বিধি পাহীঁ * এ রখিঅহিঁ সখি আঁখিন্হ মাহীঁ।
জে নর নারি ন অবসর আএ * তিন্হ সিয় রামু ন দেখন পাএ॥

যদি বিধাতার কাছ থেকে ভিক্ষা পাই তবে, সখী, এঁদের নয়নে রাখি। যে-সব নরনারী এই অবসরে এল না তারা সীতা ও রামকে দেখতে পেল না।

সুনি সুরূপু বূঝহিঁ অকুলাঈ * অব লগি গএ কহাঁ লগি ভাঈ।
সমরথ ধাই বিলোকহিঁ জাঈ * প্রমুদিত ফিরহিঁ জনমফলু পাঈ॥

(যারা পরে এল তারা সব) স্বরূপের কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে বলাবলি করল—এতক্ষণ কত দূর গিয়েছেন, ভাই ? যারা সমর্থ তারা দৌড়ে দেখেতে যায়, এবং আনন্দিত হয়ে জন্মফল পেয়ে ফেরে।

দো॰ অবলা বালক বৃদ্ধ জন, কর মীজহিঁ পছিতাহিঁ।
হোহিঁ প্রেমবস লোগ ইমি, রামু জহঁা জহঁ জাহিঁ ॥১১৮॥

অবলা, বালক এবং বৃদ্ধ হাতে হাত চেপে দুঃখ করতে থাকে। এইভাবে রাম যেখানে যেখানে যান সেখানেই লোকেরা প্রেমে মগ্ন হয়ে যায়।

চৌ॰ গাবঁ গাবঁ অস হোই আনন্দ * দেখি ভানুকুল কৈরব চন্দূ।
জে কছু সমাচার সুনি পাবহি * তে নৃপ রানিহি দোসু লগাবহিঁ ॥

সূর্যবংশরূপ কুমুদিনীর জন্যে যিনি চন্দ্রতুল্য সেই শ্রীরামের দর্শন ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে এই ভাবে আনন্দ হতে থাকে। যারা কিছু সংবাদ শুনতে পেয়েছে, তারা রাজা আর রানীকে দোষ দিচ্ছে।

কহহিঁ এক অতি ভল নরনাহূ * দীন্হ হমহি জোই লোচন লাহূ।
কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈঁ * বাতেঁ সরল সনেহ সুহাঈ ॥

কেউ কেউ বলে, রাজা খুবই ভালো যিনি আমাদের চোখ থাকবার লাভ দিয়েছেন। নরনারীরা পরস্পর সহজসরল ও সুন্দর কথা বলতে থাকে।

তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জাএ * ধন্য সো নগরু জহঁা তে আএ।
ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউ * জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউ ॥

সেই মাতাপিতাই ধন্য যাঁরা এদের জন্ম দিয়েছেন এবং সেই নগরও ধন্য যেখান থেকে এঁরা এসেছেন। যে দেশ, পর্বত, বন বা গ্রামে এঁরা যান সে-সবই ধন্য।

সুখু পায়উ বিরঞ্চি রচি তেহী * এ জেহি কে সব ভাঁতি সনেহী।
রাম লখন পথি কথা সুহাঈ * রহী সকল মগ কানন ছাঈ ॥

এঁকে (রামকে) নির্মাণ ক'রে বিধাতা সব সুখ লাভ করেছেনে, ইনি সবরকমে বিধাতার প্রিয়পাত্র। রামলক্ষ্মণের সুন্দর কথা বনের পথে বিস্তারিত হল।

পথপরিক্রমা ও বাল্মীকির আশ্রমে আগমন

দো॰ এহি বিধি রঘুকুল কমল রবি, মগ লোগন্হ সুখ দেত।
জাহিঁ চলে দেখত বিপিন, সিয় সৌমিত্রি সমেত ॥১১৯॥

এইভাবে রঘুকুলরূপ পদ্মকে যিনি প্রস্ফুটিত করেন সেই সূর্যরূপ রামচন্দ্র পথের লোকদের সুখ দেন এবং বন দেখতে দেখতে লক্ষ্মণের সঙ্গে চলে যেতে থাকেন।

চৌ॰ আগেঁ রামু লখনু বনে পাছেঁ * তাপস বেষ বিরাজত কাছেঁ।
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসেঁ * ব্রহ্ম জীর বিচ মায়া জৈসেঁ ॥

আগে রাম আর পিছনে লক্ষ্মণ মুনিসজ্জায় শোভা পাচ্ছেন। দুজনের মধ্যে সীতা কেমন শোভা পেলেন? ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়া যেমন শোভা পায় তেমনি।

বহুরি কহউঁ ছবি জসি মন বসঈ * জনু মধু মদন মধ্য রতি লসঈ।
উপমা বহুরি কহউঁ জিয়ঁ জোহা * জনু বুধ বিধু বিচ রোহিনি সোহী ॥

আমি ঐ ছবির কথা বলছি যে-ছবি আমার মনে বসে আছে। যেন বসন্ত আর কামদেবের মধ্যে রতি শোভা পাচ্ছে। মনে মনে খুঁজে উপমা দিচ্ছি। যেন বুধ এবং চন্দ্রের মধ্যে রোহিণী শোভিত।

প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা * ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা।
সীয় রাম পদ অঙ্ক বরাএঁ * লখন চলহিঁ মগু দাহিন লাএঁ ॥

প্রভু রামের চরণচিহ্নের মধ্যে জানকী নিজের চরণ রেখে পথে চলতে ভীত হচ্ছেন। এদিকে সীতা আর রামের চরণচিহ্ন বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের ডান দিকে রেখে লক্ষ্মণ চলছেন।

রাম লখন সিয় প্রীতি সুহাঈ * বচন অগোচর কিমি কহি জাঈ।
খগ মৃগ মগন দেখি ছবি হোহীঁ * লিএ চোরি চিত রাম বটোহীঁ ॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সুন্দর প্রীতি বচনের অগোচর, তা কীভাবে প্রকাশ ক'রে বলা যাবে? পশুপাখিও তাদের সৌন্দর্য দেখে প্রসন্ন হচ্ছে কারণ পথিক রামচন্দ্র তাদের মনোহরণ করছেন।

দো॰ জিন্হ জিন্হ দেখে পথিক প্রিয়, সিয় সমেত দোউ ভাই।
ভব মগু অগমু আনন্দু তেই, বিনু শ্রম রহে সিরাই ॥১২০॥

যাঁরা সীতা সহ প্রিয় পথিক দুইভাইকে দেখল তারা সংসারের কঠিন পথকে সানন্দে বিনা শ্রমে পার হয়ে গেল।

চৌ॰ অজহুঁ জাসু উর সপনেহুঁ কাউ * বসহুঁ লখনু সিয় রামু বটাউ।
রাম ধাম পথ পাইহি সোঈ * জো পথ পার করহুঁ মুনি কোঈ ॥

আজও যার হৃদয়ে কখনও স্বপ্নেও পথিক রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বাস করেন সে শ্রীরামের পরমধামের সেই মার্গকে পায় যা মুনিজনেরাই কচিৎ-কখনও পেয়ে থাকেন।

তব রঘুবীর শ্রমিত সিয় জানী * দেখি নিকট বটু সীতল পানী।
তহঁ বসি কন্দ মূল ফল খাঈ * প্রাত নহাই চলে রঘুরাঈ॥

যখন রাম সীতাকে শ্রান্ত ব'লে মনে করলেন তখন কাছাকাছি বটগাছ এবং শীতল জল দেখে সেখানেই থেকে গেলেন এবং কন্দমূল ও ফল আহার করলেন। প্রভাতে স্নান ক'রে রাম সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেখত বন সর সৈল সুহাএ * বাল্মীকি আশ্রম প্রভু আএ।
রাম দীখ মুনি বাসু সুহাবন * সুন্দর গিরি কাননু জলু পাবন॥

রাম বনে সরোবর ও সুন্দর পাহাড় দেখতে দেখতে বাল্মীকির আশ্রমে এসে পড়লেন। রাম দেখলেন মুনির বাসস্থানটি সুন্দর। সেখানে সুন্দর পর্বত, বন এবং নির্মল জল।

সরনি সরোজ বিটপ বন ফূলে * গুঞ্জত মঞ্জু মধুপ রস ভূলে।
খগ মৃগ বিপুল কোলাহল করহীঁ * বিরহিত বৈর মুদিত মন চরহীঁ॥

সরোবরে পদ্মফুল আর বনে গাছ ফুলে ভরা, সেই ফুলের-রসে-ভুলে-থাকা সুন্দর ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে। বহু পশুপাখি কোলাহল করছে। পরস্পর শত্রুতা ত্যাগ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বিচরণ করছে।

দো॰ সুচি সুন্দর আশ্রমু নিরখি, হরষে রাজিবনৈন।
সুনি রঘুবর আগমনু মুনি, আগেঁ আয়উ লৈন॥১২১॥

পবিত্র ও সুন্দর আশ্রম দেখে কমলাক্ষ রামচন্দ্র প্রসন্ন হলেন। বাল্মীকি রামচন্দ্রের আসার সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে গেলেন।

চৌ॰ মুনি কহুঁ রাম দণ্ডবত কীহ্না * আসিরবাদু বিপ্রবর দীহ্না।
দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে * করি সনমানু আশ্রমহিঁ আনে॥

রাম মুনিকে প্রণাম করলেন, বিপ্রবর আশীর্বাদ দিলেন। নয়নভোলানো শোভা দেখে মুনির নয়ন শীতল হল এবং তিনি সাদরে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে এলেন।

মুনিবর অতিথি প্রানপ্রিয় পাএ * কন্দ মূল ফল মধুর মগাএ।
সিয় সৌমিত্র রাম ফল খাএ * তব মুনি আশ্রম দিএ সুহাএ॥

মুনিবর প্রাণপ্রিয় অতিথি পেয়ে মিষ্ট কন্দমূল-ফল চেয়ে পাঠালেন। সীতা, লক্ষ্মণ ও রাম ফল খেলেন। তারপর মুনি বিশ্রামের সুন্দর স্থান দিলেন।

বাল্মীকি মন আনঁদু ভারী * মঙ্গল মূরতি নয়ন নিহারী।
তব কর কমল জোরি রঘুরাঈ * বোলে বচন শ্রবন সুখদাঈ॥

রামের মঙ্গলমূর্তি চোখে দেখে বাল্মীকির মনে অত্যন্ত আনন্দ হল। তখন করকমল যুক্ত ক'রে রঘুনাথ শ্রুতিসুখকর বচন বললেন—

বাল্মীকি-রাম-সংবাদ

তুম্হ ত্রিকাল দরসী মুনিনাথা * বিস্ব বদর জিমি তুম্হরেঁ হাথা।
অস কহি প্রভু সব কথা বখানী * জেহি জেহি ভাঁতি দীহ্ন বনু রানী॥

হে মুনীবর! আপনি ত্রিকালদর্শী, সমস্ত বিশ্ব আপনার হস্তামলকের মতো। এই ব'লে প্রভু (রাম) যেভাবে রানী বনবাস দিলেন সে-সব কথা বললেন।

দো০ তাত বচন পুনি মাতু হিত, ভাই ভরত অস রাউ।
মো কহুঁ দরস তুম্হার প্রভু, সবু মম পুন্য প্রভাউ॥১২২॥

হে প্রভু, পিতার বচন, মাতার হিত, ভাই ভরতকে রাজ্যদান, আর আপনাকে আমার এই দর্শন—এ সবই আমার পুণ্যের প্রভাব।

চৌ০ দেখি পায় মুনিরায় তুম্হারে * ভএ সুকৃত সব সুফল হমারে।
অব জহঁ রাউর আয়সু হোঈ * মুনি উদবেগু ন পাবৈ কোঈ॥

হে মুনীশ্বর, আপনার চরণদর্শনে আমার সব পুণ্য সফল হল। এখন আপনার যা আদেশ। কোন মুনির কোন উদ্বেগ না হয় (তাই চাই)।

মুনি তাপস জিহ্ন তেঁ দুখু লহহীঁ * তে নরেস বিনু পাবক দহহীঁ।
মঙ্গল মূল বিপ্র পরিতোষূ * দহই কোটি কুল ভূসুর রোষূ॥

যাদের (যে-রাজাদের) জন্যে মুনি ও তপস্বীরা দুঃখ পান তারা বিনা আগুনেই জ্বলে। ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিই সমস্ত মঙ্গলের মূল। ব্রাহ্মণের রোষ কোটি কুলকে দগ্ধ করে।

অস জিয়ঁ জানি কহিঅ সোই ঠাউঁ * সিয় সৌমিত্রি সহিত জহঁ জাউঁ।
তহঁ রচি রুচির পরন তৃন সালা * বাসু করৌঁ কছু কাল কৃপালা॥

একথা হৃদয়ে জেনে সেই স্থানই ঠিক ক'রে দিন যেখানে জানকী ও লক্ষ্মণসহ আমি যাব। সেখানে পাতা আর ঘাসে সুন্দর কুটির বানিয়ে, হে কৃপালু মুনি, কিছু কাল বাস করব।

সহজ সরল সুনি রঘুবর বানী * সাধু সাধু বোলে মুনি গ্যানী।
কস ন কহহু অস রঘুকুলকেতূ * তুম্হ পালক সন্তত শ্রুতি সেতূ॥

রামের সহজসরল বাণী শুনে জ্ঞানী মুনি বললেন, 'ধন্য, ধন্য। হে রঘুকুলকেতু! তুমি এমন কথা বলবে না কেন? তুমি সর্বদাই বেদমর্যাদার রক্ষক।

ছন্দ০ শ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ জগদীস মায়া জানকী।
জো সৃজতি জগু পালতি হরতি রুখ পাই কৃপানিধান কী॥
জো সহসসীসু অহীসু মহিধরু লখনু সচরাচর ধনী।
সুর কাজ ধরি নররাজ তনু চলে দলন খল নিসিচর অনী॥

হে রাম, তুমি শ্রুতিসেতুর পালক জগদীশ্বর এবং জানকী মায়া, যিনি, হে কৃপানিধান, তোমার ইচ্ছাতেই সংসার রচনা করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন, যে সহস্রকীট ফণীশ্বর পৃথিবীকে ধারণ করেন সেই চরাচরের স্বামী লক্ষ্মণ। তুমি দেবকার্যের জন্যেই শরীর ধারণ ক'রে দুষ্ট রাক্ষসসেনা ধ্বংস করতেই চলেছ।

সো০ রাম সরূপ তুম্হার বচন, অগোচর বুদ্ধিপর।
অবিগত অকথ অপার, নেতি নেতি নিত নিগম কহ॥৫॥

হে রাম! তোমার স্বরূপ অনির্বচনীয়, বুদ্ধির অগোচর, অবিগত, অবর্ণনীয় ও অপার, বেদ যা নেতি নেতি ক'রে বলেন।

চৌ০ জগু পেখন তুম্হ দেখনহারে * বিধি হরি সম্ভু নচাবনিহারে।
তেউ ন জানহিঁ মরমু তুম্হারা * ঔরু তুম্হহি কো জাননিহারা॥

জগৎ দৃশ্য, তুমি দর্শক, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরও নর্তয়িতা। তাঁরাও যখন তোমার রহস্য জানেন না, তখন জানবার যোগ্য আর কে?

সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ * জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ।
তুম্হরিহি কৃপা তুম্হহি রঘুনন্দন * জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥

সে-ই শুধু জানতে পারে যাকে তুমি জানিয়ে দেবে, আর যে জানে সে তোমারই সমান হয়ে যায়। হে ভক্তহৃদয়ের চন্দন, তোমার কৃপাতেই ভক্ত তোমাকে জানে।

চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী * বিগত বিকার জান অধিকারী।
নর তনু ধরেহু সন্ত সুর কাজা * কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা ॥

তোমার দেহ চিরানন্দময়, তা বিকাররহিত, এই রহস্য কেবল অধিকারীই জানে, তুমি তো নরদেহ সন্ত ও দেবতাদের কাজের জন্যেই ধারণ করেছ, কিন্তু প্রকৃত রাজার মতোই তুমি কথা বলছ এবং কাজ করছ।

রাম দেখি সুনি চরিত তুম্হারে * জড় মোহহিঁ বুধ হোহিঁ সুখারে।
তুম্হ জো কহহু করহু সবু সাঁচা * জস কাছিঅ তস চাহিঅ নাচা ॥

হে রাম! তোমার চরিত দেখে ও শুনে মূর্খ মোহিত হয়ে যায় এবং জ্ঞানী সুখী হয়ে যায়। তুমি যা বলছ এবং করছ সব ঠিক। যেমন কাচ, তেমন নাচ।

দো০ পূঁছেহুঁ মোহি কি রহৌঁ কহঁ, মৈঁ পূঁছত সকুচাউঁ।
জহঁ ন হোহু তহঁ দেহু কহি, তুম্হহি দেখারৌঁ ঠাউঁ ॥১২৩॥

তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ 'আমি কোথায় থাকব'? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পাচ্ছি তুমি যেখানে নাই সেই জায়গাটি কোথায় তুমিই তা দেখিয়ে দাও।

চৌ০ সুনি মুনি বচন প্রেম রস সানে * সকুচি রাম মন মহুঁ মুসুকানে।
বালমীকি হঁসি কহহি বহোরী * বানী মধুর অমিঅ রস বোরী ॥

মুনির প্রেমরসপূর্ণ বচন শুনে রাম মনে মনে মুচকি হাসলেন। বাল্মীকি হেসে অমৃতরসে-ভরা মধুর বাণী বললেন—

সুনহু রাম অব কহউঁ নিকেতা * জহাঁ বসহু সিয় লখন সমেতা।
জিন্হ কে শ্রবন সমুদ্র সমানা * কথা তুম্হারি সুভগ সরি নানা ॥
ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে * তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহুঁ গৃহ রূরে।
লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে * রহহিঁ দরস জলধর অভিলাষে ॥

হে রাম! শোনো এখন আমি সেই জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি যেখানে তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বাস করবে। যাদের কান সমুদ্রের মতো তোমার সুন্দর কথারূপ অনেক নদী নিরন্তর সেখানে গিয়ে পড়ছে কিন্তু তবুও যা পূর্ণ হচ্ছে না তাদের হৃদয়ই তোমার সুন্দর ঘর।

নিদরহিঁ সরিত সিন্ধু সর ভারী * রূপ বিন্দু জল হোহিঁ সুখারী।
তিন্হ কেঁ হৃদয় সদন সুখদায়ক * বসহু বন্ধু সিয় সহ রঘুনায়ক ॥

যারা নয়নকে চাতক ক'রে তোমার দর্শনরূপ মেঘের আশায় রয়েছে এবং সমুদ্র, নদী, এবং বিশাল সরোবরের জলকে অনাদর ক'রে তোমারই রূপের জলবিন্দু পেয়ে সুখী হয় তাদের সুখদায়ক হৃদয়-সদনেই, হে রঘুনাথ, তুমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে বাস করো।

দো॰ জসু তুম্হার মানস বিমল, হংসিনি জীহা জাসু।
মুকতাহল গুন গন চুনই, রাম বসহু হিয়ঁ তাসু ॥১২৪॥

তোমার যশরূপ নির্মল মানসসরোবরে যাদের রসনা হংসী হয়ে তোমার গুণরাশিরূপ মুক্তা খুঁটছে, হে রাম, তাদের হৃদয়ে বাস করো।

চৌ॰ প্রভু প্রসাদ সুচি সুভগ সুবাসা * সাদর জাসু লহই নিত নাসা।
তুম্হহি নিবেদিত ভোজন করহীঁ * প্রভু প্রসাদ পট ভূষন ধরহীঁ ॥
সীস নবহিঁ সুর গুরু দ্বিজ দেখী * প্রীতি সহিত করি বিনয় বিসেষী।
কর নিত করহিঁ রাম পদ পূজা * রাম ভরোস হৃদয়ঁ নহিঁ দূজা ॥
চরন রাম তীরথ চলি জাহীঁ * রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ।
মন্ত্ররাজু নিত জপহিঁ তুম্হারা * পূজহিঁ তুম্হহি সহিত পরিবারা ॥

তোমার প্রসাদের শুচিসুন্দর সুবাস যারা নাসিকায় সাদরে নিত্য গ্রহণ করে, তোমাকে নিবেদন ক'রে যারা আহার করে, তোমারই প্রসাদরূপ বসন ও ভূষণ ধারণ করে, দেবতা গুরু এবং ব্রাহ্মণ দেখে প্রীতি ও বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে যারা মাথা নত করে, যাদের হাত নিত্য রামপদ বন্দনা করে, যাদের হৃদয়ে রাম ছাড়া আর কোন ভরোসা নাই, যাদের চরণ রামরূপ তীর্থে বিচরণ করে, তোমার মন্ত্ররাজ (রাম-নাম) যারা নিত্য জপ করে, সপরিবারে তোমাকেই পূজা করে, হে রাম, তাদের মনে গিয়েই তুমি বাস করো।

তরপন হোম করহিঁ বিধি নানা * বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ বহু দানা।
তুম্হ তেঁ অধিক গুরহি জিয়ঁ জানী * সকল ভায়ঁ সেবহিঁ সনমানী ॥

দো॰ সবু করি মাগহিঁ এক ফলু, রাম চরন রতি হোউ।
তিন্হ কেঁ মন মন্দির বসহু, সিয় রঘুনন্দন দোউ ॥১২৫॥

যারা নানাভাবে তর্পণ ও হোম ক'রে এবং ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ক'রে বহুদান করে, মনে মনে গুরুকে তোমার চেয়ে অধিক ব'লে জানে এবং সবরকমে সসম্মানে সেবা করে। যারা সব কাজের একই ফল চায়—রামের চরণে আমার প্রীতি হোক, তাদের হৃদয়-মন্দিরেই সীতা ও তোমরা দুই রঘুকুমার বাস করো।

চৌ॰ কাম কোহ মদ মান ন মোহা * লোভ ন ছোভ ন রাগ ন দোহা।
জিন্হ কেঁ কপট দম্ভ নহিঁ মায়া * তিন্হ কেঁ হৃদয় বসহু রঘুরায়া ॥

যাদের কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মোহ, লোভ, ক্ষোভ, রাগ, দ্রোহ, কপট দম্ভ ও মায়া এসব কিছুই নেই, হে রঘুরাজ, তাদের হৃদয়ে বাস করো।

সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী * দুখ সুখ সরিস প্রসংসা গারী।
কহহিঁ সত্য প্রিয় বচন বিচারী * জাগত সোৱত সরন তুম্হারী ॥
তুম্হহি ছাড়ি গতি দূসরি নাহীঁ * রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ।
জননী সম জানহিঁ পরনারী * ধনু পরার বিষ তেঁ বিষ ভারী ॥

যারা সবার প্রিয় এবং সকলের হিতকারী, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা যাদের এক রকম, যারা সত্য ও প্রিয় বচন বিচার ক'রে বলে এবং নিদ্রায় জাগরণে যারা তোমার শরণ নেয়— তোমাকে ছেড়ে, যাদের অন্য গতি নেই, যারা পরনারীকে মায়ের মতো দেখে, পরের ধনকে যারা বিষের চেয়েও বেশি ব'লে মনে করে, হে রাম, তাদের মনে গিয়ে বাস করো।

জে হরষাহিঁ পর সম্পতি দেখী * দুখিত হোহিঁ পর বিপতি বিসেষী।
জিন্হহি রাম তুম্হ প্রানপিআরে * তিন্হ কে মন সুভ সদন তুম্হারে ॥

যারা পরের সম্পত্তি দেখে আনন্দিত হয় এবং পরের বিপত্তি দেখে দুঃখিত হয়, যাদের কাছে তুমি প্রাণপ্রিয়, হে রাম তাদের মনই তোমার শুভ আবাস।

দো॰ স্বামি সখা পিতু মাতু গুর, জিন্হ কে সব তুম্হ তাত।
মন মন্দির তিন্হ কেঁ বসহু, সীয় সহিত দোউ ভ্রাত ॥১২৬॥

হে তাত! যাদের স্বামী, সখা, পিতা, মাতা, গুরু সব তুমিই, তাদের মনোমন্দিরে সীতা-সহ দুইভাই বাস করো।

চৌ॰ অবগুন তজি সব কে গুন গহহীঁ * বিপ্র ধেনু হিত সঙ্কট সহহীঁ।
নীতি নিপুন জিন্হ কই জগ লীকা * ঘর তুম্হার তিন্হ কর মনু নীকা ॥

যারা দোষ বাদ দিয়ে গুণকে গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ ও গাভীর জন্যে বিপদকে স্বীকার ক'রে নেয়, নীতিনিপুণতায় যাদের জগতে মর্যাদা আছে তাদের মনই তোমার ভালো ঘর।

গুন তুম্হার সমুঝই নিজ দোসা * জেহি সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসা।
রাম ভগত প্রিয় লাগহিঁ জেহী * তেহি উর বসহু সহিত বৈদেহী ॥

*যারা তোমার গুণ ও নিজেদের দোষ বোঝে, যাদের সব রকমে তুমিই ভরোসা, রাম-*ভক্তেরা যাদের প্রিয়, তাদের মনে বৈদেহীকে নিয়ে বাস করো।

জাতি পাঁতি ধনু ধরমু বড়াই * প্রিয় পরিবার সদন সুখদাঈ।
সব তজি তুম্হহি রহই উর লাঈ * তেহি কে হৃদয় রহহু রঘুরাঈ॥

জাতি, পাঁতি, ধন, ধর্ম, অহঙ্কার, প্রিয় পরিবার, সুখপ্রদ গৃহ সবকিছু ছেড়ে যারা তোমাতেই মন দিয়ে রাখে, হে রঘুরাজ, তাদের হৃদয়েই থাকো।

সরগু নরকু অপবরগু সমানা * জহঁ তহঁ দেখ ধরেঁ ধনু বানা।
করম বচন মন রাউর চেরা * রাম করহু তেহি কেঁ উর ডেরা॥

যাদের কাছে স্বর্গ, নরক এবং মোক্ষ এক সমান, যারা যেখানে সেখানে ধনুর্বাণধারী তোমাকে দেখে, যারা কর্মে বচনে ও মনে তোমার সেবক, হে রাম, তাদের হৃদয়েই তুমি ঘর বাঁধো।

দো॰ জাহি ন চাহিঅ কবহুঁ কছু, তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন, সো রাউর নিজ গেহু॥১২৭॥

যারা কখনও কিছুই চায় না, তোমার উপরেই যাদের সহজ প্রীতি, নিরন্তর তাদের মনেই বাস করো, যে-মন তোমারই নিজের ঘর।

চৌ॰ এহি বিধি মুনিবর ভবন দেখাএ * বচন সপ্রেম রাম মন ভাএ।
কহ মুনি সুনহু ভানুকুলনায়ক * আশ্রম কহউঁ সময় সুখদায়ক॥

এইভাবে মুনিবর স্থান দেখালেন। তাঁর প্রেমপূর্ণ বচন রামের ভালো লাগল। মুনি বললেন, হে ভানুকুলনায়ক, শোনো, এখন থাকবার মতো সুখদায়ক আশ্রম কোথায় বলে দিচ্ছি।

শ্রীরামের চিত্রকূটে আগমন

চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসূ * তহঁ তুম্হার সব ভাঁতি সুপাসূ।
সৈলু সুহাবন কানন চারূ * করি কেহরি মৃগ বিহগ বিহারূ॥

চিত্রকূটপাহাড়ে তুমি বাস করো, সেখানে তোমার সবরকম সুবিধা হবে। সেখানে পাহাড় সুন্দর, বন সুন্দর। সেখানে হাতি, সিংহ, হরিণ এবং পাখি বিহার করে।

নদী পুনীত পুরান বখানী * অত্রিপ্রিয়া নিজ তপবল আনী।
সুরসরি ধার নাউ মন্দাকিনি * জো সব পাতক পোতক ডাকিনি॥

সেখানকার নদী পুরাণপ্রথিত, অত্রিমুনির পত্নী (অনসূয়া) নিজের তপোবলে তা সেখানে এনেছেন। ঐ ধারার নাম মন্দাকিনী যা পাপরূপ বালকের ডাকিনী।

অত্রি আদি মুনিবর বহু বসহীঁ * করহিঁ জোগ জপ তপ তন কসহীঁ।
চলহু সফল শ্রম সব কর করহূ * রাম দেহু গৌরব গিরিবরহূ ॥

অত্রিপ্রমুখ বহু মুনিবর সেখানে বাস করেন এবং যোগ, জপ ও তপে দেহকে কৃচ্ছ্রসাধনায় রাখেন। হে রাম, সেইখানেই চলো, সমস্ত শ্রম সফল করো, গিরিবরকে গৌরব দাও।

দো০ চিত্রকূট মহিমা অমিত, কহী মহামুনি গাই।
আই নহাএ সরিত বর, সিয় সমেত দোউ ভাই ॥১২৮॥

চিত্রকূটের অমিত মহিমা মহামুনি কীর্তন করলেন। সীতাসহ দুইভাই এসে সেই শ্রেষ্ঠ নদীতে স্নান করলেন।

রঘুবর কহেউ লখন ভল ঘাটূ * করহু কতহু অব ঠাহর ঠাটূ।
লখন দীখ পয় উতর করারা * চহু দিসি ফিরেউ ধনুষ জিমি নারা ॥

রঘুবর বললেন, লক্ষ্মণ, ভালো ঘাট এটি। এখানেই কোথাও থাকার ব্যবস্থা করো। লক্ষ্মণ দেখতে পেলেন জলের উত্তরদিকের কিনারায় চারদিকে ধনুকের মতো নানা খাত।

নদী পনচ সর সম দম দানা * সকল কলুষ কলি সাউজ নানা।
চিত্রকূট জনু অচল অহেরী * চুকই ন ঘাত মার মুঠভেরী ॥

নদী ধনুকের ছিলা; শম, দম ও দান তার বাণ। কলিযুগের সমস্ত কলুষ হল পশু। চিত্রকূট যেন অচল শিকারী। তার নিশানা কখনও ভ্রষ্ট হয় না। সে সামনে থেকে মারে।

অস কহি লখন ঠাউঁ দেখরাবা * থলু বিলোকি রঘুবর সুখু পাবা।
রমেউ রাম মনু দেবন্হ জানা * চলে সহিত সুর থপতি প্রধানা ॥

এই ব'লে লক্ষ্মণ সেই জায়গা দেখালেন। জায়গা দেখে রঘুবর সুখ পেলেন। রামের মন বসল ঐখানেই, দেবতারা তা জানলেন এবং সুরলোকের প্রধান স্থপতি সঙ্গে চললেন।

কোল কিরাত বেষ সব আএ * রচে পরন তৃন সদন সুহাএ।
বরনি ন জাহিঁ মঞ্জু দুই সালা * এক ললিত লঘু এক বিসালা ॥

কোল ও কিরাতের বেশ ধ'রে সবাই এলেন, পাতা ও ঘাস দিয়ে সুন্দর ঘর বানালেন। সুন্দর দুটি কুটিরের বর্ণনা দেওয়া যায় না। একটি সুন্দর আর ছোটো, আর একটি বিশাল।

দো॰ লখন জানকী সহিত প্রভু, রাজত রুচির নিকেত।
সোহ মদনু মুনি বেষ জনু. রতি রিতুরাজ সমেত ॥১২৯॥

লক্ষ্মণ ও জানকীর সঙ্গে প্রভু (রাম) ঐ সুন্দর গৃহে শোভমান হলেন, যেন কামদেব রতি ও ঋতুরাজ বসন্তকে নিয়ে মুনিবেশে সেখানে বিরাজিত হলেন।

চৌ॰ অমর নাগ কিন্নর দিসিপালা * চিত্রকূট আএ তেহি কালা।
রাম প্রনামু কীহ্ন সব কাহূ * মুদিত দেব লহি লোচন লাহূ ॥

সেই সময়ে দেব, নাগ, কিন্নর ও দিক্‌পালেরা চিত্রকূটে এলেন। রাম সবাইকে প্রণাম করলেন। আনন্দিত দেবতারা চোখ থাকার ফল পেলেন।

বরষি সুমন কহ দেব সমাজূ * নাথ সনাথ ভএ হম আজূ।
করি বিনতী দুখ দুসহ সুনাএ * হরষিত নিজ নিজ সদন সিধাএ ॥

পুষ্পবৃষ্টি ক'রে দেবতারা বললেন, হে নাথ, আমরা আজ সনাথ হলাম। মিনতি ক'রে দুঃসহ দুঃখের কথা শোনালেন এবং আনন্দিত হয়ে যার যার ধামে প্রস্থান করলেন।

চিত্রকূট রঘুনন্দনু ছাএ * সমাচার সুনি সুনি মুনি আএ।
আবত দেখি মুদিত মুনিবৃন্দা * কীহ্ন দণ্ডবত রঘুকুল চন্দা ॥

চিত্রকূটে রঘুনন্দন বাস করছেন এ সংবাদ শুনে মুনিরা এলেন। মুনিদের আসতে দেখে রঘুকুলচন্দ্র (রাম) প্রণাম করলেন।

মুনি রঘুবরহি লাই উর লেহীঁ * সুফল হোন হিত আসিষ দেহীঁ।
সিয় সৌমিত্রি রাম ছবি দেখহিঁ * সাধন সকল সফল করি লেখহিঁ ॥

মুনিরা রঘুবরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সফল হবার জন্যে আশীর্বাদ দিলেন। সীতা, লক্ষ্মণ এবং রামের শোভা দেখে এঁরা নিজেদের সাধনাকে সফল ব'লে মনে করলেন।

দো॰ জথাজোগ সনমানি প্রভু, বিদা কিএ মুনিবৃন্দ।
করহিঁ জোগ জপ জাগ তপ, নিজ আশ্রমহি সুছন্দ ॥১৩০॥

প্রভু (রাম) যথাযোগ্য সম্মানে মুনিবৃন্দকে বিদায় করলেন। তাঁরা যাঁর যাঁর আশ্রমে গিয়ে স্বচ্ছন্দে যোগ জপ যজ্ঞ ও তপস্যা করতে লাগলেন।

চৌ॰ য়হ সুধি কোল কিরাতন্হ পাঈ * হরষে জনু নর নিধি ঘর আঈ।
কন্দ মূল ফল ভরি ভরি দোনা * চলে রঙ্ক জনু লূটন সোনা ॥

এই সংবাদ কোল ও কিরাতেরা পেল। তারা এমন খুশি হল যেন নবনিধি (রত্ন) তাদের ঘরে এল। পত্রপুটে কন্দ-মূল-ফল ভরে চলল, কাঙাল যেন সোনা লুটতে চলেছে।

তিন্হ মহঁ জিন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা * অপর তিন্হহি পূঁছহি মগু জাতা।
কহত সুনত রঘুবীর নিকাঈ * আই সবন্হি দেখে রঘুরাঈ ॥

তাদের মধ্যে যারা দুইভাইকে দেখেছে তাদের কাছ থেকে অন্যেরা পথেই জিজ্ঞেস করতে লাগল। রামের সৌন্দর্য বলতে বলতে ও শুনতে শুনতে এসে তারা দুইভাইকে দর্শন করল।

করহিঁ জোহারু ভেঁট ধরি আগে * প্রভুহি বিলোকহিঁ অতি অনুরাগে।
চিত্র লিখে জনু জহঁ তহঁ ঠাঢ়ে * পুলক সরীর নয়ন জল বাঢ়ে ॥

আগে ভেট রেখে প্রণাম করল এবং গভীর প্রেমে প্রভুকে দেখতে লাগল; যেন আঁকা-ছবির মতো যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল, চোখ জলে ভরে এল।

রাম সনেহ মগন সব জানে * কহি প্রিয় বচন সকল সনমানে।
প্রভুহি জোহারি বহোরি বহোরী * বচন বিনীত কহহিঁ কর জোরী ॥

রাম তাদের সবাইকে প্রেমমগ্ন জানলেন, প্রিয়কথা বলে সকলকে সম্মান দিলেন। তারা প্রভুকে বারবার প্রণাম করে হাতজোড় করে বিনীত বচনে বলল—

দো॰ অব হম নাথ সনাথ সব, ভএ দেখি প্রভু পায়।
ভাগ হমারেঁ আগমনু, রাউর কোসলরায় ॥১৩১

হে নাথ! এখন আমরা প্রভুর চরণ দর্শন করে সনাথ হলাম। হে কোশলরাজ! আমাদের কী ভাগ্য যে আপনার আগমন হল!

চৌ॰ ধন্য ভূমি বন পন্থ পহারা * জহঁ জহঁ নাথ পাউ তুম্হ ধারা।
ধন্য বিহগ মৃগ কাননচারী * সফল জনম ভএ তুম্হহি নিহারী ॥

ভূমি বন পথ পাহাড় সব ধন্য। হে নাথ, যেখানে যেখানে তুমি চরণ রেখেছ সব ধন্য। বনচারী বিহঙ্গ এবং মৃগ ধন্য। তোমাকে দেখে জন্ম সফল।

হম সব ধন্য সহিত পরিবারা * দীখ দরসু ভরি নয়ন তুম্হারা।
কীন্হ বাসু ভল ঠাউঁ বিচারী * ইহাঁ সকল রিতু রহব সুখারী ॥

তোমাকে নয়ন ভরে দেখে আমরা সবাই সপরিবারে ধন্য। ভালো জায়গা দেখেই ঘর বেঁধেছেন। এখানে সমস্ত ঋতুতেই সুখে থাকবেন।

হম সব ভাঁতি করব সেবকাঈ * করি কেহরি অহি বাঘ বরাঈ।
বন বেহড় গিরি কন্দর খোহা * সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা ॥

আমরা হাতি, সিংহ, সাপ আর বাঘ থেকে সবরকমে রক্ষা করে আপনার সেবা করব। হে প্রভু, এখানকার বন, বন্ধুর স্থান, পাহাড়, গুহা এবং কন্দর সব খুঁটিনাটি করে আমরা দেখেছি।

তহঁ তহঁ তুম্হহি অহের খেলাউব * সর নিরঝর জলঠাউঁ দেখাউব।
হম সেবক পরিবার সমেতা * নাথ ন সকুচব আয়সু দেতা ॥

আমরা সে-সব জায়গায় তোমাকে শিকার খেলাব, সরোবর ঝরনা এবং অন্যান্য জলাশয় দেখাব। আমরা সপরিবারে তোমার সেবক। তাই আজ্ঞা দিতে সঙ্কোচ কোরো না।

দো০ বেদ বচন মুনি মন অগম, তে প্রভু করুনা ঐন।
বচন কিরাতন্হ কে সুনত, জিমি পিতু বালক বৈন ॥১৩১

যিনি বেদবাণী এবং মুনিগণেরও অগম্য সেই করুণাধাম প্রভু রাম ভীলদের কথা এমন করে শুনলেন, পিতা সন্তানের কথা যেমন করে শোনেন।

চৌ০ রামহি কেবল প্রেমু পিআরা * জানি লেউ জো জাননিহারা।
রাম সকল বনচর তব তোষে * কহি মৃদু বচন প্রেম পরিতোষে ॥
বিদা কিএ সির নাই সিধাএ * প্রভু গুন কহত সুনত ঘর আএ।
এহি বিধি সিয় সমেত দোউ ভাঈ * বসহিঁ বিপিন সুর মুনি সুখদাঈ ॥

রামের কেবল প্রেমই প্রিয়, যে জানার যোগ্য সে জেনে নিক। রাম কোমলবচনে সপ্রেমে সমস্ত বনচরকে সন্তুষ্ট করে তাদের বিদায় দিলেন। তারা প্রণাম করে চলে গেল এবং রামের গুণকীর্তন করতে করতে ঘরে ফিরল। এইভাবে দেবতা ও ঋষিদের সুখ-দাতা দুই ভাই সীতা সহ বনে বাস করতে থাকলেন।

চিত্রকূটবর্ণনা

জব তেঁ আই রহে রঘুনায়ক * তব তেঁ ভয়উ বনু মঙ্গলদায়কু।
ফূলহিঁ ফলহিঁ বিটপ বিধি নানা * মঞ্জু বলিত বর বেলি বিতানা॥

যখন থেকে রাম বনে এসে রইলেন তখন থেকে বন মঙ্গলপ্রসূ হল। বনের সব তরু পুষ্পিত ও ফলবান হল, তাদের উপর সংলগ্ন লতায় মণ্ডপ রচিত হল।

সুরতরু সরিস সুভায় সুহাএ * মনহুঁ বিবুধ বন পরিহরি আএ।
গুঞ্জ মঞ্জুতর মধুকর শ্রেণী * ত্রিবিধ বয়ারি বহই সুখ দেনী॥

ঐ সব গাছ কল্পতরুর মতো স্বভাবসুন্দর, যেন নন্দনবন ছেড়ে এসেছে। ভ্রমরশ্রেণী মধুরস্বরে গুঞ্জন করছে। ত্রিবিধ সুখদ বায়ু (মন্দ, সুগন্ধ ও শীতল) বইছে।

দো॰ নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠ সুক, চাতক চক্ক চকোর।
ভাঁতি ভাঁতি বোলহিঁ বিহগ, শ্রবন সুখদ চিত চোর॥১৩৩

নীলকণ্ঠ, কোকিল, তোতা, চাতক, চক্রবাক ও চকোর নানারকমে শ্রুতিসুখকর ও মনোহর স্বরে ডাকছে।

চৌ॰ করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা * বিগতবৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা।
ফিরত অহের রাম ছবি দেখী * হোহিঁ মুদিত মৃগবৃন্দ বিসেষী॥
বিবুধ বিপিন জহঁ লগি মাহীঁ * দেখি রামবনু সকল সিহাহীঁ।
সুরসরি সরসই দিনকর কন্যা * মেকলসুতা গোদাবরি ধন্যা॥
সব সর সিন্ধু নদী নদ নানা * মন্দাকিনি কর করহিঁ বখানা।
উদয় অস্ত গিরি অরু কৈলাসূ * মন্দর মেরু সকল সুরবাসূ॥
সৈল হিমাচল আদিক জেতে * চিত্রকূট জসু গাবহিঁ তেতে।
বিধি মুদিত মন সুখু ন সমাঈ * শ্রম বিনু বিপুল বড়াঈ পাঈ॥

হাতি, সিংহ, বানর, শূকর এবং হরিণাদি পশু সমস্ত শত্রুতা ছেড়ে একসঙ্গে বিচরণ করছে। শিকারের জন্যে বনে ঘুরতে ঘুরতে রামকে দেখে হরিণের দল খুব খুশি হল। জগতে যত দেববন আছে রামের বন দেখে তারা সকলে ঈর্ষান্বিত হল। গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী আদি ধন্য নদী, সমস্ত সরোবর, সমুদ্র ও নানা নদনদী— মন্দাকিনীর প্রশংসা করে। উদয়গিরি, অস্তগিরি আর কৈলাস এবং সুমেরু-প্রমুখ

পর্বত যা দেবতাদের নিবাসস্থান এবং হিমাচলাদি যত পর্বত তারা সবাই চিত্রকূটের যশোগান করে।

দো০ চিত্রকূট কে বিহগ মৃগ, বেলি বিটপ তৃন জাতি।
পুন্য পুঞ্জ সব ধন্য অস, কহহিঁ দেব দিন রাতি ॥১৩৪

চিত্রকূটের পাখি, হরিণ, লতা, গাছ এবং তৃণরাশি, এঁরা সব পুণ্যরাশি এবং ধন্য—দেবতারা এ কথা দিনরাত বলেন।

চৌ০ নয়নবন্ত রঘুবরহি বিলোকী * পাই জনম ফল হোহিঁ বিসোকী।
পরসি চরন রজ অচর সুখারী * ভএ পরম পদ কে অধিকারী ॥

চক্ষুষ্মানেরা রঘুবরকে দেখে জন্মের ফল পেয়ে শোকরহিত হন। আর অচর ভূমিপর্বতাদি রামের চরণধূলি স্পর্শ করে সুখী হয় এবং মোক্ষপদের অধিকারী হয়।

সো বনু সৈলু সুভায় সুহাবন * মঙ্গলময় অতি পাবন পাবন।
মহিমা কহিঅ করনি বিধি তাসূ * সুখসাগর জহঁ কীন্হ নিবাসূ ॥

স্বভাবসুন্দর ও মঙ্গলরূপ সেই বন ও পাহাড় অতিপবিত্রকেও পবিত্র করে তোলে। সুখসাগর রাম যেখানে বাস করেন তার মহিমা কেমন করে বলা যাবে?

পয় পয়োধি তজি অবধ বিহাঈ * জহঁ সিয় লখনু রামু রহে আঈ।
কহি ন সকহিঁ সুষমা জসি কানন * জৌঁ সত সহস হোহিঁ সহসানন ॥
সো মৈঁ বরনি কহৌ বিধি কেহীঁ * ডাবর কমঠ কি মন্দর লেহীঁ।
সেবহিঁ লখনু করম মন বানী * জাই ন সীলু সনেহু বখানী ॥

ক্ষীরসাগর ত্যাগ করে এবং অযোধ্যা ছেড়ে যেখানে সীতা, লক্ষ্মণ ও রাম এসে থাকলেন সে বনের যা পরম শোভা শতসহস্র শেষনাগও তা বর্ণনা করতে পারবেন না। আমি তা কেমন করে বর্ণনা করে বলব। গর্তের কেঁচো কি মন্দারপর্বতে উঠতে পারে?

দো০ ছিনু ছিনু লখি সিয় রাম পদ, জানি আপু পর নেহু।
করত ন সপনেহুঁ লখনু চিতু, বন্ধু মাতু পিতু গেহু ॥১৩৫

ক্ষণে ক্ষণে রামের চরণ দেখে এবং নিজের উপর তাঁর স্নেহ জেনে লক্ষ্মণ স্বপ্নেও ভাই, মাতাপিতা এবং গৃহের কথা চিন্তা করেন না।

চৌ॰ রাম সঙ্গ সিয় রহতি সুখারী * পুর পরিজন গৃহ সুরতি বিসারী।
ছিনু.ছিনু পিয় বিধু বদনু নিহারী * প্রমুদিত মনহুঁ চকোর কুমারী ॥

রামের সঙ্গে সীতা অযোধ্যাপুরী, স্বজন এবং গৃহের চিন্তা ভুলে থাকতে লাগলেন। ক্ষণে ক্ষণে পতির চন্দ্রমুখ দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, চকোরী চন্দ্রকে দেখে যেমন প্রসন্ন হয় তেমনি।

নাহ নেহু নিত বঢ়ত বিলোকী * হরষিত রহতি দিবস জিমি কোকী।
সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা * অবধ সহস সম বনু প্রিয় লাগা ॥

সীতা নিজের উপর স্বামীর স্নেহ নিত্য বর্ধমান দেখে এমন প্রসন্ন হন, দিনে চক্রবাকী যেমন প্রসন্ন হয় তেমনি। সীতার মন রামচরণের এমন অনুরাগী হয়ে যায় যে বন তাঁর কাছে হাজার অযোধ্যার চেয়ে প্রিয়তর মনে হয়।

পরনকুটী প্রিয় প্রিয়তম সঙ্গা * প্রিয় পরিবারু কুরঙ্গ বিহঙ্গা।
সাসু সসুর সম মুনিতিয় মুনিবর * অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফর ॥

পর্ণকুটির প্রিয়তম সঙ্গে আছে ব'লে প্রিয় মনে হয়। হরিণ ও পাখিদের পরিবারও প্রিয় লাগে। মুনির স্ত্রী এবং মুনিবর শ্বশুরশাশুড়ীর মতো এবং কন্দ-মূল ফলের আহার অমৃতের মতো লাগে।

নাথ সাথ সাঁথরা সুহাঈ * ময়ন সয়ন সয় সম সুখদাঈ।
লোকপ হোহিঁ বিলোকত জাসু* তেহি কি মোহি সক বিষয় বিলাসু ॥

পতিসঙ্গে তৃণশয্যাও কামদেবের সহস্র শয্যার চেয়ে সুখপ্রদ বলে মনে হয়। যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে সাধারণ লোকও লোকপাল হয়ে যায় তাঁকে কি বিষয়বিলাস মোহিত করতে পারে?

দো॰ সুমিরত রামহি তজহিঁ জন, তৃন সম বিষয় বিলাসু।
রামপ্রিয়া জগ জননি সিয়, কছু ন আচরজু তাসু ॥১৩৬

যে-রামের স্মরণে ভক্তজন তৃণের মতো বিষয়বিলাস ত্যাগ করে সেই রামের প্রিয়া জগজ্জননী সীতার পক্ষে এতে কিছুই বিস্মিত হবার মতো নেই।

চৌ॰ সীয় লখন জেহি বিধি সুখু লহহীঁ *সোই রঘুনাথ করহিঁ সোই কহহীঁ।
কহহিঁ পুরাতন কথা কহানী * সুনহিঁ লখনু সিয় অতি সুখু মানী ॥

সীতা ও লক্ষ্মণ যাতে সুখ পান রঘুনাথ তাই করেন, তাই বলেন। তিনি পুরাতন কথা ও কাহিনী বলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা দুজনে পরম সুখে তা শোনেন।

জব জব রামু অবধ সুধি করহীঁ * তব তব বারি বিলোচন ভরহীঁ।
সুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাঈ * ভরত সনেহু সীলু সেবকাঈ॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু হোহিঁ দুখারী * ধীরজু ধরহিঁ কুসমউ বিচারী।
লখি সিয় লখনু বিকল হোই জাহীঁ *জিমি পুরুষহি অনুসর পরিছাহীঁ॥

যখনই রামের অযোধ্যাকে মনে পড়ে তখনই (তাঁর) চোখ জলে ভরে যায়। মাতাপিতা পরিজন ভাই এবং ভরতের শীল এবং সেবাকে স্মরণ ক'রে, প্রিয় পত্নী এবং ভাই লক্ষ্মণের দশা দেখে ধীর দয়ালু এবং ভক্তহৃদয়ের চন্দনরূপ রাম কোন ভালো কথা বলতে থাকেন যা শুনে দুজনে সুখ পাবেন।

প্রিয়া বন্ধু গতি লখি রঘুনন্দনু * ধীর কৃপাল ভগত উর চন্দনু।
লগে কহন কছু কথা পুনীতা * সুনি সুখু লহহিঁ লখনু অরু সীতা॥

প্রিয়া এবং ভাইয়ের অবস্থা দেখে ধীর, কৃপালু এবং ভক্তবক্ষের চন্দন রামচন্দ্র কোন পবিত্র কথা বলতে থাকেন। শুনে লক্ষ্মণ ও সীতা সুখ পান।

দো॰ রামু লখন সীতা সহিত, সোহত পরন নিকেত।
জিমি বাসর বস অমরপুর, সচী জয়ন্ত সমেত॥১৩৭

লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রাম পর্ণকুটিরে তেমনি শোভা পেলেন ইন্দ্র শচী ও জয়ন্তসহ অমরাপুরে যেমন শোভা পান তেমনি।

চৌ॰ জোগবহিঁ প্রভু সিয় লখনহিঁ কৈসেঁ * পলক বিলোচন গোলক জৈসেঁ।
সেবহিঁ লখনু সীয় রঘুবীরহি * জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি॥

প্রভু রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে কেমন করে রক্ষা করেন? পলক চোখের মণিকে যেমন করে রক্ষা করে। লক্ষ্মণ ও সীতা রামকে এমন সেবা করতে থাকেন, অবিবেকী পুরুষ শরীরকে যেমন সেবা করে।

এহি বিধি প্রভু বন বসহিঁ সুখারী * খগ মৃগ সুর তাপস হিতকারী।
কহেউঁ রাম বন গবনু সুহাবা * সুনহু সুমন্ত্র অবধ জিমি আবা॥

এইভাবে পশুপাখি, দেবতা ও তপস্বীর হিতকারী প্রভু রাম বনে সুখে বাস করতে লাগলেন। (তুলসী দাস বললেন) রামের সুন্দর বন-গমনের কথা আমি বললাম, সুমন্ত্র যেমনভাবে পুরীতে এলেন তা শোনো।

সুমন্ত্রের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন

ফিরেউ নিষাদু প্রভুহি পহুঁচাঈ * সচিব সহিত রথ দেখেসি আঈ।
মন্ত্রী বিকল বিলোকি নিষাদূ * কহি ন জাই জস ভয়উ বিষাদূ॥

প্রভুকে পৌঁছিয়ে নিষাদরাজ ফিরল, তখন তিনি সুমন্ত্রসহ রথটিকে সেখানে দেখলেন। মন্ত্রীকে দেখে নিষাদের যে দুঃখ হল তা বর্ণনা করা যায় না।

রাম রাম সিয় লখন পুকারী * পরেউ ধরনিতল ব্যাকুল ভারী।
দেখি দখিন দিসি হয় হিহিনাহীঁ * জনু বিনু পঙ্খ বিহগ অকুলাহীঁ॥

সুমন্ত্র 'হা রাম,' 'হা সীতা,' 'হা লক্ষ্মণ' বলে ডেকে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ডান দিকে তাকিয়ে ঘোড়ারা ডাকতে লাগল, যেন পাখা বিনা পাখি আকুল হল।

দো০ নহিঁ তৃন চরহিঁ ন পিঅহিঁ জলু, মোচহিঁ লোচন বারি।
ব্যাকুল ভএ নিষাদ সব, রঘুবর বাজি নিহারি॥১৩৮

তারা ঘাস খায় না, জল পান করে না, চোখের জল ফেলে। শ্রীরামচন্দ্রের ঘোড়াদের এই দশা দেখে নিষাদেরা ব্যাকুল হল।

চৌ০ ধরি ধীরজু তব কহই নিষাদূ * অব সুমন্ত্র পরিহরহু বিষাদূ।
তুম্হ পণ্ডিত পরমারথ গ্যাতা * ধরহু ধীর লখি বিমুখ বিধাতা॥

ধৈর্য ধরে তখন নিষাদ বলল, হে সুমন্ত্র! এখন বিষাদ ত্যাগ করুন। আপনি পণ্ডিত পরমার্থবিদ, বিধাতা বিমুখ লক্ষ্য করে ধৈর্য ধরুন।

বিবিধি কথা কহি কাহ মৃদু বানী * রথ বৈঠারেউ বরবস আনী।
সোক সিথিল রথু সকই ন হাঁকা * রঘুবর বিরহ পীর উর বাঁকা॥

মধুর বাণীতে নানারকম কথা বলে বলে সে অনেক কষ্টে তাঁকে রথে এনে বসাল। শোকে শিথিল হওয়ায় রথ চালাতে পারলেন না। তাঁর হৃদয়ে রামবিরহের গুরুতর দুঃখ।

চরফরাহিঁ মগ চলহিঁ ন ঘোরে * বন মৃগ মনহুঁ আনি রথ জোরে।
অঢ়ুকি পরহিঁ ফিরি হেরহিঁ পীছেঁ * রাম বিয়োগি বিকল দুখ তীছেঁ ॥

ঘোড়াগুলো শুধু লাফায়, পথ চলে না, যেন বনের হরিণ এনে রথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও হোঁচট খেয়ে পিছু ফিরে দেখে, রামের বিচ্ছেদে তারা বেদনায় বিকল।

জো কহ রামু লখনু বৈদেহী * হিঁকরি হিঁকরি হিত হেরহিঁ তেহী।
বাজিবিরহ গতি কহি কিমি জাতী * বিনু মনি ফনিক বিকল জেহিঁ ভাঁতী ॥

যখনই কেউ রাম, লক্ষ্মণ বা সীতার নাম নেয়, তখনই শব্দ করে ঘোড়ারা তার দিকে তাকায়। ঘোড়াদের বিরহদশা কেমন করে বর্ণনা করা যাবে? মণি বিনা ফণী যেমন বিকল হয় সেই রকম।

দো০ ভয়উ নিষাদু বিষাদবস, দেখত সচিব তুরঙ্গ।
বোলি সুসেবক চারি তব, দিএ সারথী সঙ্গ ॥১৩৯

সচিবের ঘোড়া দেখে নিষাদ বিষাদগ্রস্ত হল। সে তার চারজন একান্ত অনুগত সেবক. নিয়ে সারথির সঙ্গে দিল।

চৌ০ গুহ সারথিহি ফিরেউ পহুঁচাঈ * বিরহু বিষাদু বরনি নহিঁ জাঈ।
চলে অবধ লেই রথহি নিষাদা * হোহিঁ ছনহিঁ ছন মগন বিষাদা ॥

সারথিকে বিদায় দিয়ে গুহক ফিরে এল। সেই সময়ের বিরহ-বিষাদ অবর্ণনীয়। নিষাদেরা রথ নিয়ে অযোধ্যায় চলল। তারাও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে মগ্ন হতে লাগল।

সোচ সুমন্ত্র বিকল দুখ দীনা * ধিগ জীবন রঘুবীর বিহীনা।
রহিহি ন অন্তহুঁ অধম সরীরূ * জসু ন লহেউ বিছুরত রঘুবীরূ ॥

ব্যাকুল এবং দুঃখে দীন সুমন্ত্র ভাবতে লাগলেন, রামবিহীন জীবনে ধিক্। এই অধম দেহ তো শেষপর্যন্ত থাকবেই না। তাহলে রামের বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই এদেহ বিনষ্ট হয়ে যশোলাভ করল না কেন?

ভএ অজস অঘ ভাজন প্রানা * কবন হেতু নহিঁ করত পয়ানা।
অহই মন্দ মনু অবসর চূকা * অজহুঁ ন হৃদয় হোত দুই টূকা ॥

প্রাণ অপযশ এবং পাপের ভাজন হল। কোন কারণে প্রাণ যাচ্ছে না? হায় নীচ মন সুযোগ হারালো। এখনও তো হৃদয় দু-টুকরো হল না?

মীজি হাথ সিরু ধুনি পছিতাঈ * মনহুঁ কৃপন ধন রাসি গৱাঁঈ।
বিরিদ বাঁধি বর বীরু কহাঈ * চলেউ সমর জনু সুভট পরাঈ॥

সুমন্ত্র হাত ম'লে মাথা চাপড়ে অনুতাপ করছেন। যেন কৃপণের ধনরাশি হারিয়েছে (এমনভাবে চলছেন) যেন মহাবীর ব'লে নিজেকে ঘোষণা করে কোন উত্তম সৈনিক সমরে চলেছেন।

দো০ বিপ্র বিবেকী বেদবিদ, সম্মত সাধু সুজাতি।
জিমি ধোখেঁ মদপান কর, সচিব সোচ তেহি ভাঁতি॥১৪০

যেমন কোন বিবেকবান, বেদজ্ঞ, এবং সাধুসজ্জনপ্রিয় ব্রাহ্মণ ভ্রমক্রমে মদ্যপান করে অনুতপ্ত হন, সচিবেরও যেন সেই দশা হল।

চৌ০ জিমি কুলীন তিয় সাধু সয়ানী * পতিদেৱতা করম মন বানী।
রহৈ করম বস পরিহরি নাহূ * সচিব হৃদয়ঁ তিমি দারুন দাহূ॥

কোন কুলীন সাধ্বী, চতুরা স্ত্রী যে কর্মে মনে ও বচনে পতিকে দেবতা বলে মনে করে সে যদি কর্মবশে পতিকে ত্যাগ করে তার যেমন হয় সচিবের হৃদয়েও তেমনি দারুণ দাহ হল।

লোচন সজল ডীঠি ভই থোরী * সুনই ন শ্রৱন বিকল মতি ভোরী।
সুখহিঁ অধর লাগি মুহঁ লাটী * জিউ ন জাই উর অৱধি কপাটী॥

তাঁর চোখ সজল হল, দৃষ্টি হল ক্ষীণ, কানে কিছু শুনতে পেলেন না, বিকল মতি বিহ্বল হল, ঠোঁট শুকিয়ে গেল, মুখ ম্লান হল, কিন্তু প্রাণ গেল না, হৃদয়ে পণের অবধিরূপ কপাট দেওয়া ছিল বলে। (অর্থাৎ চোদ্দ বছর পরে রাম ফিরে আসবে এই আশায়)।

বিবরন ভয়উ ন জাই নিহারী * মারেসি মনহুঁ পিতা মহতারী।
হানি গলানি বিপুল মন ব্যাপী * জমপুর পন্থ সোচ জিমি পাপী॥

তিনি বিবর্ণ হলেন, (তাঁর দশা) চোখে দেখা যায় না। যেন পিতামাতাকে হত্যা করেছেন। মন জুড়ে আছে হানিজনিত বিহ্বল গ্লানি। পাপী যেন যমপুরীর পাপের কথা চিন্তা করছে।

বচনু ন আব হৃদয় পছিতাঈ * অবধ কাহ মৈঁ দেখব জাঈ।

রাম রহিত রথ দেখিহি জোঈ * সকুচিহি মোহি বিলোকত সোঈ ॥

মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না। হৃদয়ে পরিতাপ—অযোধ্যায় গিয়ে কী দেখব? যারা রামবিহীন রথ দেখবেন তাঁরা আমাকে দেখতেও সঙ্কোচ করবে।

দো॰ ধাই পূঁছিহহিঁ মোহি জব, বিকল নগর নর নারি।

উতরু দেব মৈঁ সবহি তব, হৃদয় বজ্রু বৈঠারি ॥১৪১

নগরের ব্যাকুল নরনারী যখন দৌড়ে এসে আমাকে (রামের কথা) জিজ্ঞেস করবে তখন আমি হৃদয়ে বজ্র ধারণ করে সকলকে উত্তর দেব।

চৌ॰ পুছিহহিঁ দীন দুখিত সব মাতা * কহব কাহ মৈঁ তিন্হহি বিধাতা।

পূছিহি জবহি লখন মহতারী * কহিহউঁ কবন সঁদেস সুখারী ॥

হে বিধাতা, যখন দীন ও দুঃখিত মায়েরা (রামের কথা) জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি তাঁদের কী বলব?

রাম জননি জব আইহি ধাঈ * সুমিরি বচ্ছু জিমি ধেনু লবাঈ।

পূঁছত উতরু দেব মৈঁ তেহী * গে বনু রাম লখনু বৈদেহী ॥

ধেনু বৎসকে স্মরণ করে যেমন করে দৌড়ে আসে রামের জননী যখন তেমনি করে ধেয়ে আসবেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে উত্তর দেব—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গিয়েছেন।

জোই পূঁছিহি তেহি উতরু দেবা * জাই অব অবধ য়হু সুখু লেবা।

পূঁছিহি জবহিঁ রাউ দুখ দীনা * জিবনু জাসু রঘুনাথ অধীনা ॥

দেহউঁ উতরু কৌনু মুহু লাঈ * আয়উঁ কুসল কুঅঁর পহুঁচাঈ।

সুনত লখন সিয় রাম সঁদেসূ * তৃন জিমি তনু পরিহরিহি নরেসূ ॥

যে-ই জিজ্ঞেস করবে তাকে (একই) উত্তর দেব। এখন অযোধ্যায় গিয়ে এই সুখ নেব। যাঁর জীবন রামেরই অধীন সেই দুঃখদীন রাজা (দশরথ) যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন কোন্ মুখে আমি উত্তর দেব—কুমারদের (বনে) পৌঁছে দিয়ে আমি নিরাপদে ফিরে এসেছি। লক্ষ্মণ, সীতা ও রামের সংবাদ শুনে তৃণের মতো (তুচ্ছ জ্ঞানে) তনুত্যাগ করবেন রাজা (দশরথ)।

দো॰ হৃদউ ন বিদরেউ পঙ্ক জিমি, বিছুরত প্রীতমু নীরু।

জানত হৌঁ মোহি দীন্হ বিধি, য়হু জাতনা সরীরু ॥১৪২

প্রিয়তমরূপ জল শুকিয়ে গেলে কাদার মতো আমার হৃদয় কেন ফেটে গেল না? আমি জানি বিধাতার কঠোর দণ্ড ভোগ করার জন্যেই এই শরীর দিয়েছেন।

চৌ০ এহি বিধি করত পন্থ পছিতাৱা * তমসা তীর তুরত রথু আৱা।
বিদা কিএ করি বিনয় নিষাদা * ফিরে পায়ঁ পরি বিকল বিষাদা॥

এইভাবে দুঃখ করতে করতে রথে করে তিনি শিগ্গিরই তমসানদীর তীরে এলেন। নিষাদদের সবিনয়ে বিদায় করলেন, তারা প্রণাম করে বিষাদে ব্যাকুল হয়ে ফিরল।।

পৈঠত নগর সচিৱ সকুচাঈ * জনু মারেসি গুর বাঁভন গাঈ।
বৈঠি বিটপ তর দিৱসু গৱাঁৱা * সাঁঝ সময় তব অৱসরু পাৱা॥

সচিব নগরে প্রবেশ করতে লজ্জিত হলেন, যেন গুরু, ব্রাহ্মণ আর গাভী বধ করে এসেছেন; এক গাছতলায় বসে সারা দিন কাটালেন। সন্ধ্যার সময় অবসর পেলেন (পুরীপ্রবেশের)।

অৱধ প্রবেসু কীন্হ অঁধিআরেঁ * পৈঠ ভৱন রথু রাখি দুআরেঁ।
জিন্হ জিন্হ সমাচার সুনি পাএ * ভূপ দ্বার রথু দেখন আএ॥

অন্ধকারে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন, দুয়ারে রথ রেখে ভবনে প্রবেশ করলেন। যারা যারা সংবাদ (সচিবের আগমনসংবাদ) শুনতে পেয়েছিল তারা রাজদ্বারে রথ দেখতে এল।

রথু পহিচানি বিকল লখি ঘোরে * গরহিঁ গাত জিমি আতপ ওরে।
নগর নারি নর ব্যাকুল কৈসেঁ * নিঘটত নীর মীনগন জৈসেঁ॥

রথ চিনতে পেরে এবং ঘোড়াদের বিকল দেখে তাঁদের দেহ বিগলিত হল, যেন আতপে তুষারখণ্ড গলল। নগরের নরনারীরা কেমন ব্যাকুল হল? জল কমে গেলে মাছেরা যেমন ব্যাকুল হয় তেমনি।

দশরথ-সুমন্ত্রসংবাদ

দো০ সচিৱ আগমনু সুনত সবু, বিকল ভয়উ রনিৱাসু।
ভৱনু ভয়ঙ্করু লাগ তেহি, মানহুঁ প্রেত নিৱাসু॥১৪৩

সচিবের আগমন শুনে সমগ্র রানীমহল ব্যাকুল হল। তাঁদের কাছে ভবন প্রেতপুরীর মতো ভয়ঙ্কর লাগল।

চৌ০ অতি আরতি সব পূঁছহিঁ রানী * উতরু ন আব বিকল ভই বানী।
সুনই ন শ্রবন নয়ন নহিঁ সূঝা * কহহু কহাঁ নৃপু জেহি তেহি বূঝা ॥

অত্যন্ত মনোবেদনা নিয়ে সব রানী জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু সুমন্ত্রের উত্তর আসে না, তাঁর বাণী হয় বিকল। তিনি কানেও শোনেন না, চোখেও তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। যাকে-তাকে জিজ্ঞেস করেন রাজা কোথায়।

দাসিন্হ দীখ সাচব বিকলাঈ * কৌসল্যা গৃহঁ গঈ লবাঈ।
জাই সুমন্ত্র দীখ কস রাজা * অমিঅ রহিত জনু চন্দু বিরাজা ॥

সচিবকে দেখে দাসীরা ব্যাকুল হয়ে কৌশল্যার ভবনে নিয়ে এল তাঁকে। গিয়ে সুমন্ত্র রাজাকে কেমন দেখলেন? যেন অমৃতবিহীন চন্দ্র বিরাজ করছে।

আসন সয়ন বিভূষন হীনা * পরেউ ভূমিতল নিপট মলীনা।
লেই উসাসু সোচ এহি ভাঁতী * সুরপুর তেঁ জনু খঁসেউ জজাতী ॥

তাঁর আসন নেই, শয্যা নেই, ভূষণ নেই, অত্যন্ত মলিন হয়ে ভূমিতলে পড়ে আছেন। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিয়ে তিনি এমন শোক করছেন, মনে হচ্ছে দেবলোক থেকে যেন (ক্ষীণপুণ্য) যযাতি স্খলিত হয়েছেন।

লেত সোচ ভরি ছিনু ছিনু ছাতী * জনু জরি পঙ্খ পরেউ সম্পাতী।
রাম রাম কহ রাম সনেহী * পুনি কহ রাম লখন বৈদেহী ॥

ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে হৃদয় ভরে তাঁর, মনে হয় যেন দগ্ধপক্ষ সম্পাতি ভূমিতে পড়ে আছে। রামপ্রেমী 'রাম,' 'রাম' বললেন, আবার বললেন, 'হে রাম, 'হে লক্ষ্মণ,' 'হে বৈদেহী'।

দো০ দেখি সচিবঁ জয় জীব কহি, কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু।
সুনত উঠেউ ব্যাকুল নৃপতি, কহু সুমন্ত্র কহঁ রামু ॥১৪৪

সুমন্ত্র রাজাকে দেখে 'জয় জীব' বলে প্রণাম করলেন। শুনেই রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, বললেন, সুমন্ত্র! বলো রাম কোথায়?

চৌ০ ভূপ সুমন্ত্র লীন্হ উর লাঈ * বূড়ত কছু অধার জনু পাঈ।
সহিত সনেহ নিকট বৈঠারী * পূঁছত রাউ নয়ন ভরি বারী ॥

রাজা সুমন্ত্রকে বুকে নিলেন, নিমজ্জমান যেন কিছু সহায় পেল। সস্নেহে কাছে বসিয়ে চোখে জল নিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন -

রাম কুসল কহু সখা সনেহী * কহঁ রঘুনাথু লখনু বৈদেহী।
আনে ফেরি কি বনহি সিধাএ * সুনত সচিব লোচন জল ছাএ ॥

হে স্নেহময় সখা, রামের কুশল বলো। রঘুনাথ, লক্ষ্মণ ও বৈদেহী কোথায়? তাঁদের কি তুমি ফিরিয়ে এনছ, না তারা বনে প্রবেশ করেছে? শুনে সচিবের চোখ জলে ভরে গেল।

সোক বিকল পুনি পূঁছ নরেসূ * কহু সিয় রাম লখন সন্দেসূ।
রাম রূপ গুন সীল সুভাউ * সুমিরি সুমিরি উর সোচত রাউ ॥

শোকবিকল রাজা আবার বললেন: সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের বার্তা দাও। রামের দয়া গুণ শীল ও স্বভাব স্মরণ করে করে রাজা অন্তরে শোকার্ত হলেন।

রাউ সুনাই দীহ্ন বনবাসূ * সুনি মন ভয়উ ন হরষু হরাঁসূ।
সো সুত বিছুরত গএ ন প্রানা * কো পাপী বড় মোহি সমানা ॥

রাজ্যাভিষেক হবে শুনিয়ে বনবাস দিয়েছি, তা শুনে তার মনে হর্ষবিষাদ কিছুই হয় নি। এমন পুত্রের বিচ্ছেদেও প্রাণ যায় নি আমার। সংসারে আমার মতো পাপী আর কে আছে?

দো৽ সখা রামু সিয় লখনু জহঁ, তহাঁ মোহি পহুঁচাউ।
নাহিঁ ত চাহত চলন অব, প্রান কহউঁ সতিভাউ ॥১৪৫

হে সখা! যেখানে রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ আছে আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। আমার প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হতে চায়—একথা সত্য করে বলছি।

চৌ৽ পুনি পুনি পূঁছত মন্ত্রিহি রাউ * প্রিয়তম সুঅন সঁদেস সুনাউ।
করহি সখা সোই বেগি উপাউ * রামু লখনু সিয় নয়ন দেখাউ ॥

রাজা বার বার মন্ত্রীকে বলেন, প্রিয়তম পুত্রের সংবাদ শোনাও। অবিলম্বে সেই উপায় করো যাতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চোখে দেখতে পারি।

সচিব ধীর ধরি কহ মৃদু বানী * মহারাজ তুম্হ পণ্ডিত গ্যানী।
বীর সুধীর ধুরন্ধর দেবা * সাধু সমাজু সদা তুম্হ সেবা ॥

সচিব ধীরে ধীরে মৃদুবাণীতে বললেন—মহারাজ, আপনি পণ্ডিত, জ্ঞানী, বীর, সুধীর ও ভারবহনে সক্ষম। আপনি সর্বদাই সাধুসমাজকে সেবা করেছেন।

জনম মরন সব দুখ সুখ ভোগা * হানি লাভু প্রিয় মিলন বিয়োগা।
কাল করম বস হোহিঁ গোসাঈ * বরবস রাতি দিবস কী নাঈ ॥

হে প্রভু ! জন্ম-মরণ, সমস্ত সুখ দুঃখ-ভোগ, লাভ-ক্ষতি, প্রিয়ের মিলন-বিচ্ছেদ এসব কাল ও কর্মবশে হবেই, রাত ও দিন যেমন পর্যায়ক্রমে আসবেই এও তেমনি।

সুখ হরষহিঁ জড় দুখ বিলখাহীঁ * দোউ সম ধীর ধরহিঁ মন মাহীঁ।
ধীরজ ধরহু বিবেকু বিচারী * ছাড়িঅ সোচ সকল হিতকারী ॥

মূর্খ সুখে প্রসন্ন হয় আর দুঃখে কাঁদে, কিন্তু ধীর পুরুষ দুটোই এক সমান বলে মনে করে। হে সর্বজনহিতকারী ! বিবেকে বিচার করে ধৈর্য ধরো, শোক বর্জন করো।

দো॰ প্রথম বাসু তমসা ভয়উ, দূসর সুরসরি তীর।
হ্নাই রহে জলপানু করি, সিয় সমেত দোউ বীর ॥১৪৬

(রামের) প্রথম বাস হয়েছিল তমসাতীরে, দ্বিতীয় বাস হয়েছে গঙ্গার তীরে। সেখানে স্নান ও জলপান করে দুইভাই সীতা সহ রয়েছেন।

চৌ॰ কেবট কীহ্নি বহুত সেবকাঈ * সো জামিনী সিঙ্গরৌর গৱাঁঈ।
হোত প্রাত বট ছীরু মগাৱা * জটা মুকুট নিজ সীস বনাৱা ॥

পাটনী অনেক সেবা করেছে। সে-রাত তাঁরা শৃঙ্গবেরপুরে কাটিয়েছেন। রাত ভোর হলে বটের দুধ আনিয়ে রাম মাথায় জটামুকুট বানালেন।

রাম সখাঁ তব নাৱ মগাঈ * প্রিয়া চঢ়াই চঢ়ে রঘুরাঈ।
লখন বান ধনু ধরে বনাঈ * আপু চঢ়ে প্রভু আয়সু পাঈ ॥

রামসখা (গুহক) তখন নৌকো আনল। প্রিয়াকে উঠিয়ে পরে রঘুরাজ উঠলেন। লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ সাজিয়ে রামের আদেশ পেয়ে নিজে উঠলেন।

বিকল বিলোকি মোহি রঘুবীরা * বোলে মধুর বচন ধরি ধীরা।
তাত প্রনামু তাত সন কহেহু * বার বার পদ পঙ্কজ গহেহূ ॥

রঘুবর আমাকে ব্যাকুল দেখে ধৈর্য ধরে মধুরবচনে বললেন, হে তাত ! আমার প্রণাম পিতাকে নিবেদন করবেন এবং আমার হয়ে বার বার তাঁর পদপঙ্কজ স্পর্শ করবেন।

করবি পায়ঁ পরি বিনয় বহোরী * তাত করিঅ জনি চিন্তা মোরী।
বন মগ মঙ্গল কুসল হমারে * কৃপা অনুগ্রহ পুন্য তুম্হারেঁ ॥

তারপর পায়ে পড়ে মিনতি করে (আমার কথায়) বলবেন—হে তাত, তুমি আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। তোমার কৃপা, অনুগ্রহ এবং পুণ্যের প্রভাবে আমাদের জন্যে বনের পথ মঙ্গলময় ও শুভপ্রদ হয়েছে।

ছন্দ॰ তুম্হারেঁ অনুগ্রহ তাত কানন জাত সব সুখু পাইহৌঁ।
প্রতিপালি আয়সু কুসল দেখন পায় পুনি ফিরি আইহৌঁ॥
জননীঁ সকল পরিতোষি পরি পরি পায়ঁ করি বিনতী ঘনী।
তুলসী করেহু সোই জতনু জেহিঁ কুসলী রহহিঁ কোসল ধনী॥

হে তাত! তোমার অনুগ্রহে বনে সুখ পাব। তোমার আজ্ঞা পালন করে কুশল দেখতে আবার তোমার চরণে ফিরে আসব। মায়েদের চরণে পড়ে সকলকে পরিতুষ্ট করে বহু মিনতি করে বলবেন, তুলসীদাস বলছেন, তোমরাই সেই চেষ্টা করবে যাতে কোশলধন দশরথ কুশলে থাকেন।

সো॰ গুর সন কহব সঁদেসু, বার বার পদ পদুম গহি।
করব সোই উপদেসু, জেহিঁ ন সোচ মোহি অবধপতি॥৬

গুরুর (বশিষ্ঠের) পাদপদ্ম বার বার স্পর্শ করে এই সংবাদ দেবেন যে আপনিই সেই আদেশ দেবেন যাতে আমার পিতা (অযোধ্যার দশরথ) আমার জন্যে শোক না করেন।

চৌ॰ পুরজন পরিজন সকল নিহোরী * তাত সুনাএহু বিনতী মোরী।
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী * জাতেঁ রহ নরনাহু সুখারী॥

হে তাত! সমস্ত পুরবাসী এবং স্বজনদের কাছে প্রার্থনা করে মিনতি করে বলবেন যে সবদিক দিয়ে তিনিই আমার হিতকারী যার জন্যে নরনাথ সুখী থাকবেন।

কহব সঁদেসু ভরতকে আএঁ * নীতি ন তজিঅ রাজপদু পাএঁ।
পালেহু প্রজহি করম মন বানী * সে এহু মাতু সকল সম জানী॥

ভরত এলে তাকে এই সন্দেশ দেবেন যে রাজপদ পেয়ে তুমি নীতিভ্রষ্ট হোয়ো না। কর্ম, মন ও বচনে প্রজা পালন করবে, এবং সকলকে সমান জেনে মায়েদের সেবা করবে।

ঔর নিবাহেহু ভায়প ভাঈ * করি পিতু মাতু সুজন সেবকাঈ।
তাত ভাঁতি তেহি রাখব রাউ * সোচ মোর জেহিঁ করে ন কাউ॥

আর, ভাই! মাতা পিতা এবং বড়োদের সেবা করে ভ্রাতৃত্ব চরিতার্থ করবে। হে তাত! মহারাজকেও সেই ভাবে রাখবেন যাতে তিনি আমার জন্যে কোনো চিন্তা না করেন।

লখন কহে কছু বচন কঠোরা * বরজি রাম পুনি মোহি নিহোরা।
বার বার নিজ সপথ দেৱাঈ * কহবি ন তাত লখন লরিকাঈ ॥

লক্ষ্মণ কিছু কঠোর কথা বলেছিলেন। রাম তাঁকে থামিয়ে আমাকে বোঝালেন। বারবার নিজের নামে শপথ করিয়ে বললেন—হে তাত, লক্ষ্মণের শৈশবসুলভ চাপল্যের কথা বলবেন না।

দো৹ কহি প্রনামু কছু কহন লিয়, সিয় ভই সিথিল সনেহ।
থকিত বচন লোচন সজল, পুলক পল্লৱিত দেহ ॥১৫৭

সীতা ও প্রণাম করে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু স্নেহবশে শিথিল হয়ে পড়লেন। কথা বেরুল না (মুখ থেকে), চোখ সজল হল। দেহ রোমাঞ্চিত হল।

চৌ৹ তেহি অৱসর রঘুবর রুখ পাঈ * কেৱট পারহি নাৱ চলাঈ।
রঘুকুল তিলক চলে এহি ভাঁতী * দেখউঁ ঠাঢ় কুলিস ধরি ছাতী ॥

ঐ সময় রামের মত পেয়ে পাটনী পারে নিয়ে যাবার জন্যে নৌকো চালিয়ে দিল। এইভাবে রঘুকুলতিলক বললেন, আর বুকে বজ্র ধারণ করে আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

মৈঁ আপন কিমি কহৌঁ কলেসূ * জিঅত ফিরেউঁ লেই রাম সঁদেসূ।
অস কহি সচিব বচন রহি গয়উ * হানি গলানি সোচ বস ভয়উ ॥

রামের খবর নিয়ে আমি জীবিতঅবস্থায় ফিরে এসেছি—আমি নিজের কষ্টের কথা কেমন করে বলব ? একথা বলে সচিব নির্বাক হলেন, বিচ্ছেদবেদনায় চিন্তায় ডুবে গেলেন।

সূত বচন সুনতহিঁ নরনাহূ * পরেউ ধরনি উর দারুন দাহূ।
তলফত বিষম মোহ মন মাপা * মাজা মনহুঁ মীন কহুঁ ব্যাপা ॥

পুত্রের কথা শুনেই নরনাথ (দশরথ) ভূমিতে পড়ে গেলেন, তাঁর হৃদয়ে এল দারুণ দাহ। মনে মোহ ব্যাপ্ত হওয়ায় রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন, মনে হল বর্ষার প্রথম জল লাগায় মাছ যেন ছটফট করছে।

করি বিলাপ সব রোৱহিঁ রানী * মহা বিপতি কিমি জাই বখানী।
সুনি বিলাপ দুখহূ দুখু লাগা * ধীরজহূ কর ধীরজু ভাগা ॥

রানীরা সব বিলাপ করে কাঁদতে লাগল। সে মহাবিপত্তি কেমন করে বর্ণনা করা যাবে ? বিলাপ শুনে দুঃখেরও দুঃখ হল, ধৈর্যেরও ধৈর্য গেল।

দো০ ভয়উ কোলাহলু অৱধ অতি, সুনি নৃপ রাউর সোরু।
বিপুল বিহগ বন পরেউ নিসি, মানহুঁ কুলিস কঠোরু ॥১৪৮॥

রাজ-অন্তঃপুরের কান্নাকাটি শুনে অযোধ্যায় হৈ চৈ পড়ে গেল। মনে হল পাখিদের প্রকাণ্ড বনে রাতে দারুণ বজ্রপাত হয়েছে।

চৌ০ প্রান কণ্ঠগত ভয়উ ভুআলূ * মনি বিহীন জনু ব্যাকুল ব্যালূ।
ইন্দ্রিয় সকল বিকল ভঈ ভারী * জনু সর সরসিজ বনু বিনু বারী ॥

রাজার প্রাণ কণ্ঠাগত হল। মণিহারা হয়ে সাপ যেন ব্যাকুল হল। সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে বিকল হয়ে গেল, যেন জল বিনা সরোবরে পদ্মবন শুকিয়ে গেল।

কৌসল্যা নৃপু দীখ মলানা * রবিকুল রবি অঁথয়উ জিয়ঁ জানা।
উর ধরি ধীর রাম মহতারী * বোলী বচন সময় অনুসারী ॥

কৌশল্যা রাজাকে ম্লান দেখে মনে মনে বুঝলেন সূর্যবংশের সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে রাম-মাতা কৌশল্যা সময়োচিত বচনে বললেন—

নাথ সমুঝি মন করিঅ বিচারূ * রাম বিয়োগ পয়োধি অপারূ।
করন ধার তুম্হ অৱধ জহাজূ * চঢ়েউ সকল প্রিয় পথিক সমাজূ ॥

হে নাথ, মনে মনে বুঝে বিচার করবে—রামবিচ্ছেদ অকূল জলধি, তুমি কর্ণধার, অযোধ্যা জাহাজ। সমস্ত প্রিয় যাত্রি-দল তাতে চড়েছে।

ধীরজু ধরিঅ ত পাইঅ পারূ * নাহিঁ ত বূড়িহি সবু পরিৱারূ।
জৌঁ জিয়ঁ ধরিঅ বিনয় পিয় মোরী * রামু লখনু সিয় মিলহিঁ বহোরী ॥

যদি ধৈর্য ধর তা হলে পার পাবে, না হলে সমস্ত পরিবার ডুববে। হে প্রিয়! যদি তুমি আমার মিনতি হৃদয়ে ধারণ কর, তা হলে একথা নিশ্চয় জানবে) রাম লক্ষ্মণ ও সীতা আবার এসে মিলিত হবে।

দো০ প্রিয়া বচন মৃদু সুনত নৃপু, চিতয়উ আঁখি উঘারি।
তলফত মীন মলীন জনু, সীঁচত সীতল বারি ॥১৪৯॥

প্রিয়ার কোমল বচন শুনে রাজা চোখ খুলে তাকালেন। অস্থির মলিন মাছের গায়ে যেন শীতল বারি সেচন করা হল।

চৌ০ ধরি ধীরজু উঠি বৈঠ ভুআল * কহু সুমন্ত্র কহঁ রাম কৃপাল।
কহাঁ লখনু কহঁ রামু সনেহী * কহঁ প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী ॥

ধৈর্য ধরে রাজা উঠে বসলেন, বললেন—বলো সুমন্ত্র, কোথায় কৃপালু রাম? কোথায় লক্ষ্মণ, কোথায় স্নেহপরায়ণ রাম, কোথায় প্রিয় পুত্রবধূ সীতা?

বিলপত রাউ বিকল বহু ভাঁতী * ভই জুগ সরিস সিরাতি ন রাতী।
তাপস অন্ধ সাপ সুধি আঈ * কৌসল্যাহি সব কথা সুনাঈ ॥

রাজা বিকল হয়ে নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। ঐ রাত যেন একযুগের মতো হয়ে গেল, ভোর আর হয় না। রাজার অন্ধ মুনির শাপের কথা মনে পড়ল, তখন কৌশল্যাকে সব কথা শোনালেন।

ভয়উ বিকল বরনত ইতিহাসা * রাম রহিত ধিগ জীবন আসা।
সো তনু রাখি করব মৈঁ কাহা * জেহিঁ ন প্রেম পনু মোর নিবাহা ॥

সেই ইতিহাস বর্ণনা করতে করতে রাজা ব্যাকুল হয়ে পড়লেন আর বলতে লাগলেন, এখন রাম ছাড়া বাঁচার আশায় ধিক। এ শরীর রেখে কী করব, যা আমার প্রেমপণকে পালন করেনি।

হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে * তুম্হ বিনু জিঅত বহুত দিন বীতে।
হা জানকী লখন হা রঘুবর * হা পিতু হিত চিত চাতক জলধর ॥

হা প্রাণপ্রিয় রাম! কতদিন হল তোমাকে ছাড়া আমি বেঁচে আছি! হা জানকী! হা লক্ষ্মণ! হা রঘুবর! হা পিতার চিত্তচাতকের হিতকর মেঘ!

দো॰ রাম রাম কহি রাম কহি, রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবর বিরহঁ, রাউ গয়উ সুরধাম ॥১৫০ ॥

'রাম রাম' বলে 'রাম' বলে, 'রাম রাম' বলে, 'রাম' বলে রঘুবর-রামের বিরহে তনুত্যাগ করে রাজা স্বরধামে চলে গেলেন।

ভরতকে আনতে বশিষ্ঠের দূত প্রেরণ

চৌ॰ জিঅন মরন ফলু দসরথ পারা * অণ্ড অনেক অমল জসু ছারা।
জিঅত রাম বিধু বদনু নিহারা * রাম বিরহ করি মরনু সঁরারা ॥

দশরথ জীবন ও মরণ এ'দুয়ের ফলই পেলেন। বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিমল যশ ছড়িয়ে গেল তাঁর। বেঁচে থেকে রামের মুখচন্দ্র দেখলেন, রামের বিরহে মরণ বরণ করলেন।

সোক বিকল সব রোরহিঁ রানী * রূপু সীলু বলু তেজু বখানী।
করহিঁ বিলাপ অনেক প্রকারা * পরহিঁ ভূমিতল বারহিঁ বারা ॥

শোকাকুল রানীরা রাজার রূপ শীল বল ও তেজ বর্ণনা করে নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন এবং বারবার ভূমিতে লুণ্ঠিত হতে লাগলেন।

বিলপহিঁ বিকল দাস অরু দাসী * ঘরঘর রুদহু করহিঁ পুরবাসী।
অঁথয়উ আজু ভানুকুল ভানূ * ধরম অরধি গুন রূপ নিধানূ॥

দাসদাসীরাও আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। পুরবাসীরা ঘরে ঘরে রোদন করতে লাগল— আজ ধর্মের শেষ লীলা, রূপ ও গুণের আধার সূর্যকুলের সূর্য অস্ত গেলেন।

গারীঁ সকল কৈকইহি দেহীঁ * নয়ন বিহীন কীহ্ন জগ জেহীঁ।
এহি বিধি বিলপত রৈনি বিহানী * আএ সকল মহামুনি গ্যানী॥

যিনি জগৎকে নেত্রহীন করে দিলেন সেই কৈকেয়ীকে সকলে গাল দিতে থাকে। এই ভাবে বিলাপের মধ্যে দিয়ে রাত কেটে গেল। সমস্ত মহর্ষি ও জ্ঞানীরা এলেন।

দো০ তব বসিষ্ঠ মুনি সময় সম, কহি অনেক ইতিহাস।
সোক নেরারেউ সবহি কর, নিজ বিগ্যান প্রকাস॥১৫১॥

তখন বশিষ্ঠমুনি সময়োচিত অনেক ইতিহাস শুনিয়ে নিজের বিজ্ঞান প্রকাশ করে অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ বাণীতে সকলের শোক নিবারণ করলেন।

চৌ০ তেল নাবঁ ভরি নৃপ তনু রাখা * দূত বোলাই বহুরি অস ভাষা।
ধাবহু বেগি ভরত পাহিঁ জাহূ * নৃপ সুধি কতহুঁ কহহু জনি কাহূ॥

(বশিষ্ঠ) নৌকায় তেল ভরে রাজার দেহ তাতে রাখলেন। তারপর দূতকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন— অবিলম্বে ভরতের কাছে দৌড়ে যাও। রাজার খবর (মৃত্যু সংবাদ) কেউ যেন না জানতে পারে।

এতনেই কহেহু ভরত সন জাঈ * গুর বোলাই পঠয়উ দোউ ভাঈ।
সুনি মুনি আয়সু ধাবন ধাএ * চলে বেগ বর বাজি লজাএ॥

ভরতকে গিয়ে শুধু এই বলবে, গুরু দুই ভাইকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। মুনির আজ্ঞা পেয়ে দূতেরা দ্রুত দৌড়ল। বেগে তারা শ্রেষ্ঠ ঘোড়াকে লজ্জা দিয়ে চলল।

অনরথু অবধ অরম্ভেউ জব তেঁ * কুসগুন হোহিঁ ভরত কহুঁ তব তেঁ।
দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা * জাগি করহিঁ কটুকোটি কলপনা॥

অযোধ্যায় যখন থেকে অনর্থ শুরু হয়েছে তখন থেকেই ভরত কুলক্ষণ দেখছেন। রাত্রে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতেন। জেগে উঠে কোটি অশুভ কল্পনা করতেন।

বিপ্র জেৱাঁই দেহি঳ দিন দানা * সির অভিষেক করাই বিধি নানা।
নাগহিঁ হৃদয় মহেস মনাঈ * কুসল মাতু পিতু পরিজন ভাঈ ॥

ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে দৈনিক দান দিতেন, নানাভাবে শিবের অভিষেক করতেন। মহেশ্বরের কাছে মানত করে মনে মনে মাতাপিতা, পরিজন ও ভাইদের কুশল প্রার্থনা করতেন।

ভরতশত্রুঘ্নের অযোধ্যা-আগমন

দো৹ এহি বিধি সোচত ভরত মন, ধাৱন পহুঁচে আই ॥
গুর অনুসাসন শ্রৱন সুনি, চলে গনেসু মনাই ॥১৫২॥

এই ভাবে ভরত চিন্তা করছিলেন এমন সময় দূতেরা এসে পৌঁছল। গুরুর আজ্ঞা কানে শুনেই গণেশকে মানত করে রওনা হলেন।

চৌ৹ চলে সমীর বেগ হয় হাঁকে * নাঘত সরিত সৈল বন বাঁকে।
হৃদয়ঁ সোচু বড় কছু ন সোহাঈ * অস জানহিঁ জিয়ঁ জাউঁ উড়াঈ ॥

বায়ুবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে নদী সরোবর, পাহাড়, বন সব পেরিয়ে গেলেন। মনে ভীষণ চিন্তা, কিছু ভাল লাগছে না। মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিল উড়েই চলে যাই।

এক নিমেষ বরষ সম জাঈ * এহি বিধি ভরত নগর নিঅরাঈ।
অসগুন হোহিঁ নগর পৈঠারা * রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা ॥

এক নিমেষ যেন এক বছরের মতো কাটছিল। এই ভাবে ভরত নগরের কাছে এলেন। নগরে প্রবেশ করতেই অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। কাক কু-স্থানে বসে কু রব করছিল।

খর সিআর বোলহিঁ প্রতিকূলা * সুনি সুনি হোই ভরত মন সূলা।
শ্রীহত সর সরিতা বন বাগা * নগরু বিসেষি ভয়াৱনু লাগা ॥

গাধা আর শিয়াল অশুভ রব করছিল। শুনে শুনে ভরতের মনে তীব্র দুঃখ হচ্ছিল। সরোবর, নদী, বন, উদ্যান সব শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে। নগরকে খুব ভয়প্রদ মনে হচ্ছিল।

খগ মৃগ হয় গয় জাহিঁন জোএ * রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোএ।
নগর নারি নর নিপট দুখারী * মনহুঁ সবন্হি সব সম্পতি হারী ॥

রামের বিচ্ছেদরূপ কুরোগে আক্রান্ত পশু, পাখি, ঘোড়া, গোরু দেখাই যাচ্ছিল না। নগরের নরনারী অত্যন্ত দুঃখিত। মনে হল সবাই সব সম্পত্তি হারিয়েছে।

দো০ পুরজন মিলহিঁন কহহিঁ কছু, গরহিঁ জোহারহিঁ জাহিঁ।
ভরত কুসল পূঁছি ন সকহিঁ, ভয় বিষাদ মন মাহিঁ ॥১৫৩॥

পুরজন মিলিত হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বলছে না, শুধু প্রণাম করে চলে যাচ্ছে। ভরত কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করতে পারছিলেন না, মনের মধ্যে ভয় ও বিষাদ।

চৌ০ হাট বাট নহিঁ জাই নিহারী * জনু পুর দহঁ দিসি লাগি দবারী।
আরত সুত সুনি কৈকয়নন্দিনি * হরষী রবিকুল জলরুহ চন্দিনি ॥

বাজার ও পথের দিকে চোখ মেলাই কষ্টকর, নগরে চারদিকে যেন আগুন লেগে গিয়েছে। ছেলে এসেছে শুনে রবিকুলকমলের চাঁদিনীরূপিণী কৈকেয়ী আনন্দিতা হলেন।

কৈকেয়ী-ভরত-সংবাদ

সজি আরতী মুদিত উঠি ধাঈ * দ্বারেহিঁ ভেটি ভবন লেই আঈ।
ভরত দুখিত পরিবারু নিহারা * মানহুঁ তুহিন বনজ বনু মারা ॥

আনন্দে আরতি সাজিয়ে উঠে দৌড়লেন, দ্বারেই দেখা হওয়ায় ভবনে নিয়ে এলেন। ভরত পরিজনদের দুঃখিত দেখলেন, মনে হল তুহিন যেন পদ্মবনের মরণ ঘটিয়েছে।

কৈকেঈ হরষিত এহি ভাঁতী * মনহুঁ মুদিত দব লাই কিরাতী।
সুতহি সসোচ দেখি মনু মারেঁ * পূঁছতি নৈহর কুসল হমারেঁ ॥

কৈকেয়ী এমন আনন্দিত হলেন, ব্যাধিনী বনে আগুন লাগিয়ে যেমন আনন্দিত হয় তেমনি। পুত্রকে চিন্তিত ও মনমরা দেখে, জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিত্রালয়ের সব কুশল তো?

সকল কুসল কহি ভরত সুনাঈ * পূঁছী নিজ কুল কুসল ভলাঈ।
কহু কহঁ তাত কহাঁ সব মাতা * কহঁ সিয় রাম লখন প্রিয় ভ্রাতা ॥

সমস্ত কুশল ভরত শোনালেন, তারপর নিজের কুলের কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করলেন —বলো বাবা কোথায়, মায়েরা সব কোথায়? সীতা এবং প্রিয়ভাই রামলক্ষ্মণ কোথায়?

দো০ সুনি সুত বচন সনেহময়, কপট নীর ভরি নৈন।
ভরত শ্রবন মন সূল সম, পাপিনি বোলী বৈন ॥১৫৪॥

পুত্রের স্নেহময় বচন শুনে, কপট অশ্রুতে নয়ন ভরে পাপিনী কথা বললেন, যে কথা ভরতের কানে ও মনে শূলের মতো।

চৌ॰ তাত বাত মৈঁ সকল সঁৱারী * ভৈ মন্থরা সহায় বিচারী।
কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ * ভূপতি সুরপতি পুর পগু ধারেউ॥

হে পুত্র, আমি সব আয়োজনই পূর্ণ করে এনেছিলাম। বেচারী মন্থরা আমার সহায় হয়েছিল। কিন্তু কিছু অঘটন ঘটালেন বিধাতা— রাজা দেবলোকে প্রয়াণ করেছেন।

সুনত ভরতু ভএ বিবস বিষাদা * জনু সহমেউ করি কেহরি নাদা।
তাত তাত হা তাত পুকারী * পরে ভূমিতল ব্যাকুল ভারী॥

শুনে ভরত বিষাদে বিবশ হলেন, যেন সিংহের গর্জনে হাতি শিউরে উঠল। পিতা! পিতা! হায় পিতা!— বলে বিলাপ করে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

চলত ন দেখন পায়উঁ তোহী * তাত ন রামহি সৌঁপেহু মোহী।
বহুরি ধীর ধরি উঠে সঁভারী * কহু পিতু মরন হেতু মহতারী॥

হে তাত! তুমি চলে যাবার সময়ও তোমাকে দেখতে পেলাম না, আমাকে রামের কাছেও সঁপে গেলে না। তারপর ধৈর্য ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, মা, পিতার মৃত্যু হল কিসে?

সুনি সুত বচন কহতি কৈকেঈ * মরমু পাঁছি জনু মাহুর দেঈ।
আদিহু তেঁ সব আপনি করনী * কুটিল কঠোর মুদিত মন বরনী॥

পুত্রের কথা শুনে কৈকেয়ী বলতে লাগলেন, মর্ম চিরে যেন তাতে বিষ ভরে দিলেন। প্রথম থেকে নিজের সব ক্রিয়াকাণ্ড কুটিল ও কঠোর কৈকেয়ী প্রসন্নমনে বর্ণনা করে গেলেন।

দো॰ ভরতহি বিসরেউ পিতু মরন, সুনত রাম বন গৌনু।
হেতু অপনপউ জানি জিয়ঁ, থকিত রহে ধরি মৌনু॥১৫৫॥

রামের বন-গমন শুনে ভরত পিতার মরণ বিস্মৃত হলেন। মনে মনে নিজেকেই (এ-সবের) হেতু জেনে মৌন অবলম্বন করে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

চৌ॰ বিকল বিলোকি সুতহি সমুঝাৱতি * মনহুঁ জরে পর লোনু লগাৱতি।
তাত রাউ নাহিঁ সৌচৈ জোগূ * বিঢ়ই সুকৃত জসু কীন্হেউ ভোগূ॥

পুত্রকে ব্যাকুল দেখে (কৈকেয়ী) তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন, মনে হল পোড়ায় যেন নুন দিচ্ছেন তিনি। হে তাত, রাজা শোকের যোগ্য নয়। পুণ্য ও যশ সঞ্চয় করে তিনি তা ভোগও করে গেলেন।

জীবত সকল জনম ফল পাএ * অন্ত অমরপতি সদন সিধাএ।
অস অনুমানি সোচ পরিহরহু * সহিত সমাজ রাজ পুর করহু॥

জীবিত থেকেই তিনি জন্মলাভের ফল পেয়েছেন, শেষে সুরলোকে প্রয়াণ করেছেন। একথা বিচার করে শোক ত্যাগ করো। পাত্রমিত্র নিয়ে নগরে রাজত্ব করো।

সুনি সুঠি সহমেউ রাজকুমারূ * পাকেঁ ছত জনু লাগ অঁগারূ।
ধীরজ ধরি ভরি লেহিঁ উসাসা * পাপিনি সবহি ভাঁতি কুল নাসা॥

একথা শুনে রাজকুমার একেবারে শিউরে উঠলেন, পাকা ঘায়ে যেন অঙ্গার লাগল। ধৈর্য ধরে দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ভরত বললেন—পাপিনী, সবদিক দিয়ে কুলনাশ করলে তুমি।

জৌঁ পৈ কুরুচি রহী অতি তোহী * জনমত কাহে ন মারে মোহী।
পেড় কাটি তৈঁ পালউ সীঁচা * মীন জিঅন নিতি বারি উলীচা॥

যদি এই দারুণ কুরুচি তোমার ছিলই, তাহলে জন্মের সময়েই কেন আমাকে মারলে না? গাছ কেটে এখন পাতায় জল ঢালছ, মাছ বাঁচাতে গিয়ে জল ছেঁচে বের করছ।

দো০ হংসবংসু দসরথু জনকু, রাম লখন সে ভাই।
জননী তূঁ জননী ভঈ, বিধি সন কছু ন বসাই॥১৫৬

সূর্যবংশ আমার কুল, দশরথ আমার পিতা, রামলক্ষ্মণ আমার ভাই। মা, তুমি কিনা আমার মা হলে! বিধির উপর কারো হাত নাই।

চৌ০ জব তৈঁ কুমতি কুমত জিয়ঁ ঠয়উ * খণ্ড খণ্ড হোই হৃদউ ন গয়উ।
বর মাগত মন ভই নহিঁ পীরা গরি ন জীহ মুহঁ পরেউ ন কীরা॥

যখনই হে কুমতি, তোমার হৃদয়ে এই কু-মত ঠাঁই পেল, তখনই তোমার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হল না কেন? বর চাইতে তোমার কোন দুঃখ হল না? জিভ গলে গেল না? মুখে পোকা পড়ল না?

ভূপ প্রতীতি তোরি কিমি কীন্হী * মরন কাল বিধি মতি হরি লীন্হী।
বিধিহুঁ ন নারি হৃদয় গতি জানী * সকল কপট অঘ অবগুন খানী॥

রাজা তোমাকে কেমন করে বিশ্বাস করলেন? মরণকালে বিধাতা তাঁর বুদ্ধি হরণ করে

নিয়েছিলেন। বিধাতাও নারীহৃদয়ের গতি প্রবৃত্তি জানেন না। নারী সমস্ত কুটিলতা পাপ এবং দোষের আকর।

সরল সুশীল ধরম রত রাউ * সো কিমি জানৈ তীয় সুভাউ।
অস কো জীব জন্তু জগ মাহী * জেহি রঘুনাথ প্রাণপ্রিয় নাহঁী॥

রাজা সরল সুশীল এবং ধর্মপরায়ণ। তিনি কেমন করে স্ত্রী-স্বভাব জানবেন? জগতে এমন জীব বা জন্তু কে আছে রঘুনাথ যাঁর প্রাণপ্রিয় নয়?

ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী * কো তূ অহসি সত্য কহু মোহী।
জো হসি সো হসি মুহঁ মসি লাঈ * আঁখি ওট উঠি বৈঠহি জাঈ॥

সেই রামও তোমার কাছে ঘোর শত্রু হলেন! আমাকে সত্য করে বলো তো তুমি কে? তুমি যে-ই হও না কেন মুখে কালি মাখিয়ে আমার চোখের আড়ালে গিয়ে বোসো।

দো॰ রাম বিরোধী হৃদয় তেঁ, প্রগট কীহ্ন বিধি মোহি।
মো সমান কো পাতকী, বাদি কহউঁ কছু তোহি॥১৫৭॥

রামবিরোধী হৃদয় থেকেই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমার মতো পাপী কেউ নেই। তোমাকে শুধু শুধু দোষ দিচ্ছি।

ভরতকৌশল্যাসংবাদ

চৌ॰ সুনি সত্রুঘুন মাতু কুটিলাঈ * জরহিঁ গাত রিস কছু ন বসাঈ।
তেহি অবসর কুবরী তহঁ আঈ * বসন বিভূষন বিবিধ বনাই॥

মায়ের কুটিলতার কথা শুনে রাগে শত্রুঘ্নের গা জ্বলে গেল, কিন্তু কোন উপায় তো নেই। ইতিমধ্যে কুব্জা মন্থরা বসনভূষণে সজ্জিত হয়ে সেখানে এল।

লখি রিস ভরেউ লখন লঘু ভাঈ * বরত অনল ঘৃত আহুতি পাঈ।
হুমগি লাত তকি কূবর মারা * পরি মুহ ভর মহিঁ করত পুকারা॥

তাকে দেখে লক্ষ্মণের ছোটো ভাই (শত্রুঘ্ন) ক্রোধে পূর্ণ হলেন। আগুন যেন ঘৃতাহুতি পেয়ে বেড়ে উঠল। তাক করে সে কুব্জাকে লাথি মারল, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে সে চিৎকার করতে লাগল।

কূবর টূটেউ ফূট কপারূ * দলিত দসন মুখ রুধির প্রচারূ।
আহ দইঅ মৈঁ কাহ নসারা * করত নীক ফলু অনইস পারা॥

কুঁজ ভাঙল, কপাল ফাটল, দাঁত ভেঙে মুখে রক্ত ঝরল। সে বলতে লাগল—হায় বিধাতা, আমি কী ক্ষতি করলাম, ভালো করতে গিয়ে আমি মন্দ ফল পেলাম।

সুনি রিপুহন লখি নখ সিখ খোটী * লগে ঘসীটন ধরি ধরি ঝোঁটি।
ভরত দয়ানিধি দীহ্নি ছুড়াঈ * কৌসল্যা পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥

শুনে শত্রুঘ্ন তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কুচক্রী লক্ষ্য করে ঝুঁটি ধরে টানতে লাগলেন। দয়ানিধি ভরত ছাড়িয়ে দিলেন। কৌশল্যার কাছে গেলেন দু ভাই।

দো॰ মলিন বসন বিবরন বিকল, কৃস সরীর দুখ ভার।
কনক কলপ বর বেলি বন, মানহুঁ হনী তুসার॥১৫৮॥

(কৌশল্যার পরিধানে) মলিন বসন, তিনি বিবর্ণ ও বিকল, দুঃখে কৃশ-তনু। স্বর্ণতুল্য সুন্দর লতামণ্ডপ যেন তুষারে হত।

চৌ॰ ভরতহি দেখি মাতু উঠি ধাঈ * মুরছিত অবনি পরী ঝই আঈ।
দেখত ভরতু বিকল ভএ ভারী * পরে চরন তন দসা বিসারী॥

ভরতকে দেখে মাতা কৌশল্যা উঠে দৌড়লেন, মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন মাথা-ঘুরে। দেখে ভরত অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন, নিজের দেহের দশা ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে পড়লেন।

মাতু তাত কহঁ দেহি দেখাঈ * কহঁ সিয় রামু লখনু দোউ ভাঈ।
কেকই কত জনমী জগ মাঝা * জৌঁ জনমি ত ভই কাহে ন বাঁঝা॥

মা, পিতা কোথায় দেখিয়ে দাও, কোথায় সীতা ও রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই? জগতে কৈকেয়ীর জন্ম হল কেন? যদি জন্মই হল তো বন্ধ্যা হলেন না কেন?

কুল কলঙ্কু জেহিঁ জনমেউ মোহী * অপজস ভাজন প্রিয়জন দ্রোহী।
কো ত্রিভুবন মোহি সরিস অভাগী * গতি অসি তোরি মাতু জেহি লাগী॥

যিনি কুলকলঙ্ক, অপযশভাজন, প্রিয়জনদ্রোহী তিনিই আমার জন্মদাত্রী। মা, ত্রিভুবনে আমার মতো অভাগা কে যার জন্যে তোমার এই দশা?

পিতু সুরপুর বন রঘুবর কেতূ * মৈঁ কেবল সব অনরথ হেতূ।
ধিগ মোহি ভয়উঁ বেনু বন আগী * দুসহ দাহ দুখ দূষন ভাগী॥

পিতা সুরলোকে, রঘুবরকেতু রাম বনে। আমিই এ-সব অনর্থের হেতু। আমাকে ধিক্, আমি বেণুবনের আগুন। আমি দুঃসহ দাহ, দুঃখ ও দোষের ভাজন।

দো০ মাতু ভরত কে বচন মৃদু, সুনি পুনি উঠী সঁভারি।
লিএ উঠাই লগাই উর, লোচন মোচতি বারি ॥ ১৫৯

মাতা কৌশল্যা ভরতের কোমল বচন শুনে আবার উঠতে গিয়ে (পড়ে যেতে যেতে) নিজেকে সামলে নিলেন, ভরতকে উঠিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন।

চৌ০ সরল সুভায় মায়ঁ হিয়ঁ লাএ * অতি হিত মনহুঁ রাম ফিরি আএ।
ভেঁটেউ বহুরি লখন লঘু ভাঈ * সোকু সনেহু ন হৃদয়ঁ সমাঈ ॥

সরল-স্বভাবে মা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহে বুকে নিলেন, যেন রাম ফিরে এসেছেন। তারপর লক্ষ্মণের ছোটো ভাই শত্রুঘ্নের সঙ্গেও মিলিত হলেন। শোক ও স্নেহ হৃদয়ে ধরে রাখতে পারছিলেন না।

দেখি সুভাউ কহত সবু কোঈ * রাম মাতু অস কাহে ন হোঈ।
মাতা ভরতু গোদ বৈঠারে * আঁসু পোঁছি মৃদু বচন উচারে ॥

স্বভাব দেখে সকলে বলে, রামের মা ইনি কেনই বা না হবেন ? মা ভরতকে কোলে বসালেন এবং তার চোখ মুছিয়ে কোমল বচনে বললেন -

অজহুঁ বচ্ছ বলি ধীরজ ধরহূ * কুসময় সমুঝি সোক পরিহরহূ।
জনি মানহু হিয়ঁ হানি গলানী * কাল করম গতি অঘটিত জানী ॥

আজকে, বাছা, ধৈর্য ধরো, তোমাদের সব অমঙ্গল আমাকে দাও। কুসময় জেনে শোক পরিহার করো। কাল ও কর্মের গতি অলঙ্ঘনীয় জেনে হৃদয়ে হানিজনিত কোন গ্লানি রেখো না।

কাহুহি দোসু দেহু জনি তাতা * ভা মোহি সব বিধি বাম বিধাতা।
জো এতেহুঁ দুখ মোহি জিআরা * অজহুঁ কো জানই কা তেহি ভারা ॥

কার দোষ দেব। বাছা, সব দিক দিয়ে আমার প্রতি বিধাতা বাম যিনি এত দুঃখেও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজও কেউ জানে না বিধাতার কী অভিপ্রায়।

দো০ পিতু আয়স ভূষন বসন, তাত তজে রঘুবীর।
বিসমউ হরষু ন হৃদয়ঁ কছু, পহিরে বলকল চীর ॥১৬০

হে তাত, পিতার আদেশে রঘুবীর বসনভূষণ ত্যাগ করেছে। হৃদয়ে বিস্ময় বা হর্ষ কিছুই অনুভব না করে সে ছিন্ন বল্কল পরিধান করেছে।

মুখ প্রসন্ন মন রঙ্গ ন রোষূ * সব কর সব বিধি করি পরিতোষূ।
চলে বিপিন সুনি সিয় সঁগ লাগী * রহই ন রাম চরন অনুরাগী ॥

মুখ প্রসন্ন, মনে রঙ্গ বা রোষ কিছুই নেই। সবরকমে সবাইকে তুষ্ট করে সে বনে গেল। শুনে রামচরণে অনুরাগিণী সীতা, কিছুতেই রইল না, তার সঙ্গ নিল।

সুনতহিঁ লখনু চলে উঠি সাথা * রহহিঁ ন জতন কিএ রঘুনাথা।
তব রঘুপতি সবহী সিরু নাঈ * চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঈ ॥

শোনামাত্রই লক্ষ্মণ উঠে সঙ্গে চলল। রাম তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেও সে রইল না। তখন রাম সকলকে প্রণাম করে প্রস্থান করল। সঙ্গে গেল সীতা আর অনুজ (লক্ষ্মণ)।

রামু লখনু সিয় বনহি সিধাএ * গইউ ন সঙ্গ ন প্রান পঠাএ।
য়হু সবু ভা ইন্হ আঁখিন্হ আগেঁ * তউ ন তজা তনু জীব অভাগেঁ ॥

রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা বনে প্রবেশ করল। আমি সঙ্গেও গেলাম না, প্রাণটাও পাঠাতে পারলাম না। এই চোখের সামনে এসব হল। তবু প্রাণ এই পোড়া দেহকে ত্যাগ করল না।

মোহি ন লাজ নিজ নেহু নিহারী * রাম সরিস সুত মৈঁ মহতারী।
জিঐ মরৈ ভল ভূপতি জানা * মোর হৃদয় সত কুলিস সমানা ॥

নিজের স্নেহ দেখে আমার লজ্জা হয় না কারণ আমি রামের মতো সন্তানের জননী। বাঁচা ও মরা তো রাজা ভালোরকমই জানতেন। আমার হৃদয় যে বজ্রের মতো কঠোর।

দো০ কৌশল্যা কে বচন সুনি, ভরত সহিত রনিবাসু।
ব্যাকুল বিলপত রাজগৃহ, মানহুঁ সোক নিবাসু ॥ ১৬১

কৌশল্যার কথা শুনে ভরতের সঙ্গে রানীরা ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে থাকে। মনে হল রাজগৃহ যেন শোকালয়।

চৌ০ বিলপহিঁ বিকল ভরত দোউ ভাঈ * কৌসল্যাঁ লিএ হৃদয়ঁ লগাঈ।
ভাঁতি অনেক ভরতু সমুঝাএ * কহি বিবেকময় বচন সুনাএ ॥

ভরতেরা দুইভাই ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। কৌশল্যা তাদের নিয়ে বুকে ধারণ করলেন। জ্ঞানগর্ভ অনেক কথা শুনিয়ে অনেক রকমে ভরতকে বোঝালেন।

ভরতহুঁ মাতু সকল সমুঝাঈঁ * কহি পুরান শ্রুতি কথা সুনাঈঁ।
ছল বিহীন সুচি সরল সুবানী * বোলে ভরত জোরি জুগ পানী ॥

ভরত পুরাণ ও বেদের সুন্দর কথা শুনিয়ে মায়েদের বোঝালেন। অপকট, শুচি, সরল ও সুন্দর বাণীতে ভরত হাত জোড় করে বললেন—

জে অঘ মাতু পিতা সুত মারেঁ * গাই গোঠ মহিসুর পুর জারেঁ।
জে অঘ তিয় বালক বধ কীন্হে * মীত মহীপতি মাহুর দীন্হে॥
জে পাতক উপপাতক অহহীঁ * করম বচন মন ভব কবি কহহী।
তে পাতক মোহি হোহুঁ বিধাতা জৌঁ য়হু হোই মোর মত মাতা॥

যে-পাপ মাতা, পিতা ও পুত্রকে বধ করলে হয়, গোশালা ও ব্রাহ্মণদের নগরকে দগ্ধ করলে হয়, যে-পাপ স্ত্রী ও বালককে বধ করলে এবং মিত্র ও রাজাকে বিষ দিলে হয়, কর্মে, বচনে ও মনে উৎপন্ন যত পাতক ও উপপাতক আছে বলে কবি বলেন, এবং যদি এই কাজে আমার মত হয় তাহলে যে পাপ আমার হবে, হে মাতা, হে বিধাতা, সে সব পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে।

দো॰ জে পরিহরি হরি হর চরণ, ভজহিঁ ভূতগন ঘোর।
তেহিকই গতি মোহি দেউ বিধি, জৌঁ জননীমত মোর॥ ১৬২

মা, যদি এতে আমার মত থাকে তাহলে যারা হরি-হর পদ পরিহার করে ঘোর ভূতগণকে পূজা করে তাদের যে গতি হবে বিধাতা আমাকে সেই গতি দিন।

চৌ॰ বেচহিঁ বেদু ধরমু দুহি লেহীঁ * পিসুন পরায় পাপ কহি দেহীঁ।
কপটী কুটিল কলহপ্রিয় ক্রোধী * বেদ বিদূষক বিস্ব বিরোধী॥
লোভী লম্পট লোলুপচারা * জে তাকহিঁ পরধনু পরদারা।
পাবৌঁ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোরা * জৌঁ জননী য়হু সম্মত মোরা॥

বেদ বিক্রি করে যে ধর্ম দোহন করে নেয়, যে পরনিন্দা করে এবং পরের পাপ রটনা করে, যে কপট, কুটিল, কলহপ্রিয় এবং কোপন, বেদনিন্দক এবং জগদ্‌বিরোধী, যে লোভী লম্পট, যার আচার লালসাকলঙ্কিত, পরধন ও পরদারের প্রতি যার নজর, মা, এ কাজে যদি আমার সম্মতি থাকে তবে তাদের মতোই আমার শোচনীয় গতি হোক।

জে নহিঁ সাধু সঙ্গ অনুরাগে * পরমারথ পথ বিমুখ অভাগে।
জে ন ভজহিঁ হরি নরতনু পাঈ * জিন্হহি ন হরিহর সুজসু সোহাঈ॥
তজি শ্রুতি পন্থু বাম পথ চলহীঁ * বঞ্চক বিরঞ্চি বেষ জগু ছলহীঁ।
তিন্হ কৈ গতি মোহি সঙ্কর দেউ * জননী জৌঁ য়হু জানৌঁ ভেউ॥

যাদের সাধুসঙ্গে অনুরাগ নেই, যে হতভাগ্য পরমার্থপথ থেকে বিমুখ, নরতনু পেয়ে যারা হরিকে ভজনা করে না, হরি হরের সুযশ যাদের ভালো লাগে না, যারা বেদের পথ ত্যাগ করে বাম পথে চলে—বঞ্চকের বেশ নিয়ে যারা সংসারকে ঠকায় হে জননী, আমি যদি এই চক্রান্তের কথা জেনে থাকি তাহলে যেন শঙ্কর আমাকে তাদেরই গতি দেন।

দো৹ মাতু ভরত কে বচন সুনি, সাঁচে সরল সুভায়ঁ।
কহতি রাম প্রিয় তাত তুমু, সদা বচন মন কায়ঁ॥ ১৬৩

মাতা কৌশল্যা ভরতের সত্য এবং স্বভাব-সরল কথা শুনে বললেন, তাত, তুমি তো বচন, মন ও দেহে সর্বদাই রামের প্রিয়।

চৌ৹ রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুম্হারে * তুম্হ রঘুপতিহি প্রানহু তে প্যারে।
বিধু বিষ চুবৈ স্রবৈ হিমু আগী * হোই বারিচর বারি বিরাগী॥
ভএঁ গ্যান বরু মিটৈ ন মোহূ * তুম্হ রামহি প্রতিকূল ন হোহূ।
মত তুম্হার য়হু জো জগ কহহীঁ *সো সপনেহুঁ সুখ সুগতি ন লহহীঁ॥

রাম তোমার প্রাণের চেয়ে (বড়ো) প্রাণ। আর তুমি রামের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। চাঁদ যদি বিষ ক্ষরণ করে, হিম যদি অগ্নি বর্ষণ করে, যদি জলচর জলে বিরাগী হয়, জ্ঞান হলেও যদি মোহ নির্মূল না হয়, তা হলেও তুমি রামের প্রতিকূল হবে না। এতে তোমার মত আছে এ কথা জগতে যারা বলে তারা স্বপ্নেও সুখ ও সদ্‌গতি লাভ করতে পারবে না।

অস কহি মাতু ভরতু হিয়ঁ লাএ * থন পয় স্রবহিঁ নয়ন জল ছাএ।
করত বিলাপ বহুত য়হি ভাঁতী * বৈঠেহিঁ বীতি গঈ সব রাতী॥

এই বলে মা ভরতকে বুকে নিলেন, স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হল, চোখ জলে ভরে গেল। এইভাবে বহু বিলাপ করতে করতে বসেই সমস্ত রাত কেটে গেল।

দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বামদেউ বসিষ্ঠ তব আএ * সচিব মহাজন সকল বোলাএ।
মুনি বহু ভাঁতি ভরত উপদেসে * কহি পরমারথ বচন সুদেসে॥

তখন বামদেব এবং বশিষ্ঠ এলেন, সচিব এবং মহাজনদের সকলকে ডেকে আনলেন। মুনি সুন্দর পরমার্থ বচন বলে ভরতকে নানাভাবে উপদেশ দিলেন।

দো॰ তাত হৃদয়ঁ ধীরজু ধরহু, করহু জো অরসর আজু।
উঠে ভরত গুর বচন সুনি, করন কহেউ সবু সাজু ॥১৬৪॥

হে তাত, হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করো, আজ যা কর্তব্য তাই করো। গুরুর কথা শুনে ভরত উঠলেন, সময়োচিত কাজ (সবাইকে) করতে বললেন।

চৌ॰ নৃপতনু বেদ বিদিত অন্হবারা * পরম বিচিত্র বিমানু বনারা।
গহি পদ ভরত মাতু সব রাখী * রহীঁ রানি দরসন অভিলাষী ॥

বেদসম্মত রীতিতে রাজদেহকে স্নান করালেন, পরম বিচিত্র বিমান বানালেন। চরণ গ্রহণ করে মায়েদের (সহমরণ থেকে) নিবারণ করলেন। রানীরা রামের দর্শন-অভিলাষে রয়ে গেলেন।

চন্দন অগর ভার বহু আএ * অমিত অনেক সুগন্ধ সুহাএ।
সরজু তীর রচি চিতা বনাঈ * জনু সুর পুর সোপান সুহাঈ ॥

চন্দন ও অগুরু ভারে ভারে এল, অসংখ্য ও বহুরকমের সুন্দর সুগন্ধ এল। সরযূতীরে চিতা রচনা করা হল, তা যেন সুরলোকের সুন্দর সোপান।

এহি বিধি দাহ ক্রিয়া সব কীন্হী * বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জলি দীন্হী।
সোধি সুমৃতি সব বেদ পুরানা * কীন্হ ভরত দসগাত বিধানা ॥

এইভাবে সব দাহক্রিয়া করলেন। বিধিমত স্নান করে তিলাঞ্জলি দিলেন। স্মৃতি ও সমস্ত বেদ ও পুরাণের বিধি নিরূপণ করে ভরত দশগাত্র-ক্রিয়া করলেন।

জহঁ জস মুনিবর আয়সু দীন্হা * তহঁ তস সহস ভাঁতি সবু কীন্হা।
ভএ বিসুদ্ধ দিএ সব দানা * ধেনু বাজি গজ বাহন নানা ॥

দো॰ সিঙ্ঘাসন ভূষন বসন, অন্ন ধরনি ধন ধাম।
দিএ ভরত লহি ভূমিসুর, ভে পরিপূরণ কাম ॥১৬৫॥

মুনিবর যেখানে যে-যে আদেশ দিলেন সেখানে সহস্র রকমে সেই সেই আদেশ পালন করলেন। বিশুদ্ধ হয়ে ভরত দান করলেন। ধেনু, অশ্ব, গজ, নানা বাহন, সিংহাসন, বসন, ভূষণ, অন্ন, ভূমি, ধন, গৃহ ভরত ব্রাহ্মণদের দিলেন। তাঁরা পূর্ণকাম হলেন।

বশিষ্ঠ-ভরত সংবাদ

চৌ॰ পিতুহিত ভরত কীন্হি জসি করনী *সো মুখ লাখ জাই নহিঁ বরনী।
সুদিনু সোধি মুনিবর তব আএ * সচিব মহাজন সকল বোলাএ ॥

পিতার জন্যে ভরত যে-সব ক্রিয়া করলেন তা লক্ষ মুখেও বর্ণনা করা যাবে না। তখন সুদিন নির্ধারণ করে মুনিবর এলেন এবং সচিব ও মহাজন সকলকে ডাকলেন।

বৈঠে রাজ সভা সব জাঈ * পঠএ বোলি ভরত দোউ ভাঈ।
ভরতু বসিষ্ঠ নিকট বৈঠারে * নীতি ধরমময় বচন উচারে ॥

ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডেকে এনে সবাই রাজসভায় গিয়ে বসলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে কাছে বসালেন নীতিগর্ভ ও ধর্মময় উপদেশ দিলেন।

প্রথম কথা সব মুনিবর বরনী * কৈকই কুটিল কীহ্নি জসি করনী।
ভূপ ধরমব্রতু সত্য সরাহা * জেহিঁ তনু পরিহরি প্রেমু নিবাহা ॥

মুনিবর প্রথমে কুটিল কৈকেয়ী যা করছেন সে সব বললেন। তারপর প্রশংসা করলেন রাজার সত্য ধর্মব্রতকে। দেহত্যাগ করে তিনি প্রেমকেই চরিতার্থ করেছেন।

কহত রাম গুন সীল সুভাউ * সজল নয়ন পুলকেউ মুনিরাউ।
বহুরি লখন সিয় প্রীতি বখানী * সোক সনেহ মগন মুনি গ্যানী ॥

রামের গুণশীল ও স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে মুনিরাজের চোখে জল এল এবং তিনি রোমাঞ্চিত হলেন।

দো০ সুনহু ভরত ভাবী প্রবল, বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভু জীবনু মরনু, জসু অপজসু বিধি হাথ ॥১৬৬॥

মুনিনাথ (বশিষ্ঠ) সখেদে বললেন, শোনো ভরত, ভবিতব্য প্রবল। লাভক্ষতি জীবন-মরণ যশঅপযশ সব বিধাতার হাতে।

চৌ০ অস বিচারি কেহি দেইঅ দোসূ * ব্যরথ কাহি পর কীজিঅ রোসূ।
তাত বিচারু করহু মন মাহীঁ * সোচ জোগু দসরথু নৃপু নাহীঁ ॥

একথা বিচার করে কাকে দোষ দেওয়া যাবে, অনর্থক কার উপরে রাগ করা যাবে। হে তাত, মনে বিচার করে দেখ, দশরথ শোকের যোগ্য রাজা নন।

সোচিঅ বিপ্র জো বেদ বিহীনা * তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীনা।
সোচিঅ নৃপতি জো নীতি ন জানা * জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রান সমানা ॥

শোকের যোগ্য সেই বিপ্র যিনি বেদবিহীন, যিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে একান্ত বিষয়াসক্ত। শোকের যোগ্য সেই রাজা যিনি নীতিজ্ঞ নন, প্রজা যাঁর প্রাণতুল্য নয়।

সোচিঅ বয়সু কৃপন ধনবানূ * জো ন অতিথি সিব ভগতি সুজানূ।
সোচিঅ সূদ্রু বিপ্র অবমানা * মুখর মানপ্রিয় গ্যান গুমানী ॥

শোকের যোগ্য সেই বৈশ্য যে ধনবান হয়ে কৃপণ, যে অতিথিসেবায় এবং শিবভক্তিতে চতুর নয়। শোকের যোগ্য সেই শূদ্র যে বিপ্রের অবমাননা করে, যে বহুভাষী, মানপ্রিয় এবং জ্ঞান-অভিমানী।

সোচিঅ পুনি পতি বঞ্চক নারী * কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী।
সোচিঅ বটু নিজ ব্রতু পরিহরঈ * জো নহিঁ গুর আয়সু অনুসরঈ ॥

শোকের যোগ্য সেই নারী যে পতিকে বঞ্চনা করে, যে কুটিল কলহপ্রিয় এবং স্বেচ্ছাচারী। শোকের যোগ্য সেই ব্রহ্মচারী যে ব্রত পরিহার করে, যে গুরুর আদেশ পালন করে না।

দো॰ সোচিঅ গৃহী জো মোহ বস, করই করম পথ ত্যাগ।
সোচিঅ জতী প্রপঞ্চ রত, বিগত বিবেক বিরাগ ॥১৬৭॥

শোকের যোগ্য সেই গৃহী যে মোহবশে কর্মপথ ত্যাগ করে। শোকের যোগ্য সেই যতী যে মায়ায় নিরত, যার বিবেক ও বৈরাগ্য নেই।

বৈখানস সোই সোচৈ জোগূ * তপু বিহাই জেহি ভাবই ভোগূ।
সোচিঅ পিসুন অকারন ক্রোধী * জননি জনক গুর বন্ধু বিরোধী ॥

সেই সন্ন্যাসীই (বানপ্রস্থী) শোকের যোগ্য, যিনি তপস্যা ছেড়ে ভোগের কথা চিন্তা করে। সে-ই শোকের যোগ্য যে পরনিন্দকারী, অকারণক্রোধী এবং জনক-জননী, গুরু ও বন্ধুজনের বিরোধী।

সব বিধি সোচিঅ পর অপকারী * নিজ তনু পোষক নিরদয় ভারী।
সোচনীয় সবহীঁ বিধি সোঈ * জো ন ছাড়ি ছলু হরি জন হোঈ ॥

যে সবদিক দিয়ে শোকের যোগ্য যে পর-অপকারী, যে নির্দয় এবং নিজের শরীরপোষণেই রত।

সোচনীয় নহিঁ কোসলরাঊ * ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাঊ।
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা * ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা ॥

কোশলরাজ দশরথ শোকের যোগ্য নন, যাঁর প্রভাব চারদিকে প্রকট। হে ভরত! তোমার পিতার মতো রাজা হয় নি আর হবেও না।

বিধি হরি হরু সুরপতি দিসি নাথা * বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র এবং লোকপালেরা সবাই দশরথের গুণগান করেন।

দো॰ কহহু তাত কেহি ভাঁতি কোউ, করিহি বড়াঈ তাসু।
রাম লখন তুম্হ সত্রুহন, সরিস সুঅন সুচি জাসু ॥১৬৮॥

হে তাত, বলো, রাম, লক্ষ্মণ, তুমি এবং শত্রুঘ্নের মতো পবিত্র পুত্র যাঁর, কে কেমন করে তাঁর মহিমা বর্ণনা করবে?

চৌ॰ সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী * বাদি বিষাদু করিঅ তেহি লাগী।
য়হু সুনি সমুঝি সোচু পরিহরহূ * সির ধরি রাজ রজায়সু করহূ ॥

সবরকমে রাজা ভাগ্যবান, তাঁর জন্যে শোক করা বৃথা, একথা বুঝে শোক পরিত্যাগ করো। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই অনুসারে কাজ করো।

রায়ঁ রাজপদু তুম্হকহঁ দীন্হা * পিতা বচনু ফুর চাহিঅ কীন্হা।
তজে রামু জেহিঁ বচনহি লাগী * তনু পরিহরেউ রাম বিরহাগী ॥

রাজা তোমাকে রাজপদ দিয়েছেন, পিতৃবচন সত্য করে তোলা তোমার কর্তব্য, সেজন্যে তিনি রামকে ত্যাগ করেছেন এবং তারই বিরহাগ্নিতে নিজের শরীর ভস্ম করেছেন।

নৃপহি বচন প্রিয় নহিঁ প্রিয় প্রানা * করহু তাত পিতু বচন প্রবানা।
করহু সীস ধরি ভূপ রজাঈ * হই তুম্হ কহঁ সব ভাঁতি ভলাঈ ॥

কথাই (কথা দিয়ে কথা রাখা) রাজার প্রিয় ছিল, প্রাণ নয়। তাই, হে তাত! পিতৃবচনকে সত্য প্রমাণ করো। রাজার আজ্ঞা মাথায় রেখে তা পালন করো। এতেই সবদিক থেকে তোমার মঙ্গল হবে।

পরসুরাম পিতু অগ্যা রাখী * মারী মাতু লোক সব সাখী।
তনয় জজাতিহি জৌবনু দয়উ * পিতু অগ্যাঁ অঘ অজসু ন ভয়উ ॥

পরশুরাম পিতার আদেশে, মাকেও হত্যা করেছেন, সবাই এর সাক্ষী। যযাতির পুত্র নিজের যৌবন দিয়েছেন। পিতার আদেশের দরুন তাঁর পাপ বা অপযশ হয় নি।

দো॰ অনুচিত উচিত বিচারু তজি, জে পালনহিঁ পিতু বৈন।
তে ভাজন সুখ সুজস কে, বসহিঁ অমরপতি ঐন ॥১৬৯॥

উচিত-অনুচিত বিচার ত্যাগ করে যে পিতার আদেশ পালন করে সে সুখ ও সুযশের ভাজন হয়ে স্বর্গলোকে বাস করে।

চৌ০ অরসি নরেস বচন ফুর করহূ * পালহু প্রজা সোকু পরিহরহূ।
সুরপুর নৃপু পাইহি পরিতোষূ * তুম্হ কহুঁ সুকৃতু সুজসু নহিঁ দোষূ॥

রাজার বচন অবশ্য সত্য করে তোলো। শোক পরিহার করো, প্রজা পালন করো। দেবলোকে রাজার সন্তোষ হবে, তোমার সুযশ ও পুণ্য হবে, দোষ হবে না।

বেদ বিদিত সম্মত সবহী কা * জেহি পিতু দেই সো পাবই টীকা।
করহু রাজু পরিহরহু গলানী * মানহু মোর বচন হিত জানী॥

এ বেদবিহিত এবং সর্বসম্মত যে যাকে পিতা দেবেন সেই রাজপদ পাবে। অতএব তুমি রাজ্য করো, গ্লানি ত্যাগ করো, আমার কথা হিতকর জেনে তা মেনে নাও।

সুনি সুখু লহব রাম বৈদেহীঁ * অনুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহীঁ।
কৌসল্যাদি সকল মহতারীঁ * তেউ প্রজা সুখ হোহিঁ সুখারীঁ॥

রাম এবং সীতাও একথা শুনে সুখী হবেন। কোন পণ্ডিতই একে অনুচিত বলবেন না। কৌশল্যাদি সব জননীই প্রজার সুখে সুখী হবেন।

পরম তুম্হার রাম কর জানিহি * সো সব বিধি তুম্হ সন ভল মানিহি।
সৌঁপেহু রাজু রামকে আএঁ * সেবা করেহু সনেহ সুহাএঁ॥

যে তোমার এবং রামের প্রীতির কথা জানে সে সবরকমে তোমাকে ভালো বলে মনে করবে। রাম এলে তাঁকে রাজ্য সঁপে দেবে এবং পরম প্রেমে তাঁর সেবা করবে।

দো০ কীজিঅ গুর আয়সু অবসি, কহহিঁ সচিব কর জোরি।
রঘুপতি আএঁ উচিত জস, তস তব করব বহোরি॥১৭০॥

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন—গুরুর আজ্ঞা অবশ্যই পালন করুন। রঘুপতি ফিরে এলে যা উচিত তাই করবেন।

চৌ০ কৌশল্যা ধরি ধীরজু কহঈ * পূত পথ্য গুর আয়সু অহঈ।
সো আদরিঅ করিঅ হিত মানী * তজিঅ বিষাদু কাল গতি জানী॥

কৌশল্যা ধৈর্য ধরে বললেন, তাত! গুরুর আজ্ঞা হিতকারী। তাঁর সম্মান করো এবং মেনে নিয়ে তাই করো। কালগতি উপলব্ধি করে বিষাদ দূর করো।

বন রঘুপতি সুরপতি নরনাহূ * তুম্হ এহি ভাঁতি তাত কদরাহূ।
পরিজন প্রজা সচিব সব অম্বা * তুম্হহি সুত সব কহঁ অবলম্বা॥

হে তাত! রাম বনে, রাজা স্বর্গে, তুমি এমন কাতর হয়ে পড়ছ। হে পুত্র! পরিজন, প্রজা, সচিব এবং মায়েদের তুমিই অবলম্বন।

লখি বিধি বাম কালু কঠিনাঈ * ধীরজু ধরহু মাতু বলি জাঈ।
সির ধরি গুর আয়সু অনুসরহূ * প্রজা পালি পরিজন দুখু হরহূ॥

বিধি বাম এবং সময়টা কঠিন দেখে ধৈর্য ধরো, মা তোমার সব বালাই নিচ্ছে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তা অনুসরণ করো। প্রজা পালন করে পরিজনের দুঃখ হরণ করো।

গুরকে বচন সচিব অভিনন্দনু * সুনে ভরত হিয় হিত জনু চন্দনু।
সুনী বহোরি মাতু মৃদু বানী * সীল সনেহ সরল রস সানী॥

ভরত গুরুর কথা এবং সচিবের অনুমোদন শুনলেন যা হৃদয়ে চন্দনের মতো লাগল। মায়ের কোমল বচনও শুনলেন, যা শীল স্নেহ ও সরলতার রসে মাখা।

ছন্দ০ সানী সরল রস মাতু বানী সুনি ভরতু ব্যাকুল ভএ।
লোচন সরোরুহ স্রবত সীঁচত বিরহ উর অঙ্কুর নএ॥
সো দসা দেখত সময় তেহি বিসরী সবহি সুধি দেহ কী।
তুলসী সরাহত সকল সাদর সীবঁ সহজ সনেহ কী॥

সরলতার রসে মাখা মায়ের বাণী শুনে ভরত ব্যাকুল হলেন। তাঁর নয়নপদ্ম থেকে ক্ষরিত জল যেন হৃদয়ের বিরহরূপ নব অঙ্কুরকে সিক্ত করল। সেই দশা দেখে সেই সময়ে সকলের দেহজ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হল। তুলসীদাস বলছেন, সেই সহজ স্নেহের সীমাস্বরূপ ভরতকে সকলে প্রশংসা করল।

সো০ ভরতু কমল কর জোরি, ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি।
বচন অমিঅঁ জনু বোরি, দেত উচিত উত্তর সবহি॥৮॥

ধৈর্যধুরন্ধর ভরত ধৈর্যধারণ করে করকমল যুক্ত করে যেন অমৃতপূর্ণ বচনে সকলকে যথোচিত উত্তর দিলেন।

মোহি উপদেসু দীহ্ন গুর নীকা * প্রজা সচিব সম্মত সবহী কা।
মাতু উচিত ধরি আয়সু দীহ্না * অবসি সীস ধরি চাহউঁ কীহ্না॥

গুরুদেব আমাকে খুব ভালো উপদেশ দিয়েছেন যা প্রজা ও সচিবপ্রমুখ সকলেরই মনের মতো। মাও আমাকে উচিত আদেশ দিয়েছেন। তা আমি অবশ্যই শিরোধার্য করে পালন করতে চাই।

গুর পিতু মাতু স্বামি হিত বানী * সুনি মন মুদিত করিঅ ভলি জানী।
উচিত কি অনুচিত কিএঁ বিচারূ * ধরমু জাই সির পাতক ভারূ ॥

গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী এবং বন্ধুর বাণী শুনে তা ভালো বলে জেনে প্রসন্ন মনে করা উচিত। উচিত-অনুচিত বিচার করলে ধর্মনাশ ও মাথায় পাপের বোঝা হয়ে পড়ে।

তুম্হ তৌ দেহু সরল সিখ সোঈ * জো আচরত মোর ভল হোঈ।
জদ্যপি য়হ সমুঝং হউঁ নীকেঁ * তদপি হোত পরিতোষু ন জীকেঁ ॥

আপনারা সকলে আমাকে সেই সরল শিক্ষাই দিচ্ছেন যা পালন করলে আমার ভালো হবে। যদিও আমি একথা ভালোভাবেই বুঝি তবুও আমার মনে সন্তোষ আসছে না।

অব তুম্হ বিনয় মোরি সুনি লেহূ * মোহি অনুহরত সিখাৱনু দেহূ।
উতরু দেউঁ ছমব অপরাধূ * দুখিত দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ ॥

এখন আপনারা আমার প্রার্থনা শুনুন, তারপর আমাকে উচিত শিক্ষা দিন। আমি যে উত্তর দিচ্ছি এই অপরাধকে ক্ষমা করবেন, কারণ সাধুরা দুঃখীদের দোষ আর গুণ ধরেন না।

দো৹ পিতু সুরপুর সিয় রামু বন, করন কহহু মোহি রাজু।
এহি তেঁ জানহু মোর হিত, কৈ আপন বড় কাজু ॥১৭১॥

পিতা স্বর্গে আর সীতা ও রাম বনে, আপনারা আমাকে রাজ্য করতে বলছেন। এতেই আপনারা আমার কল্যাণ দেখছেন এবং ভাবছেন এতেই আমার বড়ো কাজ করা হবে।

চৌ৹ হিত হমার সিয়পতি সেৱকাঈঁ * সো হরি লীন্হ মাতু কুটিলাঈঁ।
মৈঁ অনুমানি দীখ মন মাহীঁ * আন উপায়ঁ মোর হিত নাহীঁ ॥

আমার মঙ্গল সীতাপতি রামের সেবাতেই, মায়ের কূটচক্র সে সুযোগ হরণ করেছে। আমি মনে মনে ভেবে দেখেছি আমার মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই।

সোক সমাজু রাজু কেহি লেখেঁ * লখন রাম সিয় বিনু পদ দেখেঁ।
বাদি বসন বিনু ভূষন ভারূ * বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্মবিচারূ ॥

লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার চরণদর্শন ছাড়া রাজ্য (আমার কাছে) শোকরাশি: তাকে কে গণ্য করে? বসন বিনা ভূষণ মিথ্যা ভারস্বরূপ, ব্রহ্মবিচারও বৈরাগ্যছাড়া মিথ্যা।

সরুজ সরীর বাদি বহু ভোগা * বিনু হরি ভগতি জায়ঁ জপ জোগা।
জাউঁ জীৱ বিনু দেহ সুহাঈ * বাদি মোর সবু বিনু রঘুরাঈ ॥

রুগ্ন শরীরে বহু ভোগও ব্যর্থ, জপ ও যজ্ঞ হরিভক্তিবিনা বৃথা, প্রাণ ছাড়া সুন্দর দেহ বৃথা, রাম ছাড়া তেমনি আমার সবকিছু বৃথা।

জায় রাম পহিঁ আয়সু দেহূ * একহিঁ আঁক মোর হিত এহূ।
মোহি নৃপ করি ভল আপন চহহূ * সোউ সনেহ জড়তা বস কহহূ ॥

আজ্ঞা দাও রামের কাছে যাব। আমার মঙ্গল শুধু এই একটি ব্যাপারে। আমাকে রাজা করে তোমরা ভালো চাও, স্নেহ ও জড়তার বশেই এমন কথা বলছ।

দো॰ কৈকেঈ সুঅ কুটিল মতি, রাম বিমুখ গত লাজ।
তুহ্ম চাহত সুখু মোহ বস, মোহি সে অধম কেঁ রাজ ॥১৭২॥

কৈকেয়ীর পুত্র, কুটিলমতি, রামবিমুখ ও নির্লজ্জ আমার মতো অধমের রাজা থেকে তোমরা যে সুখ চাও তা মোহের বশেই।

চৌ॰ কহউঁ সাঁচু সব সুনি পতিআহূ * চাহিঅ ধরমসীল নরনাহূ।
মোহি রাজু হটি দেইহহু জবহীঁ * রসা রসাতল জাইহি তবহীঁ ॥

আমি সত্য বলছি, তোমরা শুনে বিশ্বাস করো, রাজা ধর্মশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাকে জিদ করে যে-ই রাজ্য দেবে অমনি ধরণী রসাতলে যাবে।

মোহি সমান কো পাপ নিবাসূ * জেহি লগি সীয় রাম বনবাসূ।
রায় রাম কহুঁ কাননু দীহ্না * বিছুরত গমনু অমরপুর কীহ্না ॥

আমার মতো পাপাত্মা কে যার জন্যে সীতা ও রামের বনবাস হল। রাজা রামকে বনবাস দিলেন এবং তাঁর বিচ্ছেদেই তিনি স্বর্গলোকে গেলেন।

মৈঁ সঠু সব অনরথ কর হেতূ * বৈঠ বাত সব সুনউঁ সচেতূ।
বিনু রঘুবীর বিলোকি অবাসূ * রহে প্রান সহি জগ উপহাসূ ॥

আর শঠ আমি অনর্থের মূল, বসে বসে সব কথা শুনছি। রামবিহীন ঘর দেখেও এই সংসারের হাসি সহ্য করতে রয়ে গেলাম।

রাম পুনীত বিষয় রস রূখে * লোলুপ ভূমি ভোগ কে ভূখে।
কহঁ লগি কহৌঁ হৃদয় কঠিনাঈ * নিদরি কুলিসু জেহিঁ লহী বড়াঈ ॥

এ (ভরত) রামের বিষয়রসে উদাসীন। এই লোভী ভূমি এর ভোগের তৃষ্ণায় কাতর। আমি আমার হৃদয়ে কঠোরতার কথা আর কত বলব?—বজ্রকেও নিরাদর করে যা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে।

দো০ কারন তেঁ কারজু কঠিন, হোই দোসু নহিঁ মোর।
কুলিস অস্থি তেঁ উপল তেঁ, লোহ করাল কঠোর ॥১৭৩॥

কারণ থেকে কার্য কঠিন হয়, এতে আমার কোন দোষ নেই। অস্থি, উপল এবং লোহার চেয়ে বজ্র বেশি ভয়ঙ্কর ও কঠিন।

চৌ০ কৈকেঈ ভব তনু অনুরাগে * পাঁবর প্রান অঘাই অভাগে।
জৌঁ প্রিয় বিরহঁ প্রান প্রিয় লাগে * দেখব সুনব বহুত অব আগে ॥

কৈকেয়ীজাত দেহে অনুরাগী এই নীচ প্রাণ একেবারেই হতভাগ্য। প্রিয় বিরহও যখন প্রাণপ্রিয় লাগছে তখন ভবিষ্যতে আরও কত দেখব ও শুনব।

লখন রাম সিয় কহুঁ বনু দীহ্না * পঠই অমরপুর পতি হিত কীহ্না।
লীহ্ন বিধবপন অপজসু আপূ * দীহ্নেউ প্রজহি সোকু সন্তাপূ ॥

(কৈকেয়ী) রাম, লক্ষ্মণ আর সীতাকে বনে দিয়েছেন, দেবলোকে পাঠিয়ে স্বামীর মঙ্গল করেছেন, নিজে বৈধব্য এবং অপযশ নিয়েছেন এবং প্রজাদের দিয়েছেন শোক ও দুঃখ।

মোহি দীহ্ন সুখু সুজসু সুরাজূ * কীহ্ন কৈকঈ সব কর কাজূ।
এহি তেঁ মোর কাহ অব নীকা * তেহি পর দেন কহহু তুম্হ টীকা ॥

আমাকে সুখ, সুযশ এবং সুরাজ্য দিয়েছেন। কৈকেয়ী সবারই কাজ করেছেন। আমার কাছে এর চেয়ে ভালো এখন আর কী হবে? এর উপরেও আপনারা আমাকে রাজতিলক দিতে বলছেন।

কৈকই জঠর জনমি জগ মাহীঁ * যহ মোহি কহঁ কছু অনুচিত নাহীঁ।
মোরি বাত সব বিধিহিঁ বনাঈ * প্রজা পাঁচ কত করহু সহাঈ ॥

সংসারে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম নিয়ে এটা আমার কাছে মোটেই অনুচিত নয়। আমার সব কিছুই তো বিধাতাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এর মধ্যে প্রজারা এবং আপনারা পাঁচজন কেন সহায়তা করছেন?

দো০ গ্রহ গ্রহীত পুনি বাত বস, তেহি পুনি বীছী মার।
তেহি পিআইঅ বারুনী, কহহু কাহ উপচার ॥১৭৪॥

গ্রহ (কুগ্রহ) যাকে গ্রাস করেছে, যে বাতে আক্রান্ত এবং যাকে বৃশ্চিক দংশন করেছে তাকে মদিরা পান করিয়ে আর কোন্ চিকিৎসাটা হবে?

চৌ॰ কৈকঈ সুঅন জোগু জগ জোঈ * চতুর বিরঞ্চি দীহ্ন মোহি সোঈ।
দসরথ তনয় রাম লঘু ভাঈ * দীহ্নি মোহি বিধি বাদি বড়াঈ॥

জগতে কৈকেয়ীর পুত্রের যোগ্য যা কিছু তা সবই চতুর ব্রহ্মা আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু দশরথের পুত্র এবং রামের ছোটোভাই হবার গৌরব বিধাতা আমাকে বৃথাই দিয়েছেন।

তুহ্ম সব কহহু কঢ়াবন টীকা * রায় রজায়সু সব কহঁ নীকা।
উতরু দেউঁ কেহি বিধি কেহী * কহহু সুখেন জথা রুচি জেহী॥

আপনারা সবাই বলছেন রাজ্যাভিষেক করাতে। রাজাজ্ঞা সবারই ভালো বলে মনে হয়েছে। কাকে আমি কেমন করে উত্তর দেব? যার যেমন অভিরুচি সে তাই বলুক।

মোহি কুমাতু সমেত বিহাঈ * কহহু কহিহি কে কীহ্ন ভলাঈ।
মো বিনু কো সচরাচর মাহীঁ * জেহি সিয় রামু প্রানপ্রিয় নাহীঁ॥

কুমাতা-সমেত আমাকে ত্যাগ করে বলুন কে বলবে তিনি আমার ভালো করেছেন? চরাচরে আমি ছাড়া আর কে আছে রাম-সীতা যার প্রাণপ্রিয় নন?

পরম হানি সব কহঁ বড় লাহূ * অদিনু মোর নহিঁ দূষন কাহূ।
সংসয় সীল প্রেম বস অহহূ * সবুই উচিত সব জো কছু কহহূ॥

পরম হানিকেই সবার কাছে লাভ বলে মনে হয়। আমারই সময়টা খারাপ, দোষ কারোই নেই। সংশয়, শীল এবং স্নেহের বশে আপনারা যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন।

দো॰ রাম মাতু সুঠি সরলচিত, মো পর প্রেমু বিসেষি।
কহই সুভায় সনেহ বস, মোরি দীনতা দেখি॥১৭৫॥

রামজননী অত্যন্ত সরলমতি, আমার উপরে তাঁর বিশেষ স্নেহ। আমার দীনতা দেখে অত্যন্ত স্নেহবশে তিনি একথা বলছেন।

চৌ॰ গুর বিবেক সাগর জগু জানা * জিন্হহি বিস্ব কর বদর সমানা।
মো কহঁ তিলক সাজ সজ সোউ * ভএঁ বিধি বিমুখ বিমুখ সবু কোউ॥

গুরু জ্ঞানের সমুদ্র, সমস্ত জগৎ তা জানে, বিশ্ব যাঁর হস্তামলকের মতো। তিনি আমার জন্যে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করছেন। বিধাতা বিমুখ হলে সবাই বিমুখ।

পরিহরি রামু সীয় জন মাহীঁ * কোউ ন কহিহি মোর মত নাহীঁ।
সো মৈঁ সুনব সহব সুখু মানী * অন্তহুঁ কীচ তহাঁ জহঁ পানী॥

জগতে রাম সীতা ছাড়া আর কেউ বলবেন না যে এতে আমার মত ছিল না। আমি তা সুখ মনে করে শুনব আর সইব। কারণ, পাঁক শেষ যেখানেই হয় সেখানে জল থাকে।

ডরু ন মোহি জগ কহিহি কি পোচূ * পরলোকহু কর নাহিন সোচূ।
একই ভর বস দুসহ দবারী * মোহি লগি ভে সিয় রামু দুখারী॥

সংসার আমাকে নীচ বলবে বলে আমি ভয় পাই না, পরলোকের চিন্তাও আমার নেই। আমার হৃদয়ে এই এক জ্বালা যে আমার জন্যে রাম ও সীতাকে দুঃখ পেতে হল।

জীৱন লাহু লখন ভল পাৱা * সবু তজি রাম চরন মনু লাৱা।
মোর জনম রঘুবর বন লাগী * ঝূট কাহ পছিতাউঁ অভাগী॥

জীবনধারণের পরম লাভ লক্ষ্মণ পেলেন, যিনি সমস্ত ত্যাগ করে রামের চরণে মন দিয়েছেন। আমার জন্ম তো রামের বনগমনের জন্যেই হয়েছে, হতভাগ্য আমি বৃথাই আফশোষ করছি।

দো০ আপনি দারুন দীনতা, কহউঁ সবহি সিরু নাই।
দেখেঁ বিনু রঘুনাথ পদ, জিয় কৈ জরনি ন জাই॥১৭৬॥

সকলের কাছে মাথা নত করে নিজের দারুণ দৈন্যের কথা বলছি, রঘুনাথের চরণ না দর্শন করলে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়োবে না।

চৌ০ আন উপাউ মোহি নাহিঁ সুঝা * কো জিয় কৈ রঘুবর বিনু বুঝা।
একহিঁ আঁক ইহহি মন মাহীঁ * প্রাতকাল চলিহউঁ প্রভু পাহীঁ॥

আমি অন্য উপায় ভেবে পাচ্ছি না। রাম বিনা আর কে আমার মনের কথা বুঝবেন? আমার মনে একটিই সংকল্প—কাল প্রভাতে প্রভুর কাছেই যাব।

জদ্যপি মৈঁ অনফল অপরাধী * ভৈ মোহি কারন সকল উপাধী।
তদপি সরগ সনমুখ মোহি দেখী * ছমি সব করিহহিঁ কৃপা বিসেষী॥

যদিও আমি নীচ অপরাধী এবং আমার জন্যেই সব অনর্থ তবুও সম্মুখে শরণাগত আমাকে দেখে আমার সব (অপরাধ) ক্ষমা করে আমার উপর বিশেষ কৃপা করবেন তিনি।

সীল সকুচ সুঠি সরল সুভাউ * কৃপা সনেহ সদন রঘুরাউ।
অরিহুক অনভল কীন্হ ন রামা * মৈঁ সিসু সেৱক জদ্যপি বামা॥

শীল, সঙ্কোচ, সুন্দর সরল স্বভাব, কৃপা এবং স্নেহের আধার রঘুরাজ। রাম শত্রুরও অনিষ্ট করেন নি কখনও, আমি তো বালক ও সেবক, যদিও তাঁর প্রতিকূল।

তুম্হ পৈ পাঁচ মোর ভল মানী * আয়সু আসিষ দেহু সুবানী।
জেহি সুনি বিনয় মোহি জনু জানী * আরহিঁ বহুরি রামু রাজধানী॥

আপনারা পাঁচজনও আমার মঙ্গল মনে করে মধুর বাণীতে আজ্ঞা দিয়ে আশীর্বাদ দিন, যাতে আমার প্রার্থনা শুনে এবং আমাকে তাঁর দাস মেনে রাম আবার রাজধানীতে ফিরে আসেন।

দো০ জদ্যপি জনমু কুমাতু তেঁ, মৈঁ সঠু সদা সদোষ।
আপন জানি ন ত্যাগিহহিঁ, মোহি রঘুবীর ভরোস॥১৭৭॥

যদিও আমার জন্ম কুমাতা থেকে, আমি শঠ এবং সর্বদা দোষী, তবুও নিজের দাস মনে করে রঘুবীর আমাকে ত্যাগ করবেন না এই ভরসা।

অযোধ্যাবাসী-সহ ভরত-শত্রুঘ্নের চিত্রকূটগমনের প্রস্তুতি

চৌ০ ভরত বচন সব কহঁ প্রিয় লাগে * রাম সনেহ সুধাঁ জনু পাগে।
লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে * মন্ত্র সবীজ সুনত জনু জাগে॥

ভরতের কথা সবার ভালো লাগল, যেন রামের স্নেহসুধায় ডোবানো। লোকেরা বিচ্ছেদের বিষম-বিষে জর্জরিত ছিল, সঞ্জীব মন্ত্র শুনতেই তারা যেন জেগে উঠল।

মাতু সচিব গুর পুর নরনারী * সকল সনেহঁ বিকল ভএ ভারী।
ভরতহি কহহিঁ সরাহি সরাহী * রাম প্রেম মূরতি তনু আহী॥

মাতা, সচিব, গুরু, পুরনরনারী সকলেই স্নেহে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। ভরতকে বার বার প্রশংসা করতে করতে বললেন, রামের স্নেহই যেন (ভরতের) মূর্তি ধরে এসেছে।

তাত ভরত অস কাহে ন কহহূ * প্রান সমান রাম প্রিয় অহহূ।
জো পাবঁরু আপনী জড়তাঈঁ * তুম্হহি সুগাই মাতু কুটিলাঈঁ॥
সো সঠু কোটিক পুরুষ সমেতা * বসিহি কলপ সত নরক নিকেতা।
অহি অঘ অবগুন নহিঁ মনি গহঈ * হরই গরল দুখ দারিদ দহঈ॥

হে ভরত, হে তাত, তুমি একথা বলবে না কেন ? রামের তুমি প্রাণের মতো প্রিয়। যে নীচ নিজের মূর্খতাবশত মায়ের কুটিলতার জন্যে তোমার উপর সন্দেহ করবে সেই মূর্খ কোটি পুরুষসমেত শতকল্প নরককুণ্ডে বাস করবে। সাপের মণি সাপের বিষ আর পাপ গ্রহণ করে না, বরং তা বিষ এবং দুঃখ দারিদ্র্যকে দূর করে।

দো০ অবসি চলিঅ বন রামু জহঁ, ভরত মন্ত্রু ভল কীন্হ।
সোক সিন্ধু বূড়ত সবহি, তুম্হ অবলম্বনু দীন্হ ॥১৭৮॥

অবশ্যই বনে চলো, যেখানে রাম—ভরত অমোঘ মন্ত্র দিয়েছেন। সবাই শোক সাগরে ডুবছিল, তুমি তাদের অবলম্বন দিলে।

চৌ০ ভা সব কেঁ মন মোদু ন থোরা * জনু ঘন ধুনি সুনি চাতক মোরা।
চলত প্রাত লখি নিরনউ নীকে * ভরতু প্রানপ্রিয় ভে সবহী কে ॥

সকলের মনে অত্যন্ত আনন্দ হল, মেঘগর্জন শুনে যেমন চাতক ও ময়ূর আনন্দিত হয়। পরদিন প্রভাতেই যাত্রার সুন্দর সংকল্প শুনে ভরত সবার প্রাণপ্রিয় হলেন।

মুনিহি বন্দি ভরতহি সিরু নাঈ * চলে সকল ঘর বিদা করাঈ।
ধন্য ভরত জীবনু জগ মাহীঁ * সীলু সনেহু সরাহত জাহীঁ ॥

মুনিকে বন্দনা করে ভরত মাথা নত করে সকলের বিদায় চেয়ে নিজের ঘরে গেলেন। জগতে ভরতের জীবনই ধন্য। এই ভাবে ভরতের শীল ও স্নেহের প্রশংসা করতে করতে সকলে চললেন।

কহহিঁ পরসপর ভা বড় কাজু * সকল চলৈ কর সাজহিঁ সাজু।
জেহি রাখহিঁ রহু ঘর রখৱারী * সো জানই জনু গরদনি মারী ॥

তাঁরা পরস্পর বলতে থাকেন, বড়ো কাজ হল একটা। সকলেই প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ঘরের দেখাশোনার জন্যে যাকে রাখতে চাওয়া হল তার মনে হল যেন তার গর্দান গেল।

কোউ কহ রহন কহিঅ নহিঁ কাহূ * কো ন চহই জগ জীবন লাহূ।

কেউ বলল কাউকে থাকতে বোলো না। জগতে জন্ম নেবার ফল কে না পেতে চায় ?

দো০ জরউ সো সম্পতি সদন সুখু, সুহৃদ মাতু পিতু ভাই।
সনমুখ হোত জো রামপদ, করৈ ন সহাস সহাই ॥১৭৯॥

সেই সম্পদ, ঘর, সুখ, মিত্র, মা, পিতা, ভাই দগ্ধ হোক রামের চরণের সম্মুখীন হতে যে হাসিমুখে সাহায্যে করে না।

চৌ॰ ঘর ঘর সাজহিঁ বাহন নানা * হরষু হৃদয় পরভাত পয়ানা।
ভরত জাই ঘর কীহ্ন বিচারূ * নগরু বাজি গজ ভবন ভঁড়ারূ ॥
সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী * জোঁ বিনু জতন চলোঁ তজি তাহী।
তৌ পরিনাম ন মোরি ভলাঈ * পাপ সিরোমনি সাই দোহাঈ ॥

লোকে ঘরে ঘরে অনেক রকম বাহন সাজাতে লাগল। হৃদয়ে তাদের আনন্দ, কাল ভোরেই তারা রওনা হবে। ভরত ভবনে গিয়ে ভাবলেন নগর, অশ্বগজ, মহল, ভাণ্ডার সবই রঘুপতির। যদি ব্যবস্থা না করেই এসব ছেড়ে চলে যাই তাহলে পরিণাম ভালো হবে না কারণ প্রভু-দ্রোহ সবপাপের বড়ো।

করই স্বামি হিত সেবকু সোঈ * দূষন কোটি দেই কিন কোঈ।
অস বিচারি সুচি সেবক বোলে * জে সপনেহুঁ নিজ ধরম ন ডোলে ॥

সেবক সে-ই যে স্বামীর হিত করে, লোকে তাঁর সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন। ভরত এ কথা মনে ভেবে বিশ্বাসী সেবকদের ডাকলেন যারা স্বপ্নেও নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

কহি সবু মরমু ধরমু ভল ভাষা * জো জেহি লায়ক সো তেহিঁ রাখা।
করি সবু জতনু রাখি রখবারে * রাম মাতু পহিঁ ভরতু সিধারে ॥

(শাসন সংক্রান্ত) সমস্ত গুপ্তকথা বলে তাদের ধর্মোপদেশ দিলেন, যে যে-কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজেরই ভার দিলেন, সবরকম সতর্কতা নিয়ে রক্ষকদের নিযুক্ত করে তিনি রামজননী কৌশল্যার কাছে গেলেন।

দো॰ আরত জননী জানি সব, ভরত সনেহ সুজান।
কহেউ বনাবন পালকী, সজন সুখাসন জান ॥১৮০॥

মায়েদের আর্ত দেখে স্নেহচতুর ভরত পালকি তৈরি করতে এবং সুখাসন ও যান সাজাতে বললেন।

চৌ॰ চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী * চহত প্রাত উর আরত ভারী।
জাগত সব নিসি ভয়উ বিহানা * ভরত বোলাএ সচিব সুজানা ॥

নগরীর নরনারীরা চক্রবাক ও চক্রবাকীর মতো ভোর হোক এই চাইল, তাদের হৃদয়ে বড়ো উদ্বেগ। জেগেই তারা রাত কাটাল। ভরত এবারে চতুর সচিবদের ডাকলেন।

কহেউ লেহু সবু তিলক সমাজূ * বনহিঁ দেব মুনি রামহি রাজূ।
বেগি চলহু সুনি সচিব জোহারে * তুরত তুরগ রথ নাগ সঁবারে॥

বললেন, রামের রাজ্যাভিষেক করব, শিগ্‌গির চলুন। সচিবেরা শুনে প্রণাম করলেন এবং অবিলম্বে ঘোড়া, রথ ও হাতি সাজালেন।

অরুন্ধতী আরু অগিনি সভাউ * রথ চঢ়ি চলে প্রথম মুনিরাউ।
বিপ্র বৃন্দ চঢ়ি বাহন নানা * চলে সকল তপ তেজ নিধানা॥

অরুন্ধতী এবং অগ্নিহোত্রের জন্যে উপকরণ নিয়ে মুনিরাজ বশিষ্ঠ সবার আগে রথে চড়ে চললেন। সমস্ত তপ ও তেজের আধার ব্রাহ্মণেরা নানা বাহনে চড়ে চললেন।

নগর লোগ সব সজি সজি জানা * চিত্রকূট কহঁ কীহ্ন পয়ানা।
সিবিকা সুভগ ন জাহিঁ বখানী * চঢ়ি চঢ়ি চলত ভঈ সব রানী॥

নগরের লোকেরা সব নানা যান সাজিয়ে চিত্রকূটের উদ্দেশে যাত্রা করল। সুন্দর পালকি চড়ে চড়ে রানীরা সব চললেন, সে-সব পালকির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়।

দো॰ সৌঁপি নগর সুচি সেবকনি, সাদর সকল চলাই।
সুমিরি রাম সিয় চরন তব, চলে ভরত দোউ ভাই॥১৮১॥

বিশ্বাসী সেবকদের হাতে নগর সমপর্ণ করে, সাদরে সবাইকে চালনা করে, রামসীতার চরণ স্মরণ করে, ভরত ও শত্রুঘ্ন দু-ভাই চললেন।

চিত্রকূটযাত্রা

চৌ॰ রাম দরস বস সব নর নারী * জনু করি করিনি চলে তকি বারী।
বন সিয় রামু সমুঝি মন মাহীঁ * সানুজ ভরত পয়াদেহিঁ জাহীঁ॥

সমস্ত নরনারী শ্রীরাম দর্শনের জন্যে এমন ভাবে চললেন (পিপাসার্ত) গজরাজ ও গজকামিনী জল দেখলে যেমন ভাবে চলে। সীতা ও রাম বনে (আছেন) একথা মনে মনে বুঝে অনুজকে নিয়ে ভরত পায়ে হেঁটেই চললেন।

দেখি সনেহু লোগ অনুরাগে * উতরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে।
জাই সমীপ রাখি নিজ ডোলী * রাম মাতু মৃদু বানী বোলী॥

তাদের (ভ্রাতৃ-) প্রেম দেখে লোকেরা অনুরাগে মগ্ন হয়ে ঘোড়া, হাতি এবং রথ ছেড়ে নেমে (পায়ে হেঁটেই) চলতে লাগল।

ভরতের কাছে গিয়ে পালকি থামাতে বলে কৌশল্যা কোমল বচনে বললেন—

তাত চঢ়হু রথ বলি মহতারী * হোইহি প্রিয় পরিৱারু দুখারী।
তুম্হরেঁ চলত চলিহি সবু লোগূ * সকল সোক কৃস নহিঁ মগ জোগূ॥

তাত, মা তোমাদের সব অমঙ্গল নিচ্ছে। রথে চড়ে চলো তোমরা। না হলে প্রিয় স্বজনেরা দুঃখিত হবেন। তোমরা হেঁটে চললে সবাই হেঁটে যাবে। সকলেই শোকে মলিন, হেঁটে পথ চলার যোগ্য কেউ নেই।

সির ধরি বচন চরন সিরু নাঈ * রথ চঢ়ি চলত ভএ দোউ ভাঈ।
তমসা প্রথম দিৱস করি বাসূ * দূসর গোমতি তীর নিৱাসূ॥

মায়ের কথা মাথায় নিয়ে প্রণাম করে দু-ভাই রথে চড়ে চললেন। তমসানদীর তীরে প্রথম দিন বাস করে দ্বিতীয় দিন গোমতীনদীর তীরে বাস করলেন।

দো॰ পয় অহার ফল অসন এক, নিসি ভোজন এক লোগ।
করত রাম হিত নেম ব্রত, পরিহরি ভূষন ভোগ॥১৮২॥

কেউ শুধু দুধ পান করল, কেউ ফলাহার করল, কেউ রাতেই একবারমাত্র আহার করল। ভূষণ ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে রামের জন্যে তারা নিয়ম ও ব্রত করতে লাগল।

গুহকের সন্দেহ ও সতর্কতা

চৌ॰ সঈ তীর বসি চলে বিহানে * সৃঙ্গবেরপুর সব নিঅরানে।
সমাচার সব সুনে নিষাদা * হৃদয়ঁ বিচার করই সবিষাদা॥

সঈ নদীর তীরে রাত কাটিয়ে ভোরে রওনা হয়ে সৃঙ্গবেরপুরে এল সবাই। সংবাদ শুনে নিষাদেরা সবিষাদে মনে মনে ভাবল—

কারন কৱন ভরতু বন জাহীঁ * হৈ কছু কপট ভাউ মন মাহীঁ।
জৌঁ পৈ জিয়ঁ ন হোতি কুটিলাঈ * তৌ কত লীন্হ সঙ্গ কটকাঈ॥

ভরত বনে যাচ্ছেন কেন? মনে হয় তো কপট ভাব কিছু আছে। যদি মনে কু-মতলবই কিছু না থাকবে তাহলে সঙ্গে সৈন্য নেবেন কেন?

জানহিঁ সানুজ রামহি মারী * করউঁ অকণ্টক রাজু সুখারী।
ভরত ন রাজনীতি উর আনী * তব কলঙ্কু অব জীৱন হানী॥

মনে ভাবে সানুজ রামকে মেরে সুখে অকণ্টক রাজ্য ভোগ করবে। ভরত রাজনীতি বিচার করে নি। তখন ছিল শুধু কলঙ্ক আর এখন জীবনহানি।

সকল সুরাসুর জুরহিঁ জুঝারা * রামহি সমর ন জীতনিহারা।
কা আচরজু ভরতু অস করহীঁ * নাহিঁ বিষ বেলি অমিঅ ফল ফরহীঁ॥

সমস্ত সুরাসুর মিলিত হয়েও যদি যুদ্ধ করে তাহলেও আশ্চর্য হবার কী আছে। বিষ-লতায় অমৃতফল ফলে না।

দো০ অস বিচারি গুহঁ গ্যাতি সন, কহেউ সজগ সবু হোহু।
হথবাঁসহু বোরহু তরনি, কীজিঅ ঘাটারোহু॥১৮৯॥

এ কথা বিচার করে গুহক তার জ্ঞাতিদের বলল, সবাই সজাগ হও। দাঁড়গুলোকে নৌকো সমেত ডুবিয়ে দাও। ঘাট বন্ধ করো।

চৌ০ হোহু সঁজোইল রোকহু ঘাটা * ঠাটহু সকল মরৈ কে ঠাটা।
সনমুখ লোহ ভরত সন লেউঁ * জিঅত ন সুরসরি উতরন দেউঁ॥

সজ্জিত হও, ঘাট বন্ধ কর মরণের সব সাজ সাজিয়ে দাও। ভরতের সঙ্গে মুখোমুখি আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে। বেঁচে থাকতে গঙ্গার পারে নামতে দেব না।

সমর মরনু পুনি সুরসরি তীরা * রাম কাজু ছনভঙ্গ সরীরা।
ভরত ভাই নৃপু মৈঁ জন নীচূ * বড়েঁ ভাগ অসি পাইঅ মীচু॥

যুদ্ধে মৃত্যু, তায় গঙ্গাতীরে, তার উপরে রামের কাজ, ক্ষণভঙ্গুর শরীর এর জন্যে কেন উৎসর্গ করব না? ভরত রা -ভ্রাতা আর আমি নীচ এক সেবক। বড়ো ভাগ্যে এমন মৃত্যু মেলে।

স্বামি কাজ করিহউঁ রন রারী * জস ধবলিহউঁ ভুবন দস চারী।
তজউঁ প্রান রঘুনাথ নিহোরেঁ * দুহূঁ হাথ মুদ মোদক মোরেঁ॥

প্রভুর কাজে যুদ্ধে লড়াই করে, এবং চোদ্দ ভুবন শুভ্র যশে ভরে দেব। রঘুনাথের জন্যে প্রাণ ত্যাগ করব। আমার দুই হাতে আনন্দের নাড়ু।

সাধু সমাজ ন জাকর লেখা * রাম ভগত মহুঁ জাসু ন রেখা।
জায়ঁ জিঅত জগ সো মহি ভারূ * জননী জৌবন বিটপ কুঠারূ॥

সাধুসমাজে যার সম্মান নেই, রামভক্তদের মধ্যে যা হয় গণ্য করা হয় না, সে জগতে পৃথিবীর ভার হয়ে বৃথাই বেঁচে আছে। সে জননীযৌবনতরুর পক্ষে কুঠারের মতো।

দো০ বিগত বিষাদ নিষাদপতি, সবহি বঢ়াই উছাহু।

সুমিরি রাম মাগেউ তুরত, তরকস ধনুষ সনাহু ॥১৮৪॥

নিষাদরাজ বিষাদ দূর করে, সবার উৎসাহ বৃদ্ধি করল। রামকে স্মরণ করে অবিলম্বে ধনুর্বাণসমেত তূণীর চেয়ে পাঠাল।

চৌ০ বেগহু ভইহু সজহু সঁজোউ * সুনি রজাই কদরাই ন কোউ।

ভলেহিঁ নাথ সব কহহিঁ সহরষা * একহিঁ এক বঢ়াবই করষা ॥

বলল—ভাই, শিগ্‌গিরই যুদ্ধের সাজ সাজাও। আমার আদেশ শুনে কেউ ভয় কোরো না। তারা সবাই সানন্দে বলল, হে নাথ! তাই হবে। নিজেদের মধ্যে তারা একে অন্যের উৎসাহ বাড়াতে লাগল।

চলে নিষাদ জোহারি জোহারী * সুর সকল রন রূচই রারী।

সুমিরি রাম পদ পঙ্কজ পনহীঁ * ভাথী বাঁধি চঢ়াইন্হি ধনহীঁ ॥

নিষাদরাজকে প্রণাম জানিয়ে জানিয়ে তারা চলল। সকলেই বীর, যুদ্ধে সকলেরই প্রীতি। আর রামের পদপঙ্কজের পাদুকাকে স্মরণ করে তূণীর বেঁধে ধনুকে জ্যা রোপণ করে।

অঁগরী পহিরি কূঁড়ি সির ধরহীঁ * ফরসা বাঁস সেল সম করহীঁ।

এক কুশল অতি ওড়ন খাঁড়ে * কূদহি গগন মনহুঁ ছিতি ছাঁড়ে ॥

এরা বর্ম প'রে মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ পরছে, কুঠার, বল্লম এবং এরং বর্শায় শাণ দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ অসিচালনায় অত্যন্ত নিপুণ, সে মাটি ছেড়ে যেন আকাশে লাফাচ্ছে।

নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ * গুহ রাউতহি জোহারে জাঈ।

দেখি সুভট সব লায়ক জানে * লৈ লৈ নাম সকল সনমানে ॥

যার যার সাজসজ্জা এবং দল ঠিক করে নিষাদরাজ গুহককে প্রণাম করল গিয়ে। সুন্দর যোগ্য সৈন্য দেখে গুহক নাম নিয়ে নিয়ে সকলকে সম্মানিত করল।

দো ভাইহু লরহু ধোখ জনি, আজু কাজ বড় মোহি।

সুনি সরোষ বোলে সুভট, বীর অধীর ন হোহি ॥১৮৫॥

গুহক বলল, ভাই-সব, আজ যেন ঘাবড়ে যেওনা, আজ আমার মস্তবড়ো কর্তব্য। শুনে বীর সৈন্যরা সজোরে বলল—হে বীর অধীর হবেন না।

চৌ০ রাম প্রতাপ নাথ বল তোরে * করহিঁ কটকু বিনু ভট বিনু ঘোরে।

জীবত পাউ ন পাছেঁ ধরহীঁ * রুণ্ড মুণ্ডময় মেদিনি করহীঁ ॥

হে নাথ, রামচন্দ্রের প্রতাপে এবং আপনার বলে (ভরতের বাহিনীকে) যোদ্ধাহীন এবং অশ্বহীন করে তুলব। প্রাণ থাকতে পিছু হটব না। রণভূমি যোদ্ধাদের দেহ (মৃতদেহ) এবং মুণ্ডে (ছিন্নমুণ্ডে) ভরে দেব।

দীখ নিষাদনাথ ভল টোলূ * কহেউ বজাউ জুঝাউ ঢোলূ।
এতনা কহত ছীঁক ভঈ বাঁএ * কহেউ সগুনিঅন্হ খেত সুহাএ॥

নিষাদরাজ বীরদের দল দেখে বলল, যুদ্ধের দামামা বাজাও। বলতে না বলতে বাঁদিক থেকে একটা হাঁচি এল। লক্ষণবিদেরা বললেন শুভস্থানে হাঁচি হয়েচে। (অর্থাৎ মঙ্গলেরই সঙ্কেত)।

বূঢ় একু কহ সগুন বিচারী * ভরতহি মিলিঅ ন হোইহি রারী।
রামহি ভরতু মনাবন জাহীঁ * সগুন কহই অস বিগ্রহু নাহীঁ॥

একজন বৃদ্ধ লক্ষণ বিচার করে বলল, ভরতের সঙ্গে যুদ্ধ হবে না। ভরত রামকে অনুরোধ করতে এসেছেন, লক্ষণ বলছে, বিরোধ হবে না।

ভরত-গুহকমিলন

সুনি গুহ কহই নীক কহ বূঢ়া * সহসা করি পছিতাহিঁ বিমূঢ়া।
ভরত সুভাউ সীলু বিনু বূঝেঁ * বড়ি হিত হানি জানি বিনু জূঝেঁ॥

এ কথা শুনে গুহক বলল, এ বৃদ্ধ ঠিক বলেছে। মূর্খেরা হঠাৎ কিছু করে অনুশোচনা করে। ভরতের শীল ও স্বভাবকে না বুঝে সুঝে যুদ্ধ করলে ঘোর অনিষ্ট হবে

দো০ গহহু ঘাট ভট সমিটি সব, লেউঁ মরম মিলি জাই।
বূঝি মিত্র অরি মধ্য গতি, তস তব করিহউঁ আই॥১৮৬॥

তোমরা ঘাঁটি আগলে থাকো। আমি গিয়ে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিপ্রায় বুঝি - তিনি মিত্র না শত্রু, না নিরপেক্ষ এ সব বুঝে যা করণীয় এসে করব।

লখব সনেহু সুভায়ঁ সুহাএঁ * বৈরু প্রীতি নহিঁ দুরইঁ দুরাএঁ।
অস কহি ভেট সঁজোবন লাগে * কন্দ মূল ফল খগ মৃগ মাগে॥

আমি (ভরতের) প্রেম স্বভাব-সুন্দর কিনা তা ধরে ফেলব, কারণ শত্রুতা ও প্রেম চেষ্টা করলেও গোপন করা যায় না। এই বলে উপহার সাজাতে লাগল এবং কন্দ মূল ফল এবং পশুপাখি সংগ্রহ করতে বলল।

মীন পীন পাঠীন পুরানে * ভরি ভরি ভার কহারন্হ আনে।
মিলন সাজু সাজি মিলন সিধাএ * মঙ্গল মূল সগুন সুভ পাএ ॥

কাহারেরা পুরনো এবং বড়ো বড়ো পোনা মাছ ভারায় ভরে ভরে নিয়ে এল। গুহক মিলনসজ্জা সাজিয়ে রওনা হল, শুভ-লক্ষণ দেখতে পেল সে।

দেখি দূর তেঁ কহি নিজ নামূ * কীন্হ মুনীসহি দণ্ড প্রনামূ।
জানি রামপ্রিয় দীন্হি অসীসা * ভরতহি কহেউ বুঝাই মুনীসা ॥

দূর থেকে মুনিকে (বশিষ্ঠকে) দেখে নিজের নাম বলে প্রণাম করল। রামপ্রিয় জেনে আশীর্বাদ দিলেন, মুনিবর ভরতকে গুহকের পরিচয় বুঝিয়ে বললেন।

রাম সখা সুনি সন্দনু ত্যাগা * চলে উতরি উমগত অনুরাগা।
গাউঁ জাতি গুহঁ নাউঁ সুনাঈ * কীন্হি জোহারু মাথ মহি লাঈ ॥

রামের সখা শুনে রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে চললেন। গুহক নিজের নাম, গ্রাম ও জাতির নাম শুনিয়ে মাথা নত করে প্রণাম করলেন।

দো০ করত দণ্ডবত দেখি তেহি. ভরত লীন্হ উর লাই।
মনহুঁ লখন সন ভেঁট ভই, প্রেমু ন হৃদয়ঁ সমাই ॥১৮৭॥

সে প্রণাম করতেই ভরত তাকে বুকে নিলেন। মনে হল লক্ষ্মণের সঙ্গেই যেন সাক্ষাৎ হল, প্রেম হৃদয়ে আর ধরে না।

চৌ০ ভেঁটত ভরতু তাহি অতি প্রীতী * লোগ সিহাহিঁ প্রেম কৈ রীতী।
ধন্য ধন্য ধুনি মঙ্গল মূলা * সুর সরাহি তেহি বরিসহিঁ ফূলা ॥

গভীর প্রীতিতে ভরত তার সঙ্গে মিলিত হলেন। লোকে এই প্রেম-রীতি ঈর্ষার চোখে দেখল। মঙ্গলসূচক 'ধন্য ধন্য' ধ্বনি হতে লাগল। দেবতারাও তার প্রশংসা করে পুষ্প বর্ষণ করলেন।

লোক বেদ সব ভাঁতিহিঁ নীচা * জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীচাঁ।
তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু ভ্রাতা * মিলত পুলক পরিপূরিত গাতা ॥

লোকসমাজে এবং বেদে যে সবরকমে নীচ, যার ছায়া স্পর্শ করলেও স্নান করতে হয় আনন্দ-পুলকিত দেহে ভরত তাকেই বুকে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হলেন।

রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ * তিন্হহিঁ ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহীঁ।
য়হ তৌ রাম লাই উর লীন্হা * কুল সমেত জগু পাবন কীন্হা ॥

রাম রাম বলে যারা হাই তোলে পাপপুঞ্জ তার সামনে যায় না। একে (গুহককে) তো জগৎপাবন রাম বুকে নিয়েছেন এবং কুলসমেত পবিত্র করেছেন।

করমনাস জলু সুরসরি পরঈ * তেহি কো কহহু সীস নহিঁ ধরঈ।
উলটা নামু জপত জগু জানা * বালমীকি ভএ ব্রহ্ম সমানা ॥

কর্মনাশা নদীর জলও যদি গঙ্গায় গিয়ে পড়ে তাহলে কে তাকে মাথায় নেয় না বলো? জগৎ জানে উল্টো-নাম জপ করতে করতে বাল্মীকি ব্রহ্মতুল্য হয়েছিলেন।

দো০ স্বপচ সবর খস জমন জড়, পাবঁর কোল কিরাত।
রামু কহত পাবন পরম, হোত ভুবন বিখ্যাত ॥১৮৮॥

মূর্খ চণ্ডাল, শবর, খস, যবন, নীচ কোল ও কিরাত রাম-নাম নিয়ে পরম পাবন ও ভুবন-বিখ্যাত হয়।

চৌ০ নহিঁ অচিরিজু জুগ জুগ চলি আঈ * কেহি ন দীন্হি রঘুবীর বড়াঈ।
রাম নাম মহিমা সুর কহহীঁ * সুনি সুনি অবঁধ লোগ সুখু লহহীঁ ॥

এতে কোন বিস্ময় নেই, যুগ যুগ ধরে এই চলে আসছে। রঘুবর কাকে না সম্মান দিয়েছেন। দেবতারা রামনামের মহিমা গেয়ে থাকেন। শুনে শুনে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দ লাভ করে।

রামসখহি মিলি ভরত সপ্রেমা * পূঁছী কুসল সুমঙ্গল খেমা।
দেখি ভরত কর সীলু সনেহূ * ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহূ ॥

ভরত সপ্রেমে রামসখার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কুশল, মঙ্গল ও ক্ষেম জিজ্ঞাসা করলেন। ভরতের শীল ও স্নেহ দেখে নিষাদ সে-সময় দেহবোধ বিস্মৃত হলেন।

সকুচ সনেহু মোদু মন বাঢ়া * ভরতহি চিতবত একটক ঠাঢ়া।
ধরি ধীরজু পদ বন্দি বহোরী * বিনয় সপ্রেম করত কর জোরী ॥

(নিষাদের) মনে সঙ্কোচ, স্নেহ ও আনন্দ বৃদ্ধি পেল। এক দৃষ্টে সে ভরতকে দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর ধৈর্য ধারণ করে পদবন্দনা করে হাত জোড় করে সপ্রেমে স্তুতি করতে লাগলেন।

কুসল মূল পদ পঙ্কজ পেখী * মৈঁ তিহুঁ কাল কুসল নিজ লেখী।
অব প্রভু পরম অনুগ্রহ তোরেঁ * সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরেঁ ॥

মঙ্গলমূল আপনার পদপঙ্কজ দেখে তিনকালেই আমার মঙ্গল বলে মনে করেছি। এখন আপনার অনুগ্রহ লাভ করে কোটিকুল সমেত মঙ্গল হল আমার।

দো॰ সমুঝি মোরি করতূতি কুলু, প্রভু মহিমা জিয়ঁ জোই।
জো ন ভজই রঘুবীর পদ, জগ বিধি বঞ্চিত সোই ॥১৮৯॥

নিজের বংশ ও কর্ম দেখে এবং প্রভুমহিমা হৃদয়ে বিচার করে আমি বুঝেছি, যে রামপদ-ভজনা করে না সে জগতে বিধিবঞ্চিত (বিধাতার করুণালাভে বঞ্চিত)।

চৌ॰ কপটী কায়র কুমতি কুজাতী * লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী।
রাম কীন্হ আপন জবহীঁ তেঁ * ভয়উঁ ভুবন ভূষন তবহী তেঁ ॥

আমি কপট, কাপুরুষ, কুমতি, কুজাতি, এবং সবদিক দিয়ে লোকসমাজ ও বেদের বাহিরে, কিন্তু যে-দিন থেকে রামচন্দ্র আমাকে আপন করে নিলেন সেদিন থেকে আমি ভুবনের ভূষণ হলাম।

দেখি প্রীতি সুনি বিনয় সুহাঈ * মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাঈ।
কহি নিষাদ নিজ নাম সুবানীঁ * সাদর সকল জোহারীঁ রানীঁ ॥

(নিষাদের) প্রীতি দেখে এবং সুন্দর বিনম্রবচন শুনে ভরতের অনুজ শত্রুঘ্ন তাঁর সঙ্গে মিললেন। নিষাদ সুন্দর বাণীতে নিজের নাম বলে সাদরে সমস্ত রানীকে প্রণাম করলেন।

জানি লখন সম দেহিঁ অসীসা * জিঅহু সুখী সয় লাখ বরীসা।
নিরখি নিষাদু নগর নর নারী * ভএ সুখী জনু লখনু নিহারী ॥

তাঁরা তাকে লক্ষ্মণের মতো মনে করে আশীর্বাদ দিলেন—তুমি শতলক্ষ বছর সুখে বেঁচে থাকো। নগরের নরনারী নিষাদকে দেখে এত সুখী হল যে মনে হল তারা যেন লক্ষ্মণকেই দেখেছে।

কহহিঁ লহেউ এহিঁ জীবন লাহূ * ভেঁটেউ রামভদ্র ভরি বাহূ।
সুনি নিষাদু নিজ ভাগ বড়াঈ * প্রমুদিত মন লই চলেউ লেবাঈ ॥

সবাই বলতে থাকে জীবনধারণের লাভ এই নিষাদই পেয়েছে কারণ রামচন্দ্র বাহু প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করছেন। নিষাদ নিজের ভাগ্যের গুণগান শুনে আনন্দিত মনে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলল।

দো॰ সনকারে সেবক সকল, চলে স্বামি রুখ পাই।
ঘর তরু তর সর বাগ বন, বাস বনা এন্হি জাই ॥১৯০॥

সে সেবকদের ইশারা করল। সকলে প্রভুর অভিপ্রায় জেনে ঘর, তরুতল, সরোবরের ধার ও উদ্যানে আবাস তৈরি করছিল।

সৃঙ্গবের পুর ভরত দীখ জব * ভে সনেহঁ সব অঙ্গ সিথিল তব।
সোহত দিএঁ নিষাদহি লাগূ * জনু তনু ধরেঁ বিনয় অনুরাগূ॥

শৃঙ্গবের পুর দেখে স্নেহে ভরতের অঙ্গ শিথিল হল। নিষাদের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে তিনি শোভমান হলেন। মনে হল যেন বিনয় ও প্রেম শরীর ধারণ করছে।

এহি বিধি ভরত সেনু সবু সঙ্গা * দীখি জাই জগ পাবনি গঙ্গা।
রামঘাট কহঁ কীন্হ প্রনামূ * ভা মনু মগনু মিলে জনু রামূ॥

এইভাবে ভরত সেনাদের নিয়ে জগৎপাবনী গঙ্গা দেখলেন গিয়ে। রামঘাটকে প্রণাম করলেন। তাঁর মন এমন প্রসন্ন হল যে মনে হল তিনি যেন রামের সঙ্গেই মিলিত হয়েছেন।

করহিঁ প্রনাম নগর নর নারী * মুদিত ব্রহ্মময় বারি নিহারী
করি মজ্জনু মাগহিঁ কর জোরী * রামচন্দ্র পদ প্রীতি ন থোরী॥

নগরের নরনারী প্রণাম করতে লাগল এবং সেই ব্রহ্মময় বারি দেখে আনন্দিত হল, স্নান করে করজোড়ে এই প্রার্থনা করল রামচন্দ্রের চরণে যেন গভীর প্রীতি হয়।

ভরত কহেউ সুরসরি তব রেনূ * সকল সুখদ সেবক সুরধেনূ।
জোরি পানি বর মাগউঁ এহূ * সীয় রাম পদ সহজ সনেহূ॥

ভরত বলতে লাগলেন—হে গঙ্গা! তোমার রেণু সর্বসুখপ্রদ এবং সেবকদের সুরধেনুর মতো। হাত জোড় করে এই বর চাই—সীতা ও রামের চরণে যেন আমার সহজ স্নেহ অটুট থাকে।

দো০ এহি বিধি মজ্জনু ভরতু করি, গুর অনুসাসন পাই।
মাতু নহানীঁ জানি সব, ডেরা চলে লবাই॥১৯১॥

এইভাবে ভরত স্নান করে এবং মায়েরা সকলে স্নান করছেন জেনে গুরুর আদেশ পেয়ে সকলকে আবাসে নিয়ে চললেন।

চৌ০ জহঁ তহঁ লোগন্হ ডেরা কীন্হা * ভরত সোধু সবহী কর লীন্হা।
সুর সেবা করি আয়সু পাঈ * রাম মাতু পহিঁ গে দোউ ভাঈ॥

যেখানে সেখানে লোকেরা অবস্থান করছিলেন, ভরত সকলেরই খোঁজ খবর নিলেন। দেবপূজা সেরে আজ্ঞা পেয়ে দুই ভাই কৌশল্যার কাছে গেলেন।

চরন চাঁপি কহি কহি মৃদু বানী * জননী সকল ভরত সনমানী।
ভাইহি সৌঁপি মাতৃ সেবকাঈ * অপু নিষাদহি লীন্হ বোলাঈ ॥

পদসেবা করে কোমল বচনে ভরত মায়েদের সকলকেই সম্মান দেখালেন। মায়েদের সেবার ভার ভাইকে (শত্রুঘ্নকে) দিয়ে নিজে নিষাদকে ডাকিয়ে আনলেন।

চলে সখা কর সোঁ কর জোরেঁ * সিথিল সরীরু সনেহ ন থোরেঁ।
পূঁছত সখহি সো ঠাউঁ দেখাউ * নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ ॥
জহঁ সিয় রামু লখনু নিসি সোএ * কহত ভরে জল লোচন কোএ।
ভরত বচন সুনি ভয়উ বিষাদূ * তুরত তহাঁ লই গয়উ নিষাদূ ॥

সখার হাতে হাত রেখে চললেন। বিপুল প্রেমে তাঁর শরীর অবশ হল। সখাকে (গুহককে) বললেন—আমাকে সেই জায়গাটি দেখিয়ে নয়ন ও মনের জ্বালা জুড়িয়ে দাও যেখানে সীতা রাম ও লক্ষ্মণ রাতে শয়ন করেন। একথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। ভরতের কথা শুনে নিষাদের দুঃখ হল। নিষাদ অবিলম্বে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন।

দো০ জহঁ সিংসুপা পুনীত তর, রঘুবর কিয় বিশ্রামু।
অতি সনেহঁ সাদর ভরত কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু ॥১৯১॥

যেখানে পবিত্র শিশুগাছের তলায় রাম বিশ্রাম করেছিলেন ভরত সপ্রেমে এবং সাদরে সেখানে প্রণাম করলেন।

চৌ০ কুস সাঁথরী নিহারী সুহাঈ * কীন্হ প্রনামু প্রদচ্ছিন জাঈ।
চরন রেখ রজ আঁখিন্হ লাঈ * বনই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ ॥

সুন্দর কুশশয্যা দেখে তাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। পদচিহ্নের ধূলি চোখে লাগালেন। সে প্রীতির আতিশয্য বর্ণনা করা যায় না।

কনক বিন্দু দুই চারিক দেখে * রাখে সীস সীয় সম লেখে।
সজল বিলোচন হৃদয়ঁ গলানী * কহত সখা সন বচন সুবানী ॥

দু-চারটি স্বর্ণবিন্দু দেখে তা সীতার মতোই মনে করে মাথায় রাখলেন। সজল চোখে হৃদয়-গলা সুন্দর বাণীতে সখাকে বললেন—

শ্রীহত সীয়ঁ বিরহঁ দ্যুতিহীনা * জথা অরধনর নারি বিলীনা।
পিতা জনক দেউ পটতর কেহী * করতল ভোগু জোগু জগ জেহী ॥

সীতাবিরহে এ-ও দ্যুতিহীন হয়েছে, অযোধ্যার নরনারীরা ক্ষীণ হয়েছেন। সীতার পিতা জনক। যাঁর মুঠোয় জগতের সব ভোগ এবং যোগ তাঁর উপমা আমি কার সঙ্গে দেব ?

সসুর ভানুকুল ভানু ভুআলূ * জেহি সিহাত অমরাবতি পালূ।
প্রাননাথু রঘুনাথ গোসাঈঁ * জো বড় হোত সো রাম বড়াঈঁ ॥

দো০ পতি দেবতা সুতীয় মনি, সীয় সাঁথরী দেখি।
বিহরত হৃদয় ন হহরি হর, পবি তেঁ কঠিন বিসেষি ॥১৯৩॥

যাঁর শ্বশুর সূর্যকুলসূর্য নৃপতি (দশরথ) যাঁকে দেখে অমরাবতীর রাজাও ঈর্ষ্যান্বিত হয়, রঘুনাথ রামচন্দ্র যাঁর প্রাণনাথ, যাঁরা মহান তাঁরা যাঁর মহিমায় মহান, পতিব্রতাদের শিরোমণি সেই সীতার শয্যা দেখেও আমার হৃদয় হাহাকার করে বিদীর্ণ হল না। হায় বজ্রের চেয়েও সে হৃদয় অনেক কঠোর।

চৌ০ লালন জোগু লখু লোনে * ভে ন ভাই অস অহহিঁ ন হোনে।
পুরজন প্রিয় পিতু মাতু দুলারে * সিয় রঘুবীরহি প্রানপিআরে ॥

ছোটো ভাই লক্ষ্মণ সুন্দর লালনযোগ্য। এমন ভাই হয় না, হবেও না। তিনি পুরবাসীদের প্রিয়, মাতাপিতার দুলাল, সীতা ও রঘুবীরের প্রাণপ্রিয়।

মৃদু মূরতি সুকুমার সুভাউ * তাত বাউ তন লাগ ন কাউ।
তে বন সহহিঁ বিপতি সব ভাঁতী * নিদরে কোটি কুলিস এহিঁ ছাতী ॥

লক্ষ্মণের কোমল শরীর, সুকুমার স্বভাব। গরম হাওয়া কখনও তাঁর গায়ে লাগে নি সেই লক্ষ্মণ বনে সবরকমের বিপত্তি সহ্য করেছেন। এ বক্ষ কোটি বজ্রের চেয়েও কঠিন।

রাম জনমি জগু কীন্হ উজাগর * রূপ সীল সুখ সব গুন সাগর।
পুরজন পরিজন গুর পিতু মাতা * রাম সুভাউ সবহি সুখদাতা ॥

রাম জন্মগ্রহণ করে জগৎকে আলোকিত করেছেন। তিনি রূপ, শীল সুখ এবং সর্বগুণের সাগর। রামের স্বভাব পুরজন, পরিজন, গুরু, পিতা ও মাতা সবাইকে সুখ দান করে।

বৈরিউ রাম বড়াঈ করহীঁ * বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ।
সারদ কোটি কোটি সত সেষা * করি ন সকহিঁ প্রভু গুন গন লেখা ॥

শত্রুও রামের মহিমা কীর্তন করে। তাঁর কথা, তাঁর সঙ্গ, তাঁর মিলন এবং বিনয় মন হরণ করে। শতকোটি সারদা ও শেষনাগও প্রভুর (রামের) গুণরাশির পরিমাণ করতে পারবেন না ?

দো॰ সুখস্বরূপ রঘুবংসমনি, মঙ্গল মোদ নিধান।
তে সোৱত কুস ডাসি মহি, বিধি গতি অতি বলৱান ॥১৯৪

রঘুবংশমণি রাম সুখস্বরূপ, মঙ্গল ও আনন্দের নিধান। তিনি কিন্তু কুশ বিছিয়ে মাটিতে আছেন। বিধাতার গতি অত্যন্ত বলবান।

চৌ॰ রাম সুনা দুখু কান ন কাউ * জীৱনতরু জিমি জোগৱই রাউ।
পলক নয়ন ফনি মনি জেহি ভাঁতী * জোগৱহিঁ জননি সকলদিনরাতী ॥

রাম কখনও দুঃখের নাম কানেও শোনেন নি। জীবনতরুর মতো রাজা তাঁকে রক্ষা করেছেন। যেমন পলক চোখকে এবং নয়নমণিকে রক্ষা করে তেমনি করেই সমস্ত দিনরাত জননীরা তাঁকে রক্ষা করেন।

তে অব ফিরত বিপিন পদচারী * কন্দ মূল ফল ফূল অহারী।
ধিগ কৈকঈ অমঙ্গল মূলা * ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূলা ॥

তিনিই আজ পদচারী হয়ে বনে বনে ফিরছেন, কন্দ মূল ফল ও ফুল আহার করছেন। অমঙ্গলের মূল কৈকেয়ীকে ধিক্ যিনি প্রাণপ্রিয়তমের প্রতিকূল হলেন।

মৈঁ ধিগ ধিগ অঘ উদধি অভাগী * সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী।
কুল কলঙ্কু করি সৃজেউ বিধাতাঁ * সাঈঁ দোহ মোহি কীহ্ন কুমাতাঁ ॥

পাপের সমুদ্র হতভাগ্য আমাকে ধিক যার জন্যে সমস্ত উপদ্রব হল। আমাকে বিধাতা কুলকলঙ্ক করে সৃষ্টি করেছেন, আর কুমাতা আমাকে প্রভুর (রামের) প্রতিকূল করেছেন।

সুনি সপ্রেম সমুঝার নিষাদূ * নাথ করিঅ কত বাদি বিষাদূ।
রাম তুম্হহি প্রিয় তুম্হ প্রিয় রামহি * য়হ নিরজোসু দোসু বিধি বামহি ॥

একথা শুনে নিষাদরাজ তাঁকে সস্নেহে বোঝাতে লাগল—নাথ, বৃথা দুঃখ করছেন কেন ? রাম আপনার প্রিয়, আপনি রামের প্রিয়। এই সারকথা। দোষ প্রতিকূল দৈবের।

ছন্দ॰ বিধি বাম কী করনী কঠিন জেহিঁ মাতু কান্হী বাররী।
তেহি রাতি পুনি পুনি করহিঁ প্রভু সাদর সরহনা রাররী॥
তুলসী ন তুম্হ সে রাম প্রীতমু কহতু হৌঁ সৌহেঁ কিএঁ।
পরিনাম মঙ্গল জানি অপনে আনিএ ধীরজু হিএঁ॥

প্রতিকূল বিধাতার বিধান কঠিন, যা মাকে উন্মত্ত করেছে। সেই রাতে প্রভু রাম সাদরে আপনার প্রশংসা করছিলেন। তুলসীদাস বলছেন—শ্রীরামের আপনি অত্যন্ত প্রিয়, এ আমি দিব্যি করে বলছি। পরিশেষে মঙ্গল একথা জেনে হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করুন।

সো॰ অন্তরজামী রামু, সকুচ সপ্রেম কৃপায়তন।
চলিঅ করিঅ বিশ্রামু, য়হ বিচারি দৃঢ় আনি মন॥৯

রাম অন্তর্যামী, বিনয়ী, প্রেমিক এবং কৃপানিধান একথা মনে বিচার করে মনে দৃঢ়তা এনে চলুন, (নিশ্চিন্তে) বিশ্রাম করুন।

চৌ॰ সখা বচন সুনি উর ধরি ধীরা * বাস চলে সুমিরত রঘুবীরা।
য়হ সুধি পাই নগর নর নারী * চলে বিলোকন আরত ভারী॥

সখার কথা শুনে হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে রঘুবীরকে স্মরণ করে তিনি আরামে চললেন। নগরের নরনারীরা এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দেখতে দেখতে চললেন।

পরদখিনা করি করহিঁ প্রনামা * দেহিঁ কৈকইহি খোরি নিকামা।
ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহীঁ * বাম বিধাতহি দূষন দেহীঁ॥

প্রদক্ষিণ করে তাকে সকলে প্রণাম করে, কৈকেয়ীকে বহু নিন্দা করে, এবং চোখ জলে ভরে ভরে প্রতিকূল বিধাতাকে দোষ দেয়।

এক সরাহহিঁ ভরত সনেহূ * কোউ কহ নৃপতি নিবাহেউ নেহূ।
নিন্দহিঁ আপু সরাহি নিষাদহি * কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি॥

কেউ ভরতের প্রেমের প্রশংসা করে, কেউ বলে রাজা স্নেহকে পরিত্যাগ করেছেন। নিজেদের নিন্দা করে তারা নিষাদকে প্রশংসা করে। সেই মোহ ও বিপদকে কে বর্ণনা করতে পারবে ?

এহি বিধি রাতি লোগু সবু জাগা * ভা ভিনুসার গুদারা লাগা।
গুরহি সুনাবঁ চঢ়াই সুহাঈঁ * নঈঁ নাব সব মাতু চঢ়াঈঁ॥

এই ভাবে সবলোক রাত জাগল। ভোর হতেই খেয়া লাগল। গুরুকে সুন্দর নৌকোয় চড়িয়ে নতুন নৌকোয় মায়েদের চড়াল।

দণ্ড চারি মহঁ ভা সবু পারা * উতরি ভরত তব সবহি সঁভারা।

চার দণ্ডের মধ্যেই সকলে নদী পার হয়ে গেল, ভরত নেমে আর সবাইকে নামতে সাহায্য করলেন।

দো০ প্রাতক্রিয়া করি মাতু পদ, বন্দি গুরহি সিরু নাই।
আর্গে কিএ নিষাদ গন, দীন্হেউ কটকু চলাই ॥১৯৫॥

প্রাতঃকৃত্য করে মায়ের চরণবন্দনা করে গুরুকে প্রণাম করে ভরত নিষাদদলকে সম্মুখে রাখলেন এবং সৈন্যচালনা করলেন।

ভরতের প্রয়াগগমন

চৌ০ কিয়উ নিষাদনাথু অগুআঈ * মাতু পালকীঁ সকল চলাঈঁ।
সাথ বোলাই ভাই লঘু দীন্হা * বিপ্রন্হ সহিত গবনু গুর কীন্হা ॥

নিষাদরাজকে সম্মুখে রেখে মায়েদের শিবিকা চালিয়ে দিলেন। ছোটো ভাই শত্রুঘ্নকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গুরুকে যাত্রা করালেন।

আপু সুরসরিহি কীন্হ প্রনামূ * সুমিরে লখন সহিত সিয় রামূ।
গবনে ভরত পয়াদেহিঁ পাএ * কোতল সঙ্গ জাহিঁ ডোরিআএ ॥

নিজে গঙ্গাকে প্রণাম করে স-লক্ষ্মণ রামসীতাকে স্মরণ করে ভরত পায়ে হেঁটে চললেন। লাগামবাঁধা ঘোড়ারা সঙ্গে চলল।

কহহিঁ সুসেবক বারহিঁ বারা * হোইঅ নাথ অস্ব অসবারা।
রামু পয়াদেহি পায়ঁ সিধাএ * হম কহঁ রথ গজ বাজি বনাএ ॥

প্রীতিপূর্ণ সেবকেরা বার বার বলতে থাকে, নাথ ঘোড়ায় উঠুন। রাম পদব্রজে বনে এসেছেন, আমার জন্যে কেন রথ গজ ও অশ্বের আয়োজন?

সির ভর জাউঁ উচিত অস মোরা * সব তেঁ সেবক ধরমু কঠোরা।
দেখি ভরত গতি সুনি মৃদু বানী * সব সেবক গন গরহিঁ গলানী ॥

আমার উচিত মাটিতে মাথা রেখে যাওয়া। সেবকধর্ম সবচেয়ে কঠিন। ভরতের এ দশা দেখে এবং কোমল বাণী শুনে সমস্ত সেবক গ্লানিতে মরল।

দো॰ ভরত তীসরে পহর কহঁ, কীন্হ প্রবেসু প্রয়াগ।

কহত রাম সিয় রাম সিয়, উমগি উমগি অনুরাগ ॥১৯৬

ভরত তৃতীয় প্রহরে প্রয়াগে পৌছলেন, তিনি অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সীতারাম সীতারাম' বলতে বলতে চললেন।

ভরত-ভরদ্বাজসংবাদ

চৌ॰ ঝলকা ঝলকত পায়ন্হ কৈসেঁ * পঙ্কজ কোস ওস কন জৈসেঁ।

ভরত পয়াদেহিঁ আএ আজু * ভয়উ দুখিত সুনি সকল সমাজু ॥

পায়ে ফোস্কা এমন ঝলকে উঠছিল, পদ্মকলির উপর হিম যেমন ঝলকে ওঠে। ভরত আজ পায়ে হেঁটেই এসেছেন একথা শুনে সকলে দুঃখিত হলেন।

খবরি লীন্হ সব লোগ নহাএ * কীন্হ প্রনামু ত্রিবেনিহিঁ আএ।

সবিধি সিতাসিত নীর নহানে * দিএ দান মহিসুর সনমানে ॥

ভরত যখন খবর পেলেন যে সকলে স্নান করেছেন, তখন তিনি ত্রিবেণীতে এসে প্রণাম করলেন। বিধিমতে শ্যামল শুভ্র জলে স্নান করলেন এবং দান দিয়ে ব্রাহ্মণদের সম্মানিত করলেন।

দেখত স্যামল ধবল হলোরে * পুলকি সরীর ভরত কর জোরে।

সকল কামপ্রদ তীরথরাউ * বেদ বিদিত জগ প্রগট প্রভাউ ॥

শ্যামল শুভ্র তরঙ্গ দেখে ভরতের দেহ পুলকিত হল, হাত জোড় করে বললেন, হে তীর্থরাজ, তুমি সর্বকামপ্রদ। তোমার প্রভাব বেদ ও সংসারে প্রকট।

মাগউঁ ভীখ ত্যাগি নিজ ধরমূ * আরত কাহ ন করই কুকরমূ।

অস জিয়ঁ জানি সুজান সুদানী * সফল করহিঁ জগ জাচক বানী ॥

নিজের ধর্ম ত্যাগ করে আমি ভিক্ষা চাই (ক্ষত্রিয় করুণাযাচক হয় না)। আর্ত কোন্ কুকর্ম না করে? একথা হৃদয়ে জেনে মহাদাতা ও বিজ্ঞজন যাচকদের প্রার্থনা পূর্ণ করো।

দো॰ অরথ ন ধরম ন কাম রুচি, গতি ন চহউঁ নিরবান।

জনম জনম রতি রাম পদ, য়হ বরদানু ন আন ॥১৯৭॥

অর্থ, ধর্ম বা কামে আমার রুচি নেই, আমি নির্বাণও চাই না। জন্ম-জন্ম যেন আমার রামপদে মতি থাকে। এই বরদানই আমি চাই, অন্য কোন বর না।

চৌ॰ জানহুঁ রামু কুটিল করি মোহী * লোগ কহউ গুর সাহিব দ্রোহী।
সীতা রাম চরন রতি মোরেঁ * অনুদিন বঢ়উ অনুগ্রহ তোরেঁ ॥

রাম আমাকে কুটিল বলে জানুন, লোকে আমাকে গুরুদ্রোহী এবং প্রভুদ্রোহী বলুক। সীতারামের চরণে যেন আমার ভক্তি তোমার অনুগ্রহে দিন দিন বড়েই চলে।

জলদু জনম ভরি সুরতি বিসারউ * জাচত জলু প'ব পাহন ডারউ।
চাতকু রটনি ঘটেঁ ঘটি জাঈ * বঢ়েঁ প্রেমু সব ভাঁতি ভলাঈ ॥

মেঘ চাতকের স্মৃতি জন্মের মতো ভুলিয়ে দিক, জল চাইলে বজ্র নিক্ষেপ করুক। কিন্তু চাতকের ব্যাকুল ডাক কমে গেলে মেঘের প্রতিষ্ঠাও কমে যাবে। তার চেয়ে তার প্রেম বৃদ্ধি পাক, তাইতো সব দিক দিয়ে ভালো।

কনকহিঁ বান চঢ়ই জিমি দাহেঁ * তিমি প্রিয়তম পদ নেম নিবাহেঁ।
ভরত বচন সুনি মাঝ ত্রিবেনী * ভই মৃদু বানি সুমঙ্গল দেনী ॥ ?

তাপ দিলে যেমন সোনায় রং চড়ে, তেমনি প্রিতমের পদসেবায় প্রেম জাগে। ভরতের কথা শুনে ত্রিবেণীর মধ্যে মঙ্গলপ্রদ মধুর বাণী ধ্বনিত হল—

তাত ভরত তুম্হ সব বিধি সাধু * রাম চরন অনুরাগ অগাধূ।
বাদি গলানি করহু মন মাহীঁ * তুম্হ সম রামহি কোউ প্রিয় নাহীঁ ॥

হে তাত, ভরত! তুমি সর্বপ্রকারে সাধু। রামের চরণে তোমার অগাধ অনুরাগ। বৃথা মনে দুঃখ কোরো না। তোমার মতো প্রিয় রামের আর কেউ নেই।

দো॰ তনু পুলকেউ হিয়ঁ হরষু সুনি, বেগি বচন অনুকূল।
ভরত ধন্য কহি ধন্য সুর, হরষিত বরষহিঁ ফূল ॥১৯৮॥

ত্রিবেণীর অনুকূল বাণী শুনে (ভরতের) দেহ রোমাঞ্চিত হল, হৃদয়ে হল হর্ষ। ভরতকে ধন্য ধন্য বলে দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

চৌ॰ প্রমুদিত তীরথরাজ নিবাসী * বৈখানস বটু গৃহী উদাসী।
কহহিঁ পরসপর মিলি দস পাঁচা * ভরত সনেহু সীলু সুচি সাঁচা ॥

প্রয়াগের অধিবাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহী এবং উদাসী পাঁচ দশ জনে পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দিত হয়ে বলে—ভরতের স্নেহ ও শীল পবিত্র ও সত্য।

ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরত

সুনত রাম গুন গ্রাম সুহাএ * ভরদ্বাজ মুনিবর পহিঁ আএ।
দণ্ড প্রনামু করত মুনি দেখে * মূরতিমন্ত ভাগ্য নিজ লেখে॥

রামের সুন্দর গুণগ্রাম শুনতে শুনতে ভরত মুনিবর ভরদ্বাজের কাছে এলেন। ভরতকে প্রণাম করতে দেখে মুনি তাঁকে মূর্তিমান নিজের ভাগ্য বলে মনে করলেন।

ধাই উঠাই লাই উর লীন্হে * দীন্হি অসীস কৃতারথ কীন্হে।
আসুন দীন্হ নাই সিরু বৈঠে * চহত সকুচ গৃহঁ জনু ভজি পৈঠে॥

তিনি ছুটে এসে তাঁকে বুকে নিলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে কৃতার্থ করলেন এবং আসন দিলেন। মাথা নত করে তিনি বসলেন. মনে হল যেন সঙ্কোচে ঘরে লুকিয়ে থাকতে চান।

মুনি পূছব কছু য়হ বড় সোচূ * বোলে রিষি লখি সীলু সঁকোচূ।
সুনহু ভরত হম সব সুধি পাঈ * বিধি করতব পর কছু ন বসাঈ॥

তাঁর মনে বড়ো চিন্তা মুনি কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। মুনি তাঁর শীল ও সঙ্কোচ দেখে বললেন—শোনো ভরত, আমি সব খবর পেয়েছি। বিধির বিধানের উপর তো কিছু করা চলে না।

দো০ তুম্হ গলানি জিয় জনি করহু, সমুঝি মাতু করতূতি।
তাত কৈকইহি দোসু নহিঁ, গঈ গিরা মতি ধূতি॥২০৭॥

এ-সব মায়ের কাণ্ড এই মনে করে হৃদয়ে কোন দুঃখ রেখো না। হে তাত! কৈকেয়ীরও দোষ নেই, সরস্বতী তাঁর বুদ্ধি বিকৃত করে গিয়েছিলেন।

চৌ০ য়হউ কহত ভল কহিহি ন কোউ * লোকু বেদু বুধ সম্মত দোউ।
তাত তুম্হার বিমল জসু গাঈ * পাইহি লোকউ বেদু বড়াঈ॥

তাহলেও একাজ কেউ ভালো বলবে না। কারণ বিদ্বানেরা লোক ও বেদ (লোকমত এবং বেদমত) এ দুটিকে মানে। হে তাত! তোমার বিমল যশ গেয়ে লোক এবং বেদ মহিমান্বিত হবে।

লোক বেদ সম্মত সবু কহঈ * জেহি পিতু দেই রাজু সো লহঈ।
রাউ সত্যব্রত তুম্হহি বোলাঈ * দেত রাজু সুখু ধরমু বড়াঈ॥

লোক ও বেদমতে সবাই বলে পিতা যাকে রাজ্য দেন রাজ্য সে-ই নেবে। সত্যব্রত রাজা তোমাকে ডেকে রাজ্য দিলে সুখও হত ধর্মও মহিমান্বিত হত।

রামু গবনু বন অনরথ মূলা * জো সুনি সকল বিস্ব ভই সূলা।
সো ভাবী বস রানি অয়ানী * করি কুচালি অন্তহুঁ পছিতানী ॥

কিন্তু রামের বনগমনটি হল অনর্থের মূল, যা শুনে সমস্ত বিশ্বই বেদনার্ত হয়েছে। ভবিতব্যের বশবর্তিনী হয়ে অবুঝ রানীও কূটচক্র করে অনুশোচনা করেছেন।

তহউঁ তুম্হার অলপ অপরাধূ * কহৈ সো অধম অয়ান অসাধূ ॥
করতেহু রাজু ত তুম্হহি ন দোষূ * রামহি হোত সুনত সন্তোষ ॥

এতে যে তোমার সামান্য অপরাধও ধরবে সে নীচ, মূর্খ এবং দুষ্ট। যদি তুমি রাজ্য করতে তাহলেও তোমার দোষ হত না। শুনে রামের সন্তোষ হত।

দো০ অব অতি কীন্হেউ ভরত ভল, তুম্হহি উচিত মত এহু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ, রঘুবর চরণ সনেহু ॥২০০॥

হে ভরত! আজ তুমি খুবই ভালো করেছ, তোমার তো এটাই করা উচিত ছিল। জগতে রামের চরণে প্রেম তো সমস্ত মঙ্গলের মূল।

চৌ০ সো তুম্হার ধনু জীবনু প্রানা * ভূরিভাগ কো তুম্হহি সমানা।
য়হ তুম্হার আচরজু ন তাতা * দসরথ সুঅন রাম প্রিয় ভ্রাতা ॥

সেই রাম তোমার ধন, জীবন ও প্রাণ। তোমার মতো ভাগ্যবান কে? হে তাত, তোমার পক্ষে এ আচরণ বিস্ময়কর কিছু নয়, কারণ তুমি দশরথের পুত্র এবং রামের প্রিয় ভাই।

সুনহু ভরত রঘুবর মন মাহীঁ * পেম পাত্রু তুম্হ সম কোউ নাহীঁ।
লখন রাম সীতহি অতি প্রীতী * নিসি সব তুম্হহি সরাহত বীতী ॥

হে ভরত! শোনো, রামের মনে তোমার মতো স্নেহভাজন আর কেউ নেই। লক্ষ্মণ রাম এবং সীতার সারারাত তো সেদিন তোমারই প্রশংসাতে কেটে গেল।

জানা মরমু নহাত প্রয়াগা * মগন হোহিঁ তুম্হরেঁ অনুরাগা।
তুম্হ পর অস সনেহু রঘুবর কেঁ * সুখ জীবন জগ জস জড় নর কেঁ ॥

প্রয়াগে স্নান করার সময় আমি তাঁর হৃদয়ের কথা জেনেছি। সে তোমারই প্রেমে মগ্ন হয়ে ছিল। তোমার উপর রামের এত প্রেম, মূর্খের যেমন সুখময় জীবনের প্রতি প্রেম।

য়হ ন অধিক রঘুবীর বড়াঈ • প্রনত কুটুম্ব পাল রঘুরাঈ।
তুম্হ তৌ ভরত মোর মত এহূ * ধরেঁ দেহ জনু রাম সনেহূ ॥

রামের পক্ষে এটা বেশি গৌরবের কিছু নয়, কারণ তিনি তো ভক্তের কুটুম্বকেও পালন করেন। হে ভরত, আমার মনে হয় তুমি যেন মূর্তিমান রামস্নেহ।

দো• তুম্হ কহঁ ভরত কলঙ্ক য়হ, হম সব কহঁ উপদেসু।
রাম ভগতি রস সিদ্ধি হিত, ভা য়হ সমউ গনেসু ॥২০১॥

হে ভরত! তোমার কাছে এ কলঙ্ক বটে, কিন্তু আমাদের সবার কাছে এ হল উপদেশ। রামভক্তিরসের সিদ্ধির জন্যে তুমি যেন এযুগে গণেশ হয়েছ।

চৌ• নব বিধু বিমল তাত জসু তোরা * রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোরা।
উদিত সদা অঁথইহি কবহূঁ না * ঘটিহি ন জগ নভ দিন দিন দূনা ॥

হে তাত! তোমার বিমল যশ হল নব চন্দ্র, আর রামের ভক্তেরা হল কুমুদ এবং চকোর। সে-চন্দ্র সর্বদাই উদিত, কখনও তা অস্ত যাবে না, সংসাররূপ আকাশে সে-চন্দ্র ক্ষয় পাবে না, বরং দিনে দিনে তার কিরণ বৃদ্ধি পাবে।

কোক তিলোক প্রীতি অতি করিহী * প্রভু প্রতাপ রবি ছবিহি ন হরিহী।
নিসি দিন সুখদ সদা সব কাহূ * গ্রসিহি ন কৈকই করতবু রাহূ ॥

ত্রিভুবনরূপ চক্রবাক এই চন্দ্রকে দেখে অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করবে। রামের প্রতাপরূপ সূর্যও তার শোভা হরণ করবে না। ঐ চন্দ্র দিনরাত সকলকে সুখ দেয়। কৈকেয়ীর কর্মরূপ রাহুও তাকে গ্রাস করতে পারবে না।

পূরন রাম সুপেম পিয়ূষা * গুর অবমান দোষ নহিঁ দূষা।
রাম ভগত অব অমিঅঁ অঘাহূঁ * কীন্হেহু সুলভ সুধা বসুধাহূঁ ॥

এই চন্দ্র রামে সুন্দর প্রেমরূপ অমৃতে পূর্ণ আর গুরুর অবমানরূপ কলঙ্কে অদূষিত। রামভক্তেরা এখন ঐ অমৃতে তৃপ্ত হবে। তুমি পৃথিবীতে সুধাকে সুলভ করেছ।

ভূপ ভগীরথ সুরসরি আনী * সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী।
দসরথ গুন গন বরনি ন জাহীঁ * অধিকু কহাঁ জেহি সম জগ নাহীঁ ॥

রাজা ভগীরথ এখানে গঙ্গাকে এনেছেন যাঁর স্মরণ সমস্ত সুমঙ্গলের আকর। দশরথের গুণরাশির বর্ণনা করা যায় না, বেশি আর কী বলব, তাঁর মতো এ সংসারে কেউ নেই।

দো০ জাসু সনেহ সকোচ বস, রাম প্রগট ভএ আই।
জে হর হিয় নয়ননি কবহুঁ, নিরখে নহীঁ অঘাই ॥২০২॥

যাঁর প্রেম এবং বিনয়ের বশীভূত হয়ে রামচন্দ্র এসে প্রকট হলেন যাকে স্বয়ং শিব হৃদয়-নেত্রে দেখে তৃপ্ত হন না।

চৌ০ কীরতি বিধু তুম্হ কীন্হ অনূপা * জহঁ বস রাম পেম মৃগরূপা।
তাত গলানি করহু জিয়ঁ জাএঁ * ডরহু দরিদ্রহি পারসু পাএঁ ॥

তুমি কীর্তিরূপ বিচিত্র চন্দ্র নির্মাণ করছ, রামের প্রেম যেখানে মৃগরূপ ধারণ করে বাস করছে। হে তাত! তুমি হৃদয়ে দুঃখে রেখো না। স্পর্শমণি পেয়ে যাবার পরও দারিদ্র্যকে ভয় ?

সুনহু ভরত হম ঝূঠন কহহীঁ * উদাসীন তাপস বন রহহীঁ।
সব সাধন কর সুফল সুহারা * লখন রাম সিয় দরসনু পারা ॥

হে ভরত! শোনো, আমি মিথ্যা বলছি না। আমি উদাসীন তাপস, বনে থাকি। সমস্ত সাধনার আমি সুন্দর সুফল পেয়েছি—রামলক্ষ্মণ ও সীতার দর্শন পেয়েছি।

তেঁহি ফল কর ফলু দরস তুম্হারা * সহিত পয়াগ সুভাগ হমারা।
ভরত ধন্য তুম্হ জসু জগু জয়উ * কহি অস প্রেম মগন মুনি ভয়উ ॥

ঐ (মহান্) দর্শনের ফলে তোমার দর্শন পেয়েছি। প্রয়াগ সহ আমার এ সৌভাগ্য। ভরত, তুমি ধন্য, সংসারকে তুমি সুযশে জয় করে নিয়েছ। একথা বলে মুনি প্রেমে মগ্ন হলেন।

সুনি মুনি বচন সভাসদ হরষে * সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে।
ধন্য ধন্য ধুনি গগন পয়াগা * সুনি সুনি ভরতু মগন অনুরাগা ॥

মুনির কথা শুনে সভাসদেরা প্রসন্ন হলেন। সাধুবাদ দিয়ে প্রশংসা করে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করলেন। আকাশে আর প্রয়াগে ধন্য ধন্য রব শুনে ভরত অনুরাগে মগ্ন হলেন।

দো০ পুলক গাত হিয়ঁ রামু সিয়, সজল সরোরুহ নৈন।
করি প্রনামু মুনি মণ্ডলিহি, বোলে গদগদ বৈন ॥২০৩॥

ভরতের দেহ রোমাঞ্চিত হল, তাঁর হৃদয়ে রইলেন রামসীতা, চোখ ভরে এল জলে। মুনিমণ্ডলকে প্রণাম করে তিনি গদ্‌গদ বচনে বললেন—

চৌ॰ মুনি সমাজু অরু তীরথরাজূ * সাঁচিহুঁ সপথ অঘাই অকাজূ।

এহিঁ থল জোঁ কিছু কহিঅ বনাঈ * এহি সম অধিক ন অঘ অধমাঈ ॥

এখানে মুনিসমাজ এবং তীর্থরাজ প্রয়াগ আছেন। সত্য হলেও মুখে শপথ আনা এখানে অন্যায়। এখানে যদি কিছু বানিয়ে বলা যায়, তার মতো পাপ আর নীচতা আর কিছু হবে না।

তুম্হ সর্বগ্য কহউঁ সতিভাউ * উর অন্তরজামী রঘুরাউ।

মোহি ন মাতু করতব কর সোচূ * নহিঁ দুখু জিয়ঁ জগু জানিহি পোচূ ॥

আপনি সর্বজ্ঞ, তা ছাড়া আমার হৃদয়ে আছেন অন্তর্যামী রাম। আমি অকপটে বলছি মায়ের কাজ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করছি না, আমাকে সকলে নীচ বলে মনে করছে বলেও মনে কোন দুঃখ নাই।

নাহিন ডরু বিগরিহি পরলোকূ * পিতহু মরন কর মোহি ন সোকূ।

সুকৃত সুজস ভরি ভুঅন সুহাএ * লছিমন রাম সরিস সুত পাএ ॥

পরলোক নষ্ট হবে সে ভয়ও আমার নেই, পিতার মৃত্যুতেও আমার শোক নেই কারণ তাঁর সুকৃতির সুন্দর সুযশ সমস্ত ভুবনে ছেয়ে আছে। এবং তিনি রাম ও লক্ষ্মণের মতো সন্তান পেয়েছেন।

রাম বিরহঁ তজি তনু ছনভঙ্গূ * ভূপ সোচ কর কবন প্রসঙ্গূ।

রাম লখন সিয় বিনু পগ পনহীঁ * করি মুনি বেষ ফিরহিঁ বন বনহীঁ ॥

রামের বিরহে তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করেছেন, তাই মহারাজের জন্যে শোক করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ ও সীতা মুনিবেশ ধারণ করে নগ্ন চরণে বনে বনে ফিরছেন।

দো॰ অজিন বসন ফল অসন মহি, সয়ন ডাসি কুস পাত।

বসি তরু তর নিত সহত হিম, আতপ বরষা বাত ॥২০৪॥

তাঁর পরিধানে মৃগচর্ম, আহার ফল মাত্র, শয়ন ভূমিতে কুশের পাতা বিছিয়ে। তরুতলে বসে সর্বদা শৈত্য, তাপ, বৃষ্টি ও বাতাস সহ্য করছেন।

চৌ॰ এহি দুখ দাহঁ দহই দিন ছাতী * ভূখ ন বাসর নীদ ন রাতী।

এহি কুরোগ কর ঔষধু নাহী * সোধেউঁ সকল বিস্ব মন মাহীঁ ॥

এই দুঃখের দহনই আমার হৃদয় দগ্ধ করছে, দিনে ক্ষুধা নেই, রাতে নিদ্রা নেই। এই কুরোগেরওষুধ নেই, সমস্ত বিশ্বের মনের মধ্যে আমি খুঁজে দেখেছি।

মাতু কুমত বঢ়ঈ অঘ মূলা * তেহিঁ হমার হিত কীহ্ন বঁসূলা।
কলি কুকাঠ কর কীহ্ন কুজন্ত্র * গাড়ি অরধি পঢ়ি কঠিন কুমন্ত্র ॥

পাপের মূল মায়ের কুমতি হল ছুতোর, সে আমার হিতকে করেছে কুঠার, সে কলহরূপ কুকাঠের কুযন্ত্র বানিয়েছে, আর (চোদ্দ বছরের) অবধিরূপ কঠিন কুমন্ত্র পড়ে তাকে পুঁতে দিয়েছে।

মোহি লগি য়হু কুঠাটু তেহিঁ ঠাটা * ঘালেসি সব জগু বারহ বাটা।
মিটই কুজোগু রাম ফিরি আএঁ * বসই অরধ নহিঁ আন উপাএঁ ॥

তিনি আমার জন্যে এই কুঠাট রচনা করেছেন। সমস্ত সংসারকে ছারখার করেছেন। রাম ফিরে এলেই এই কু-যোগ মিটবে এবং অযোধ্যাপুরী আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।

ভরত বচন সুনি মুনি সুখু পাঈ * সবহিঁ কীহ্ন বহু ভাঁতি বড়াঈ।
তাত করহু জনি সোচু বিসেষী * সব দুখু মিটিহি রাম পগ দেখী ॥

ভরতের কথা শুনে মুনি সুখ পেলেন। সকলেই বহুভাবে তাঁর সুখ্যাতি করলেন। মুনি বললেন—হে তাত। এত দুঃখ কোরো না। রামের শ্রীচরণ দেখলেই তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হবে।

দো০ করি প্রবোধু মুনিবর কহেউ, অতিথি পেম প্রিয় হোহু।
কন্দ মূল ফল ফূল হম, দেহিঁ লেহু করি ছোহু ॥২০৭

মুনিবর প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুমি আমাদের প্রেমপ্রিয় অতিথি, আমরা কন্দ-মূল-ফল-ফুল যা দিচ্ছি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তা গ্রহণ করো।

চৌ০ সুনি মুনি বচন ভরত হিয়ঁ সোচূ * ভয়উ কুঅরসর কঠিন সঁকোচূ।
জানি গরুই গুর গিরা বহোরী * চরন বন্দি বোলে কর জোরী ॥

মুনির কথা শুনে ভরত মনে মনে চিন্তা করলেন। বড়ো অসময়ে এক কঠিন সঙ্কোচ এসে পড়ল। গুরুবচনের গুরুত্ব বুঝে তাঁর চরণ বন্দনা করে বললেন—

সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা * পরম ধরম য়হু নাথ হমারা।
ভরত বচন মুনিবর মন ভাএ * সুচি সেরক সিষ নিকট বোলাএ ॥

হে নাথ! আপনার আদেশ শিরোধার্য করে তাই পালন করা এ-ই তো আমার পরম ধর্ম। ভরতের কথা মুনিবরের ভালো লাগল। তিনি পবিত্র সেবক ও শিষ্যদের কাছে ডাকলেন।

চাহিঅ কীহ্নি ভরত পহুনাঈ * কন্দ মূল ফল আনহু জাঈ।
ভলেহিঁ নাথ কহি তিহ্ন সির নাএ * প্রমুদিত নিজ নিজ কাজ সিধাএ ॥

ভরতের সেবা করতে হবে, গিয়ে কন্দ-মূল-ফল আনো। 'এখুনি আনছি নাথ' বলে তাঁকে প্রণাম করে আনন্দিত মনে তাঁরা যাঁর যাঁর কাজে গেলেন।

মুনিহি সোচ পাহুন বড় নেৱতা * তসি পূজা চাহিঅ জস দেৱতা।
সুনি রিধি সিধি অনিমাদিক আঈঁ * আয়সু হোই সো করহিঁ গোসাঈঁ ॥

মুনি চিন্তা করলেন মহামান্যকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। দেবতার মতো তাঁর সমাদর করতে হবে। শুনে ঋদ্ধি সিদ্ধি এবং অণিমাদি এসে বললেন—হে প্রভু, যা আদেশ তাই করব।

দো০ রাম বিরহ ব্যাকুল ভরতু, সানুজ সহিত সমাজ।
পহুনাঈ করি হরহু শ্রম, কহা মুদিত মুনিরাজ ॥২০৬

আনন্দিত মুনিরাজ বললেন রামের বিরহে আকুল ভরত অনুজ ও পরিজনসহ এসেছেন। সেবা করে তাঁর শ্রম দূর করো।

চৌ০ রিধি সিধি সির ধরি মুনিবর বানী * বড়ভাগিনি আপুহি অনুমানী।
কহহিঁ পরসপর সিধি সমুদাঈ * অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাঈ ॥

ঋদ্ধি সিদ্ধি মুনিবরের বাণী মাথায় নিয়ে নিজেদের ভাগ্যবতী বলে মনে করলেন। সিদ্ধিরা সব পরস্পর বলাবলি করলেন—রামের ছোটো ভাই ভরত অতুলনীয় অতিথি।

মুনি পদ বন্দি করিঅ সোই আজূ * হোই সুখী সব সাজ সমাজূ।
অস কহি রচেউ রুচির গৃহ নানা * জেহি বিলোকি বিলখাহিঁ বিমানা ॥

মুনিপদ বন্দনা করে আজ তাই করো যাতে সব পরিজনেরা সুখী হন। এই বলে নানারকম সুন্দর গৃহ নির্মাণ করলেন যা দেখে পুষ্পকও লজ্জিত হয়।

ভোগ বিভূতি ভূরি ভরি রাখে * দেখত জিহ্নহি অমর অভিলাষে।
দাসীঁ দাস সাজু সব লীহ্নে * জোগৱত রহহিঁ মনহি মনু দীহ্নেঁ ॥

প্রচুর পরিমাণে ভোগ সম্পদ (সেই সব ভবনে) ভরে রাখলেন। যা দেখতে দেবতারাও অভিলাষী হলেন। দাসদাসীরা সমস্ত সামগ্রী নিয়ে মনে মন দিয়ে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে থাকে।

সব সমাজু সজি সিধি পল মাহীँ * জে সুখ সুরপুর সপনেহুँ নাহীँ।
প্রথমহিँ বাস দিএ সব কেহী * সুন্দর সুখদ জথা রুচি জেহী ॥

যে সুখ দেবলোকে স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করে না সেই সব সুখের আয়োজন সিদ্ধি মুহূর্তের মধ্যেই করে দিলেন। প্রথমেই সকলকে সুন্দর সুখপ্রদ এবং যার যেমন রুচি তেমনি আবাস দিলেন।

দো০ বহুরি সপরিজন ভরত কহুँ, রিষি অস আয়সু দীন্হ।
বিধি বিসময় দায়কু বিভব, মুনিবর তপবল কীন্হ ॥২০৭

পরে পরিজনসহ ভরতকে আবাস দিলেন, মুনি সেইভাবেই আদেশ দিয়েছিলেন। মুনিবর তপোবনে এমন বিভব সৃষ্টি করলেন যা বিধাতারও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

চৌ০ মুনি প্রভাউ জব ভরত বিলোকা * সবু লঘু লগে লোকপতি লোকা।
সুখ সমাজু নহিँ জাই বখানী * দেখত বিরতি বিসারহিँ গ্যানী ॥

ভরত যখন মুনির প্রভাব দেখলেন তখন লোকপতি-লোকও তুচ্ছ মনে হল। তাঁর সুখ-সামগ্রীর বর্ণনা করা সম্ভব ন.। দেখে জ্ঞানীও বৈরাগ্য ভুলে যায়।

আসন সয়ন সুবসন বিতানা * বন বাটিকা বিহগ মৃগ নানা।
সুরভি ফুল ফল অমিঅ সমানা * বিমল জলাসয় বিবিধ বিধানা ॥
অসন পান সুচি অমিঅ অমী সে * দেখি লোগ সকুচাত জমী সে।
সুর সুরভি সুরতরু সবহী কেঁ * লখি অভিলাষু সুরেস সচী কেঁ ॥

সেখানে ছিল আসন, শয়ন, সুবসন, চন্দ্রাতপ, বন, উদ্যান, বিহঙ্গ, নানারকম পশু, সুগন্ধি ফুল ও অমৃতকল্প ফল, নানারকম নির্মল জলাশয় এবং পবিত্র ভোজ্য ও পেয় যা অমৃতের মতো, যা দেখে লোক সংযমীর মতোই সঙ্কোচ করে। সবারই ভবনে কামধেনু ও কল্পতরু—যা দেখে ইন্দ্র ও শচীও লুব্ধ হন।

রিতু বসন্ত কহ ত্রিবিধ বয়ারী * সব কহঁ সুলভ পদারথ চারী।
স্রক চন্দন বনিতাদিক ভোগা * দেখি হরষ বিসময় বস লোগা ॥

(সেখানে) বসন্ত ঋতু, ত্রিবিধবায়ু প্রবাহিত, চারটি পদার্থ (ধর্মাদি) সকলেরই সুলভ। (সেখানকার) মালা, চন্দন এবং বনিতাদি ভোগ দেখে লোকে বিস্ময়ে আনন্দিত হয়।

দো০ সম্পতি চকঈ ভরতু চক, মুনি আয়স খেলবার।
তেহি নিসি আশ্রম পিঞ্জরাँ, রাখে ভা ভিনুসার ॥২০৮

সম্পদ চক্রবাকী এবং ভরত হল চক্রবাক, আর মুনির আদেশ যেন বাজিকর যে আশ্রম-রূপী পিঞ্জরে এ দুটিকে বন্ধ করে রেখেছে। এইভাবেই ভোর হয়ে গেল।

কীন্হ নিমজ্জনু তীরথ রাজা * নাই মুনিহি সিরু সহিত সমাজা।
রিষি আয়সু অসীস সির রাখী * করি দণ্ডবত বিনয় বহু ভাষী ॥

(ভরত) সেই মহাতীর্থে স্নান করে পরিজন সহ মুনিকে প্রণাম করে আজ্ঞা পেয়ে এবং আশীর্বাদ মাথায় রেখে বহু বিনয় করলেন।

পথ গতি কুসল সাথ সব লীন্হে * চলে চিত্রকূটহিঁ চিতু দীন্হে।
রাম সখা কর দীন্হে লাগূ * চলত দেহ ধরি জনু অনুরাগূ ॥

(তারপর) পথপ্রদর্শকদের সঙ্গে নিয়ে একাগ্রচিত্তে চিত্রকূটের দিকে চললেন। রামসখা গুহকের হাতে হাত দিয়ে ভরত এমন ভাবে চলছিলেন যে দেখে মনে হল অনুরাগ যেন দেহ ধারণ করে চলছে।

নহিঁ পদ ত্রান সীস নহিঁ ছায়া * পেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া।
লখন রাম সিয় পন্থ কহানী * পূঁছত সখহি কহত মৃদু বানী ॥

পায়ে পাদুকা নেই, মাথায় ছায়া নেই। প্রেম, নিয়ম ও ধর্ম অকপট। পথে লক্ষ্মণ ও রামসীতার পথের কাহিনী জিজ্ঞেস করেন এবং গুহক কোমল বাণীতে বলতে থাকেন।

রাম বাস থল বিটপ বিলোকেঁ * উর অনুরাগ রহত নহিঁ রোকেঁ।
দেখি দসা সুর বরিসহিঁ ফূলা * ভই মৃদু মহি মগু মঙ্গল মূলা ॥

রামের বাসস্থান এবং তরু দেখে তাঁর হৃদয়ে প্রেম রুদ্ধ করা গেল না, উপচে পড়ল তা। তাঁর দশা দেখে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। মাটি কোমল হল, পথ মঙ্গলময় হল।

দো॰ কিএঁ জাহিঁ ছায়া জলদ, সুখদ বহই বর বাত।
তস মগু ভয়উ ন রাম কহঁ, জস ভা ভরতহি জাত ॥২০৯

মেঘ ছায়া করে সঙ্গে যায়, সুখকর সুন্দর বায়ু প্রবাহিত হয়। ভরতের পথ যেমন (সুখকর) হল রামের পথও তেমন হয় নি।

জড় চেতন মগ জীব ঘনেরে * জে চিতএ প্রভু জিন্হ প্রভু হেরে।
তে সব ভএ পরম পদ জোগূ * ভরত দরস মেটা ভব রোগূ ॥

পথে জড়-চেতন অনেক জীব যারা রামকে দেখেছিল এবং রাম যাঁদের দেখেছিলেন তারা সবাই পরম পদের (মোক্ষ লাভের) যোগ্য হয়েছিল। ভরতদর্শনে তাদের ভবরোগ (সংসারের দুঃখ) মিটল।

য়হ বড়ি বাত ভরত কই নাহীঁ * সুমিরত জিনহি রামু মন মাহীঁ।
বারক রাম কহত জগ জেউ * হোত তরন তারন নর তেউ॥

জগতে রামের নাম যে জপ করে সে (ভবসাগর) পার হয়ে যায়। সেই রামও যাঁর নাম মনে মনে স্মরণ করেন সেই ভরতের পক্ষে এ বেশি কথা নয়।

ভরতু রাম প্রিয় পুনি লঘু ভ্রাতা * কস ন হোই মগু মঙ্গলদাতা।
সিদ্ধ সাধু মুনিবর অস কহহীঁ * ভরতহি নিরখি হরষু হিয়ঁ লহহীঁ॥

ভরত রামের প্রিয়, তার উপর তিনি তাঁর ছোটো ভাই। তাই পথ মঙ্গলপ্রদ হবে না কেন ?—সিদ্ধ, সাধু ও মুনিবরেরা ভরতকে দেখে এই কথা বলে মনে মনে প্রসন্ন হন।

ইন্দ্র-বৃহস্পতি-সংবাদ

দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচু * জগু ভল ভলেহি পোচ কহুঁ পোচু।
গুর সন কহেউ করিঅ প্রভু সোঈ * রামহি ভরতহি ভেট ন হোঈ॥

প্রেমের প্রভাব দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের দুশ্চিন্তা হল। জগতে যে ভালো সে ভালোটাই ভাবে আর যে খারাপ সে খারাপটাই ভাবে। ইন্দ্র গুরুকে (বৃহস্পতিকে) বললেন, প্রভু রাম ও ভরতের মিলন যাতে না হয় তাই করুন।

দো॰ রামু সঁকোচ প্রেম যস, ভরত সপ্রেম পয়োধি।
বনী বাত বেগরন চহতি, করিঅ জতনু ছলু সোধি॥২১০

রাম প্রেমবশে সঙ্কুচিত, ভরত প্রেমের সমুদ্র। যা প্রায় হয়েই আছে তা ভণ্ডুল হতে চাচ্ছে। ছুতো খুঁজে একটা উপায় করুন।

চৌ॰ বচন সুনত সুরগুরু মুসুকানে * সহসনয়ন বিনু লোচন জানে।
মায়াপতি সেৱক সন মায়া * করই ত উলটি পরই সুররায়া॥

কথা শুনে দেবগুরু হাসলেন. বুঝলেন সহস্রচক্ষু ইন্দ্র একেবারেই চক্ষুহীন। বললেন, হে দেবরাজ ! মায়াপতি রামচন্দ্রের সেবকের উপর যে মায়া বিস্তার করতে চাইবে মায়া উল্টে তার উপরই পড়বে।

তব কিছু কীন্হ রাম রুখ জানী * অব কুচালি করি হোইহি হানী।
সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ * নিজ অপরাধ রিসাহিঁ ন কাউ॥

তখন রামের ইচ্ছা জেনে কিছু করেছিলে, (অর্থাৎ রাম অনুকূল বলেই দানবের সঙ্গে যুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলে) এখন কুচক্র করলে ক্ষতি হবে। দেবরাজ, রামের স্বভাব শোনো। তাঁর নিজের প্রতি কেউ কোন অপরাধ করলেও তিনি কুপিত হন না।

জো অপরাধু ভগত কর করঈ * রাম রোষ পারক সো জরঈ।
লোকহুঁ বেদ বিদিত ইতিহাসা * য়হ মহিমা জানহিঁ দুরবাসা॥

যে তাঁর ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ করে রামের ক্রোধ তাকে আগুনের মতো দগ্ধ করে। এ ইতিহাস লোকবিশ্রুত এবং বেদবিদিত। এ মহিমা দুর্বাসাও জানেন।

ভরত সরিস কো রাম সনেহী * জগু জপ রাম রামু জপ জেহী।

জগৎ রাম-নাম জপ করে কিন্তু স্বয়ং রাম যাঁর নাম জপ করেন সেই ভরতের মতো রাম-ভক্ত কে?

দো॰ মনহুঁ ন আনিঅ অমর পতি, রঘুবর ভগত অকাজু।
অজসু লোক পরলোক দুখ, দিন দিন শোক সমাজু॥২১১

হে দেবরাজ! রামভক্তের অনিষ্টচিন্তা মনেও এনো না। এতে ইহলোকে হবে অপযশ, পরলোকে হবে দুঃখ আর শোকরাশি এসে দিনের পর দিন গ্রাস করবে।

চৌ॰ সুনু সুরেস উপদেসু হমারা * রামহি সেবকু পরম পিআরা।
মানত সুখু সেবক সেবকাঈ * সেবক বৈর বৈরু অধিকাঈ॥

হে দেবরাজ! আমার উপদেশ শোনো। সেবক রামের পরম প্রিয়। সেবকের সেবাকে তিনি সুখ বলে মনে করেন, সেবকের শত্রুর সঙ্গেই তাঁর দারুণ শত্রুতা।

জদ্যপি সম নহিঁ রাগ ন রোষু * গহহিঁ ন পাপ পূনু গুন দোষু।
করম প্রধান বিস্ব করি রাখা * জো জস করই সো তস ফলু চাখা॥
তদপি করহিঁ সম বিষম বিহারা * ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা।
অগুন অলেপ অমান একরস * রামু সগুন ভএ ভগত পেম বস॥

যদিও তিনি সমদর্শী, তাঁর অনুরাগ বা রোষ নেই; তিনি পাপ পুণ্য, গুণ দোষ কিছু গ্রহণ করেন না। যার কর্ম যেমন সে ঠিক তার ফলও পাবে এই ভেবে তিনি কর্মকেই জগতে প্রধান করেছেন—তবুও ভক্ত ও অভক্ত হৃদয় ভেদে তিনি সম ও বিষম ব্যবহার

করেন। রাম নির্গুণ, নির্লিপ্ত, মানহীন ও অপরিবর্তী তবু তিনি ভক্তের প্রেমবশে সগুণ হয়েছেন।

রাম সদা সেবক রুচি রাখী * বেদ পুরান সাধু সুর সাখী।
অস জিয়ঁ জানি তজহু কুটিলাঈ * করহু ভরত পদ প্রীতি সুহাঈ ॥

রাম সর্বদা সেবকের রুচি রেখে চলেন (অর্থাৎ সেবকের ইচ্ছামতো কাজ করেন)। বেদ পুরাণ সাধু এবং দেবতারা এর সাক্ষী। একথা হৃদয়ে জেনে কুটিলতা ত্যাগ করো। ভরতের চরণে মধুর প্রীতি ধারণ করো।

দো৹ রাম ভগত পরহিত নিরত, পর দুখ দুখী দয়াল।
ভগত সিরোমনি ভরত তেঁ, জনি ডরপহু সুরপাল ॥২১২॥

ভরত রামভক্ত, দয়ালু, পরহিতে রত, পর-দুঃখে দুঃখী। তিনি ভক্তসিরোমণি। হে দেবরাজ! ভরতকে ভয় পেয়ো না।

চৌ৹ সত্যসন্ধ প্রভু সুর হিতকারী * ভরত রাম আয়স অনুসারী।
স্বারথ বিবস বিকল তুম্হ হোহূ * ভরত দোসু নহিঁ রাউর মোহূ ॥

রাম সত্যসন্ধ এবং দেবতাদের হিতকারী, ভরত রামের আজ্ঞানুবর্তী। তুমি স্বার্থের চিন্তায় বিবশ ও বিকল হয়ে পড়ছ। ভরতের কোন দোষ নাই, এ তোমারই মোহ।

সুনি সুরবর সুরগুর বর বানী * ভা প্রমোদু মন মিটী গলানী।
বরষি প্রসূন হরষি সুররাউ * লগে সরাহন ভরত সুভাউ ॥

সুরবর ইন্দ্র সুরগুরুর রম্য বাণী শুনে মনে মনে আনন্দিত হলেন। তাঁর গ্লানি দূর হল। আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করে ভরতের স্বভাবকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভরতের চিত্রকূটের পথে যাত্রা

এহি বিধি ভরত চলে মগ জাহীঁ * দসা দেখি মুনি সিদ্ধ সিহাহীঁ।
জবহিঁ রামু কহি লেহিঁ উসাসা * উমগত পেমু মনহুঁ চহু পাসা ॥

এইভাবে ভরত পথ ধরে চললেন। তাঁর দশা দেখে মুনি ও সিদ্ধেরাও ঈর্ষান্বিত হলেন। যখনই 'রাম' বলে দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছেন তখনই প্রেমে হৃদয়ের চতুর্দিক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

দ্রবহিঁ বচন সুনি কুলিস পষানা * পুরজন পেমু ন জাই বখানা।
বীচ বাস করি জমুনহিঁ আএ * নিরখি নীরু লোচন জল ছাএ ॥

বজ্র ও পাষাণও তাঁর বাণী শুনে দ্রবীভূত হয়। পুরজনের প্রেম বর্ণনার অতীত। মাঝ-পথে নানা জায়গায় বাস করে যমুনায় এলেন, জল দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

দো॰ রঘুবর বরন বিলোকি, বর করি সমেত সমাজ।
হোত মগন বারিধি বিরহ, চঢ়ে বিবেক জহাজ ॥২১৩॥

সেই পুণ্যবারিতে রঘুবরের সুন্দর বর্ণ দেখে পরিজনদের নিয়ে বিরহ-সাগরে ডুবে যেতে যেতে বিবেকের জাহাজে চড়লেন।

চৌ॰ জমুন তীর তেহি দিন করি বাসূ * ভয়উ সময় সম সবহি সুপাসূ।
রাতিহিঁ ঘাট ঘাট কী তরনী * আঈ অগনিত জাহিঁন বরনী ॥

যমুনার তীরে সেদিন বাস করে সময়োচিত সব সুবিধাই পেলেন। রাত থাকতেই নানা কাঠের অগণিত নৌকো এল যার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

প্রাত পার ভএ একহি খেবাঁ * তোষে রামসখা কী সেবাঁ।
চলে নহাই নদিহি সির নাঈ * সাথ নিষাদনাথ দোউ ভাঈ ॥

ভোরে একটি খেয়াতেই নদী পার হলেন। রামসখা নিষাদের সেবায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। স্নান করে নদীকে প্রণাম করে নিষাদের সঙ্গে দু-ভাই চললেন।

আগেঁ মুনিবর বাহন আছেঁ * রাজসমাজ জাই সবু পাছেঁ।
তেহি পাছেঁ দোউ বন্ধু পয়াদেঁ * ভূষন বসন বেষ সুঠি সাদেঁ ॥

সবার আগে আছে মুনিবর বশিষ্ঠের বাহন। রাজপরিজন তার পিছে। তার পরে দু-ভাই সুন্দর সাধারণ বসনভূষণ পরে পদব্রজে চলেছেন।

সেবক সুহৃদ সচিবসুত সাথা * সুমিরত লখনু সীয় রঘুনাথা।
জহঁ জহঁ রাম বাস বিশ্রামা * তহঁ তহঁ করহিঁ সপ্রেম প্রনামা ॥

সেবক, বন্ধু এবং সচিবতনয়ের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্মরণ করতে করতে চলেছেন। যেখানে সেখানে সপ্রেমে প্রণাম করছেন তাঁরা।

দো॰ মগবাসী নর নারি সুনি, ধাম কাম তজি ধাই।
দেখি সরূপ সনেহ সব, মুদিত জনম ফলু পাই ॥২১৪॥

মার্গবাসী নরনারী শুনে ঘরের কাজ ছেড়ে ছুটে আসছে আর সবাই এঁদের স্বরূপ ও প্রেম দেখে নিজেদের জন্মগ্রহণের ফল পেয়ে প্রসন্ন হচ্ছে।

কহহিঁ সপেম এক এক পাহীঁ * রামু লখনু সখি হোহিঁ কি নাহীঁ।
বয় বপু বরন রূপু সোই আলী সীলু সনেহু সরিস সম চালী॥

(মেয়েরা) সপ্রেমে একে অন্যকে বলল, সখী —এঁরা কি রাম-লক্ষ্মণ ? বয়স, বপু, বর্ণ, রূপ তো একই সখী। সীল, স্নেহ এবং চালচলনও একইরকম।

বেসু ন সো সখি সীয় ন সঙ্গা * আগেঁ অনী চলী চতুরঙ্গা।
নহিঁ প্রসন্ন মুখ মানস খেদা * সখি সন্দেহু হোই এহিঁ ভেদা॥

কিন্তু, সখী, সেই বেশ এদের দেহে নেই, সীতাও সঙ্গে নেই, আগে আগে চলছে চতুরঙ্গ সেনা। তা ছাড়া এদের মুখ প্রসন্ন নয়, মনে বিষাদ। সখী, এইসব পার্থক্য দেখেই সন্দেহ হচ্ছে (এঁরা রামলক্ষ্মণ নন)।

তাসু তরক তিয়গণ মন মানী * কহহিঁ সকল তেহি সমন সয়ানী।
তেহি সরাহি বানী ফুরি পূজা * বোলী মধুর বচন তিয় দূজী॥

এর যুক্তি মেয়েদের মনের মতো হল। তারা সকলে তাকে বলল, তোর মতো বুদ্ধিমতী নেই। তাকে প্রশংসা করে এবং তার যুক্তিপূর্ণ বাণীকে অভিনন্দিত করে আর-একজন স্ত্রীলোক মধুর বচনে বলল।

কহি সপেম সব কথাপ্রসঙ্গূ * জেহি বিধি রাম রাজ রস ভঙ্গূ।
ভরতহি বহুরি সরাহন লাগী * সীল সনেহ সুভায় সুভাগী॥

যে-ভাবে রামের রাজ্য-অভিষেকের আনন্দে বাধা পড়ল সে সব কথাপ্রসঙ্গ সাদরে বলে সে ভরতের শীল, স্নেহ, স্বভাব ও সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগল।

দো॰ চলত পয়াদেঁ খাত ফল, পিতা দীন্হ তজি রাজু।
জাত মনাবন রঘুবরহি, ভরত সরিস কো আজু॥২১৫

পদব্রজে চলছেন, ফলাহার করছেন, পিতৃদত্ত রাজ্য ত্যাগ করে রামকে (রাজ্য গ্রহণ করার জন্যে) অনুনয়-বিনয় করতে চলেছেন। আজ ভরতের তুল্য কে আছে ?

ভায়প ভগতি ভরত আচরনূ * কহত সুনত দুখ দূষন হরনূ।
জো কিছু কহব থোর সখি সোঈ * রাম বন্ধু অস কাহে ন হোঈ॥

ভরতের ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি ও আচরণ আলোচনা করলে ও শুনলে দুঃখ ও দোষ দূর হয়। সখী, (এর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে) যা বলবে তা খুবই কম করে বলা হবে। রামের বন্ধু এমন কেনই বা না হবে ?

হম সব সানুজ ভরতহি দেখেঁ * ভইহ্ন ধন্য জুবতী জন লেখেঁ।
সুনি গুন দেখি দসা পছিতাহীঁ * কৈকই জননি জোগু সুতু নাহীঁ॥

আমরা সবাই অনুজসহ ভরতকে দেখলাম, যুবতীজনের মধ্যে ভাগ্যবান বলে গণ্য হলাম। গুণ শুনে ও দশা দেখে তারা দুঃখ করে বলে— কৈকেয়ীর মতো মায়ের যোগ্য পুত্র নন ইনি।

কোউ কহ দূষনু রানিহি নাহিন * বিধি সবু কীহ্ন হমহি জো দাহিন।
কহঁ হম লোক বেদ বিধি হীনী * লঘু তিয় কুল করতূতি মলীনী॥
বসহিঁ কুদেস কুগাঁর কুবামা * কহঁ য়হ দরসু পুন্য পরিনামা।
অস অনন্দু অচিরিজু প্রতি গ্রামা * জনু মরুভূমি কলপতরু জামা॥

কেউ বলে রানীর দোষ নেই, বিধাতাই সব করছেন যিনি আমাদের প্রতি অনুকূল, তা না হলে (ওঁদের আমরা দেখতে পেতাম না)। কোথায় বেদবিধিহীন মলিনবৃত্তি, কুদেশ ও কুগ্রামের অধিবাসিনী নীচ বংশের স্ত্রীলোক আমরা আর কোথায় এই পুণ্য-পরিণাম দর্শন ! প্রতিটি গ্রামে এই আনন্দ, এই বিস্ময়। যেন মরুভূমিতে কল্পতরু জন্মেছে !

দো০ ভরত দরসু দেখত খুলেউ, মগ লোগহ্ন কর ভাগু।
জনু সিংহলবাসিহ্ন ভয়উ, বিধি বস সুলভ প্রয়াগু॥২১৬

ভরতকে দর্শন করায় মার্গবাসীদের ভাগ্য প্রসন্ন হল, সিংহলবাসীদের কাছে যেন দৈববশে প্রয়াগ সুলভ হল।

চৌ০ নিজ গুন সহিত রাম গুন গাথা * সুনত জাহিঁ সুমিরত রঘুনাথা।
তীরথ মুনি আশ্রম সুরধামা * নিরখি নিমজ্জহিঁ করহিঁ প্রনামা॥

নিজের গুণের সঙ্গে রামের গুণগাথা শুনতে শুনতে এবং রামকে স্মরণ করতে করতে তীর্থ, ঋষির আশ্রম এবং দেবালয় দর্শন করে স্নান ও প্রণাম করেন।

মনহীঁ মন মাগহিঁ বরু এহূ * সীয় রাম পদ পদুম সনেহূ।
মিলহিঁ কিরাত কোল বনবাসী * বৈখানস বটু জতী উদাসী॥
করি প্রনামু পূঁছহিঁ জেহি তেহী * কেহি বন লখনু রামু বৈদেহী।
তে প্রভু সমাচার সব কহহীঁ * ভরতহি দেখি জনম ফলু লহহীঁ॥

মনে মনে এই বর চান, রামসীতার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তি হয়। কিরাত, কোল প্রভৃতি বনবাসী এবং বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, যতী ও বিরাগী—যাদের সঙ্গেই দেখা হয় তাঁদেরই প্রণাম করে জিজ্ঞেস করেন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কোন্ বনে আছেন? তাঁরা সব খবর বলেন এবং ভরতকে দেখে জন্মফল লাভ করেন।

জে জন কহহিঁ কুসল হম দেখে * তে প্রিয় রাম লখন সম লেখে।
এহি বিধি বূঝত সবহি সুবানী * সুনত রাম বনবাস কহানী ॥

যাঁরা বলেন আমরা দেখেছি তাঁরা কুশলে আছেন, তাঁদের রামলক্ষ্মণের মতোই প্রিয় বলে মনে করেন। এইভাবে কোমল বাণীতে সব জিজ্ঞেস করতে করতে এবং রামের, বনবাস কাহিনী শুনতে শুনতে যান।

দো॰ তেহি বাসর বসি প্রাতহীঁ, চলে সুমিরি রঘুনাথ।
রাম দরস কী লালসা, ভরত সরিস সব সাথ ॥২১৭

সেদিন সেখানে বাস করে প্রভাতে রঘুনাথকে স্মরণ করে সকলের সঙ্গে চললেন, যাদের রামদর্শনের প্রবল বাসনা ভরতের মতোই।

চৌ॰ মঙ্গল সগুন হোহিঁ সব কাহূ * ফরকহিঁ সুখদ বিলোচন বাহূ।
ভরতহি সহিত সমাজ উছাহূ * মিলিহহিঁ রামু মিটিহি দুখ দাহূ ॥

সকলেরই শুভলক্ষণ হতে লাগল। সুখপ্রদ বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হল। পরিজনসহ ভরতের উৎসাহ হল—রামের সঙ্গে মিলব, দুঃখের জ্বালা মিটে যাবে।

করত মনোরথ জস জিয়ঁ জাকে * জাহিঁ সনেহ সুরাঁ সব ছাকে।
সিথিল অঙ্গ পগ মগ ডগি ডোলহিঁ * বিহবল বচন পেম বস বোলহিঁ ॥

যার যেমন মন তার তেমনি বাসনা। যেন স্নেহ-মদিরায় ছাঁকা হয়ে সবাই চলছে। পা টলমল করে, শিথিল অঙ্গ দুলছে। প্রেমবশে বিহ্বল বাণীতে বলছেন।

রামসখাঁ তেহি সময় দেখাৱা * সৈল সিরোমনি সহজ সুহাৱা।
জাসু সমীপ সরিত পয় তীরা * সীয় সমেত বসহিঁ দোউ বীরা ॥

সেই সময় রামসখা গুহক দেখালেন সহজ সুন্দর শৈলশিরোমণিকে (চিত্রকূটকে), যার সম্মুখে নদীতীরে সীতাকে নিয়ে দুইবীর বাস করেন।

দেখি করহিঁ সব দণ্ড প্রনামা * কহি জয় জানকি জীবন রামা।
প্রেম মগন অস রাজসমাজ * জনু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজু॥

সকলে জয় 'জানকীবল্লভ রামের জয়' বলে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। রাজপরিজনেরা প্রেমে এমন বিবশ হলেন যেন রঘুরাজ অযোধ্যাতে ফিরে চলেছেন।

দো॰ ভরত প্রেমু তেহি সময় জস, তস কহি সকই ন সেষু।
কবিহি অগম জিমি ব্রহ্মসুখু, অহ মম মলিন জনেষু॥২১৮

সেই সময় ভরতের যে প্রেম (প্রেমোচ্ছ্বাস) তা শেষনাগও বলতে পারেন না। পাপ ও মমতামলিন লোকের যেমন ব্রহ্মসুখ অগম্য কবিরও তা অগম্য।

সীতার স্বপ্নদর্শন ও শ্রীরামের উদ্বেগ

চৌ॰ সকল সনেহ সিথিল রঘুবর কেঁ * গএ কোস দুই দিনকর ঢরকেঁ।
জলু থলু দেখি বসে নিসি বীতেঁ * কীন্হ গবন রঘুনাথ পিরীতেঁ॥

রামপ্রেমে সকলেই এমন শিথিল হয়েছিলেন যে দুক্রোশ যেতেই সূর্য ঢলে পড়ল। জল এবং ভালো জায়গা দেখে সেখানেই থাকলেন। রাত ভোর হলে রামপ্রিয় ভরত আবার যাত্রা শুরু করলেন।

উহাঁ রামু রজনী অবসেষা * জাগে সীয়ঁ সপন অস দেখা।
সহিত সমাজ ভরত জনু আএ * নাথ বিয়োগ তাপ তন তাএ॥

এদিকে রাম রাত শেষ না হতে জেগে উঠলেন। সীতা স্বপ্ন দেখলেন প্রভুর বিরহতাপে তপ্ত দেহে ভরত যেন পরিজনদের নিয়ে এসেছেন।

সকল মলিন মন দীন দুখারী * দেখীঁ সাসু আন অনুহারী।
সুনি সিয় সপন ভরে জল লোচন • ভএ সোচবস সোচ বিমোচন॥

সকলেই মলিন, মনে দৈন্য ও দুঃখ। শ্বশ্রূমাতাদেরও অন্য রূপে দেখলেন। সীতার স্বপ্ন শুনে চোখ জলে ভরে গেল। শোকহারী রাম শোকের বশীভূত হলেন।

লখন সপন য়হ নীক ন হোঈ * কঠিন কুচাহ সুনাইহি কোঈ।
অস কহি বন্ধু সমেত নহানে * পূজি পুরারি সাধু সনমানে॥

লক্ষ্মণ! এ স্বপ্ন ভালো নয়, কেউ কঠিন দুঃসংবাদ দেবে। একথা বলে ভাইকে নিয়ে স্নান করলেন এবং শিবকে পূজা করে সাধুদের সম্মানিত করলেন।

ছন্দ০ সনমানি সুর মুনি বন্দি বৈঠে উতর দিসি দেখত ভএ।
নভ ধূরি খগ মৃগ ভূরি ভাগে বিকল প্রভু আশ্রম গএ॥
তুলসী উঠে অবলোকি কারনু কাহ চিত সচকিত রহে।
সব সমাচার কিরাত কোলহ্নি আই তেহি অবসর কহে॥

দেবতা ও মুনিদের সম্মানিত করে তাঁদের প্রণাম করে উপবেশন করলেন এবং উত্তর দিক দেখাতে লাগলেন। আকাশে ধুলো উড়ছে। বহু পশু ও পাখি ভীত হয়ে তাঁর আশ্রমে এসে পড়ল। তুলসীদাস বলছেন, এ দেখে রাম উঠলেন এবং ভাবতে লাগলেন—এর কারণ কী। এমন সময় কিরাত ও কোলেরা এসে সব সংবাদ দিল।

সো০ সুনত সুমঙ্গল বৈন, মন প্রমোদ তন পুলক ভর।
সরদ সরোরুহ নৈন, তুলসী ভরে সনেহ জল॥৯

তুলসীদাস বলছেন, সুন্দর মঙ্গলবাণী শুনে রামের মন প্রসন্নতায় ভরে গেল। দেহ রোমাঞ্চিত হল। শরৎপদ্মের মতো তাঁর নয়ন স্নেহজনিত অশ্রুতে পূর্ণ হল।

চৌ০ বহুরি সোচবস ভে সিয়রবনূ * কারন কবন ভরত আগমনূ।
এক আই অস কহা বহোরী * সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী॥

তবু সীতারমণ রামও চিন্তিত হলেন। ভরতের আসবার কারণ কী? ইতিমধ্যে একজন এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে বহু চতুরঙ্গ সেনা।

সো সুনি রামহি ভা অতি সোচূ * ইত পিতু বচ ইত বন্ধু সকোচূ।
ভরত সুভাউ সমুঝি মন মাহীঁ * প্রভু চিত হিত থিতি পাবত নাহীঁ॥

তা শুনে রামের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হল। এদিকে পিতৃবচন, ওদিকে ভাইকে সঙ্কোচ। ভরতের স্বভাব বুঝে প্রভুর মনে অন্য কোন কারণ ঠাঁই পেল না।

সমাধান তব ভা য়হ জানে * ভরতু কহে মহু সাধু সয়ানে।
লখন লখেউ প্রভু হৃদয়ঁ খভারূ * কহত সময় সম নীতি বিচারূ॥

ভরত বশংবদ, সজ্জন এবং গুণী একথা মনে হতেই যেন সব সমাধান হয়ে গেল। লক্ষ্মণ প্রভুর হৃদয়ের অস্থিরতা দেখে নীতি বিচার করে সময়োচিত বচন বললেন—

বিনু পূছেঁ কছু কহউঁ গোসাঈঁ * সেবকু সময়ঁ ন ঢীঠ ঢিঠাঈঁ।
তুম্হ সর্বগ্য সিরোমনি স্বামী * আপনি সমুঝি কহউঁ অনুগামী॥

না জিজ্ঞেস করতেই কিছু বলছি, প্রভু। সেবক সময়ে ধৃষ্টতা করলেও তা ধৃষ্টতা বলে ধরা

হয় না। হে প্রভু, তুমি সর্বজ্ঞদের শিরোমণি। আমি সেবক হিসেবে নিজে যা বুঝেছি তাই বলছি।

দো০ নাথ সুহৃদ সুঠি সরল চিত, সীল সনেহ নিধান।
সব পর প্রীতি প্রতীতি জিয়ঁ, জানিঅ আপু সমান ॥২১৯

প্রভু পরম সুহৃদ সরলচিত্ত, শীল ও স্নেহের নিধান। সকলের উপরে তোমার প্রীতি ও প্রত্যয়। মনে মনে সকলকেই তুমি নিজের মতো করে জানো।

চৌ০ বিষঈ জীব পাই প্রভুতাঈ * মূঢ় মোহ বস হোহিঁ জনাঈ।
ভরতু নীতি রত সাধু সুজানা * প্রভু পদ প্রেমু সকল জগু জানা ॥

বিষয়ী জীব প্রভুত্ব পেলে মূঢ় মোহবশে নিজেকে জাহির করে। ভরত নীতিপরায়ণ, সাধু ও জ্ঞানী। প্রভুপদে তাঁর প্রেম সমস্ত জগৎ জানে।

তেউ আজু রাম পদু পাঈ * চলে ধরম মরজাদ মেটাঈ।
কুটিল কুবন্ধু কুঅবসরু তাকী * জানি রাম বনবাস একাকী ॥
করি কুমন্ত্রু মন সাজি সমাজু * আএ করৈ অকণ্টক রাজু।
কোটি প্রকার কলপি কুটিলাঈ * আএ দল বটোরি দোউ ভাঈ ॥

সে-ই আজ রামপদ (রামরাজ্য) পেয়ে ধর্মের মর্যাদাকে পরিহার করে চলছে। রাম একাকী বনবাসে আছেন জেনে কুটিল এবং কু-ভ্রাতা (ভরত) কু-সময় বুঝে কু-মন্ত্রণা করে রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে সদলবলে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কোটিকৌশলে কুচক্র করে দু'ভাই সেনাদের একত্রিত করে এসেছে।

জৌঁ জিয়ঁ হোতি ন কপট কুচালী * কেহি সোহাতি রথ বাজি গজালী।
ভরতহি দোসু দেঈ কো জাএঁ * জগ বৌরাই রাজ পদ পাএঁ ॥

যদি তার মনে কুটিল চক্রান্ত না থাকবে তাহলে রথ, অশ্ব, গজপঙ্‌ক্তি শোভা পাবে কেন? ভরতকে দোষই বা কে দেবে? রাজপদ পেয়ে জগৎ এভাবেই মত্ত হয়।

দো০ সসি গুর তিয় গামী নহুষু, চঢ়েউ ভূমিসুর জান।
লোক বেদ তেঁ বিমুখ ভা, অধম ন বেন সমান ॥২২০

চন্দ্রও গুরুপত্নীগামী হলেন, নহুষ ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণবাহিত) যানে আরোহণ করলেন। বেণ লোক ও বেদবিমুখ হলেন, তাঁর মতো অধম কেউ নেই।

চৌ০ সহসবাহু সুরনাথু ত্রিসঙ্কু * কেহি ন রাজমদ দীন্হ কলঙ্কু।
ভরত কীন্হ য়হ উচিত উপাউ * রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ ॥

সহস্রবাহু, দেবরাজ ও ত্রিশঙ্কু—রাজদর্প কাকে কলঙ্ক দেয় নি? ভরত উচিত কাজই করেছে—রিপু ও ঋণের সামান্য শেষও রাখতে নেই।

এক কীন্হি নহিঁ ভরত ভলাঈ * নিদরে রামু জানি অসহাঈ।
সমুঝি পরিহি সোউ আজু বিসেষী * সমর সরোষ রাম মুখু পেখী ॥

ভরত একটা কাজ ঠিক করে নি। রাম অসহায় জেনে তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। যুদ্ধে রামের ক্রুদ্ধ মুখ দেখে সে (তার এই ভুলটি) আজ ভালো করেই বুঝবে।

এতনা কহত নীতি রস ভূলা * রন রস বিটপু পুলক মিস ফূলা।
প্রভুপদ বন্দি সীস রজ রাখী * বোলে সত্য সহজ বলু ভাষী ॥

এইটুকু বলতে বলতে তিনি নীতিরস ভুলে গেলেন। বীররসরূপ তরু রোমাঞ্চের ছলে পুষ্পিত হল। প্রভুপদ বন্দনা করে পদধূলি মাথায় রেখে সবল কণ্ঠে সহজ সত্য বললেন—

অনুচিত নাথ ন মানব মোরা * ভরত হমহি উপচার ন থোরা।
কহঁ লগি সহিঅ রহিঅ মন মারেঁ * নাথ সাথ ধনু হাথ হমারেঁ ॥

হে নাথ! আমার কথা অনুচিত মনে কোরো না। ভরত আমাদের সঙ্গে কিছু কম দুর্ব্যবহার করে নি। আর কত সহ্য করা যাবে? আর কত মনমরা থাকা যাবে, যখন আমার সঙ্গে তুমি আর আমার হাতে ধনুক?

দো॰ ছত্রি জাতি রঘুকুল জনমু, রাম অনুগ জগু জান।
লাতহুঁ মারেঁ চঢ়তি সির, নীচ কো ধূরি সমান ॥২২১॥

আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়; রঘুকুলে আমার জন্ম, আমি রামের অনুগামী এ কথা জগৎ জানে। ধুলোর মতো নীচ কে? সেই ধুলোও পদাঘাত করলে মাথায় চড়ে।

চৌ॰ উঠি কর জোরি রজায়সু মাগা * মনহুঁ বীর রস সোবত জাগা।
বাঁধি জটা সির কসি কটি ভাথা * সাজি সরাসনু সায়কু হাথা ॥

উঠে জোড়হাত করে আজ্ঞা চাইলেন। মনে হল নিদ্রিত বীররস যেন জেগে উঠেছে। মাথায় জটা বেঁধে, কোমরে তূণীর বেঁধে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সজ্জিত হয়ে বললেন—

আজু রাম সেবক জসু লেউঁ * ভরতহি সমর সিখাবন দেউঁ।
রাম নিরাদর কর ফলু পাঈ * সোবহুঁ সমর সেজ দোউ ভাঈ ॥

আজ আমি রামের সেবক বলে যশ অর্জন করব। ভরতকে সমরে শিক্ষা দেব। রামকে অবজ্ঞা করার ফল পেয়ে দু-ভাই (ভরত ও শত্রুঘ্ন) সমর-শয্যায় শয়ন করবে।

আই বনা ভল সকল সমাজূ * প্রগট করউঁ রিস পাছিল আজূ।
জিমি করি নিকর দলই মৃগরাজ * লেই লপেটি লবা জিমি বাজ॥
তৈসেহিঁ ভরতহি সেন সমেতা * সানুজ নিদরি নিপাতউঁ খেতা।
জৌঁ সহায় কর সঙ্কর আঈ * তৌ মারউঁ রন রাম দোহাঈ॥

সমস্ত পাত্রমিত্র একত্রিত হয়ে এসেছে, এ ভালোই হয়েছে। পুরনো ক্রোধ আজ প্রকট করব। যেভাবে .হাতির দলকে সিংহ একাই বধ করে, আর বাজ যেমন করে পায়রাকে ছোঁ মেরে নেয় ঠিক তেমনি করেই অনুজ ভরতকে সেনাসমেত তুচ্ছজ্ঞানে রণক্ষেত্রে নিপাতিত করব। যদি সহায়তা করতে শঙ্করও আসেন তাহলেও, রামের দিব্য, ওদের বধ করবই।

দো॰ অতি সরোষ মাখে লখনু, লখি সুনি সপথ প্রবান।
সভয় লোক সব লোকপতি, চাহত ভভরি ভগান॥২২০॥

লক্ষ্মণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে এবং দারুণ শপথ শুনে সমস্ত লোক ভীত হল এবং লোকপতিরাও সব পালাতে চাইলেন।

চৌ॰ জগু ভয় মগন গগন ভই বানী * লখন বাহুবল বিপুল বখানী।
তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্হারা * কো কহি সকই কো জাননিহারা॥

জগতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্মণের বিপুল বাহুবলের প্রশংসা করে আকাশবাণী হল—হে তাত! তোমার প্রতাপ ও প্রভাব কে বর্ণনা করতে পারে, বা জানতে পারে?

অনুচিত উচিত কাজু কিছু হোউ * সমুঝি করিঅ ভল কহ সবু কোউ।
সহসা করি পাছেঁ পছিতাহীঁ * কহহিঁ বেদ বুধ তে বুধ নাহীঁ॥

উচিত হোক বা অনুচিত হোক যে-কোন কাজই বুঝে করলে সবাই ভালো বলে। যারা সহসা কোন কাজ করে পরে দুঃখ করে, বেদ ও পণ্ডিত বলেন তারা বুদ্ধিমান নয়।

মুনি সুর বচন লখন সকুচানে * রাম সীয়ঁ সাদর সনমানে।
কহি তাত তুম্হ নীতি সুহাঈ * সব তেঁ কঠিন রাজমদু ভাঈ॥

দেববাণী শুনে লক্ষ্মণ সঙ্কুচিত হলেন, রাম ও সীতা তাঁকে সাদরে বললেন— ভাই, তুমি সুন্দর নীতিবাক্যই বলেছ। রাজদম্ভ সবচেয়ে কঠিন।

জো অচবঁত নৃপ মাতহিঁ তেঈ * নাহিন সাধুসভা জেহিঁ সেঈ।
সুনহু লখন ভল ভরত সরীসা * বিধি প্রচঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা॥

যে রাজ্যমদে মত্ত হয়, সে রাজা কখনও সাধুসন্তের সেবা করে নি। শোন লক্ষ্মণ, ভরতের মতো সজ্জন বিধাতার সৃষ্টিতে কেউ দেখে নি, কেউ শোনেও নি।

শ্রীরামের লক্ষ্মণকে প্রবোধন ও ভরত-গুণখ্যাপন

দো০ ভরতহি হোই ন রাজমদু, বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহুঁ কি কাঁজী সীকরনি, ছীরসিন্ধু বিনসাই ॥২২৩॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের পদ পেয়েও ভরতের রাজদম্ভ হবে না। অম্লরসের বিন্দু কি কখনও ক্ষীর সমুদ্রকে নষ্ট করতে পারে ?

চৌ০ তিমিরু তরুন তরনিহি মকু গিলঈ * গগনু মগন মকু মেঘহিঁ মিলঈ।
গোপদ জল বূড়হিঁ ঘটজোনী * সহজ ছমা বরু ছাড়ৈ ছোনী ॥
মসক ফূঁক মকু মেরু উড়াঈ * হোই ন নৃপমদু ভরতহি ভাঈ।
লখন তুম্হার সপথ পিতু আনা * সুচি সুবন্ধু নহিঁ ভরত সমানা ॥

অন্ধকার তরুণ সূর্যকে গ্রাস করতে পারে, আকাশ মেঘে লীন হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে। অগস্ত্য গোষ্পদে ডুবে যেতে পারে, পৃথিবী নিজের স্বাভাবিক ক্ষমা ত্যাগ করতে পারে। মশার ফুৎকারে সুমেরু পর্বতও উড়ে যেতে পারে, কিন্তু, ভাই, ভরতের রাজদম্ভ হতে পারে না।

সগুনু খীরু অবগুন জলু তাতা * মিলই রচই পরপঞ্চু বিধাতা।
ভরতু হংস রবিবংস তড়াগা * জনমি কীন্হ গুন দোষ বিভাগা ॥

গুণরূপ দুধ আর অবগুণরূপ জলকে মিশিয়ে ব্রহ্মা প্রপঞ্চ রচনা করেছেন। রঘুবংশরূপ তড়াগে হংসরূপ ভরত জন্ম নিয়ে গুণ আর দোষকে পৃথক্ করে দিয়েছেন।

গহি গুন পয় তজি অবগুন বারী * নিজ জস জগত কীন্হি উজিআরা।
কহত ভরত গুন সীলু সুভাউ * পেম পয়োধি মগন রঘুরাউ ॥

ভরত গুণরূপ দুধকে গ্রহণ করে এবং অবগুণরূপ জলকে ত্যাগ করে জগতে নিজের যশ প্রকাশ করছেন। ভরতের গুণ, শীল ও স্বভাবের কথা বলতে বলতে রাম প্রেমে মগ্ন হয়ে গেলেন।

দো০ সুনি রঘুবর বানী বিবুধ, দেখি ভরত পর হেতু।
সকল সরাহত রাম সো, প্রভু কো কৃপানিকেতু ॥২২৪॥

দেবতারা রামের বাণী শুনে এবং ভরতের প্রতি তাঁর প্রেম দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন—রামের মতো কৃপানিধি আর কে ?

চৌ০ জৌ ন হোত জগ জনম ভরত কো * সকল ধরন ধুর ধরনি ধরত কো।
কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা * কো জানই তুম্হ বিনু রঘুনাথা ॥

যদি জগতে ভরতের জন্ম না হত তাহলে পৃথিবীতে ধর্মের ভার কে ধারণ করত ? ভরতের গুণগাথা কবিকুলের অগম্য। এ কথা, হে রঘুনাথ, তুমি ছাড়া আর কে জানে ?

লখন রাম সিয়ঁ সুনি সুর বানী * অতি সুখু লহেউ ন জাই বখানী।
ইহাঁ ভরতু সব সহিত সুহাএ * মন্দাকিনীঁ পুনীত নহাএ ॥

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা দেববাণী শুনে অত্যন্ত সুখলাভ করলেন, যার বর্ণনা সম্ভব নয়। এখানে ভরত সকলকে নিয়ে সুন্দর ও পবিত্র মন্দাকিনীতে স্নান করলেন।

ভরতের দ্বিধাদ্বন্দ্ব

সরিত সমীপ রাখি সব লোগা * মাগি মাতু গুর সচিব নিয়োগা।
চলে ভরতু জহঁ সিয় রঘুরাঈ * সাথ নিষাদনাথু লঘু ভাঈ ॥

নদীর কাছে সবাইকে রেখে মা, গুরু এবং সচিবের আদেশ নিয়ে যেখানে রাম-সীতা সঙ্গে নিষাদরাজ এবং শত্রুঘ্নকে নিয়ে সেখানে চললেন।

সমুঝি মাতু করতব সকুচাহীঁ * করত কুতরক কোটি মন মাহীঁ।
রামু লখনু সিয় সুনি মম নাউঁ * উঠি জনি অনত জাহিঁ তজি ঠাউঁ ॥

মায়ের কাণ্ডের কথা ভেবে ভরত লজ্জিত হলেন, মনে মনে কোটি কুতর্ক করতে লাগলেন—রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ আমার নাম শুনে জায়গা ছেড়ে অন্যত্র না উঠে যান।

দো০ মাতু মতে মহুঁ মানি মোহি, জো কছু করহিঁ সো থোর।
অঘ অবগুন ছমি আদরহিঁ, সমুঝি আপনী ওর ॥২২৫॥

মায়ের মতেই আমার সায় আছে এ কথা মনে করে যা কিছু করবেন তা অল্পই। তবে আমার পাপ এবং দোষ ক্ষমা করে আমাকে নিজের প্রতি অনুকূল জেনে আদর করবেন।

চৌ০ জৌঁ পরিহরহিঁ মলিন মনু জানী * জৌঁ সনমানহিঁ সেবকু মানী।
মোরেঁ সরন রামহি কী পনহী * রাম সুস্বামি দোসু সব জনহী ॥

আমার মন মলিন জেনে আমাকে ত্যাগই করুন আর সেবক জেনে সমাদরই করুন (তাতে আমার কিছু যায় আসে না), আমি তো রামের পাদুকার শরণ নিয়েছি। রাম সুস্বামী, সব দোষ তো সেবক আমারই।

জগ জস ভাজন চাতক মীনা * নেম পেম নিজ নিপুন নবীনা।
অস মন গুনত চলে মগ জাতা * সকুচ সনেহ সিথিল সব গাতা ॥

জগতে যশের ভাজন চাতক এবং মাছ যারা নিজেদের নিয়ম ও প্রেমকে নিপুণ ও নবীন বানিয়ে রেখেছে। এ সব মনে মনে বিচার করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। সঙ্কোচ ও স্নেহে সমস্ত দেহ শিথিল হল তাঁর।

ফেরতি মনহুঁ মাতু কৃত খোরী * চলত ভগতি বল ধীরজ ধোরী।
জব সমুঝত রঘুনাথ সুভাউ * তব পথ পরত উতাইল পাউ ॥

মায়ের নীচতা বারবার মনে ফিরে আসছে, কিন্তু ভক্তিবলে ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলছেন। যখন রঘুনাথের স্বভাব বুঝলেন তখন পথে দ্রুত পা পড়তে লাগল।

ভরত দসা তেহি অরসর কৈসী * জল প্রবাহঁ জল অলি গতি জৈসী।
দেখি ভরত কর সোচু সনেহূ * ভা নিষাদ তেহি সময়ঁ বিদেহূ ॥

ঐ সময়ে ভরতের দশা কেমন হয়েছিল? জলের প্রবাহে ঘূর্ণির গতি যেমন তেমনি। ভরতের শোক ও স্নেহ দেখে নিষাদের দেহবোধ বিলুপ্ত হল।

নিষাদের ভবিষ্যদ্বাণী

দো॰ লগে হোন মঙ্গল সগুন, সুনি গুনি কহত নিষাদু।
মিটিহি সোচু হোইহি হরষু, পুনি পরিনাম বিষাদু ॥২২৬॥

শুভলক্ষণ হতে লাগল, শুনে গণনা করে নিষাদ বলল—শোক দূর হবে, আনন্দ হবে, তবে পরিণামে দুঃখ আসবে।

ভরতের চিত্রকূটদর্শন ও আনন্দ

চৌ॰ সেবক বচন সত্য সব জানে * আশ্রম নিকট জাই নিঅরানে।
ভরত দীখ বন সৈল সমাজূ * মুদিত ছুধিত জনু পাই সুনাজূ ॥

সেবক গুহকের কথা ভরত সব সত্য বলে জানলেন। আশ্রমের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। বন এবং পর্বতরাজি দেখে আনন্দিত হলেন। ক্ষুধার্ত যেন অন্ন পেল।

ঈতি ভীতি জনু প্রজা দুখারী * ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারী।
জাঈ সুরাজ সুদেস সুখারী * হোহিঁ ভরত গতি তেহি অনুহারী॥

প্রজা যেমন ঈতি (ছয়রকম শস্যবিঘ্ন), ভীতি, ত্রিতাপদুঃখ এবং কুগ্রহে পীড়িত হয়ে ভালো দেশে গিয়ে সুখী হয় ভরতের অবস্থাও ঠিক তেমনিই হল।

রাম বাস বন সম্পতি ভ্রাজা * সুখী প্রজা জনু পাই সুরাজা।
সচিব বিরাগু বিবেকু নরেসূ * বিপিন সুহাবন পাবন দেসূ॥

রাম বাস করায় বনসম্পদ এমন শোভা পেল, ভালো রাজা পেয়ে প্রজারা যেমন সুখী হয় তেমনি। সেখানে বৈরাগ্য মন্ত্রী, বিবেক রাজা আর সুন্দর বনই পবিত্র দেশ।

ভট জম নিয়ম সৈল রজধানী * সান্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী।
সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ * রাম চরন আশ্রিত চিত চাউ॥

(সেখানে) যম ও নিয়ম হল যোদ্ধা, পর্বত হল রাজধানী, শান্তি ও সুমতি হল সুন্দর পবিত্র রানীরা। সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ সেই রাজা (বিবেক) রামচরণাশ্রিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে থাকে।

দো॰ জীতি মোহ মহিপালু দল, সহিত বিবেক ভুআলু।
করত অকণ্টক রাজু পুরঁ, সুখ সম্পদা সুকালু॥২৩৭॥

বিবেকরূপ রাজা মোহরূপ রাজাকে সসৈন্যে পরাজিত করে অকণ্টকে রাজ্য করেন। তাঁর নগরে সুখ, সম্পদ ও সুসময় বিরাজ করে।

চৌ॰ বন প্রদেস মুনি বাস ঘনেরে * জনু পুর নগর গাউঁ গন খেরে।
বিপুল বিচিত্র বিহগ মৃগ নানা * প্রজা সমাজু ন জাই বখানা॥

বন-প্রদেশে অগণিত আশ্রম, সে-সব আশ্রমই যেন পুর, নগর ও গ্রাম। অসংখ্য ও বিচিত্র পশুপাখিরা যেন প্রজাসমাজ যার বর্ণনা দেওয়া যায় না।

খগহা করি হরি বাঘ বরাহা * দেখি মহিষ বৃষ সাজু সরাহা।
বয়রু বিহাই চরহিঁ এক সঙ্গা * জহঁ তহঁ মনহুঁ সেন চতুরঙ্গা॥

গণ্ডার, হাতি, সিংহ, বাঘ, বরাহ, মহিষ ও বৃষ দেখবার ও প্রশংসা করবার যোগ্য। শত্রুতা পরিত্যাগ করে তারা যেখানে সেখানে একসঙ্গে বিচরণ করছে। এরাই যেন চতুরঙ্গ সেনা।

ঝরনা ঝরহিঁ মত্ত গজ গাজহিঁ * মনহুঁ নিসান বিবিধি বিধি বাজহিঁ।
চক চকোর চাতক সুক পিক গন * কূজত মঞ্জু মরাল মুদিত মন॥

ঝরনা ঝরছে মত্ত গজ বৃংহণধ্বনি তুলছে, মনে হচ্ছে নানাভাবে যেন নাকাড়া বাজছে। চক্রবাক, চকোর, চাতক, শুক ও পিকেরা আনন্দিত মনে মধুর কূজন করছে।

অলিগন গাৱত নাচত মোরা * জনু সুরাজ মঙ্গল চহু ওরা।
বেলি বিটপ তৃন সফল সফূলা * সব সমাজু মুদ মঙ্গল মূলা ॥

ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে, ময়ূরেরা নাচছে, যেন সুরাজ্যে চারদিকে মঙ্গলোৎসব হচ্ছে। তরুলতা ও তৃণ ফলে ফুলে সুশোভিত, সমস্ত শুভসূচক আনন্দে পূর্ণ।

দো০ রাম সৈল সোভা নিরখি, ভরত হৃদয়ঁ অতি পেমু।
তাপস তপ ফলু পাই জিমি, সুখী সিরানেঁ নেমু ॥২২৮

রামগিরির শোভা দেখে ভরতের হৃদয়ে গভীর প্রেম উদ্বেলিত হল। যেন নিয়মপালনের পর তপস্বী তপস্যার ফল পেয়ে সুখী হলেন।

চৌ০ তব কেৱট উঁচেঁ চঢ়ি ধাঈ * কহেউ ভরত সন ভুজা উঠাঈ।
নাথ দেখিঅহিঁ বিটপ বিসালা * পাকরি জম্বু রসাল তমালা ॥
জিন্হ তরুবরন্হ মধ্য বটু সোহা * মঞ্জু বিসাল দেখি মনু মোহা।
নীল সঘন পল্লৱ ফল লালা * অবিরল ছাহঁ সুখদ সব কালা ॥

তখন পাটনী (গুহক) ছুটে গিয়ে উঁচুতে উঠে হাত তুলে বলল —হে নাথ, যে বিশাল পাকুড়, জাম, আম এবং তমাল দেখছেন, সেই তরুবরদের মধ্যে একটা সুন্দর বটগাছ শোভা পাচ্ছে যা দেখে মন মোহিত হয়। ঐ গাছে নীল ও ঘন পল্লব হয় এবং লাল ফল ধরে, তার নিশ্ছিদ্র ছায়া সর্বদা সুখকর।

মানহুঁ তিমির অরুনময় রাসী * বিরচী বিধি সঁকেলি সুষমা সী।
এ তরু সরিত সমীপ গোসাঁই * রঘুবর পরনকুটী জহঁ ছাঈ ॥

মনে হয় সমস্ত সৌন্দর্য একত্রিত করে বিধাতা অন্ধকার আর অরুণিমার রাশিকে সৃষ্টি করেছেন। হে প্রভু, এই সব তরু নদীর কাছে। সেখানে রামচন্দ্রের পর্ণ কুটির শোভা পাচ্ছে।

তুলসী তরুবর বিবিধ সুহাএ * কহুঁ কহুঁ সিয়ঁ কহুঁ লখন লগাএ।
বট ছায়াঁ বেদিকা বনাঈ * সিয়ঁ নিজ পানি সরোজ সুহাঈ ॥

দো০ জহাঁ বৈঠি মুনিগন সহিত, নিত সিয় রামু সুজান।
সুনহিঁ কথা ইতিহাস সব, আগম নিগম পুরান ॥২২৯॥

সেখানে কোথাও সীতা কোথাও-বা লক্ষ্মণ নানারকম তুলসীগাছ রোপণ করেছেন। বটের ছায়ায় সীতা নিজের করকমলে সুন্দর বেদিকা নির্মাণ করেছেন, যেখানে মুনিদের সঙ্গে বসে সীতা ও প্রজ্ঞাবান রাম নিত্য আগম, নিগম, পুরাণ ও ইতিহাস-কথা শোনেন।

চৌ॰ সখা বচন সুনি বিটপ নিহারী * উমগে ভরত বিলোচন বারী।
করত প্রনাম চলে দোউ ভাঈ * কহত প্রীতি সারদ সকুচাঈ ॥

সখার (গুহকের) কথা শুনে এবং গাছগুলো দেখে ভরতের চোখে অশ্রু উদ্‌গত হল। প্রণাম করতে করতে দু-ভাই চললেন। সেই প্রীতির বর্ণনা দিতে স্বয়ং সরস্বতীও সঙ্কোচ করেন।

হরষহিঁ নিরখি রাম পদ অঙ্কা * মানহুঁ পারসু পায়উ রঙ্কা।
রজ সির ধরি হিয় নয়নন্হি লাবহিঁ *রঘুবর মিলন সরিস সুখ পাবহিঁ ॥

রামের পদচিহ্ন দেখে আনন্দিত হলেন তাঁরা। কাঙাল যেন স্পর্শমণি পেল। (সেখানকার) ধুলিকণা হৃদয়ে ও নয়নে ধারণ করলেন, যেন রামের সঙ্গে মিলিত হবার মতোই সুখ পেলেন।

দেখি ভরত গতি অকথ অতীবা * প্রেম মগন মৃগ খগ জড় জীবা।
সখহি সনেহ বিবস মগ ভূলা * কহি সুপন্থ সুর বরষহিঁ ফূলা ॥

ভরতের অবর্ণনীয় দশা দেখে পশুপাখি এবং জড়-জীবও প্রেমমগ্ন হল। সখা (নিষাদরাজ) স্নেহবিকল হয়ে পথ ভুলে গেল, দেবতারা ঠিক পথ বলে দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

নিরখি সিদ্ধ সাধক অনুরাগে * সহজ সনেহু সরাহন লাগে।।
হোত ন ভূতল ভাউ ভরত কো * অচর সচর চর অচর করত কো ॥

ভরতের সহজ স্নেহ দেখে সিদ্ধসাধকও প্রেমমগ্ন হলেন এবং প্রশংসা করতে লাগলেন। পৃথিবীতে ভরতের এই ভাব (প্রেম) যদি না হত তবে জড়কে চেতন এবং চেতনকে জড় করত কে? (অর্থাৎ জড়কেও প্রেমে উদ্বুদ্ধ করত কে এবং চেতনকে প্রেমে বিবশ করে জড়প্রায় করত কে?)

দো॰ পেম অমিঅ মন্দরু বিরহু, ভরতু পয়োধি গঁভীর।
মথি প্রগটেউ সুর সাধু হিত, কৃপাসিন্ধু রঘুবীর ॥২৩০॥

সাধুদের মঙ্গলের জন্যে কৃপাসিন্ধু রামচন্দ্র বিরহরূপ মন্দরপর্বতে মথিত করে ভরতরূপ গভীর সমুদ্র থেকে প্রেমরূপ অমৃত আহরণ করে এনেছেন।

চৌ॰ সখা সমেত মনোহর জোটা * লখেউ ন লখন সঘন বন ওটা।
ভরত দীখ প্রভু আশ্রমু পাবন * সকল সুমঙ্গল সদন সুহাবন॥

সঘন বনের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় সখাসমেত এই মনোহর জুটিকে লক্ষ্মণ দেখতে পান নি। ভরত কিন্তু সকল সুমঙ্গলের আবাস সুন্দর ও পবিত্র প্রভুর (রামের) আশ্রম দেখতে পেলেন।

ভরতের রামলক্ষ্মণ ও সীতা-দর্শন ও মিলন

করত প্রবেস মিটে দুখ দাবা * জনু জে গীঁ পরমারথু পাবা।
দেখে ভরত লখন প্রভু আগে * পূঁছে বচন কহত অনুরাগে॥

(আশ্রমে) প্রবেশ করেই ভরতের দুঃখদাহ শান্ত হল, যোগী যেন পরমার্থ পেলেন। ভরত দেখলেন লক্ষ্মণ রামের সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগে তাঁর জিজ্ঞেস-করা কথার উত্তর দিচ্ছেন।

সীস জটা কটি মুনি পট বাঁধেঁ * তূন কসেঁ কর সরু ধনু কাঁধেঁ।
বেদী পর মুনি সাধু সমাজু * সীয় সহিত রাজত রঘুরাজু॥

মাথায় জটা, কোমরে মুনিপট্ট বাঁধা, তূণীর আঁটা, হাতে বাণ, কাঁধে ধনুক। বেদিকার উপরে মুনি ও সাধুসমাজ এবং সীতার সঙ্গে রঘুরাজ বিরাজিত।

বলকল বসন জটিল তনু স্যামা * জনু মুনিবেষ কীন্হ রতি কামা।
কর কমলনি ধনু সায়কু ফেরত * জিয় কী জরনি হরত হঁসি হেরত॥

(সীতা সহ) বল্কলপরিহিত, জটাধারী ও শ্যামতনু রামকে দেখে মনে হল রতি ও কামদেব যেন মুনিবেশ ধারণ করেছেন। করকমলে ধনুর্বাণ ধারণ করে হেসে তাকিয়ে (রাম) হৃদয়ের জ্বালা হরণ করছেন।

দো॰ লসত মঞ্জু মুনি মণ্ডলী, মধ্য সীয় রঘুচন্দু।
গ্যান সভাঁ জনু তনু ধরেঁ, ভগতি সচ্চিদানন্দু॥২৩১॥

ঐ সুন্দর মুনিমণ্ডলীর মধ্যে রাম ও সীতা এমন শোভা পেলেন যে দেখে মনে হল জ্ঞান-সভায় যেন ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ দেহধারণ করে বিরাজিত হলেন।

চৌ০ সানুজ সখা সমেত মগন মন * বিসরে হরষ সোক সুখ দুখ গন।
পাহি নাথ কহি পাহি গোসাঈঁ * ভূতল পরে লকুট কী নাঈঁ ॥

অনুজ ও সখাসহ ভরত বিহ্বল হলেন। তিনি, হর্ষ, শোক সুখ ও দুঃখ বিস্মৃত হয়ে 'হে প্রভু রক্ষা করো' বলে একটি দণ্ডের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

বচন সপেম লখন পহিচানে * করত প্রনামু ভরত জিয়ঁ জানে।
বন্ধু সনেহ সরস এহি ওরা * উত সাহিব সেৱা বস জোরা ॥

প্রেমপূর্ণ বচন শুনে লক্ষ্মণ চিনতে পারলেন, প্রণাম করতে দেখে ভরত বলে মনে মনে বুঝলেন। একদিকে (ভরতের) সরস প্রেম অন্যদিকে (লক্ষ্মণের) প্রভুসেবার বশবর্তিতা—এই নিয়ে জুটি।

মিলি ন জাই নহিঁ গুদরত বনঈ * সুকবি লখন মন কী গতি ভনঈ।
রহে রাখি সেৱা পর ভারূ * চঢ়ী চঙ্গ জনু খৈঞ্চ খেলারূ ॥

মিলতেও পারেন না, ছাড়তেও পারে না। লক্ষ্মণের মনের গতি শ্রেষ্ঠ কবিই বর্ণনা করতে পারেন। সেবার উপরেই ভার রেখে রইলেন তিনি। খেলোয়াড় যেন উড্ডীন ঘুড়িকে টানছে।

কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা * ভরত প্রনাম করত রঘুনাথা।
উঠে রামু সুনি পেম অধীরা * কহু পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনু তীরা ॥

(লক্ষ্মণ) মাথা নত করে সপ্রেমে বললেন, হে রঘুনাথ, ভরত প্রণাম করছে। শুনে রাম স্নেহে অধীর হলেন। কোথায় কটিবাস, কোথায় তূণীর, কোথায় ধনুক, কোথায় বা বাণ!

দো০ বরবস লিএ উঠাই উর, লাএ কৃপানিধান।
ভরত রাম কী মিলনি লখি, বিসরে সবহি অপান ॥২৩২

কৃপানিধি রাম সবলে তাঁকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভরত ও রামের মিলন দেখে সবাই নিজেদের ভুলে গেলেন।

চৌ০ মিলনি প্রীতি কিমি জাই বখানী * কবিকুল অগম করম মন বানী।
পরম পেম পূরন দোউ ভাঈ * মন বুধি চিত অহমিতি বিসরাঈ ॥

সেই মিলনের প্রীতি কেমন করে বর্ণনা করা যাবে? তা কর্মে, মনে ও বচনে কবিকুলের অগম্য। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ভুলে দুই ভাই পরম প্রেমে পূর্ণ হলেন।

কহহু সুপেম প্রগট কো করঈ * কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরঈ ॥
কবিহি অরথ আখর বলু সাঁচা * অনুহরি তাল গতিহি নটু নাচা ॥

বলো সেই পরম প্রেমকে কে প্রকাশ করবে ? কবিবুদ্ধি কার ছায়াকে অনুসরণ করবে ? কবির যথার্থ বল তো অক্ষরের অর্থের উপর। নট তো তালের গতি অনুসরণ করেই নাচে।

অগম সনেহ ভরত রঘুবর কো * জহঁ ন জাই মনু বিধি হরি হর কো।
সো মৈঁ কুমতি কহৌঁ কেহি ভাঁতী * বাজ সুরাগ কি গাঁডর তাঁতী ॥

ভরত ও রামের প্রেম অগম্য। যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মনও যেতে পারে না তা অল্পমতি আমি বলব কেমন করে ? তৃণমূলে তৈরি তাঁতে কি ভালো রাগ বাজে ?

মিলন বিলোকি ভরত রঘুবর কী * সুরগন সভয় ধকধকী ধরকী।
সমুঝাএ সুরগুরু জড় জাগে * বরষি প্রসূন প্রসংসন লাগে ॥

ভরত ও রামের মিলন দেখে দেবতাদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। সুরগুরু বৃহস্পতি বুঝিয়ে দিলে মূর্খদের হুঁশ হল। পুষ্প বর্ষণ করে তাঁরা প্রশংসা করতে লাগলেন।

দো০ মিলি সপেম রিপুসূদনহি, কেবটু ভেঁটেউ রাম।
ভূরি ভায়ঁ ভেঁটে ভরত, লছিমন করত প্রনাম ॥২৩৩

শত্রুঘ্নের সঙ্গে সস্নেহে মিলিত হয়ে রাম পাটনীর (নিষাদরাজের) সঙ্গে মিলিত হলেন। ভরত প্রণাম করলে লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে গভীর স্নেহে মিলিত হলেন।

চৌ০ ভেঁটেউ লখন ললকি লঘু ভাঈ * বহুরি নিষাদু লীন্হ উর লাঈ।
পুনি মুনিগণ দুহুঁ ভাইন্হ বন্দে * অভিমত আসিষ পাই অনন্দে ॥

লক্ষ্মণ সোৎসাহে ছোটো ভাই শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর নিষাদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এবার দু-ভাই মুনিদের প্রণাম করলেন এবং মনের মতো আশীর্বাদ লাভ করে আনন্দিত হলেন।

সানুজ ভরত উমগি অনুরাগা * ধরি সির সিয় পদ পদুম পরাগা।
পুনি পুনি করত প্রনাম উঠাএ * সির কর কমল পরসি বৈঠাএ ॥

সানুজ ভরত সীতার পাদপদ্মপরাগে মাথা রেখে সানুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বার বার প্রণাম করলেন। সীতা করকমলে মাথা স্পর্শ করে তাঁদের বসালেন।

সীয় অসীস দীহ্নি মন মাহীঁ * মগন সনেহঁ দেহ সুধি নাহীঁ।
সব বিধি সানুকূল লখি সীতা * ভৈ নিসোচ উর অপডর বীতা॥

সীতা মনে মনে আশীর্বাদ দিলেন, কারণ তিনি স্নেহে নিমগ্না, তাঁর দেহবোধ নেই। সীতাকে সব দিক দিয়ে অনুকূল দেখে ভরত নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর মন থেকে মিথ্যা ভয় দূর হল।

কোউ কিছু কহই ন কোউ কিছু পূঁছা * প্রেম ভরা মন নিজ গতি ছুঁছা।
তেহি অবসর কেবটু ধীরজু ধরি * জোরি পানি বিনবত প্রনামু করি॥

কেউ কিছু বলছেন না, কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করছেন না, সকলের মনই প্রেমপূর্ণ, নিজের গতিও তাঁরা বিস্মৃত (চলতেও সবাই ভুলে যাচ্ছেন)। এই সময় পাটনী ধৈর্য ধারণ করে হাত জোড় করে প্রণাম করে সবিনয়ে বলল—

দো০ নাথ সাথ মুনিনাথ কে, মাতু সকল পুর লোগ।
সেবক সেনপ সচিব সব, আএ বিকল বিয়োগ॥২৩৪

হে নাথ! মুনিনাথ বশিষ্ঠের সঙ্গে মায়েরা, পুরবাসীরা, সেবক, সেনাপতি এবং সচিব সবাই বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে এসেছেন।

চৌ০ সীলসিন্ধু সুনি গুর আগবনু * সিয় সমীপ রাখে রিপুদবনু।
চলে সবেগ রামু তেহি কালা * ধীর ধরম ধুর দীনদয়ালা॥

শীলসিন্ধু ধীর, ধর্মধুরন্দর ও দীনদয়াল রাম গুরু এসেছেন শুনে সীতার কাছে শত্রুঘ্নকে রেখে তৎক্ষণাৎ সবেগে চললেন।

গুরহি দেখি সানুজ অনুরাগে * দণ্ড প্রনাম করন প্রভু লাগে।
মুনিবর ধাই লিএ উর লাঈ * প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভাঈ॥

গুরুকে দেখে সানুজ রাম ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন। মুনিবর ছুটে এসে তাঁকে বুকে নিলেন। স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন।

প্রেম পুলকি কেবট কহি নামু * কীহ্ন দূরি তেঁ দণ্ড প্রনামু।
রামসখা রিষি বরবস ভেঁটা * জনু মহি লুঠত সনেহ সমেটা॥

প্রেমে পুলকিত হয়ে পাটনী নিজের নাম বলে দূর থেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। ঋষি সবলে তাকে বুকে নিলেন। ভূমিলুণ্ঠিত প্রেমকেই যেন তিনি তুলে নিলেন।

রঘুপতি ভগতি সুমঙ্গল মূলা * নভ সরাহি সুর বরিসহিঁ ফূলা।
এহি সম নিপট নীচ কোউ নাহীঁ * বড় বসিষ্ঠ সম কো জগ মাহীঁ ॥

রামের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের মূল। আকাশে দেবতারা এইভাবে প্রশংসা করে পুষ্প বর্ষণ করছেন। এর মতো (এই নিষাদের মতো) একান্ত নীচ আর কেউ নেই, আর জগতে বশিষ্ঠের মতো মহান্ কেউ নেই।

দো॰ জেহি লখি লখনহু তেঁ অধিক, মিলে মুদিত মুনিরাউ।
সো সীতাপতি ভজন কো, প্রগট প্রতাপ প্রভাউ ॥২৩৫॥

তাকে (নিষাদকে) দেখে লক্ষ্মণের চেয়ে বেশি আনন্দে মুনিরাজ যে মিলিত হলেন এ রামভজনেরই প্রত্যক্ষ প্রতাপ ও প্রভাব।

চৌ॰ আরত লোগ রাম সবু জানা * করুনাকর সুজান ভগৱানা।
জো জেহি ভায় রহা অভিলাষী * তেহি তেহি কৈ তসি তসি রুখ রাখী ॥

করুণানিধান প্রজ্ঞাবান ভগবান রাম সবাইকে আর্ত জেনে যে যেভাবে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করেছিল তিনি সেই-সেইভাবেই তাদের ইচ্ছেমতো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সানুজ মিলি পল মহুঁ সব কাহূ * কীন্হ দূরি দুখু দারুন দাহূ।
য়হ বড়ি বাত রাম কৈ নাহীঁ * জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহীঁ ॥

অনুজকে (লক্ষ্মণকে) নিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাদের দারুণ দুঃখদাহ দূর করলেন। রামের পক্ষে এটা খুব বড়ো কথা নয়, কোটি গৃহ এক সূর্যই আলো করে রাখে।

মিলি কেৱটহি উমগি অনুরাগা * পুরজন সকল সরাহহিঁ ভাগা।
দেখীঁ রাম দুখিত মহতারীঁ * জনু সুবেলি অৱলীঁ হিম মারীঁ ॥

স্নেহে মগ্ন হয়ে আবার পাটনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরজন সবাই তার (পাটনীর) ভাগ্যকে প্রশংসা করতে লাগল। রাম মায়েদের দুঃখিত দেখলেন যেন সুন্দর লতাপঙ্‌ক্তি তুষারপাতে ম্রিয়মাণ।

প্রথম রাম ভেঁটী কৈকেঈ * সরল সুভায় ভগতি মতি ভেঈ।
পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী * কাল করম বিধি সির ধরি খোরী ॥

প্রথমে রাম কৈকেয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সরল স্বভাব ও ভক্তিতে তাঁর হৃদয়কে শীতল করলেন। তারপর তাঁরা চরণে পড়ে বিধাতার মাথায় দোষ চাপিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

দো॰ ভেটীঁ রঘুবর মাতু সব, করি প্রবোধু পরিতোষু ॥
অম্ব ঈস আধীন জগু, কাহু ন দেইঅ দোষু ॥২৩৬॥

রাম মায়েদের সবার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁদের বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করলেন—মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন। কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

চৌ॰ গুরতিয় পদ বন্দে দুহু ভাঈঁ * সহিত বিপ্রতিয় জে সঁগ আঈঁ।
গঙ্গ গৌরি সম সব সনমানীঁ * দেহিঁ অসীস মুদিত মৃদু বানীঁ ॥

সঙ্গে যে ব্রাহ্মণপত্নীরা এসেছিলেন দুইভাই তাঁদের সঙ্গে গুরুপত্নীকে প্রণাম করলেন। তাঁদের গঙ্গা ও গৌরীর মতো সম্মানিত করলেন। তাঁরা প্রসন্ন হয়ে কোমল বাণীতে আশীর্বাদ দিলেন।

গহি পদ লগেঁ সুমিত্রা অঙ্কা * জনু ভেটী সম্পতি অতি রঙ্কা।
পুনি জননী চরননি দোউ ভ্রাতা * পরে পেম ব্যাকুল সব গাতা ॥

তারপর সুমিত্রার চরণ গ্রহণ করে তাঁর কোলে আশ্রয় নিলেন, মনে হল যেন কাঙাল প্রভূত সম্পদ লাভ করল। তার পর জননী কৌশল্যার চরণে গিয়ে পড়লেন দুইভাই। প্রেমবলে সমস্ত অঙ্গ ব্যাকুল হল।

অতি অনুরাগ অম্ব উর লাএ * নয়ন সনেহ সলিল অন্হবাএ।
তেহি অবসর কর হরষ বিষাদূ * কিমি কবি কহৈ মূক জিমি স্বাদূ ॥

গভীর স্নেহে মা তাঁদের বুকে নিলেন, নয়নের স্নেহাশ্রুতে তাঁদের স্নান করিয়ে দিলেন। সেই সময়কার হর্ষ ও বিষাদ কবি কেমন করে বলবে। বোবা তো স্বাদের কথা বলতে পারে না।

মিলি জননিহি সানুজ রঘুরাউ * গুর সন কহেউ কি ধারিঅ পাউ।
পুরজন পাই মুনীস নিয়োগূ * জল থল তকি তকি উতরেউ লোগূ ॥

সানুজ রাম জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গুরুকে বললেন, আপনি আসুন। পুরজন মুনীশ্বরের আদেশ পেয়ে জলস্থল ঠিক মতো দেখে অবতরণ করল।

দো০ মহিসুর মন্ত্রী মাতু গুর, গনে লোগ লিএ সাথ।
পাবন আশ্রম গবনু কিয়, ভরত লখন রঘুনাথ ॥২৩৭

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মা ও গুরু—এঁদের সব গণনা করে সঙ্গে নিয়ে ভরত ও লক্ষ্মণ সহ রঘুনাথ রামচন্দ্র নিজের পবিত্র আশ্রমে নিয়ে চললেন।

চৌ০ সীয় আই মুনিবর পগ লাগী * উচিত অসীস লহী মন মাগী।
গুর পতিনিহি মুনিতিয়হ্ন সমেতা * মিলী পেমু কহি জাই ন জেতা ॥

সীতা এসে মুনিবরের চরণে প্রণত হলেন, মনের মতো আশিস নিলেন। গুরুপত্নীরা মুনিপত্নীদের সঙ্গে মিলিত হলেন, সে মিলনে কী গভীর প্রীতি তা বর্ণনা করা যায় না।

বন্দি বন্দি পগ সিয় সবহী কে * আসিরবচন লহে প্রিয় জী কে।
সাসু সকল জব সীয়ঁ নিহারীঁ * মূদে নয়ন সহমি সুকুমারীঁ ॥

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সীতা সকলের চরণ বন্দনা করে মনের মতো আশীর্বাদ লাভ করলেন। শ্বশ্রূমাতাদের যখন সীতা দেখলেন সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করলেন।

পরীঁ বধিক বস মনহুঁ মরালী * কাহ কীহ্ন করতার কুচালীঁ।
তিহ্ন সিয় নিরখি নিপট দুখু পাবা * সো সবু সহিঅ জো দৈউ সহাবা ॥

যেন হংসী ব্যাধের জালে বাঁধা পড়ল। হায় বিধাতা তাঁদের এ কী করলেন? সীতাকে দেখে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। দৈব যা সহ্য করাবে তা সহ্য করতেই হবে।

জনকসুতা তব উর ধরি ধীরা * নীল নলিন লোয়ন ভরি নীরা।
মিলী সকল সাসুহ্ন সিয় জাঈ * তেহি অবসর করুনা মহি ছাঈ ॥

জনককন্যা সীতা তখন হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে নীলপদ্মের মতো চোখে জল ভরে শ্বশ্রূমাতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই সময়ে পৃথিবী করুণারসে ভরে গেল।

দো০ লাগি লাগি পগ সবনি সিয়, ভেঁটতি অতি অনুরাগ।
হৃদয়ঁ অসীসহিঁ পেম বস, রহিঅহু ভরী সোহাগ ॥২৩৮॥

সীতা চরণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সকলের সঙ্গে গভীর অনুরাগে মিলিত হলেন, সকলে সস্নেহে অন্তর থেকে আশীর্বাদ দিলেন—সোহাগিনী হয়ে থাকো।

চৌ০ বিকল সনেহঁ সীয় সব রানীঁ * বৈঠন সবহি কহেউ গুর গ্যানীঁ।
কহি জগ গতি মায়িক মুনিনাথা * কহে কছুক পরমারথ গাথা ॥

সীতা এবং রানীরা সব স্নেহে বিকল হলেন। জ্ঞানীগুরু তাঁদের বসতে বললেন। মুনীশ্বর জগতের গতি মায়াময় একথা বলে কিছু পরমার্থ কথা বললেন।

নৃপ কর সুরপুর গবনু সুনারা * সুনি রঘুনাথ দুসহ দুখু পারা।
মরন হেতু নিজ নেহু বিচারী * ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী ॥

তিনি তাঁদের রাজার (দশরথের) স্বর্গগমনের সংবাদ দিলেন। শুনে রাম দুঃসহ দুঃখ পেলেন। নিজের প্রতি তাঁর স্নেহকে পিতার মৃত্যুর কারণ বুঝে ধীর ও ধুরন্ধর রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন।

কুলিস কঠোর সুনত কটু রানী * বিলপত লখন সীয় সব রানী।
সোক বিকল অতি সকল সমাজূ * মানহুঁ রাজু অকাজেউ আজূ ॥

সেই বজ্রকঠোর দুঃসংবাদ শুনেই লক্ষ্মণ সীতা এবং রানীরা বিলাপ করতে লাগলেন। সমস্ত পরিজনেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। মনে হল যেন রাজা আজই প্রয়াত হয়েছেন।

মুনিবর বহুরি রাম সমুঝাএ * সহিত সমাজ সুসরিত নহাএ।
ব্রতু নিরম্বু তেহি দিন প্রভু কীহ্না * মুনিহু কহেঁ জলু কাহুঁ ন লীহ্না ॥

মুনিবর রামকে বোঝাতে লাগলেন। পরিজনদের নিয়ে রাম মন্দাকিনীতে স্নান করলেন। প্রভু সেদিন নিরম্বু ব্রত পালন করলেন। মুনি বললেও কেউ জল গ্রহণ করলেন না।

দো॰ ভোরু ভএঁ রঘুনন্দনহি, জো মুনি আয়সু দীহ্ন।
শ্রদ্ধা ভগতি সমেত প্রভু, সো সবু সাদরু কীহ্ন ॥২৪৭॥

পরদিন ভোর হলে মুনি রামকে আদেশ দিলেন। সেই অনুসারে শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে রাম সাদরে সব কাজ করলেন।

চৌ॰ করি পিতু ক্রিয়া বেদ জসি বরনী * ভে পুনীত পাতক তম তরণী।
জাসু নাম পাবক অঘ তূলা * সুমিরত সকল সুমঙ্গল মূলা ॥
সুদ্ধ সো ভয়উ সাধু সম্মত অস * তীরথ আবাহন সুরসরি জস।
সুদ্ধ ভএঁ দুই বাসর বীতে * বোলে গুর সন রাম পিরীতে ॥

বেদবর্ণিত বিধিমতে পিতৃক্রিয়া করে পাপরূপ অন্ধকারের পক্ষে যিনি সূর্যস্বরূপ তিনি শুদ্ধ হলেন। যাঁর নাম পাপরূপ তুলার পক্ষে অগ্নির মতো, যাঁর স্মরণ সম্পূর্ণ শুভসূচক সেই রাম শুদ্ধ হলেন, তীর্থ আহ্বান করে শুদ্ধ গঙ্গা যেমন সাধু-সম্মত হন সেই রকম। শুদ্ধ হবার পর দুদিন কেটে গেলে রাম সপ্রেমে গুরুকে বললেন -

নাথ লোগ সব নিপট দুখারী * কন্দ মূল ফল অম্বু অহারী।
সানুজ ভরতু সচিব সব মাতা * দেখি মোহি পল জিমি জুগ জাতা॥

হে নাথ! সকলে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত। কন্দ মূল ফল আর জল—এই আহার করছেন। শত্রুঘ্নসহ ভরত, সচিব এবং মায়েদের দেখে আমার এক পল এক যুগের মতো কাটছে।

সব সমেত পুর ধারিঅ পাউ * আপু ইহাঁ অমরাবতি রাউ।
বহুত কহেউঁ সব কিয়উঁ ঢিঠাঈ * উচিত হোই তস করিঅ গোসাঁঈ॥

তাই সকলের সঙ্গে আপনি নগরে ফিরে যান। আপনি এখানে, মহারাজ স্বর্গে (অর্থাৎ অযোধ্যা আজ শূন্য)। আমি অনেক কথা বললাম, আমার ধৃষ্টতাই হল। হে প্রভু, যা উচিত আপনি তাই করুন।

দো॰ ধর্ম সেতু করুনায়তন, কস ন কহহু অস রাম।
লোগ দুখিত দিন দুই দরস, দেখি লহহুঁ বিশ্রাম॥২৪০॥

হে রাম! তুমি একথা বলবে না কেন? তুমি ধর্মসেতু, তুমি করুণায়তন। সকলেই দুঃখিত। দুদিন তোমাকে দেখে একটু বিশ্রাম নিন।

চৌ॰ রাম বচ সুনি সভয় সমাজূ * জনু জলনিধি মহুঁ বিকল জহাজূ।
সুনি গুর গিরা সুমঙ্গল মূলা * ভয়উ মনহুঁ মারুত অনুকূলা॥

রামের কথা শুনে সকলে ভয় পেয়েছিল, সমুদ্রে যেন জাহাজ বিপন্ন হয়েছিল। গুরুর মঙ্গলমূলক কথা শুনে যেন ঐ জাহাজের (নিরাপত্তায়) বায়ু অনুকূল হল।

পাবন পয়ঁ তিহুঁ কাল নহাহীঁ * জো বিলোকি অঘ ওঘ নসাহীঁ।
মঙ্গল মূরতি লোচন ভরি ভরি * নিরখহিঁ হরষি দণ্ডবত করি করি॥

যার দর্শনেই সমস্ত পাপ দূর হয় সেই পবিত্র জলে সকলে তিন বার স্নান করে এবং মঙ্গলমূর্তি রামকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে করে দু-চোখ ভরে দেখে।

রাম সৈল বন দেখন জাহীঁ * জহঁ সুখ সকল সকল দুখ নাহীঁ।
ঝরনা ঝরহিঁ সুধাসম বারী * ত্রিবিধ তাপহর ত্রিবিধ বয়ারা।

সকলে রামের পর্বত ও বন দেখতে যায়। যেখানে সমস্ত সুখ, কেউ দুঃখী নেই, সেখানে ঝরনার অমৃতের মতো জল ঝরছে। ত্রিতাপদুঃখহারী ত্রিবিধ (শীতল, মন্দ ও সুগন্ধ) বায়ু সেখানে প্রবাহিত।

বিটপ বেলি তৃন অগনিত জাতী * ফল প্রসূন পল্লব বহু ভাঁতী।
সুন্দর সীলা সুখদ তরু ছাহীঁ * জাই বরনি বন ছবি কেহি পাহীঁ ।।

সেখানে অসংখ্য তরুলতা ও তৃণ বহুরকমের ফল ফুল পল্লব, সুন্দর শিলা এবং তরুচ্ছায়া। সেই বনের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

দো০ সরনি সরোরুহ জল বিহগ, কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গ।
বৈর বিগত বিহরত বিপিন, মৃগ বিহঙ্গ বহুরঙ্গ ॥২৪১

সরোবরে পদ্ম ফুটে আছে। জলচর পাখিরা কূজন করছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে। শত্রুতা ত্যাগ করে বহুরঙের পশুপাখি বনে বিচরণ করছে।

বনবাসীদের অতিথিসৎকার

চৌ০ কোল কিরাত ভিল্ল বনবাসী * মধু সুচি সুন্দর স্বাদু সুধা সী।
ভরি ভরি পরন পুটীঁ রচি রূরী * কন্দ মূল ফল অঙ্কুর জূরী ॥
সবহি দেহিঁ করি বিনয় প্রনামা * কহি কহি স্বাদ ভেদ গুন নামা।
দেহিঁ লোগ বহু মোল ন লেহীঁ * ফেরত রাম দোহাঈ দেহীঁ ॥

কোল, কিরাত, ভিল ইত্যাদি বনবাসীরা সুন্দর পত্রপুট রচনা করে পবিত্র সুন্দর ও অমৃতের মতো স্বাদু মধু এবং কন্দ মূল ফল ও অঙ্কুর ভরে ভরে, স্বাদের পার্থক্য, গুণ ও নাম বলে বলে সবাইকে সবিনয়ে প্রণাম করে করে দিচ্ছে। সবাই দাম দিচ্ছে প্রচুর। কিন্তু তারা রামের দোহাই দিয়ে দাম ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কহহিঁ সনেহ মগন মৃদু বানী * মানত সাধু পেম পহিচানী।
তুম্হ সুকৃতী হম নীচ নিষাদ * পাবা দরসনু রাম প্রসাদা ॥

স্নেহে মগ্ন হয়ে কোমল বচনে বলছে—সজ্জনেরা প্রেম চিনতে পেরে মান্য করে। তোমরা পুণ্যবান আমরা নীচ নিষাদ। রামের প্রসাদেই তোমাদের দর্শন পেয়েছি।

হমহি অগম অতি দরসু তুম্হারা * জস মরু ধরনি দেবধুনি ধারা।
রাম কৃপাল নিষাদ নেবাজা * পরিজন প্রজউ চহিঅ জস রাজা ॥

আমাদের কাছে তোমাদের দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ যেমন মরুভূমিতে সুরধুনীর ধারা দুর্লভ। দয়ালু রাম নিষাদকে (নিষাদরাজকে) আপন করেছেন। রাজা যেমন তাঁর পরিজন ও কুটুম্বদেরও সেই রকম হওয়া উচিত।

দো॰ যহ জিয় জানি সঁকোচু তজি, করিঅ ছোহু লখি নেহু।
হমহি কৃতারথ করন লগি. ফল তৃন অঙ্কুর লেহু ॥২৪২

এ কথা হৃদয়ে অনুভব করে সংকোচ ত্যাগ করে এবং আমাদের স্নেহ দেখে দয়া করুন এবং আমাদের কৃতার্থ করতে ফল তৃণ ও অঙ্কুর গ্রহণ করুন।

চৌ॰ তুহ্ম প্রিয় পাহুনে বন পগু ধারে * সেবা জোগু ন ভাগ হমারে।
দেব কাহ হম তুহ্মহি গোসাঁঈ * ঈন্ধনু পাত কিরাত মিতাঈ ॥

তোমরা প্রিয় অতিথি, বনে পদধূলি দিয়েছ। তোমাদের সেবা করার মতো ভাগ্য আমাদের নয়। হে প্রভু, আমরা তোমাদের কী দেব, কিরাতের মিত্রতায় আছে শুধু ইন্ধন আর পত্র।

যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাই * লেহিঁ ন বাসন বসন চোরাঈ।
হম জড় জীব জীব গন ঘাতী * কুটিল কুচালী কুমতি কুজাতী ॥

আমাদের এইটাই বড়ো সেবা যে আমরা আপনাদের কোন বসন-বাসন চুরি করি নি। আমরা মূর্খ জীব, জীবঘাতী। আমরা কুটিল, কুকর্মা, কুমতি এবং কুজাতি।

পাপ করত নিসি বাসর জাহীঁ * নহিঁ পট কটি নহিঁ পেট অঘাহীঁ।
সপনেহুঁ ধরম বুদ্ধি কস কাউ * যহ রঘুনন্দন দরস প্রভাউ ॥

পাপ করতে করতেই দিন ও রাত কাটে, আমাদের কোমরে ফেটি বা ধরার কাপড় নেই, পেটও ভরে না। স্বপ্নেও আমাদের কারো কোন ধর্মবুদ্ধি কেমন করে হবে? এ সবই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনের প্রভাবেই।

জব তেঁ প্রভু পদ পদুম নিহারে * মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে।
বচন সুনত পুরজন অনুরাগে * তিন্হ কে ভাগ সরাহন লাগে ॥

যখন থেকে প্রভুর পাদপদ্ম দেখেছি, তখন থেকেই আমাদের দুঃসহ দুঃখ ও দোষ দূর হয়েছে। একথা শুনে পুরজনদের স্নেহ উদ্রিক্ত হল। তারা নিজেদের ভাগ্যকে প্রশংসা করল।

ছন্দ॰ লাগে সরাহন ভাগ সব অনুরাগ বচন সুনাবহীঁ।
বোলনি মিলনি সিয় রাম চরন সনেহু লখি সুখু পাবহীঁ ॥
নর নারি নিদরহিঁ নেহু নিজ সুনি কোল ভিল্লনি কী গিরা।
তুলসী কৃপা রঘুবংসমনি কী লোহ লৈ নৌকা তিরা ॥

সবাই ভাগ্যকে প্রশংসা করে প্রেমপূর্ণ বচন শুনছে। তাদের বচন তাদের মিলন এবং রামচরণে তাদের স্নেহ দেখে তারা সুখী হল। কোলভিলদের কথা শুনে নরনারী নিজেদের স্নেহকে তুচ্ছজ্ঞান করল। তুলসীদাস বলছেন এও রামের কৃপা যে নৌকা লোহাকে নিয়ে পার হয়ে যায়!

সো॰ বিহরহিঁ বন চহু ওর, প্রতি দিন প্রমুদিত লোগ সব।
জল জ্যোঁ দাদুর মোর, ভএ পীন পাবস প্রথম ॥১০॥

সবাই প্রতিদিন বনের চারদিকে বিচরণ করে এবং আনন্দিত হয়, বর্ষায় ব্যাঙ আর ময়ূর যেমন পুষ্ট হয় তেমনি।

চৌ॰ পুর জন নারি মগন অতি প্রীতী * বাসর জাহিঁ পলক সম বীতী।
সীয় সাসু প্রতি বেষ বনাঈ * সাদর করই সরিস সেবকাঈ ॥

স্ত্রী-পুরুষ সবাই অত্যন্ত স্নেহে মগ্ন হল। তাদের দিন যেন নিমেষে কেটে যেতে লাগল। শ্বশ্রূমাতাদের প্রত্যেকের জন্যেই স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে সীতা সাদরে তাঁদের একইরকম সেবা করলেন।

লখা ন মরমু রাম বিনু কাহূঁ * মায়া সব সিয় মায়া মাহূঁ।
সীয়ঁ সাসু সেবা বস কীন্হীঁ * তিন্হ লহি সুখ সিখ আসিষ দীন্হীঁ ॥

রাম ছাড়া এর রহস্য আর কেউ জানলেন না। সব মায়াই সীতার মহামায়ার অন্তর্ভুক্ত। সীতা সেবা করে শ্বশ্রূমাতাদের বশ করলেন। তাঁরা সুখ লাভ করে সীতাকে শিক্ষা ও আশীর্বাদ দিলেন।

লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাঈ * কুটিল রানি পছিতানি অঘাঈ।
অবনি জমহি জাচতি কৈকেঈ * মহি ন বীচু বিধি মীচু ন দেঈ ॥

সীতার সঙ্গে সরল দুই ভাইকে দেখে কুটিল রানী কৈকেয়ী অনুতাপ করলেন। তিনি পৃথিবী এবং যমরাজকে স্মরণ করলেন। কিন্তু পৃথিবী কোল দিলেন না, বিধাতাও মৃত্যু দিলেন না।

লোকহুঁ বেদ বিদিত কবি কহহীঁ * রাম বিমুখ থলু নরক ন লহহীঁ।
য়হু সংসউ সব কে মন মাহীঁ * রাম গবনু বিধি অবধ কি নাহীঁ ॥

লোকে ও বেদে এ কথা জানে, কবিও একথা বলেন যে রাম বিমুখ হলে নরকেও তার ঠাঁই নেই। সকলের মনে এই সংশয়, হে বিধাতা! রাম অযোধ্যায় ফিরবেন কিনা (বলো)।

দো॰ নিসি ন নীদ নহিঁ ভূখ দিন, ভরতু বিকল সুচি সোচ ॥
নীচ কীচ বিচ মগন জস, মীনহি সলিল সঁকোচ ॥২৪৩॥

ভরতের রাতে ঘুম নেই, দিনে ক্ষুধা নেই, সে পবিত্র বিচারে ব্যাকুল। ডোবার পাঁকে পড়ে জলের অভাবে মাছ যেমন ছটফট করে তেমনি তার দশা।

চৌ॰ কীহ্নি মাতু মিস কাল কুচালী * ঈতি ভীতি জস পাকত সালী।
কেহি বিধি হোই রাম অভিষেকূ * মোহি অবকলত উপাউ ন একূ ॥

কাল মায়ের ছলনায় কুচক্র করেছে, ধান পাকার সময় শস্যহানির ভয় যেমন আসে তেমনি। রামের অভিষেক কেমন করে হবে? আমি তো কোন উপায়ই ভেবে পাচ্ছি না।

অবসি ফিরহিঁ গুর আয়সু মানী * মুনি পুনি কহব রাম রুচি জানী।
মাতু কহেহুঁ বহুরহিঁ রঘুরাউ * রাম জননি হঠ করবি কি কাউ ॥

গুরুর আজ্ঞা মেনে অবশ্যই ফিরবেন, কিন্তু রামের অভিপ্রায় জেনে মুনি কি তাঁকে সে আদেশ দেবেন। মায়ের কথাতেও অবশ্য রাম ফিরবেন। কিন্তু রামজননী কি এ বিষয়ে অনড় থাকবেন?

মোহি অনুচর কর কেতিক বাতা * তেহি মহঁ কুসমউ বাম বিধাতা।
জৌঁ হঠ করউঁ ত নিপট কুকরমূ * হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমূ ॥

আমি তো সেবকমাত্র, আমার কথার আর কী দাম? তার উপর সময়ই ভালো না, বিধাতাও বিরূপ। আমি যদি জেদ করি তা হবে অত্যন্ত অন্যায়। সেবকধর্ম কৈলাস-পর্বতের চেয়ে গুরুভার।

একউ জুগুতি ন মন ঠহরানী * সোচত ভরতহি রৈনি বিহানী।
প্রাত নহাই প্রভুহি সির নাঈ * বৈঠত পঠএ রিষয়ঁ বোলাঈ ॥

কোন যুক্তিই ভরতের মনে ঠাঁই পেল না। ভাবতে ভাবতেই সারারাত কেটে গেল। প্রভাতে স্নান করে প্রভুকে (রামকে) প্রণাম করে আসন গ্রহণ করতেই ঋষি ডেকে পাঠালেন।

বশিষ্ঠ-ভাষণ

দো॰ গুর পদ কমল প্রনামু করি, বৈঠে আয়সু পাই।
বিপ্র মহাজন সচিব সব, জুরে সভাসদ আই ॥২৪৪॥

গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করে আজ্ঞা পেয়ে বসলেন। ব্রাহ্মণ, মহাজন, সচিব ও সভাসদেরা এসে মিলিত হলেন।

চৌ॰ বোলে মুনিবরু সময় সমানা * সুনহু সভাসদ ভরত সুজানা।
ধরম ধুরীন ভানুকুল ভানূ * রাজা রামু স্ববস ভগবানূ॥

মুনিবর সময়োচিত কথা বললেন, হে সভাসদ! হে ভরত! শোনো। ধর্মধুরন্ধর এবং সূর্যবংশের সূর্য রাজা রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান।

সত্য সন্ধ পালক শ্রুতি সেতূ * রাম জনমু জগ মঙ্গল হেতূ।
গুর পিতু মাতু বচন অনুসারী * খল দলু দলন দেব হিতকারী॥

সত্যসন্ধ এবং বেদমর্যাদার রক্ষক রামচন্দ্রের জন্ম জগতের মঙ্গলের জন্যে। তিনি গুরু, পিতা ও মাতার আজ্ঞাকারী, দুষ্টদলের নাশক এবং দেবতাদের হিতকারী।

নীতি প্রীতি পরমারথ স্বারথু * কোউ ন রাম সম জান জথারথু।
বিধি হরি হরু সসি রবি দিসিপালা * মায়া জীব করম কুলি কালা॥
অহিপ মহিপ জহঁ লগি প্রভুতাঈ * জোগ সিদ্ধি নিগমাগম গাঈ।
করি বিচার জিয়ঁ দেখহু নীকেঁ * রাম রজাই সীস সবহী কেঁ॥

নীতি, প্রীতি, পরমার্থ এবং স্বার্থকে কেউই মূলত রামেরই সমান বলে জানে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র, সূর্য, দিকপাল, মায়া, জীব, কর্মরাশি, কাল, এবং শেষনাগ যে প্রভুত্ব করেন, যোগ সিদ্ধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে যা কীর্তিত, মনে মনে ঠিক বিচার করে দেখো রামের আজ্ঞা সবারই শিরে।

দো॰ রাখেঁ রাম রজাই রুখ, হম সব কর হিত হোই।
সমুঝি সয়ানে করহু অব, সব মিলি সম্মত সোই॥২৫৫॥

রামের আজ্ঞা এবং ইচ্ছার বশবর্তী হলে আমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা সবাই বিচক্ষণ—তাই এমন কিছু করো যাতে সকলেরই মত আছে।

চৌ॰ সব কহুঁ সুখদ রাম অভিষেকূ * মঙ্গল মোদ মূল মগ একূ।
কেহি বিধি অবধ চলহিঁ রঘুরাউ * কহহু সমুঝি সোই করিঅ উপাউ॥

রামের অভিষেক সকলেরই কাছে সুখকর। এই একটি পথ যা আনন্দ ও মঙ্গলের উৎস। কেমন করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় যাবেন, ভেবে বলো, তাই করা যাবে।

সব সাদর সুনি মুনিবর বানী * নয় পরমারথ স্বারথ সানী।
উতরু ন আর লোগ ভএ ভোরে * তব সিরু নাই ভরত কর জোরে ॥

মুনিবরের নীতি পরমার্থ ও স্বার্থমিশ্রিত বাণী সকলে সাদরে শুনল। কারো (মুখে) কোন উত্তর এল না। সবাই যেন বিহ্বল হয়ে গেল। তখন হাত জোড় করে মাথা নত করে ভরত বললেন—

ভানুবংস ভএ ভূপ ঘনেরে * অধিক এক তেঁ এক বড়েরে।
জনম হেতু সব কহঁ পিতু মাতা * করম সুভাসুভ দেই বিধাতা ॥

সূর্যবংশে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ রাজারা এসেছেন, তাঁদের সকলেরই জন্মহেতু তাঁদের পিতামাতা, কিন্তু তাঁদের শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা (স্বয়ং) বিধাতা।

দলি দুখ সজই সকল কল্যানা * অস অসীস রাউরি জগু জানা।
সো গোসাই বিধি গতি জেহিঁ * সকই কো টারি টেক জো টেকী ॥

আপনার আশীর্বাদই এমন যা দুঃখকে দূর করে কল্যাণ বয়ে আনে এ কথা সংসার জানে। হে প্রভু, আপনিই তিনি যিনি বিধাতার গতিকেও রুদ্ধ করেছেন। আপনি যা স্থির করে দিয়েছেন, তাকে লঙ্ঘন করে কার সাধ্য ?

দো০ বূঝিঅ মোহি উপাউ অব, সো সব মোর অভাগু।
সুনি সনেহময় বচন গুর, উর উমগা অনুরাগু ॥২৪৬

আপনিই কি না উপায় জিজ্ঞাসা করছেন, এইটাই আমার দুর্ভাগ্য। এই স্নেহময় বচন শুনে গুরুর হৃদয়ে প্রেম উদ্বেলিত হল।

চৌ০ তাত বাত ফুরি রাম কৃপাহীঁ * রাম বিমুখ সিধি সপনেহুঁ নাহীঁ।
সকুচউঁ তাত কহত এক বাতা * অরধ তজহিঁ বুধ সরবস জাতা ॥

হে তাত ! কথাটা ঠিক, কিন্তু তা রামের কৃপাতেই। রাম বিমুখ হলে স্বপ্নেও সিদ্ধি নেই। হে তাত ! একটা কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। সর্বস্ব যেতে বসলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

তুম্হ কানন গবনহু দোউ ভাঈ * ফেরিঅহিঁ লখন সীয় রঘুরাঈ।
সুনি সুবচন হরষে দোউ ভ্রাতা * ভে প্রমোদ পরিপূরন গাতা ॥

তোমরা দু-ভাই বনে যাও (তার বদলে) রাম-সীতা ও লক্ষ্মণকে ফিরিয়ে নেওয়া যাক। একথা শুনে দু-ভাই আনন্দিত হলেন। তাদের দেহ পুলকে পূর্ণ হল।

মন প্রসন্ন তন তেজু বিরাজা * জনু জিয় রাউ রামু ভএ রাজা।
বহুত লাভ লোগন্হ লঘু হানী * সম দুখ সুখ সব রোবহিঁ রানী ॥

মন প্রসন্ন হল, দেহে তেজ বিরাজ করল, যেন রাজা জীবিত হয়েছেন এবং রাম রাজা হয়েছেন। লোকেদের মনে হল এতে লাভই বেশি, ক্ষতি কমই। রানীদের কাছে বিষয়টি সমান সুখ সমান দুঃখের, তাই তারা কাঁদতে লাগলেন।

কহহিঁ ভরতু মুনি কহা সো কীন্হে * ফলু জগ জীবন্হ অভিমত দীন্হে।
কানন করউঁ জনম ভরি বাসূ * এহি তেঁ অধিক ন মোর সুপাসূ ॥

ভরত বললেন, মুনি যা বললেন তা করলে জগতের জীবকে অভিমত ফল দেওয়া হবে। জন্মভর বনে বাস করব। এর চেয়ে বেশি সুখ আর আমার কিছু নেই।

দো০ অন্তরজামী রামু সিয়, তুম্হ সরবগ্য সুজান।
জৌঁ ফুর কহহু ত নাথ নিজ, কীজিঅ বচনু প্রবান ॥ ১৪৭

শ্রীরাম অন্তর্যামী আর আপনি সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান। হে নাথ, যদি আপনি সত্যিই এ কথা বলে থাকেন তাহলে আপনার কথা প্রমাণ করুন।

শ্রীরামভরতাদিসংবাদ

চৌ০ ভরত বচন সুনি দেখি সনেহূ * সভা সহিত মুনি ভএ বিদেহূ।
ভরত মহা মহিমা জলরাসী * মুনি মতি ঠাঢ়ি তীর অবলা সী ॥

ভরতের কথা শুনে এবং ভালোবাসা দেখে সভাসমেত মুনি দেহবোধ বিস্মৃত হলেন; ভরতের মহা মহিমা সমুদ্র, আর মুনির বুদ্ধি তার পারে-দাঁড়ানো অবলা স্ত্রীলোকের মতো।

গা চহ পার জতনু হিয়ঁ হেরা * পাবতি নাব ন বোহিতু বেরা।
ঔরু করিহি কো ভরত বড়াঈ * সরসী সীপি কি সিন্ধু সমাঈ ॥

সে (ঐ অবলা) ঐ সমুদ্রের পারে যেতে চায়। অনেক উপায়ও সে ভেবেছে কিন্তু নৌকো, জাহাজ, বা ভেলা কিছুই পাচ্ছে না। ভরতের মহিমা আর কে গাইবে? সরসীর শুক্তিতে কি সমুদ্র ঢুকতে পারে?

ভরতু মুনিহি মন ভীতর ভাএ * সহিত সমাজ রাম পহিঁ আএ।
প্রভু প্রনামু করি দীহ্ন সুআসনু * বৈঠে সব সুনি মুনি অনুসাসনু ॥

মুনির এ মনোভাব ভরতের ভালো লাগে, জনসমাজকে নিতে তিনি রামের কাছে এলেন। মুনিকে প্রণাম করে প্রভু (রাম) সুখাসন দিলেন। সবাই মুনির আজ্ঞা পেয়ে বসলেন।

বোলে মুনিবরু বচন বিচারী * দেস কাল অবসর অনুহারী।
সুনহু রাম সরবগ্য সুজানা * ধরম নীতি গুন গ্যান নিধানা ॥

দেশ কাল ও অবসর অনুযায়ী বিচার করে বললেন—হে সর্বজ্ঞ, হে প্রজ্ঞাবান রাম, হে ধর্ম, নীতি, গুণ ও জ্ঞানের নিধান, শোনো।

দো॰ সব কে উর অন্তর বসহু, জানহু ভাউ কুভাউ।
পুরজন জননী ভরত হিত, হোই সো কহিঅ উপাউ ॥২৪৮॥

সকলের হৃদয়ের গভীরে তুমি বাস কর, তুমি সকলের সু-ভাব এবং কু-ভাব জান। পুরজন, জননী, এবং ভরতের যাতে ভালো হয় সেই উপায় তুমি বলে দাও।

চৌ॰ আরত কহহিঁ বিচারি ন কাউ * সূঝ জুআরিহি আপন দাউ।
সুনি মুনি বচন কহত রঘুরাউ * নাথ তুম্হারেহি হাথ উপাউ ॥

আর্ত কখনও বিচার করে কথা বলে না। জুয়াড়ী তার নিজের দানের কথাই ভাবে। মুনির কথা শুনে রাম বললেন—হে নাথ! উপায় তো আপনারই হাতে।

সব কর হিত রুখ রাউরি রাখেঁ * আয়সু কিএঁ মুদিত ফুর ভাষেঁ।
প্রথম জো আয়সু মো কহুঁ হোঈ * মাথেঁ মানি করৌঁ সিখ সোঈ ॥

আপনার দিকে তাকিয়ে চলাতেই সকলের মঙ্গল। আপনার আদেশ সত্য বলে মেনে চলাতেই সকলে প্রসন্ন। প্রথমে আমাকে যে আদেশ দেবেন, সেই শিক্ষাই মাথায় করে পালন করব।

পুনি জেহি কহঁ জস কহব গোসাঈঁ * সো সব ভাঁতি ঘটিহি সেবকাঈঁ।
কহ মুনি রাম সত্য তুম্হ ভাষা * ভরত সনেহঁ বিচারু ন রাখা ॥

তারপর যাকে যা বলবেন সে সেই ভাবেই আপনার সেবা করবে। তুমি এ কথা ঠিকই বলেছ, কিন্তু ভরতের স্নেহ বিচারকে অচল থাকতে দিচ্ছে না।

তেহি তেঁ কহউঁ বহোরি বহোরী * ভরত ভগতি বস ভই মতি মোরী।
মোরেঁ জান ভরত রুচি রাখী * জো কীজিঅ সো সুভ সিব সাখী ॥

তাই আমি বারবার বলছি আমার বুদ্ধি ভরতের ভক্তির বশ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় ভরতের অভিপ্রায় দেখে তুমি যা-ই করবে তাতে মঙ্গল হবে। স্বয়ং শিব এর সাক্ষী।

দো॰ ভরত বিনয় সাদর সুনিঅ, করিঅ বিচারু বহোরি।
করব সাধুমত লোকমত, নৃপনয় নিগম নিচোরি ॥২৪৯

প্রথমে ভরতের প্রার্থনা সাদরে শোনো, তারপর বিচার কোরো। তখন সাধুমত, লোকমত, রাজনীতি ও শাস্ত্র এ সবের সার নিষ্কাশন করে যা করার কোরো।

চৌ॰ গুরু অনুরাগু ভরত পর দেখী * রাম হৃদয়ঁ আনন্দু বিসেষী।
ভরতহি ধরম ধুরন্ধর জানী * নিজ সেবক তন মানস বানী ॥

ভরতের উপরে গুরুর অনুরাগ দেখে রামের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ হল। ভরতকে ধর্ম-ধুরন্ধর এবং দেহে-মনে-বচনে নিজের সেবক বলে জানলেন।

বোলে গুর আয়স অনুকূলা * বচন মঞ্জু মৃদু মঙ্গলমূলা।
নাথ সপথ পিতু চরন দোহাঈ * ভয়উ ন ভুঅন ভরত সম ভাঈ ॥

গুরুর আজ্ঞা অনুসারে রাম মধুর, কোমল এবং মঙ্গলময় বচনে বললেন— হে নাথ! আপনার দিব্য এবং পিতৃচরণের দিব্য! জগতে ভরতের মতো ভাই হয় নি।

জে গুর পদ অম্বুজ অনুরাগী * তে লোকহুঁ বেদহুঁ বড়ভাগী।
রাউর জা পর অস অনুরাগূ * কো কহি সকই ভরত কর ভাগূ ॥

যে গুরুপদাম্বুজের অনুরাগী সে লোকে এবং বেদে ভাগ্যবান বলে বিবেচিত। যার উপর আপনার এমন অনুরাগ সেই ভরতের ভাগ্য কে বর্ণনা করবে।

লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ * করত বদন পর ভরত বড়াঈ।
ভরত কহহিঁ সোই কিএঁ ভলাঈ * অস কহি রাম রহে অরগাঈ ॥

ছোটো ভাই জেনে এবং তার সামনেই তার গুণগান করতে আমার বুদ্ধি সংকুচিত হচ্ছে। ভরত যা বলছে তাই করলেই ভালো। এ কথা বলে রাম চুপ করলেন।

দো॰ তব মুনি বোলে ভরত সন, সব সঁকোচু তজি তাত।
কৃপাসিন্ধু প্রিয় বন্ধু সন, কহহু হৃদয় কৈ বাত ॥২৫০॥

তখন মুনি ভরতকে বললেন, হে তাত! সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে কৃপাসমুদ্র এই প্রিয় ভাইয়ের কাছে তোমার হৃদয়ের কথা বলো।

চৌ॰ সুনি মুনি বচন রাম রুখ পাঈ * গুরু সাহিব অনুকূল অঘাঈ।
লখি অপনে সির সবু ছরু ভারু * কহি ন সকহিঁ কছু করহিঁ বিচারু॥

মুনির কথা শুনে এবং রামের অভিপ্রায় জেনে গুরু আর প্রভুকে নিজের অনুকূল জেনে ভরত সন্তুষ্ট হলেন। সমস্ত ভার নিজের উপরে দেখে কিছু বলতে পারলেন না, ভাবতে লাগলেন।

পুলকি সরীর সভাঁ ভএ ঠাঢ়ে * নীরজ নয়ন নেহ জল বাঢ়ে।
কহব মোর মুনিনাথ নিবাহা * এহি তেঁ অধিক কহৌঁ মৈঁ কাহা॥

পুলকিত দেহে সভায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নয়নকমল স্নেহাশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি বললেন, আমার কথা তো মুনীশ্বরই বলে দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি আমি আর কী বলব?

মৈঁ জানউঁ নিজ নাথ সুভাউ * অপরাধিহু পর কোহ ন কাউ।
মো পর কৃপা সনেহু বিসেষী * খেলত খুনিস ন কবহূঁ দেখী॥

আমি নিজের প্রভুর স্বভাব জানি, অপরাধীর উপরও তাঁর কোন ক্রোধ হয় না। আমার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা ও স্নেহ। খেলার সময়ও তাঁকে কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি।

সিসুপন তেঁ পরিহরেউঁ ন সঙ্গূ * কবহুঁ ন কীহ্ন মোর মন ভঙ্গূ।
মৈঁ প্রভু কৃপা রীতি জিয় জোহী * হারেহুঁ খেল জিতাবহিঁ মোহী॥

শৈশব থেকেই আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি। কখনও তিনি আমার মনে আঘাত দেন নি। আমি প্রভুর কৃপারীতি মনে মনে দেখে নিয়েছি। আমি খেলায় হেরে গেলেও তিনি আমাকে জিতিয়ে দিয়েছেন।

দো॰ মহূঁ সনেহ সকোচ বস, সনমুখ কহী ন বৈন।
দরসন তৃপিত ন আজু লগি, পেম পিআসে নৈন॥২৫১॥

আমিও স্নেহ ও সঙ্কোচের বশে কখনও তার সামনে মুখ খুলি নি। প্রেমপিপাসু এই নয়ন তাঁর দর্শনে আজও তৃপ্ত হয় নি।

চৌ৹ বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলারা * নীচ বীচু জননী মিস পারা।
য়হউ কহত মোহি আজু ন সোভা * অপনীँ সমুঝি সাধু সুচি কো ভা॥

বিধাতা আমার আদর সহ্য করতে পারলেন না। জননীচ্ছলে আমাদের মধ্যে ভেদ এনে দিলেন। একথাও অবশ্য এখন শোভা পায় না। নিজে মনে করলেই কে সাধু ও পবিত্র (বলে গণ্য) হয়েছে ?

মাতু মন্দি মৈँ সাধু সুচালী * উর অস আনত কোটি কুচালী।
ফরই কি কোদর বালি সুসালী * মুকতা প্রসর কি সম্বুক কালী॥

মা মন্দ আর আমি সৎ ও সুকর্মা এমন চিন্তা মনে আনাও কোটি কুকর্মের সমান। ভালো শালিধান কি তৃণের কোষে জন্মায় ? কালো শামুকের গর্ভে কি মুক্তা ফলে ?

সপনেহুँ দোসক লেসু ন কাহূ * মোর অভাগ উদধি অবগাহূ।
বিনু সমুঝেँ নিজ অঘ পরিপাকূ * জারিউँ জায়ঁ জননি কহি কাকূ॥

স্বপ্নেও কারো দোষের লেশমাত্র নেই। আমার দুর্ভাগ্যই অথৈ সমুদ্র। আমি নিজের পাপের পরিণাম না বুঝে বৃথাই বাঁকা কথা বলে মাকে জ্বালিয়েছি।

হৃদয় হেরি হারেউँ সব ওরা * একহি ভাঁতি ভলেহিँ ভল মোরা।
গুর গোসাইঁ সাহিব সিয় রামূ * লাগত মোহিँ নীক পরিনামূ॥

আমি নিজের হৃদয় খুঁজে দেখেছি সব দিকে আমার পরাজয়। এক দিকে শুধু আমার ভালো আর ভালো। আমার গুরু এবং প্রভু সদয় সীতারাম। আমার মনে হয় এতেই আমার পরিণাম শুভ হবে।

দো৹ সাধু সভাঁ গুর প্রভু নিকট, কহউँ সুথল সতি ভাউ।
প্রেম প্রপঞ্চু কি ঝূঠ ফুর, জানহিँ মুনি রঘুরাউ॥২৫২॥

সাধুসভায় গুরু ও প্রভুর কাছে পবিত্র স্থানে অকপটে (এ কথা) বলছি। এটা প্রেম না ছলনা, সত্য না মিথ্যা তা মুনি এবং রঘুরাজ জানেন।

চৌ৹ ভূপতি মরন পেম পনু রাখী * জননী কুমতি জগতু সবু সাখী।
দেখি ন জাহিँ বিকল মহতারীँ * জরহিँ দুসহ জর পুর নর নারীँ॥

প্রেম ও পণ রক্ষার জন্যে মহারাজের মরণ এবং মাতার কুমতির সাক্ষী সমস্ত জগৎ। ব্যাকুল মায়েদের আর দেখা যায় না। অযোধ্যায় নরনারী দুঃসহ জ্বালায় জ্বলছে।

মহীঁ সকল অনরথ কর মূলা * সো সুনি সমুঝি সহিউঁ সব সূলা।
সুনি বন গবনু কীহ্ন রঘুনাথা * করি মুনি বেষ লখন সিয় সাথা ॥
বিনু পানহিন্হ পয়াদেহি পাএঁ * সঙ্করু সাখি রহেউঁ এহি ঘাএঁ।
বহুরি নিহারি নিষাদ সনেহূ * কুলিস কঠিন উর ভয়উ ন বেহূ ॥

আমিই সমস্ত অনর্থের মূল, একথা শুনে এবং বুঝে সব দুঃখ সহ্য করছি। রঘুনাথ মুনিবেশে লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বিনা-পাদুকায় বনে গিয়েছেন একথা শুনে, শিব সাক্ষী, আমি এ আঘাতেও বেঁচে যাই। নিষাদরাজের স্নেহ দেখেও বজ্রকঠিন এই হৃদয় বিদীর্ণ হল না।

অব সবু আঁখিন্হ দেখেউঁ আঈ * জিঅত জীব জড় সবই সহাঈ।
জিন্হহি নিরখি মগ সাঁপিনি বীছী * তজহিঁ বিষম বিষু তামস তীছী ॥

দো০ তেই রঘুনন্দনু লখনু সিয়, অনহিত লোগ জাহি।
তাসু তনয় তজি দুসহ দুখ, দৈউ সহাবই কাহি ॥২৫৩॥

এখন এখানে এসে সব স্বচক্ষে দেখলাম। জড় প্রাণ দেহে থেকে সব সহ্য করাবে। যাদের পথে দেখে সাপিনী ও বিছাও নিজেদের বিষম বিষ এবং তামস স্বভাব ত্যাগ করে সেই রামলক্ষ্মণ ও সীতাকে যার শত্রু মনে হয়, তার পুত্রকে ছাড়া বিধাতা আর কাকে কঠিন দুঃখ সহ্য করাবেন ?

চৌ০ সুনি অতি বিকল ভরত বর বানী * আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী।
সোক মগন সব সভাঁ খভারূ * মনহু কমল বন পরেউ তুসারূ ॥

ভরতের বেদনা, প্রীতি, বিনয় ও ন্যায়ে পূর্ণ অতি ব্যাকুল মনোজ্ঞ বাণী শুনে সভা শোকে মগ্ন হল, যেন কমলবনে তুষারপাত ঘটল।

রামের ভরতকে সান্ত্বনাদান

কহি অনেক বিধি কথা পুরানী * ভরত প্রবোধু কীহ্ন মুনি গ্যানী।
বোলে উচিত বচন রঘুনন্দূ * দিনকর কুল কৈরব বন চন্দূ ॥

জ্ঞানী মুনি নানাভাবে পুরনো কথা বলে ভরতকে প্রবোধ দিলেন। সূর্যবংশরূপ কুমুদবনের পক্ষে শশাঙ্কতুল্য রঘুনন্দন সময়োচিত কথা বললেন—

তাত জায়ঁ জিয়ঁ করহু গলানী * ঈস অধীন জীব গতি জানী।
তীনি কাল তিভুঅন মত মোরেঁ * পুন্য সিলোক তাত তর তোরেঁ ॥

হে তাত! জীবের গতি ঈশ্বরের অধীন একথা জেনে মনে কোনও গ্লানি রেখো না। আমার মতে তিন কালে এবং তিন লোকে যে-সব পুণ্যশ্লোক পুরুষ আছেন তাঁরা তোমার চেয়ে হীন।

উর আনত তুম্হ পর কুটিলাঈ * জাই লোকু পরলোকু নসাঈ।
দোসু দেহিঁ জননিহি জড় তেঈ * জিন্হ গুর সাধু সভা নহিঁ সেঈ ॥

তোমার উপর মনেও যে কোন কুটিলতা আরোপ করবে, তার ইহলোক এবং পরলোক নষ্ট হবে। আর সেই মূর্খই মায়ের দোষ দেয় যে কখনও গুরু আর সাধুজনদের সেবা করে নি।

দো০ মিটিহহিঁ পাপ প্রপঞ্চ সব, অখিল অমঙ্গল ভার।
লোক সুজসু পরলোক সুখু, সুমিরত নামু তুম্হার ॥২৫৪॥

হে ভরত! তোমার নাম স্মরণ করা মাত্রই জগতের সব পাপ, প্রপঞ্চ এবং অমঙ্গলরাশি নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইহলোকে সুযশ এবং পরলোকে সুখ হবে।

চৌ০ কহউঁ সুভাউ সত্য সিব সাখী * ভরত ভূমি রহ রাউরি রাখী।
তাত কুতরক করহু জনি জাএঁ * বৈর পেম নহিঁ দুরই দুরাএঁ ॥

হে ভরত! শিব সাক্ষী, আমি স্বভাবসম্মতভাবে সত্য বলছি, তুমি রেখেছ বলেই পৃথিবী এখনও রয়েছে। হে তাত! কুতর্ক কোরো না। শত্রুতা ও প্রেম লুকোনোর চেষ্টা করলেও লুকনো যায় না।

মুনি গন নিকট বিহগ মৃগ জাহীঁ * বাধক বধিক বিলোকি পরাহীঁ।
হিত অনহিত পসু পচ্ছিউ জানা * মানুষ তনু গুন গ্যান নিধানা ॥

পশুপাখি মুনিদের কাছে যায়, কিন্তু হিংসক ব্যাধকে দেখে পালায়। পশুপাখিও শত্রু-মিত্র বুঝতে পারে। আর মানুষের দেহ তো গুণ ও জ্ঞানের নিধান।

তাত তুম্হহি মৈঁ জানউঁ নীকেঁ * করৌঁ কাহ অসমঞ্জস জী কেঁ।
রাখেউ রায়ঁ সত্য মোহি ত্যাগী * তনু পরিহরেউ পেম পন লাগী ॥

তাত! আমি তোমাকে ভালোভাবেই জানি। কিন্তু কী করব? হৃদয়ে দ্বিধা। রাজা আমাকে ত্যাগ করে সত্যকে রক্ষা করলেন এবং প্রেমপণের জন্তে দেহত্যাগ করলেন।

তাসু বচন মেটত মন সোচূ * তেহি তেঁ অধিক তুম্হার সঁকোচূ।
তা পর গুর মোহি আয়সু দীহ্না * অবসি জো কহহু চহউঁ সোই কীহ্না॥

পাছে তাঁর পণের অপমান হয় এই শঙ্কা আমার মনে। তার চেয়ে বেশি তোমার সঙ্কোচ। তার উপরে গুরু আমাকে আদেশ দিয়েছেন। তুমি যা বলবে আমি অবশ্যই তা করতে চাই।

দো॰ মনু প্রসন্ন করি সকুচ তজি, কহহু করৌঁ সোই আজু।
সত্যসন্ধ রঘুবর বচন, সুনি ভা সুখী সমাজু॥১৫৫

মন প্রসন্ন করে এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করে তুমি যা বলবে আমি আজ তাই করব। সত্যসন্ধ রামের কথা শুনে সবাই সুখী হল।

চৌ॰ সুর গন সহিত সভয় সুররাজূ * সোচহিঁ চাহত হোন অকাজূ।
বনত উপাউ করত কছু নাহীঁ * রাম সরন সব গে মন মাহীঁ॥

দেবগণ সহ দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হলেন, ভাবলেন, এতে খারাপই হতে যাচ্ছে। কিছু উপায়ও করা যাচ্ছে না। তখন মনে মনেই রামের শরণ নিলেন।

বহুরি বিচারি পরস্পর কহহীঁ * রঘুপতি ভগত ভগতি বস অহহীঁ।
সুধি করি অম্বরীষ দুরবাসা * ভে সুরপতি নিপট নিরাসা॥

নিজেদের মধ্যে বিচার করে বলতে লাগলেন—রাম নিজভক্তের ভক্তির বশবর্তী। অম্বরীষ আর দুর্বাসা ঋষিকে স্মরণ করে ইন্দ্র এবং দেবতারা অত্যন্ত নিরাশ হলেন।

সহে সুরন্হ বহু কাল বিষাদা * নরহরি কিএ প্রগট প্রহলাদা।
লগি লগি কান কহহিঁ ধুনি মাথা * অব সুর কাজ ভরত কে হাথা॥

দেবতারা বহুকাল দুঃখ সহ্য করেছিলেন তারপর প্রহ্লাদ নৃসিংহকে প্রকট করলেন। কানাকানি করে মাথা কুটে বলতে লাগলেন, এখন দেবতাদের কাজ ভরতের হাতে।

আন উপাউ ন দেখিঅ দেৱা * মানত রামু সুসেৱক সেৱা।
হিয়ঁ সপেম সুমিরহু সব ভরতহি * নিজ গুন সীল রাম বস করতহি ॥

দেবতারা অন্য উপায় দেখলেন না। রাম সুসেবকদের সেবাকে মানেন। মনে মনে সপ্রেমে সকলে ভরতকে স্মরণ করলেন, নিজের গুণ ও শীলে যিনি রামকে বশ করেছেন।

দো॰ সুনি সুর মত সুরগুর কহেউ, ভল তুম্হার বড় ভাগু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ, ভরত চরন অনুরাগু ॥২৫৬

দেবতাদের মত শুনে সুরগুরু বললেন, তোমাদের ভাগ্য খুব ভালো। সংসারে ভরতের চরণে অনুরাগ সকল সুমঙ্গলের মূল।

চৌ॰ সীতাপতি সেৱক সেৱকাঈ * কামধেনু সয় সরিস সুহাঈ।
ভরত ভগতি তুম্হারেঁ মন আঈ * তজহু সোচু বিধি বাত বনাঈ ॥

সীতাপতির সেবকসেবা শত কামধেনুর মতো সুন্দর। ভরতের ভক্তি তোমাদের মনে এসেছে, তাই সব চিন্তা দূর করো, ব্রহ্মা তোমাদের সব কাজ উদ্ধার করবেন।

দেখু দেৱপতি ভরত প্রভাউ * সহজ সুভায়ঁ বিবস রঘুরাউ।
মন থির করহু দেৱ ডরু নাহীঁ * ভরতহি জানি রাম পরিছাহীঁ ॥

হে ইন্দ্র! ভরতের প্রভাব দেখো, রঘুরাজ তাঁর সহজ স্বভাবের বশীভূত। হে দেবগণ! ভরতকে রামের ছায়া জেনে মনকে স্থির করো, ভয় নেই।

সুনি সুরগুর সুর সম্মত সোচূ * অন্তরজামী প্রভুহি সকোচূ।
নিজ সির ভারু ভরত জিয়ঁ জানা * করত কোটি বিধি উর অনুমানা ॥

দেবগুরু এবং দেবতাদের পরামর্শ ও চিন্তা শুনে অন্তর্যামী প্রভুর (রাম) সঙ্কোচ হল। ভরত নিজের মাথায় ভার জেনে মনে মনে অসংখ্যরকম কল্পনা করতে লাগলেন।

করি বিচারু মন দীন্হী ঠীকা * রাম রজায়স আপন নীকা।
নিজ পন তজি রাখেউ পনু মোরা * ছোহু সনেহু কীন্হ নহিঁ থোরা ॥

ভাবতে ভাবতে মনে মনে ঠিক করলেন রামের আজ্ঞা পালনই তাঁর পক্ষে ভালো হবে। তিনি নিজের পণ ত্যাগ করে আমার পণ রেখেছেন। এ কিছু কম কৃপা ও স্নেহ নয়।

দো॰ কীন্হ অনুগ্রহ অমিত অতি, সব বিধি সীতানাথ
করি প্রনামু বোলে ভরতু, জোরি জলজ জুগ হাথ ॥২৫৭॥

সীতাপতি সবরকমে আমার উপর অমিত অনুগ্রহ করেছেন। করপদ্ম যুক্ত করে প্রণাম করে ভরত বললেন—

কহৌঁ কহাবৌঁ কা অব স্বামী * কৃপা অম্বুনিধি অন্তরজামী।
গুর প্রসন্ন সাহিব অনুকূলা * মিটী মলিন মন কলপিত সূলা॥

হে প্রভু, আমি কী বলব আর বলাব, তুমি করুণাসাগর, তুমি অন্তর্যামী। গুরুকে প্রসন্ন দেখে এবং প্রভুকে অনুকূল দেখে আমার পাপী মনের কল্পিত দুঃখ দূর হয়েছে।

অপডর ডরেউঁ ন সোচ সমূলেঁ * রবিহি ন দোসু দেব দিসি ভূলেঁ।
মোর অভাগু মাতু কুটিলাঈ * বিধি গতি বিষম কাল কঠিনাঈ॥
পাউ রোপি সব মিলি মোহি ঘালা * প্রনতপাল পন আপন পালা।
য়হ নই রীতি ন রাউরি হোঈ * লোকহুঁ বেদ বিদিত নহিঁ গোঈ॥

আমি মিথ্যা ভয়ে ভয় পেয়েছিলাম। চিন্তার কোন কারণই ছিল না। দিক ভুল করলে সূর্যের কোন দোষ নেই। আমার দুর্ভাগ্য, মায়ের কুটিলতা, বিধাতার বিষম গতি এবং কঠিন সময়—এসব একসঙ্গে পদার্পণ করে আমাকে মেরেছে। শরণাগতরক্ষক তুমি নিজের পণ রক্ষা করেছ। এ তোমার নতুন রীতি নয়। একথা লোকে এবং বেদে বিদিত, গুপ্ত নয়।

জগু অনভল ভল একু গোসাঈঁ * কহিঅ হোই ভল কাসু ভলাঈঁ।
দেউ দেবতরু সরিস সুভাউ * সনমুখ বিমুখ ন কাহুহি কাউ॥

হে প্রভু! সংসার মন্দ বলুক শুধু তুমি অনুকূল হও, বলো কার শুভেচ্ছা থেকে শুভ হয়? (অর্থাৎ তোমার শুভেচ্ছাতেই জগতের শুভ)। হে দেব, তোমার স্বভাব কল্পতরুর মতো, যা কারো অনুকূল বা প্রতিকূল নয়।

দো০ জাই নিকট পহিচানি তরু, ছাহঁ সমনি সব সোচ।
মাগত অভিমত পাব জগ, রাউ রঙ্কু ভল পোচ॥২৫৮

(কল্পতরু) চিনতে পেরে তার কাছে গেলে তার ছায়া থেকেই সব চিন্তা দূরে যায়। রাজা বা কাঙাল, ভালো বা মন্দ—সবাই তাঁর কাছে চাইলেই মনের মতো জিনিস পায়।

চৌ০ লখি সব বিধি গুর স্বামি সনেহূ * মিটেউ ছোভু নহিঁ মন সন্দেহূ।
অব করুনাকর কীজিঅ সোঈ * জন হিত প্রভু চিত ছোভু ন হোঈ॥

সবরকমে গুরু আর প্রভুর প্রেম দেখে আমার দুঃখ ও সন্দেহ দূর হয়েছে। মনে আর সন্দেহ নেই। হে কৃপানিধান! এখন তুমি তাই করো যাতে এই ভক্তের জন্যে তোমার মনে কোন দুঃখ না থাকে।

জো সেৱকু সাহিবহি সঁকোচী * নিজ হিত চহই তাসু মতি পোচী।
সেৱক হিত সাহিব সেৱকাঈ * করৈ সকল সুখ লোভ বিহাঈ ॥

যে-সেবক প্রভুকে সঙ্কোচ দিয়ে নিজের ভালো চায় তার বুদ্ধি নীচ। প্রভুর সেবা সমস্ত সুখ আর লোভ ত্যাগ করে করব। সেবকের হিত শুধু প্রভুসেবায়। এই বোধ সেবকের থাকা চাই।

স্বারথু নাথ ফিরেঁ সবহী কা * কিএঁ রজাই কোটি বিধি নীকা।
য়হ স্বারথ পরমারথ সারু * সকল সুকৃত ফল সুগতি সিঁগারু ॥

হে নাথ! তুমি ফিরলে সকলেরই লাভ, কিন্তু তোমার আজ্ঞা-পালনে অগণিত মঙ্গল। এ হল স্বার্থ ও পরমার্থের সার। সব পুণ্যের ফল আর সুগতির শোভা।

দেৱ এক বিনতী সুনি মোরী * উচিত হোই তস করব বহোরী।
তিলক সমাজু সাজি সবু আনা * করিঅ সুফল প্রভু জৌঁ মনু মানা ॥

হে দেব! আমার একটি মিনতি শুনে আমার যা উচিত মনে হয় তুমি তাই করো। অভিষেকের সমস্ত সামগ্রী সাজিয়ে এনেছি। যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহলে তা সফল করো।

দো০ সানুজ পাঠইঅ মোহি বন, কীজিঅ সবহি সনাথ।
নতরু ফেরিঅহিঁ বন্ধু দেউ, নাথ চলৌঁ মৈঁ সাথ ॥২৫৯॥

শত্রুঘ্ন সহ আমাকে বনে পাঠিয়ে তুমি সবাইকে সনাথ করো। তা না হলে, দু-ভাইকে (লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নকে) ফিরিয়ে দাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

নতরু জাহিঁ বন তীনিউ ভাঈ * বহুরিঅ সীয় সহিত রঘুরাঈ।
জেহি বিধি প্রভু প্রসন্ন মন হোঈ * করুনা সাগর কীজিঅ সোঈ ॥

অথবা আমরা তিনভাই বনে যাই আর তুমি সীতাসহ ফিরে যাও। যাতে তোমার মন প্রসন্ন হয়, হে করুণাসাগর, তুমি তাই করো।

দেৱঁ দীন্হ সবু মোহি অভারু * মোরেঁ নীতি ন ধরব বিচারু।
কহউঁ বচন সব স্বারথ হেতূ * রহত ন আরত কেঁ চিত চেতূ ॥

হে দেব, তুমি সব ভার আমার উপর দিয়েছ, কিন্তু আমার নীতি নাই, ধর্মবিচার নাই। আমি সব কথা আমার স্বার্থের জন্যেই বলি, কারণ আর্তের মনে কোন বোধ থাকে না।

উতরু দেই সুনি স্বামি রজাঈ * সো সেৱকু লখি লাজ লজাঈ।
অস মৈঁ অৱগুন উদধি অগাধূ * স্বামি সনেহঁ সরাহত সাধূ॥

প্রভুর আজ্ঞা শুনে শুনে যে উত্তর দেয় সেই-সেবককে দেখে লজ্জাও লজ্জা পায়। আমি দোষের অথৈ সমুদ্র। কিন্তু স্নেহবশে প্রভু আমার সাধুতার প্রশংসা করছেন।

অব কৃপাল মোহি সো মত ভাৱা * সকুচ স্বামি মন জাই ন পারা।
প্রভু পদ সপথ কহউঁ সতি ভাউ * জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ॥

এখন আমার এই মতই ভালো বলে মনে হয় যাতে প্রভুর মনে কোন সংকোচ না হয়। প্রভুচরণের দিব্যি, আমি অকপটে বলছি জগতের মঙ্গলের জন্যে এই একটিই উপায়।

দো॰ প্রভু প্রসন্ন মন সকুচ তজি, জো জেহি আয়সু দেব।
সো সির ধরি ধরি করিহি সবু, মিটিহি অনট অৱরেব॥২৬০

প্রভু প্রসন্ন হয়ে সংকোচ ত্যাগ করে যাকে যে আদেশ দেবেন সে তাই মাথায় নিয়ে পালন করবে, সমস্ত সংকট দূর হবে।

চৌ॰ ভরত বচন সুচি সুনি সুর হরষে * সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে।
অসমঞ্জস বস অৱধ নেৱাসী * প্রমুদিত মন তাপস বনবাসী॥

ভরতের পবিত্র বচন শুনে প্রসন্ন হয়ে দেবতারা সাধুবাদ দিয়ে পুষ্প বৃষ্টি করলেন। অযোধ্যাবাসীরা দ্বিধায় পড়ল। তপস্বী এবং বনবাসীরা মনে মনে আনন্দিত হলেন।

জনকদূতের আগমন

চুপহিঁ রহে রঘুনাথ সঁকোচী * প্রভু গতি দেখি সভা সব সোচী।
জনক দূত তেহি অৱসর আএ * মুনি বসিষ্ঠ সুনি বেগি বোলাএ॥

কিন্তু সসংকোচ রাম চুপ করে রইলেন, প্রভুর আচরণ দেখে সকলে দুশ্চিন্তায় পড়ল। ইতিমধ্যে জনকের দূত এল। এ কথা শুনে বশিষ্ঠ তাকে অবিলম্বে ডেকে আনলেন।

করি প্রনাম তিন্হ রামু নিহারে * বেষু দেখি ভএ নিপট দুখারে।
দূতন্হ মুনিবর বূঝী বাতা * কহহু বিদেহ ভূপ কুসলাতা॥

সে প্রণাম করে রামকে দেখল। তাঁর বেশ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হল সে। মুনিবর বশিষ্ঠ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—বলো, বিদেহরাজ কুশলে আছেন তো?

সুনি সকুচাই নাই মহি মাথা * বোলে চর বর জোরেঁ হাথা।
বূঝব রাউর সাদর সাঈঁ * কুসল হেতু সো ভয়উ গোসাঈঁ॥

শুনে দূতবর সসঙ্কোচে যুক্তকরে মাটিতে মাথা নত করে বলল—হে প্রভু! আপনার সাদর প্রশ্নই কুশলের কারণ হল।

দো॰ নাহিঁ ত কোসলনাথ কেঁ, সাথ কুসল গই নাথ।
মিথিলা অবধ বিসেষ তেঁ, জগু সব ভয়উ অনাথ॥২৬১

তা না হলে, হে নাথ, সব কুশল তো কোশলনাথের (দশরথের) সঙ্গেই চলে গিয়েছে। তাতে সমস্ত জগৎ, বিশেষ করে মিথিলা ও অযোধ্যা অনাথ হয়েছে।

চৌ॰ কোসলপতি গতি সুনি জনকৌরা * ভে সব লোক সোক বস বৌরা।
জেহিঁ দেখে তেহি সময় বিদেহূ * নামু সত্য অস লাগ ন কেহূ॥

দশরথের গতি শুনে জনকপুরবাসীরা সবাই শোকে পাগল হল। যারা সে-সময়ে বিদেহকে দেখল, তাদেরই বিদেহ (দেহাভিমানরহিত) নামটি ঠিক নয় বলে মনে হল (দেহাভিমান-রহিতের তো শোক হয় না)।

রানি কুচালি সুনত নরপালহি * সূঝ ন কছু জস মনি বিনু ব্যালহি।
ভরত রাজ রঘুবর বনবাসূ * ভা মিথিলেসহি হৃদয়ঁ হরাঁসূ॥

রানীর কুচক্র শুনে রাজা আর কিছু ভাবতে পারলেন না, মণিহারা ফণীর মতোই বিকল হলেন তিনি। ভরতের রাজ্য এবং রামের বনবাস মিথিলাপতির হৃদয়ে শেল হয়ে বিঁধল।

নৃপ বূঝে বুধ সচিব সমাজূ * কহহু বিচারি উচিত কা আজূ।
সমুঝি অবধ অসমঞ্জস দোউ * চলিঅ কি রহিঅ ন কহ কছু কোউ॥

রাজা পণ্ডিত ও সচিবদের জিজ্ঞাসা করলেন, বিচার করে বলো, কী করা এখন উচিত। অযোধ্যায় দ্বন্দ্ব দেখে 'যান' কি 'থাকুন' এমন কথা কেউ বললেন না!

নৃপহিঁ ধীর ধরি হৃদয়ঁ বিচারী * পঠএ অবধ চতুর চর চারী।
বূঝি ভরত সতি ভাউ কুভাউ * আএহু বেগি ন হোই লখাউ॥

রাজা ধৈর্য ধরে হৃদয়ে বিচার করে অযোধ্যায় চারজন চতুর চর পাঠালেন। বললেন, ভরতের সুমতি বা কুমতি বুঝে অবিলম্বে চলে আসবে। তোমাদের যেন কেউ লক্ষ্য না করতে পারে।

দো০ গএ অৱধ চর ভরত গতি, বুঝি দেখি করতূতি।
চলে চিত্রকূটহি ভরতু চার চলে তেরহূতি ॥২৬২

চরেরা অযোধ্যায় গেল। ভরতের গতি ও আচরণ বুঝে, যখন ভরত চিত্রকূটে গেলেন তখন তারা চারজন মিথিলায় ফিরে এল।

চৌ০ দূতন্হ আই ভরত কই করনী * জনক সমাজ জথামতি বরনী।
সুনি গুর পরিজন সচিব মহীপতি * ভে সব সোচ সনেহঁ বিকল অতি।

দূতেরা এসে জনকের সভায় ভরতের আচরণ তাদের বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করল। শুনে গুরু, পরিজন, সচিব এবং রাজা সবাই শোকে ও স্নেহে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন।

ধরি ধীরজু করি ভরত বড়াঈ * লিএ সুভট সাহনী বোলাঈ।
ঘর পুর দেস রাখি রখৱারে * হয় গয় রথ বহু জান সঁৱারে ॥

ধৈর্য ধারণ করে ভরতকে প্রশংসা করে ভালো যোদ্ধা এবং সেনাপতি ডেকে নিলেন। ঘরে, নগরে এবং দেশে রক্ষক রেখে ঘোড়া, হাতি, রথ এবং বহু যান সাজালেন।

দুঘরী সাধি চলে ততকালা * কিএ বিশ্রামু ন মগ মহিপালা।
ভোরহিঁ আজু নহাই প্রয়াগা * চলে জমুন উতরন সবু লাগা ॥

শুভ মুহূর্ত দেখে সেই সময়েই রওনা হলেন, রাজা পথেও বিশ্রাম করলেন না। আজ ভোরেই প্রয়াগে স্নান করে—সবাই যমুনা পার হতে চলেছেন।

খবরি লেন হম পঠএ নাথা * তিন্হ কহি অস মহি নায়উ মাথা।
সাথ কিরাত ছ সাতক দীন্হে * মুনিবর তুরত বিদা চর কীন্হে ॥

রাজা আমাদের খবর নিতে পাঠিয়েছেন। এ কথা বলে তারা ভূমিতে মাথা নত করল। মুনিবর ছ-সাত জন কিরাতকে সঙ্গে দিয়ে চরদের শিগ্‌গিরই বিদায় দিলেন।

দো০ সুনত জনক আগৱনু সবু, হরষেউ অৱধ সমাজু।
রঘুনন্দনহি সকোচু বড়, সোচ বিবস সুররাজু ॥২৬৩

জনক এসেছেন শুনে অযোধ্যাবাসীরা সবাই আনন্দিত হলেন। রামের বড়ো সঙ্কোচ হল, ইন্দ্র দুশ্চিন্তায় বিবশ হলেন।

চৌ০ গরই গলানি কুটিল কৈকেঈ * কাহি কহৈ কেহি দূষনু দেঈ।
অস মন আনি মুদিত নর নারী * ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী ॥

কুটিল কৈকেয়ী গ্লানিতে বিগলিত হতে লাগলেন। কাকেই বা বলবেন, কাকেই বা দোষ দেবেন। আরও দিন চারেক থাকা যাবে মনে করে নরনারী পুলকিত হল।

এহি প্রকার গত বাসর সোউ * প্রাত নহান লাগ সবু কোউ।
করি মজ্জনু পূজহিঁ নর নারী * গনপ গৌরি তিপুরারি তমারী ॥

এইভাবে সেদিন কাটল। ভোরে সবাই স্নান করতে লাগল। অবগাহন করে নরনারী গণেশ, গৌরী, শিব ও সূর্যকে পূজো করল।

রমা রমন পদ বন্দি বহোরী * বিনবহিঁ অঞ্জুলি অঞ্চল জোরী।
রাজা রামু জানকী রানী * আনঁদ অবধি অবধ রজধানী ॥

নারায়ণের চরণে প্রণাম করে হাত জোড় করে আঁচল বিছিয়ে প্রার্থনা করল—রাম রাজা হোন, সীতা রানী হোন, রাজধানী অযোধ্যা আনন্দের অবধি (শেষসীমা) হোক।

সুবস বসউ ফিরি সহিত সমাজা * ভরতহি রামু করহুঁ জুবরাজা।
এহি সুখ সুধাঁ সীঁচি সব কাহূ * দেব দেহু জগ জীবন লাহূ ॥

প্রজাদের নিয়ে তিনি আনন্দে থাকুন। ভরতকেই রাম যুবরাজ করুন। হে দেব! এই সুখসুধায় স্নান করিয়ে সকলকে জন্ম লাভের ফল দিন।

দো॰ গুর সমাজ ভাইন্হ সহিত, রাম রাজু পুর হোউ ॥
অছত রাম রাজা অবধ, মরিঅ মাগ সবু কোউ ॥২৬৯

গুরু, সমাজ ও ভাইদের নিয়ে নগরে (অযোধ্যায়) রামের রাজ্য হোক। রাম অযোধ্যার রাজা থাকতে থাকতে যেন আমরা মরি। সবাই এই প্রার্থনা করল।

চৌ॰ সুনি সনেহময় পুরজন বানী * নিন্দহিঁ জোগ বিরতি মুনি গ্যানী।
এহি বিধি নিত্য করম করি পুরজন * রামহিঁ করহিঁ প্রনাম পুলকি তন ॥

পুরবাসীদের স্নেহময় বাণী শুনে জ্ঞানী মুনি নিজের যোগ ও বৈরাগ্যের নিন্দা করতে থাকেন। এইভাবে নিত্যকর্ম করে পুরজন পুলকিত দেহে রামকে প্রণাম করে।

উঁচ নীচ মধ্যম নর নারী * লহহি দরসু নিজ নিজ অনুহারী।
সাবধান সবহী সনমানহিঁ * সকল সরাহত কৃপানিধানহিঁ ॥

উচ্চ, নীচ ও মধ্যম শ্রেণীর নরনারী যার যার ভাব অনুসারে দর্শন লাভ করে। রাম সযত্নে সকলকেই সম্মানিত করেন। সকলে কৃপানিধানকে প্রশংসা করে।

লরিকাইহি তেঁ রঘুবর বানী * পালত নীতি প্রীতি পহিচানী।
সীল সকোচ সিন্ধু রঘুরাউ * সুমুখ সুলোচন সরল সুভাউ ॥

শৈশব থেকেই রামের এই রীতি তিনি প্রীতি বুঝে নীতি পালন করেন। শীল ও বিনয়ের সমুদ্র রাম। তাঁর সুন্দর মুখ, সুন্দর চোখ, সরল স্বভাব।

কহত রাম গুন গন অনুরাগে * সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে।
হম সম পুন্য পুঞ্জ জগ থোরে * জিন্হহি রামু জানত করি মোরে ॥

সবাই সানুরাগে রামের গুণরাশি বর্ণনা করতে করতে নিজেদের ভাগ্যকে প্রশংসা করতে লাগল। আমাদের মতো পুণ্যবান জগতে অল্পই আছে, যাদের রাম আপন বলে জানেন।

জনকের আগমন

দো০ প্রেম মগন তেহি সময় সব, সুনি আবত মিথিলেসু।
সহিত সভা সংভ্রম উঠেউ, রবিকুল কমল দিনেসু ॥২৭৫

মিথিলাপতি জনক আসছেন শুনে সে-সময়ে সবাই প্রেমমগ্ন হল। রবিকুল পদ্মের কাছে সূর্যস্বরূপ রাম সভাসমেত সসম্ভ্রমে উঠলেন।

চৌ০ ভাই সচিব গুর পুরজন সাথা * আগেঁ গবনু কীন্হ রঘুনাথা।
গিরিবরু দীখ জনকপতি জবহীঁ * করি প্রনামু রথ ত্যাগেউ তবহীঁ ॥

ভাই, সচিব, গুরু ও পুরজনদের সঙ্গে রাম আগে চললেন। জনকপতি যখনই গিরিরাজ চিত্রকূটকে দেখলেন তখনই প্রণাম করে রথ ত্যাগ করলেন।

রাম দরস লালসা উছাহূ * পথ শ্রম লেসু কলেসু ন কাহূ।
মন তহঁ জহঁ রঘুবর বৈদেহী * বিনু মন তন দুখ সুখ সুধি কেহী ॥

রামকে দেখার উৎসাহ ও আগ্রহে কারোই লেশমাত্র পথশ্রম বা ক্লেশ হল না। তাদের মন সেখানে যেখানে রাম ও সীতা। মন ছাড়া দেহের দুঃখসুখবোধ কার?

আবত জনকু চলে এহি ভাঁতী * সহিত সমাজ প্রেম মতি মাতী।
আএ নিকট দেখি অনুরাগে * সাদর মিলন পরসপর লাগে ॥

এইভাবে প্রেমবুদ্ধিতে মত্ত হয়ে সমাজসমেত জনক আসছেন। কাছেই এসেছেন দেখে সকলেই অনুরাগে মগ্ন হয়ে সাদরে পরস্পর মিলিত হতে লাগল।

লগে জনক মুনিজন পদ বন্দন * রিষিহ্ন প্রনামু কীহ্ন রঘুনন্দন।
ভাইহ্ন সহিত রামু মিলি রাজহি * চলে লৱাই সমেত সমাজহি ॥

রাজা জনক মুনিদের চরণ বন্দনা করতে লাগলেন। রাম ঋষিদের প্রণাম করলেন। তারপর ভাইদের নিয়ে রাম রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাজসমেত তাঁকে আশ্রমে নিয়ে চললেন।

দো০ আশ্রম সাগর সান্ত রসু, পূরন পারন পাথু।
সেন মনহুঁ করুনা সরিত, লিএঁ জাহি রঘুনাথু ॥২৬৬

রামের আশ্রমরূপ সাগর শান্তরসরূপ পবিত্র জলে পূর্ণ। সেনা যেন করুণানদী। রাম তাকে নিয়ে চলেছেন।

চৌ০ বোরতি গ্যান বিরাগ করারে * বচন সসোক মিলত নদ নারে।
সোচ উসাস সমীর তরঙ্গা * ধীরজ তট তরুবর কর ভঙ্গা ॥

ঐ নদী জ্ঞান, বৈরাগ্য ও স্থৈর্যকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, সশোকবচনরূপ নদ-নালাতে এসে মিশছে। হা-হুতাশ হল বায়ুতরঙ্গ যা ধৈর্যরূপ তটের মহীরুহকে উৎপাটিত করছে।

বিষম বিষাদ তোরাৱতি ধারা * ভয় ভ্রম ভৱঁর অবর্ত অপারা।
কেৱট বুধ বিদ্যা বড়ি নাৱা * সকহিঁ ন খেই এক নহিঁ আৱা ॥

বিষম বিষাদ এ নদীর খর-ধারা, ভয় আর ভ্রম তার মহাঘূর্ণী. জ্ঞানীরা তার মাঝি, বিদ্যা হল বড়ো নৌকো, কিন্তু এই নৌকোতে পারাপার করতে কেউ পারছে না।

বনচর কোল কিরাত বিচারে * থকে বিলোকি পথিক হিয়ঁ হারে।
আশ্রম উদধি মিলী জব জাঈ * মনহুঁ উঠেউ অম্বুধি অকুলাঈ ॥

যাত্রী বনবাসী কোল ও কিরাতেরা। তারা এ নদীকে দেখে হৃদয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ করুণানদী যখন আশ্রম সমুদ্রে গিয়ে মিলল, মনে হল সে-সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল।

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজা * রহা ন গ্যানু ন ধীরজু লাজা।
ভূপ রূপ গুন সীল সরাহী * রোৱহিঁ শোক সিন্ধু অৱগাহী ॥

দুই রাজসমাজ শোকে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান নেই, ধৈর্য নেই, লজ্জা নেই। রাজার (দশরথের) রূপ, গুণ ও শীলের প্রশংসা করতে করতে তাঁরা সবাই শোকসাগরে ডুবে কাঁদতে থাকেন।

ছন্দ০ অবগাহি সোক সমুদ্র সোচহিঁ নারি নর ব্যাকুল মহা।
দৈ দোষ সকল সরোষ বোলহিঁ বাম বিধি কীহ্নো কহা॥
সুরসিদ্ধ তাপস জোগিজন মুনি দেখি দসা বিদেহ কী।
তুলসী ন সমরথু কোউ জো তরি সকৈ সরিত সনেহ কী॥

তুলসীদাস বলছেন, শোকসাগরে ডুব দিয়ে সব স্ত্রীপুরুষ বড়ো ব্যাকুল হয়ে দুঃখ করতে লাগলেন, বিধাতাকে দোষ দিয়ে সক্রোধে বলতে লাগলেন প্রতিকূল বিধাতা এ কী করলেন? জনকের দশা দেখে দেবতা, সিদ্ধ, তপস্বী, যোগী ও মুনিদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এই প্রেমনদী পার হতে পারেন।

সো০ কিএ অমিত উপদেস, জহঁ তহঁ লোগহ্ন মুনিবরহ্ন।
ধীরজু ধরিঅ নরেস, কহেউ বসিষ্ঠ বিদেহ সন॥ ১১

যত্রতত্র লোকেরা এবং মুনিবরেরা অমিত উপদেশ দিতে লাগলেন। বশিষ্ঠ বিদেহরাজকে বললেন, হে নরেন্দ্র। ধৈর্য ধারণ করুন।

চৌ০ জাসু গ্যান রবি ভব নিসি নাসা * বচন কিরন মুনি কমল বিকাসা।
তেহি কি মোহ মমতা নিঅরাঈ * যহ সিয় রাম সনেহ বড়াঈ॥

যাঁর জ্ঞানসূর্য ভবরাত্রিকে বিদূরিত করে, যাঁর বচনকিরণ মুনিকমলকে বিকশিত করে তাঁর কাছে কি মোহমমতা আসতে পারে। এ হল সীতারামের প্রেমের মহিমা।

বিষঈ সাধক সিদ্ধ সয়ানে * ত্রিবিধ জীব জগ বেদ বখানে।
রাম সনেহ সরস মন জাসূ * সাধু সভাঁ বড় আদর তাসূ॥

বিষয়ী, সাধক এবং জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ জগতে এই তিন রকম জীবের কথা বেদ বলেছেন। এই তিন রকমের জীবের মধ্যে যাঁর মন রামপ্রেমে মগ্ন থাকে, সজ্জনদের সভায় তারই বড়ো আদর।

সোহ ন রাম পেম বিনু গ্যানূ * করন ধার বিনু জিমি জলজানূ।
মুনি বহুবিধি বিদেহু সমুঝাএ * রাম ঘাট সব লোগ নহাএ॥

কাণ্ডারী বিনা নৌকার মতো রামপ্রেম-বিনা জ্ঞান শোভা পায় না। মুনি বশিষ্ঠ নানাভাবে বিদেহরাজকে বোঝালেন। সবাই রামঘাটে স্নান করলেন।

সকল সোক সঙ্কুচ নর নারী * সো বাসরু বীতেউ বিনু বারী।
পসু খগ মৃগহ্ন ন কীহ্ন অহারূ * প্রিয় পরিজন কর কৌন বিচারূ॥

শোকার্ত নরনারীর ঐদিনটি জলগ্রহণ না করেই কেটে গেল। হরিণ এবং অন্যান্য পশুপাখিও কিছু মুখে দিল না, প্রিয় পরিজনদের কথা আর কী বলা যাবে?

দো॰ দোউ সমাজ নিমিরাজু, রঘুরাজু নহানে প্রাত।
বৈঠে সব বট বিটপ তর, মন মলীন কৃস গাত ॥২৬৭

জনক ও রাম এবং দুই রাজসমাজ প্রভাতে স্নান করলেন, সবাই বটগাছের নিচে গিয়ে বসলেন। সকলেরই মন মলিন এবং দেহ কৃশ।

চৌ॰ জে মহিসুর দসরথ পুর বাসী * জে মিথিলাপতি নগর নিবাসী।
হংস বংস গুর জনক পুরোধা * জিন্হ জগ মগু পরমারথ সোধা ॥
লগে কহন উপদেস অনেকা * সহিত ধরম নয় বিরতি বিবেকা।
কৌসিক কহি কহি কথা পুরানীঁ * সমুঝাঈ সব সভা সুবানীঁ ॥

দশরথপুরবাসী ও মিথিলাপুরবাসী ব্রাহ্মণেরা, সূর্যবংশের গুরু এবং জনকরাজার পুরোহিত, যাঁরা জগতে পরমার্থের পথ বেছে নিয়েছেন– তাঁরা নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র মধুর বাণীতে ধর্ম, নীতি, বৈরাগ্য এবং বিবেকের পুরনো কাহিনী বলে বলে সকলকে বোঝালেন।

তব রঘুনাথ কৌসিকহি কহেউ * নাথ কালি জল বিনু সবু রহেউ।
মুনি কহ উচিত কহত রঘুরাঈ * গয়উ বীতি দিন পহর অঢ়াঈ ॥

রাম কৌশিককে বললেন, নাথ! কাল থেকে সবাই নির্জলা উপবাস করে আছে। মুনি বললেন, রাম ঠিক বলেছেন, আজও আড়াই প্রহর দিন চলে গিয়েছে।

রিষি রুখ লখি কহ তেরহুতি রাজূ * ইহাঁ উচিত নহিঁ অসন অনাজূ।
কহা ভূপ ভল সবহি সোহানা * পাই রজায়সু চলে নহানা ॥

ঋষির অভিপ্রায় বুঝে বিদেহরাজ বললেন, এখানে অন্নভোজন উচিত হবে না। রাজার কথা সবার ভালো লাগল। আজ্ঞা পেয়ে সবাই স্নান করতে গেলেন।

দো॰ তেহি অবসর ফল ফুল দল, মূল অনেক প্রকার।
লই আএ বনচর বিপুল, ভরি ভরি কাঁবরি ভার ॥২৬৮

ইতিমধ্যে বনচরেরা বড়ো বড়ো ভারায় ভরে ভরে নানারকম ফল, ফুল, দল ও মূল নিয়ে এল।

চৌ• কামদ ভে গিরি রাম প্রসাদা * অবলোকত অপহরত বিষাদা।
সর সরিতা বন ভূমি বিভাগা * জনু উমগত আনँদ অনুরাগা ॥

রামের অনুগ্রহে পর্বত কামপ্রসূ হল। তার দিকে তাকাতেই বিষাদ দূর হল। সরোবর, নদী ও বনভূমি যেন আনন্দ ও অনুরাগে উদ্বেলিত হল।

বেলি বিটপ সব সফল সফূলা * বোলত খগ মৃগ অলি অনুকূলা।
তেহি অবসর বন অধিক উছাহূ * ত্রিবিধ সমীর সুখদ সব কাহূ ॥

তরুলতা সব ফলে ফুলে ভরল, পশুপাখিরা ডাকতে লাগল, ভ্রমর সুমধুর গুঞ্জন তুলল। সেই সময়ে বনে অত্যন্ত উচ্ছ্বাস দেখা গেল। সকলের সুখপ্রদ ত্রিবিধ বায়ু প্রবাহিত হল।

জাই ন বরনি মনোহরতাঈ * জনু মহি করতি জনক পহুনাঈ।
তব সব লোগ নহাই নহাঈ * রাম জনক মুনি আয়সু পাঈ ॥
দেখি দেখি তরুবর অনুরাগে * জহঁ তহঁ পুরজন উতরন লাগে।
দল ফল মূল কন্দ বিধি নানা * পাবন সুন্দর সুধা সমানা ॥

দো• সাদর সব কহঁ রামগুর, পঠএ ভরি ভরি ভার।
পূজি পিতর সুর অতিথি গুর, লগে করন ফরহার ॥২৬৯

সেই চারুতার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, মনে হল ধরিত্রী যেন জনকের আতিথ্য করছেন। তারপর সবাই স্নান করে রাম, জনক এবং মুনির আদেশ পেয়ে, সাগ্রহে তরুলতা দেখে দেখে যেখানে সেখানে থাকতে লাগল। রামগুরু বশিষ্ঠ সুন্দর, পবিত্র এবং অমৃততুল্য বহুরকমের পাতা, ফল, মূল ও কন্দ বাঁকে ভরে ভরে সকলের কাছে পাঠালেন। তারা পিতৃপুরুষ, দেবতা, অতিথি ও গুরুকে পূজা করে ফলাহার করতে লাগলেন।

চৌ• এহি বিধি বাসর বীতে চারী * রামু নিরখি নর নারি সুখারী।
দুহু সমাজ অসি রুচি মন মাহীं * বিনু সিয় রাম ফিরব ভল নাহীं ॥

এইভাবে চারদিন চলে গেল। সমস্ত নরনারী রামকে দেখে সুখী হল। সীতাকে ছাড়া ফেরা ঠিক হবে না, দুই রাজ-সমাজের মনে এই ইচ্ছাই হয়েছিল।

সীতা রাম সঙ্গ বনবাসূ * কোটি অমরপুর সরিস সুপাসূ।
পরিহরি লখন রামু বৈদেহী * জেহি ঘরু ভাব বাম বিধি তেহী ॥

রামসীতার সঙ্গে বনবাস কোটি অমরাপুরীবাসের মতো সমান সুখকর। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ছাড়া যার ঘর ভালো লাগে ভাগ্য তার বিপরীত।

দাহিন দইউ হোই জব সবহী * রাম সমীপ বসিঅ বন তবহী।
মন্দাকিনি মজ্জনু তিহু কালা * রাম দরসু মুদ মঙ্গল মালা॥
অটনু রাম গিরি বন তাপস থল * অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফল।
সুখ সমেত সম্বত দুই সাতা * পল সম হোহিঁন জনিঅহিঁ জাতা॥

সকলের উপর বিধাতার কৃপা হলেই বনে রামের কাছে বাস সম্ভব হতে পারে, যেখানে রামগিরি, বন আর তপস্বীদের আশ্রমে বিচরণ আর অমৃতকল্প কন্দ-মূল-ফল ভোজন করতে করতে চোদ্দ বছর সুখে কেটে যাবে, বোঝাই যাবে না।

দো০ এহি সুখ জোগ ন লোগ সব, কহহিঁ কহাঁ অস ভাগু।
সহজ সুভায় সমাজ দুহু, রাম চরন অনুরাগু॥২৭০

সবাই বলতে লাগল, এ সুখের যোগ্য আমরা নই, আমাদের এমন ভাগ্য হবে কী করে? দুই রাজসমাজেরই রামচরণে সহজ ও স্বাভাবিক প্রেম।

চৌ০ এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ * বচন সপ্রেম সুনত মন হরহীঁ।
সীয় মাতু তেহি সময় পঠাঈঁ * দাসীঁ দেখি সুঅবসরু আঈঁ॥

এইভাবে সবাই ইচ্ছে করছে। এমন প্রেমপূর্ণ বচন শুনলেই মন কেড়ে নেয়। সেই সময় সীতাজননী (সুনয়না) দাসী পাঠালেন। সে (সেই-দাসী) শুভ অবসর দেখে এল।

সুনয়না-কৌশল্যাসংবাদ

সাবকাস সুনি সব সিয় সাসূ * আয়উ জনকরাজ রনিবাসূ।
কৌসল্যাঁ সাদর সনমানী * আসন দিএ সময় সম আনী॥

সীতার শ্বশ্রূমাতাদের এখন অবকাশ আছে জেনে জনকরাজার রানীমহল সেখানে এলেন। কৌশল্যা সাদরে তাঁদের সম্মান করলেন। এবং সময়োচিত আসন দিলেন।

সীলু সনেহু সকল দুহু ওরা * দ্রবহিঁ দেখি সুনি কুলিস কঠোরা।
পুলক সিথিল তন বারি বিলোচন * মহি নখ লিখন লগীঁ সব সোচন॥

দুই সমাজের শীল ও স্নেহ দেখে, শুনে কঠোর বজ্রও দ্রবীভূত হয়। তাঁদের দেহ পুলকে

অবসন্ন, নয়ন অশ্রুপূর্ণ। সবাই পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিন্তা করতে লাগলেন।

সব সিয় রাম প্রীতি কি সি মূরতি * জনু করুনা বহু বেষ বিসূরতি।
সীয় মাতু কহ বিধি বুধি বাঁকী * জো পয় ফেনু ফোর পবি টাঁকী॥

তারা সবাই যেন রামসীতার প্রেমের মূর্তি, যেন করুণা বহু বেশ ধরে চিন্তায় মগ্ন। সীতাজননী (সুনয়না) বললেন, বিধাতার বুদ্ধি বাঁকা, যিনি দুধের ফেনা বজ্রের আঘাত দিয়ে ফাটাতে চান।

দো০ সুনিঅ সুধা দেখিঅহিঁ গরল, সব করতূতি করাল।
জহঁ তহঁ কাক উলূক বক, মানস সকৃত মরাল॥২৭১

অমৃতের কথা কেবল শোনা যায়। বিষ চোখে দেখতে পাওয়া যায়। বিধাতার ক্রিয়া নিষ্ঠুর। কাক, পেঁচা আর বক তো যেখানে সেখানে মেলে, কিন্তু হাঁস তো মানসসরোবরেই মেলে।

চৌ০ সুনি সসোচ কহ দেবি সুমিত্রা * বিধি গতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা।
জো সৃজি পালই হরই বহোরী * বাল কেলি সম বিধি মতি ভোরী॥

শুনে দেবী সুমিত্রা সবিষাদে বললেন, বিধিগতি বড়ই বিপরীত ও বিচিত্র। তিনি সৃষ্টি করে পালন করেন আবার হরণ করে নেন। বিধাতার বুদ্ধি বালকের খেলার মতোই খেয়ালী।

কৌসল্যা কহ দোসু ন কাহূ * করম বিবস দুখ সুখ ছতি লাহূ।
কঠিন করম গতি জান বিধাতা * জো সুভ অসুভ সকল ফল দাতা॥

কৌশল্যা বললেন কারোই দোষ নাই, সুখদুঃখ লাভক্ষতি সবই কর্মের বশ। কর্মের কঠিন গতি শুধু বিধাতাই জানেন, যিনি সমস্ত শুভ-অশুভের ফলদাতা।

ঈস রজাই সীস সবহীঁ কেঁ * উতপতি থিতি লয় বিষহু অমী কেঁ।
দেবি মোহ বস সোচিঅ বাদী * বিধি প্রপঞ্চু অস অচল অনাদী॥

ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলেরই শিরে। উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বিষ ও অমৃত সবই শিরোধার্য! দেবী! মোহবশে বৃথা শোক কোরো না, বিধাতার প্রপঞ্চ এমনিই অচল ও অনাদি।

ভূপতি জিঅব মরব উর আনী * সোচিঅ সখি লখি নিজ হিত হানী।
সীয় মাতু কহ সত্য সুবানী * সুকৃতী অবধি অবধপতি রানী॥

হে সখী! মহারাজের বাঁচা-মরার চিন্তা মনে এনে আমরা তো আমাদেরই লাভক্ষতির

চিন্তা করছি। সীতাজননী বললেন, আপনি যা বলেছেন তা সুন্দর ও সত্য। আপনি সুকৃতিমানদের শেষ সীমা অযোধ্যাপতির মহিষী তো। (অর্থাৎ দশরথের পত্নীর পক্ষে এমন কথা বলাই স্বাভাবিক)।

দো০ লখনু রামু সিয় জাহুঁ বন, ভল পরিনাম ন পোচু।
গহবরি হিয়ঁ কহ কৌসিলা, মোহি ভরত কর সোচু ॥২৭২

কৌশল্যা ভরা হৃদয়ে বললেন, রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা বনে যাক এর পরিণাম ভালোই হবে, মন্দ নয়। আমার চিন্তা ভরতের জন্যে।

চৌ০ ঈস প্রসাদ অসীস তুম্হারী * সুত সুতবধূ দেবসরি বারী।
রাম সপথ মৈঁ কীন্হি ন কাউ * সো করি কহউঁ সখী সতি ভাউ ॥

ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে আমার পুত্র ও পুত্রবধূ গঙ্গার মতো পবিত্র। রামের নামে দিব্যি আমি কখনও করি নি, সখী, সেই দিব্যি করে, আমি অকপটে বলছি—

ভরত সীল গুন বিনয় বড়াঈ * ভায়প ভগতি ভরোস ভলাঈ।
কহত সারদহু কর মতি হীচে * সাগর সীপ কি জাহিঁ উলীচে ॥

ভরতের শীল, গুণ, বিনয়, মহত্ত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি, আস্থা এবং সদাচার বলতে গিয়ে সরস্বতীর বুদ্ধিও হোঁচট খাবে। সমুদ্র কি ঝিনুক দিয়ে ছেঁচা যায়?

জানউঁ সদা ভরত কুলদীপা * বার বার মোহি কহেউ মহীপা।
কসেঁ কনকু মনি পারিখি পাএঁ * পুরুষ পরিখিঅহিঁ সময়ঁ সুভাএঁ ॥

ভরতকে আমি কুল-প্রদীপ বলে মনে করি, একথা মহারাজ আমাকে বার বার বলেছেন। কষ্টিপাথরে সোনা আর মণি চেনা যায়। পুরুষের পরখ হয় সময় ও স্বভাবে।

অনুচিত আজু কহব অস মোরা * সোক সনেহঁ সয়ানপ থোরা।
সুনি সুরসরি সম পাবনি বানী * ভঈ সনেহ বিকল সব রানী ॥

কিন্তু আজ একথা বলা আমার অনুচিত, শোকে ও স্নেহে বিবেক ক্ষীণ হয়ে যায়। গঙ্গার মতো পবিত্র বাণী শুনে, সব রানী স্নেহে বিকল হলেন।

দো০ কৌসল্যা কহ ধীর ধরি, সুনহু দেবি মিথিলেসি।
কো বিবেকনিধি বল্লভহি, তুম্হহি সকই উপদেসি ॥২৭৩

কৌশল্যা ধৈর্য ধারণ করে বললেন, হে দেবী, মিথিলেশ্বরী! বিবেকনিধির (জনকের) প্রিয়া আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে?

চৌ০ রানি রায় সন অবসরু পাঈ * অপনী ভাঁতি কহব সমুঝাঈ।
রখিঅহিঁ লখনু ভরতু গবনহিঁ বন * জৌঁ য়হ মত মানৈ মহীপ মন ॥
তৌ ভল জতনু করব সুবিচারী * মোরেঁ সোচু ভরত কর ভারী।
গূঢ় সনেহ ভরত মন মাহীঁ * রহেঁ নীক মোহি লাগত নাহীঁ ॥

হে রানী! (উপযুক্ত) অবসর পেয়ে আপনি রাজাকে আপনার মতো করে বুঝিয়ে বলবেন —লক্ষ্মণকে রাখুন, ভরত বনে যাক। যদি এই পরামর্শ মহারাজের মনের মতো হয়, তাহলে ভালোভাবে বিচার করে সেই উপায়ই করুন। আমার চিন্তা ভরতের জন্যেই। ভরতের হৃদয়ে গভীর প্রেম। আমার মনে হয় ভরতকে (ঘরে) রাখা ঠিক হবে না।

লখি সুভাউ সুনি সরল সুবানী * সব ভই মগন করুন রস সানী।
নভ প্রসূন ঝরি ধন্য ধন্য ধুনি * সিথিল সনেহঁ সিদ্ধ জোগী মুনি ॥

(কৌশল্যার) স্বভাব দেখে এবং তার সরল বাণী শুনে রানীরা করুণরসে পূর্ণ হলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ এবং ধন্য ধন্য ধ্বনি হতে লাগল। সিদ্ধপুরুষ, যোগী ও মুনি স্নেহে শিথিল হলেন।

সবু রনিবাসু বিথকি লখি রহেউ * তব ধরি ধীর সুমিত্রা কহেউ।
দেবি দণ্ড জুগ জামিনি বীতী * রাম মাতু সুনি উঠী সপ্রীতী ॥

রানীরা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। তখন সুমিত্রা ধৈর্য ধরে বলতে লাগলেন, হে দেবী, দু-প্রহর রাত কেটে গেল। এ কথা শুনে কৌশল্যা প্রীতিপূর্ণচিত্তে উঠলেন।

দো০ বেগি পাউ ধারিঅ থলহি, কহ সনেহঁ সতিভায়।
হমরেঁ তৌ অব ঈস গতি, কৈ মিথিলেস সহায় ॥২৭৪

সস্নেহে সুন্দরভাবে বললেন, এখুনি ঘরে যাও। এখন আমাদের গতি ঈশ্বর এবং সহায় মিথিলাপতি।

চৌ০ লখি সনেহ সুনি বচন বিনীতা * জনকপ্রিয়া গহ পায় পুনীতা।
দেবি উচিত অসি বিনয় তুম্হারী * দশরথ ঘরিনি রাম মহতারী ॥

স্নেহ দেখে এবং বিনয়পূর্ণ বচন শুনে জনকপ্রিয়া পবিত্র চরণ স্পর্শ করে বললেন, দেবী, আপনি দশরথ-পত্নী, রামের জননী, আপনার পক্ষে এই বিনয়ই স্বাভাবিক।

প্রভু অপনে নীচহু আদরহী * অগিনি ধূম গিরি শির তিনু ধরহী।
সেৱকু রাউ করম মন বানী * সদা সহায় মহেসু ভৱানী॥

প্রভু নীচ দাসকেও আদর করেন, অগ্নি ধূমকে এবং গিরি তৃণকে মাথায় ধারণ করে। আমাদের রাজা তো কর্মে ও বচনে আপনার সেবক। সহায়ক তো হর-পার্বতী।

রউরে অঙ্গ জোগু জগ কো হৈ * দীপ সহায় কি দিনকর সোহৈ।
রামু জাই বনু করি সুর কাজু * অচল অৱধপুর করিহহিঁ রাজু॥

জগতে আপনার সহায়তা করার যোগ্য কে? প্রদীপ কি সূর্যের সহায় হতে গিয়ে শোভা পায়? রাম বনে গিয়ে দেবকার্য করে অযোধ্যায় ফিরে এসে অটল রাজ্য করবে।

অমর নাগ নর রাম বাহুবল * সুখ বসিহহিঁ অপনেঁ অপনেঁ থল।
য়হ সব জাগবলিক কহি রাখা * দেবি ন হোই মুধা মুনি ভাষা॥

দেবতা, নাগ ও নর রামের বাহুবলে যার যার জায়গায় সুখে বাস করবে। এসব যাজ্ঞবল্ক্য বলে রেখেছেন, হে দেবী! মুনির কথা মিথ্যা হবে না।

দো॰ অস কহি পগ পরি পেম অতি, সিয় হিত বিনয় সুনাই।
সিয় সমেত সিয়মাতু তব, চলী সুআয়সু পাই॥২৭৭॥

এই বলে গভীর প্রেমে চরণে পতিত হয়ে সীতার জন্যে মিনতি করে, আজ্ঞা পেয়ে সীতাকে নিয়ে সীতাজননী চললেন।

চৌ॰ প্রিয় পরিজনহি মিলী বৈদেহী * জো জেহি জোগু ভাঁতি তেহি তেহী।
তাপস বেষ জানকী দেখী * ভা সবু বিকল বিষাদ বিসেষী॥

সীতা পরিজনদের মধ্যে যে যেমন স্নেহ বা ভক্তিভাজন তাঁদের সঙ্গে ঠিক তেমনি করেই মিলিত হলেন। জানকীর তাপস-বেশ দেখে সকলের অত্যন্ত বিষাদ হল।

জনক রাম গুর আয়সু পাঈ * চলে থলহি সিয় দেখী আঈ।
লীন্হি লাই উর জনক জানকী * পাহুনি পাৱন পেম প্রান কী॥

জনক রাম এবং গুরুর আজ্ঞা পেয়ে আবাসে এলেন, এসে সীতাকে দেখলেন। জনক প্রাণের প্রেমরূপ পবিত্র অতিথি সীতাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

উর উমগেউ অম্বুধি অনুরাগূ * ভয়উ ভূপ মনু মনহুঁ প্রয়াগূ।
সিয় সনেহ বটু বাঢ়ত জোহা * তা প্রর রাম পেম সিসু সোহা॥

হৃদয়ে অনুরাগ-সাগর উদ্বেলিত হল, ভূপতির মন যেন প্রয়াগে পর্যবসিত হল। সীতার

স্নেহরূপ বট যাতে বাড়তে দেখা গেল, তার উপরে রামপ্রেম যেন শিশুর মতো শোভা পেল।

চিরজীবী মুনি গ্যান বিকল জনু * বূড়ত লহেউ বাল অবলম্বনু।
মোহ মগন মতি নহিঁ বিদেহ কী * মহিমা সিয় রঘুবর সনেহ কী॥

(জনকের) জ্ঞানরূপ চিরঞ্জীবী (মার্কণ্ডেয়) মুনি যেন বিকল হয়ে ডুবতে ডুবতে (রামরূপ) বালকের সহায় পেলেন। বিদেহরাজের মতি মোহমগ্ন নয়। এ (এই মোহ) রাম-সীতার স্নেহেরই মহিমা।

দো॰ সিয় পিতু মাতু সনেহ বস, বিকল ন সকী সঁভারি।
ধরনিসুতাঁ ধীরজু ধরেউ, সমউ সুধরমু বিচারি॥২৭৬

পিতা-মাতার স্নেহের বশীভূতা সীতা বিহ্বল হয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। তবুও ধরণী-সুতা সময় ও স্বধর্ম বিচার করে ধৈর্য ধারণ করলেন।

চৌ॰ তাপস বেষ জনক সিয় দেখী * ভয়উ পেমু পরিতোষু বিসেষী।
পুত্রি পবিত্র কিএ কুল দোউ * সুজস ধবল জগু কহ সবু কোউ॥

তপস্বীর বেশে জানকীকে দেখে জনকের বিশেষ স্নেহ ও তৃপ্তি হল। বললেন, বাছা, তুমি দুই কুলই পবিত্র করেছ। তোমার শুভ্র সুযশ জগতে সবাই কীর্তন করবে।

জিতি সুরসরি কীরতি সরি তোরী * গবনু কীন্হ বিধি অণ্ড করোরী।
গঙ্গ অবনি থল তীনি বড়েরে * এহিঁ কিএ সাধু সমাজ ঘনেরে॥

তোমার কীর্তিরূপ নদী গঙ্গাকে জয় করে কোটি ব্রহ্মাণ্ডে চলেছে। গঙ্গা তো পৃথিবীতে তিনটিই তীর্থ বানিয়েছেন। কিন্তু বহু সাধুসমাজে তোমার কীর্তি স্থান লাভ করবে।

পিতু কহ সত্য সনেহঁ সুবানী * সীয় সকুচ মহুঁ মনহু সমানী।
পুনি পিতু মাতু লীন্হি উর লাঈ * সিখ আসিষ হিত দীন্হি সুহাঈ॥

পিতা জনক সত্য স্নেহে সুবচন বললেন। কিন্তু সীতা সঙ্কুচিত হয়ে যেন সঙ্কোচে মিশে গেলেন। তারপর পিতামাতা বুকে জড়িয়ে ধরে হিতকারী শিক্ষা এবং সুন্দর আশীর্বাদ দিলেন।

কহতি ন সীয় সকুচি মন মাহীঁ * ইহাঁ বসব রজনীঁ ভল নাহীঁ।
লখি রুখ রানি জনায়উ রাউ * হৃদয়ঁ সরাহত সীলু সুভাউ॥

সীতা মনে মনে লজ্জিত হয়ে একথা বলতে পারছেন না যে এখানে রাত কাটানো ঠিক

হবে না। রানী সীতার অভিপ্রায় বুঝে রাজাকে জানালেন। তখন তিনি মনে মনে সীতার শীল ও স্বভাবের প্রশংসা করতে লাগলেন।

দো॰ বার বার মিলি ভেঁটি সিয়, বিদা কীহ্নি সনমানি।
কহী সময় সির ভরত গতি, রানি সুবানি সয়ানি ॥২৭৭

বারবার মিলিত হয়ে (রাজ-রানী) সীতাকে সাদরে বিদায় দিলেন। তারপর চতুরা রানী সময় পেয়ে ভরতের অবস্থা মধুর বচনে বললেন।

জনকের ভরতগুণবর্ণন

চৌ॰ সুনি ভূপাল ভরত ব্যবহারূ * সোন সুগন্ধ সুধা সসি সারূ।
মূদে সজল নয়ন পুলকে তন * সুজসু সরাহন লগে মুদিত মন ॥

সোনায় সোহাগা এবং সুধায় চাঁদিনী-সার ভরতের আচরণ শুনে জনক জলভরা চোখ বন্ধ করলেন, দেহ রোমাঞ্চিত হল তাঁর। আনন্দিত মনে তিনি তাঁর সুযশের গুণগান করতে লাগলেন।

সাবধান সুনু সুমুখি সুলোচনি * ভরত কথা ভব বন্ধ বিমোচনি।
ধরম রাজনয় ব্রহ্ম বিচারূ * ইহাঁ জথামতি মোর প্রচারূ ॥
সো মতি মোরি ভরত মহিমাহী * কহৈ কাহ ছলি ছুঅতি ন ছাঁহী।
বিধি গনপতি অহিপতি সিব সারদ * কবি কোবিদ বুধ বুদ্ধি বিসারদ ॥
ভরত চরিত কীরতি করতূতী * ধরম সীল গুন বিমল বিভূতী।
সমুঝত সুনত সুখদ সব কাহূ * সুচি সুরসরি রুচি নিদর সুধাহূ ॥

হে সুমুখী, হে সুলোচনী, মন দিয়ে শোনো, ভরতের কথা ভব-বন্ধন মোচন করে। ধর্ম, রাজনীতি, এবং ব্রহ্ম-বিচার - এ সব বিষয়ে আমার যতটুকু বুদ্ধি বিদিত, তা ভরতের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ছল করেও তার ছায়াও ছুঁতে পারে না। বিধাতা, গণেশ, শেষনাগ, শিব, সরস্বতী, কবি, পণ্ডিত, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এদের সবারই ভরতের চরিত্র, কীর্তি, কর্ম, ধর্ম, শীল ও বিমলবিভূতি বুঝতে এবং শুনতে সুখপ্রদ মনে হবে যা পবিত্রতায় গঙ্গাকে এবং স্বাদে সুধাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে।

দো॰ নিরবধি গুন নিরুপম পুরুষু, ভরতু ভরত সম জানি
কহিঅ সুমেরু কি সের সম, কবিকুল মতি সকুচানি ॥২৭৮

ভরতের গুণ নিরবধি, ভরত উপমাহীন পুরুষ, ভরতই ভরতের উপমা। সুমেরু পর্বতকে কি পাথরের টুকরোর মতো বলা যায়? (ভরতের গুণবর্ণনায়) কবিবুদ্ধি তাই সঙ্কুচিত।

চৌ॰ অগম সবহি বরনত বর বরনী * জিমি জলহীন মীন গমু ধরনী।
ভরত অমিত মহিমা সুনু রানী * জানহিঁ রামু ন সকহিঁ বখানী॥

হে বরবর্ণিনী, (ভরতের) মহিমা বর্ণনা করা সকলের পক্ষেই দুঃসাধ্য, জলহীন ধরণীতে বিচরণ যেমন মাছের পক্ষে দুঃসাধ্য তেমনি।

বরনি সপ্রেম ভরত অনুভাউ * তিয় জিয় কী রুচি লখি কহ রাউ।
বহুরহিঁ লখনু ভরতু বন জাহীঁ * সব কর ভল সব কে মন মাহীঁ॥

ভরতের অনুভাব সপ্রেমে বর্ণনা করে পত্নীর অন্তরের বাসনা লক্ষ্য করে রাজা বললেন—লক্ষ্মণ ফিরে যাক, ভরতই বনে যাক। এতেই সকলের ভালো হবে আর সকলেরই তাই ইচ্ছা।

দেবি পরন্তু ভরত রঘুবর কী * প্রীতি প্রতীতি জাই নহিঁ তরকী।
ভরতু অবধি সনেহ মমতা কী * জদ্যপি রামু সীম সমতা কী॥

কিন্তু, হে দেবী! ভরত ও রামের প্রীতি ও প্রত্যয়ের বিষয়ে তর্ক চলে না। যদিও রাম সমতার (সমদর্শিতার) (শেষ-) সীমা, ভরত হল স্নেহ ও মমতার (শেষ-) সীমা।

পরমারথ স্বারথ সুখ সারে * ভরত ন সপনেহুঁ নিহারে।
সাধন সিদ্ধি রাম পগ নেহূ * মোহি লখি পরত ভরত মত এহূ॥

মনে হয় ভরত পরমার্থ, স্বার্থ আর সুখ স্বপ্নেও দেখে নি। রামের চরণে প্রেমই তার সাধন ও সিদ্ধি। আমার চোখে যতটুকু পড়েছে তাতে ভরতের সমস্ত মন এতেই (রাম প্রেমে) মগ্ন।

দো॰ ভোরেহুঁ ভরত ন পেলিহহিঁ, মনসহুঁ রাম রজাই।
করিঅ ন সোচু সনেহ বস, কহেউ ভূপ বিলখাই॥২৭৯

রাজা গদ্‌গদভাবে বললেন, ভুলেও ভরত স্বপ্নেও রামের আদেশ অমান্য করবে না। তাই স্নেহবশে কোন চিন্তা করো না।

চৌ॰ রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতী * নিসি দম্পতিহি পলক সম বীতী।
রাজ সমাজ প্রাত জুগ জাগে * হ্নাই হ্নাই সুর পূজন লাগে॥

রাম ও ভরতের গুণ সস্নেহে বলতে বলতে রাজারানীর রাত নিমেষে কেটে গেল। প্রভাতে দুই রাজসমাজ জাগলেন এবং স্নান করে দেবতার পূজো করতে লাগলেন।

গে নহাই গুর পহিঁ রঘুরাঈ * বন্দি চরন বোলে রুখ পাঈ।
নাথ ভরতু পুরজন মহতারী * সোক বিকল বনবাস দুখারী ॥

রাম স্নান করে গুরুর কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা করে তাঁর অভিপ্রায় বুঝে বললেন, হে নাথ! ভরত, পুরজন এবং মায়েরা সবাই শোকে বিহ্বল এবং বনবাসে খিন্ন।

সহিত সমাজ রাউ মিথিলেসূ * বহুত দিবস ভএ সহত কলেসূ।
উচিত হোই সোই কীজিঅ নাথা * হিত সবহী কর রৌরেঁ হাথা ॥

রাজা জনকও অনেকদিন ধরে পরিজনদের নিয়ে কষ্ট সহ্য করছেন। হে নাথ! যা উচিত তাই করুন। সমস্ত মঙ্গল আপনারই হাতে।

অস কহি অতি সকুচে রঘুরাউ * মুনি পুলকে লখি সীলু সুভাউ।
তুম্হ বিনু রাম সকল সুখ সাজা * নরক সরিস দুহু রাজ সমাজা ॥

এ কথা বলে রাম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন! মুনি তাঁর শীল ও স্বভাব দেখে পুলকিত হলেন, বললেন, হে রাম! তুমি ছাড়া দুই রাজসমাজের সমস্ত সুখসজ্জা নরকের সমান।

দো॰ প্রান প্রান কে জীব কে জীব, সুখ কে সুখ রাম রাম।
তুম্হ তজি তাত সোহাত গৃহ, জিন্হহি তিন্হহি বিধি বাম ॥২৮০

হে রাম, তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবের জীব, সুখের সুখ। তোমাকে ছেড়ে যার ঘর ভালো লাগে বিধাতা তার প্রতি বিমুখ।

চৌ॰ সো সুখু করমু ধরমু জরি জাউ * জহঁ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ।
জোগু কুজোগু গ্যানু অগ্যানূ * জহঁ নহিঁ রাম পেম পরধানূ ॥

সেই সুখ, কর্ম ও ধর্ম ভস্ম হয়ে যাক যাতে রামের পদপঙ্কজে অনুরাগ নেই। সেই যোগ-কুযোগ, সেই জ্ঞান অজ্ঞান যাতে রামপ্রেম প্রধান নয়।

তুম্হ বিনু দুখী সুখী তুম্হ তেহীঁ * তুম্হ জানহু জিয় জো জেহি কেহীঁ।
রাউর আয়সু সির সবহী কেঁ * বিদিত কৃপালহি গতি সব নীকেঁ ॥

তুমি ছাড়া সবাই দুঃখী, তোমাকে পেয়ে সবাই সুখী, যার অন্তরে যে কথা তা তুমি জানো। তোমার আজ্ঞাই সকলের মাথায়। হে কৃপালু, সব গতি তুমি ভালোভাবেই জানো।

আপু আশ্রমহি ধারিঅ পাউ * ভয়উ সনেহ সিথিল মুনিরাউ।
করি প্রনামু তব রামু সিধাএ * রিষি ধরি ধীর জনক পহিঁ আএ ॥

তুমি আশ্রমে যাও। এই বলে মুনিরাজ স্নেহে বিহ্বল হলেন। তখন রাম তাঁকে প্রণাম করে আশ্রমে গেলেন। মুনি ধৈর্য ধারণ করে জনকের কাছে গেলেন।

রাম বচন গুরু নৃপহি সুনাএ * সীল সনেহ সুভায়ঁ সুহাএ।
মহারাজ অব কীজিঅ সোঈ * সব কর ধরম সহিত হিত হোঈ ॥

গুরু রামের শীল, স্নেহ এবং স্বভাবসুন্দর বচন জনককে শুনিয়ে বললেন, মহারাজ! এখন তাই করুন যাতে সকলের ধর্ম ও মঙ্গল হয়।

দো॰ গ্যান নিধান সুজান সুচি, ধরম ধীর নরপাল।
তুম্হ বিনু অসমঞ্জস সমন, কো সমরথ এহি কাল ॥২৮১

হে রাজন্! আপনি জ্ঞানের আধার বিচক্ষণ, এবং ধর্মধীর, এ সময়ে আপনি ছাড়া কে এই সংকট দূর করতে সক্ষম?

চৌ॰ সুনি মুনি বচন জনক অনুরাগে * লখি গতি গ্যানু বিরাগু বিরাগে।
সিথিল সনেহঁ গুনত মন মাহীঁ * আএ ইহাঁ কীন্হ ভল নাহীঁ ॥

মুনির কথা শুনে জনক প্রেমে মগ্ন হলেন। তাঁর দশা দেখে বৈরাগ্যেরও বৈরাগ্য হল। স্নেহে বিহ্বল হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন আমি এখানে এসে ভালো করি নি।

রামহি রায়ঁ কহেউ বন জানা * কীন্হ আপু প্রিয় প্রেম প্রবানা।
হম অব বন তেঁ বনহি পঠাঈ * প্রমুদিত ফিরব বিবেক বড়াঈ ॥

রাজা রামকে বনে যেতে বলেছেন এবং নিজের প্রিয় প্রেম (এতে) চরিতার্থ করলেন। এখন আমরা বন থেকে (গভীর) বনে পাঠিয়ে বিবেকের বড়াই করে আনন্দিত মনে ফিরব।

তাপস মুনি মহিসুর সুনি দেখী * প্রেম বস বিকল বিসেষী।
সমউ সমুঝি ধরি ধীরজু রাজা * চলে ভরত পহিঁ সহিত সমাজা ॥

তপস্বী, মুনি এবং ব্রাহ্মণেরা এ দেখে শুনে স্নেহে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। রাজা সময় বিচার করে ধৈর্য ধরে পরিজনদের নিয়ে ভরতের কাছে গেলেন।

ভরত আই আগেঁ ভই লীন্হে * অবসর সরিস সুআসন দীন্হে।
তাত ভরত কহ তিরহুতি রাউ * তুম্হহি বিদিত রঘুবীর সুভাউ ॥

ভরত তাঁর প্রত্যুদ্গমন করে সময়োচিত শুদ্ধ আসন দিলেন। জনকরাজা বললেন, রামের স্বভাব তো তুমি জানোই।

দো০ রাম সত্যব্রত ধরম রত, সব কর সীলু সনেহু
সঙ্কট সহত সঙ্কোচ বস, কহিঅ জো আয়সু দেহু ॥২৮২

রাম সত্যব্রত ও ধর্ম পরায়ণ, সকলের প্রতি স্নেহই তাঁর স্বভাব, সসঙ্কোচে সে সঙ্কট সহ্য করে। এখন তুমি যা আদেশ করবে তাই তাকে গিয়ে বলব।

চৌ০ সুনি তন পুলকি নয়ন ভরি বারী * বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী।
প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতা সম আপূ * কুলগুরু সম হিত মায় ন বাপূ ॥

শুনে ভরতের দেহ রোমাঞ্চিত হল নয়ন অশ্রুপূর্ণ হল ; ধৈর্য ধারণ করে বললেন, আপনি পিতার মতো আমার প্রিয় ও পূজ্য প্রভু, আপনি শুধু পিতামাতার মতো নন, কুলগুরুর মতোই হিতকারী আপনি।

কৌসিকাদি মুনি সচির সমাজূ * গ্যান অম্বুনিধি আপুনু আজূ।
সিসু সেরকু আয়সু অনুগামী * জানি মোহি সিখ দেইঅ স্বামী ॥

বিশ্বামিত্র প্রমুখ মুনি, সচিববৃন্দ এবং জ্ঞানসমুদ্র আপনি আজ এখানে আছেন। আমি শিশু সেবক, আপনার আজ্ঞাবর্তী, হে প্রভু আমাকে যেন আপনি শিক্ষা দেন।

এহিঁ সমাজ থল বূঝব রাউর * মৌন মলিন মৈঁ বোলব বাউর।
ছোটে বদন কহউঁ বড়ি বাতা * ছমব তাত লখি বাম বিধাতা ॥

এই (বিবুধ-) সমাজে এই (পুণ্য) স্থানে আপনার আমাকে এই প্রশ্ন ! মৌন অবলম্বন করলে লোকে বলবে মলিন-মতি, আর যদি কিছু বলি তাহলে লোকে বলবে পাগল। হে তাত ! ছোটো মুখে বড়ো কথা বলব। বিধাতা বিমুখ জেনে ক্ষমা করবেন।

আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা * সেরাধরমু কঠিন জগু জানা।
স্বামি ধরম স্বারথহি বিরোধূ * বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধূ ॥

আগম, নিগম, বেদ ও পুরাণে একথা প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ একথা জানে যে সেবাধর্ম কঠিন। প্রভুধর্ম এবং স্বার্থে বাধে বিরোধ। শত্রুতা অন্ধ আর প্রেম অজ্ঞান।

দো০ রাখি রাম রুখ ধরমু ব্রতু, পরাধীন মোহি জানি।
সব কেঁ সম্মত সর্ব হিত করিঅ পেমু পহিচানি ॥২৮৩

রামের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁর ধর্ম ও ব্রত রক্ষা করে ; আমাকে পরাধীন জেনে সকলের সম্মতি অনুসারে যাতে সকলের মঙ্গল হয়, প্রেম উপলব্ধি করে তাই করুন।

চৌ॰ ভরত বচন সুনি দেখি সুভাউ * সহিত সমাজ সরাহত রাউ।
সুগম অগম মৃদু মঞ্জু কঠোরে * অরথু অমিত অতি আখর থোরে॥

ভরতের কথা শুনে এবং তাঁর স্বভাব দেখে জনক পরিজনসহ প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর বচন সরল অথচ জটিল, কোমল অথচ কঠিন। তা অল্প অক্ষরে গ্রথিত কিন্তু তার অর্থ অপার।

জেঁ্যা মুখু মুকুর মুকুরু নিজ পানী * গহি ন জাই অস অদ্ভুত বানী।
ভূপ ভরতু মুনি সহিত সমাজূ * গে জহঁ বিবুধ কুমুদ দ্বিজরাজূ॥

যেমন নিজের-হাতে-ধরা আয়নায় মুখ অথচ তাকে ধরা যায় না (ভরতের) অদ্ভুত বাণীও তেমনি। রাজা (জনক) মুনি এবং পরিজনদের নিয়ে যেখানে দেব-পদ্মের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ রাম ছিলেন সেখানে গেলেন।

সুনি সুধি সোচ বিকল সব লোগা * মনহুঁ মীনগন নব জল জোগা।
দেবঁ প্রথম কুলগুর গতি দেখী * নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেষী॥

এ কথা শুনে সকলে ব্যাকুল হল, মাছেরা যেমন প্রথম বর্ষার জলস্পর্শে হয় তেমনি। প্রথমে দেবতারা কুলগুরুর দশা দেখলেন, পরে জনকের বিশেষ স্নেহ দেখলেন।

ইন্দ্রের ভাবনা

রাম ভগতিময় ভরতু নিহারে * সুর স্বারথী হহরি হিয়ঁ হারে।
সব কোউ রাম পেমময় পেখা * ভএ অলেখ সোচ বস লেখা॥

ভরতকে রামভক্তিতে মগ্ন দেখে স্বার্থপর দেবতারা প্রমাদ গণলেন। সকলকেই রামস্নেহে বিভোর দেখে দেবতারা অবর্ণনীয় দুঃখ পেলেন।

দো॰ রামু সনেহ সকোচ বস, কহ সসোচ সুররাজু।
রাচহু প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি, নাহিঁ ত ভয়উ অকাজু॥২৮৪

দেবরাজ ইন্দ্র সখেদে বললেন, রাম স্নেহসংকোচে বশীভূত, সবাই মিলে প্রপঞ্চ রচনা করো, তা না হলে ভুগতে হবে।

চৌ॰ সুরন্হ সুমিরি সারদা সরাহী * দেবি দেব সরনাগত পাহী।
ফেরি ভরত মতি করি নিজ মায়া * পালু বিবুধ কুল করি ছল ছায়া॥

দেবতারা সরস্বতীকে স্মরণ করে স্তুতি করলেন, হে দেবী! দেবতারা শরণাগত, রক্ষা

করুন। আপনি মায়া বিস্তার করে ভরতের মনকে বদলে দিন, ছলনার ছায়ায় দেবকুলকে রক্ষা করুন।

বিবুধ বিনয় সুনি দেবি সয়ানী * বোলী সুর স্বারথ জড় জানী।
মো সন কহহু ভরত মতি ফেরূ * লোচন সহস ন সূঝ সুমেরূ॥

দেবতাদের মিনতি শুনে চতুরা দেবী তাদের স্বার্থপর ও মূর্খ জেনে বললেন, আমাকে বলছ ভরতের মন বদলে দিতে। সহস্র চোখেও সুমেরু চোখে পড়ছে না!

বিধি হরি হর মায়া বড়ি ভারী * সোউ ন ভরত মতি সকই নিহারী।
সো মতি মোহি কহত করু ভোরী * চন্দিনি কর কি চণ্ডকর চোরী॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মায়া বড়ো প্রবল তাঁরাও ভরতের মতির দিকে তাকাতে পারেন না। আমাকে বলছ সেই মতি পরিবর্তিত করতে? চাঁদিনী কি সূর্যকে চুরি করতে পারে।

ভরত হৃদয়ঁ সিয় রাম নিবাসূ * তহঁ কি তিমির জহঁ তরনি প্রকাসূ।
অস কহি সাদর গই বিধি লোকা * বিবুধ বিকল নিসি মানহুঁ কোকা॥

ভরতের হৃদয়ে রাম বাস করেন। যেখানে সূর্যের প্রকাশ সেখানে কি অন্ধকার বাস করতে পারে? একথা বলে তিনি ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। দেবতারা রাতের চক্রবাকের মতো ব্যাকুল হলেন।

দো॰ সুর স্বারথী মলীন মন, কীহ্ন কুমন্ত্র কুঠাটু।
রচি প্রপঞ্চ মায়া প্রবল, ভয় ভ্রম অরতি উচাটু॥২৮৫

স্বার্থপর এবং মলিনমনা দেবতারা কুমন্ত্রণা করে কুচক্র করলেন। প্রবল মায়া রচনা করে ভয়, ভ্রম, দুঃখ এবং উচাটন বিস্তার করলেন।

রামভরতসংবাদ

চৌ॰ করি কুচালি সোচত সুররাজূ * ভরত হাথ সবু কাজু অকাজূ।
গএ জনকু রঘুনাথ সমীপা * সনমানে সব রবিকুল দীপা॥

কুচক্র করে দেবরাজ ভাবলেন ভরতের হাতেই সব কিছুর হওয়া না-হওয়া নির্ভর করছে। জনক রামের কাছে গেলেন। সূর্যকুলদীপ (রাম) সকলকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

সময় সমাজ ধরম অবিরোধা * বোলে তব রঘুবংস পুরোধা।
জনক ভরত সম্বাদু সুনাঈ * ভরত কহাউতি কহী সুহাঈ॥

তখন রঘুবংশের পুরোহিত সময়, সমাজ ও ধর্মের অনুকূল বাণীতে জনক আর ভরতের আলোচনা শোনালেন, তারপর ভরতের সুন্দর কথা শোনালেন।

তাত রাম জস আয়সু দেহূ * সো সবু করৈ মোর মত এহূ।
সুনি রঘুনাথ জোরি জুগ পানী * বোলে সত্য সরল মৃদু বানী ॥

বললেন –তাত রাম! তুমি যে আজ্ঞা দেবে সবাই তাই করবে, এই আমার মত। একথা শুনে রাম হাতজোড় করে সত্য, সরল ও মধুর বাণী বললেন—

বিদ্যমান আপুনি মিথিলেসূ * মোর কহব সব ভাঁতি ভদেসূ।
রাউর রায় রজায়সু হোঈ • রাউরি সপথ সহী সির সোঈ ॥

আপনি এবং মিথিলেশ্বর উপস্থিত থাকতে আমার কিছু বলা সব দিক থেকে খারাপ। আপনি এবং রাজা (জনক) যা আজ্ঞা দেবেন, আপনার নামে শপথ করে বলছি, আমি তাই মাথা পেতে নেব।

দো• রাম সপথ সুনি মুনি জনকু, সকুচে সভা সমেত।
সকল বিলোকত ভরত মুখু, বনই ন উতরু দেত ॥২৮৬

রামের শপথ শুনে মুনি ও জনক সভাসমেত সঙ্কুচিত হলেন। সবাই ভরতের মুখের দিকে চাইতে লাগল, কারো মুখেই কোন উত্তর জোগালো না।

চৌ• সভা সকুচ বস ভরত নিহারী * রামবন্ধু ধরি ধীরজু ভারী।
কুসমউ দেখি সনেহু সঁভারা * বঢ়ত বিন্ধি জিমি ঘটজ নিবারা ॥

রামবন্ধু ভরত সকলকে কুণ্ঠিত দেখে, কুসময় জেনে স্নেহ সংবরণ করলেন, বাড়ন্ত বিন্ধ্যপর্বতকে অগস্ত্য যেমন নিবারণ করেছিলেন তেমনি।

সোক কনকলোচন মতি ছোনী * হরী বিমল গুন গন জগজোনী।
ভরত বিবেক বরাহঁ বিসালা * অনায়াস উধরী তেহি কালা ॥

শোকরূপ হিরণ্যাক্ষ বুদ্ধিরূপ পৃথিবীকে হরণ করে নিয়েছিল, যে পৃথিবী বিমল গুণরাশির জননীস্বরূপা। ভরতের বিবেকরূপ বিশাল বরাহ যেন সেই সময়ে তা অনায়াসে উদ্ধার করল।

করি প্রনামু সব কহঁ কর জোরে * রামু রাউ গুর সাধু নিহোরে।
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা * কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা ॥

হাতজোড় করে সবাইকে প্রণাম করে ভরত রাম, রাজা (জনক), গুরু ও সাধুদের মিনতি করে বললেন—আমি কোমল মুখে কঠোর কথা বলছি, আজ আমার এ অন্যায় আপনারা ক্ষমা করবেন।

হিয়ঁ সুমিরী সারদা সুহাঈ * মানস তেঁ মুখ পঙ্কজ আঈ।
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী * ভরত ভারতী মঞ্জু মরালী ॥

ভরত মনে মনে সুন্দর সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। তিনি মন থেকে মুখপঙ্কজে এলেন। বিমল বিবেক, ধর্ম ও নীতিপূর্ণ ভরতের বাণী যেন সুন্দর হংসিনী।

দো॰ নিরখি বিবেক বিলোচনন্হি, সিথিল সনেহঁ সমাজু।
করি প্রনামু বোলে ভরতু, সুমিরি সীয় রঘুরাজু ॥২৮৭

ভরত জ্ঞাননেত্রে সকলকে স্নেহে বিহ্বল দেখে প্রণাম করে রাম ও সীতাকে স্মরণ করে বললেন—

চৌ॰ প্রভু পিতু মাতু সুহৃদ গুর স্বামী * পূজ্য পরম হিত অন্তরজামী।
সরল সুসাহিবু সীল নিধানূ * প্রনতপাল সর্বগ্য সুজানূ ॥
সমরথ সরনাগত হিতকারী * গুনগাহকু অবগুন অঘ হারী।
স্বামি গোসাঁইহি সরিস গোসাঈঁ * মোহি সমান মৈঁ সাইঁ দোহাইঁ ॥

হে প্রভু, তুমি মাতাপিতা, সুহৃদ, গুরু, স্বামী, পরমপূজ্য, হিতৈষী এবং অন্তর্যামী। তুমি সরল, উদার, বিনয়-নিধান, ভক্তজনের রক্ষক, সর্বজ্ঞ, চতুর, সমর্থ, শরণাগত-হিতকারী, গুণগ্রাহী, দোষনাশী, কলুষহারী। হে প্রভু, তুমিই তোমার তুল্য। আর প্রভুদ্রোহী আমিই আমার তুল্য।

প্রভু পিতু বচন মোহ বস পেলী * আয়উঁ ইহাঁ সমাজু সকেলী।
জগ ভল পোচ উঁচ অ নীচূ * অমিঅ অমরপদ মাহুরু মীচূ ॥
রাম রজাই মেট মন মাহীঁ * দেখা সুনা কতহুঁ কোউ নাহীঁ।
সো মৈঁ সব বিধি কীন্হি ঢিঠাঈ * প্রভু মানী সনেহ সেবকাঈ ॥

আমি মোহবশে তোমার ও পিতার বচন লঙ্ঘন করে পরিজনদের একত্র করে এখানে এসেছি। জগতে ভালো, মন্দ, উচ্চ, নীচ, অমৃত, স্বর্গ, বিষ বা মৃত্যু—এমন কিছু মিলবে না যে রামের আদেশের প্রতিকূলতা করবে। আমি সবরকমের ধৃষ্টতা করেছি। প্রভু সস্নেহে তাকে সেবা বলে মেনে নিয়েছেন।

দো॰ কৃপা ভলাঈ আপনী, নাথ কীহ্ন ভল মোর।
দূষন ভে ভূষন সরিস, সুজসু চারু চহু ওর ॥২৮৮

হে নাথ! তুমি নিজের কৃপা ও মহত্ত্ব দিয়ে দিয়ে আমার ভালো করেছ, যাতে আমার দোষও ভূষণ হয়ে গিয়েছে এবং আমার সুযশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

চৌ॰ রাউরি রীতি সুবানি বড়াঈ * জগত বিদিত নিগমাগম গাঈ।
কূর কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী * নীচ নিসীল নিরীস নিসঙ্কী ॥
তেউ সুনি সরন সোমুহেঁ আএ * সকৃত প্রনামু কিহেঁ অপনাএ।
দেখি দোষ কবহুঁ ন উর আনে * সুনি গুন সাধু সমাজ বখানে ॥

তোমার রীতি ও সুন্দর বাণীর মহিমা জগতে প্রসিদ্ধ এবং আগম-নিগমে গীত। ক্রূর, কুটিল, খল, কুমতি, দোষী, দুশ্চরিত্র, নাস্তিক ও বেপরোয়া তোমার শরণ নিয়েছে শুনে একবার প্রণাম করলেই তুমি তাদের আপন করে নাও। তাদের দোষ দেখেও তুমি কখনও মনে নাও না এবং তাদের গুণ শুনলে তুমি তা সাধুসমাজে শোনাও।

কো সাহিব সেবকহি নেবাজী * আপু সমাজ সাজ সব সাজী!
নিজ করতূতি ন সমুঝিঅ সপনেঁ * সেবক সকুচ সোচু উর অপনেঁ ॥

সেবকের প্রতি এমন কৃপাপরায়ণ কে যিনি নিজের সজ্জায় তাকে সজ্জিত করেন? তার উপর নিজের দয়ার কথা স্বপ্নেও মনে না এনে নিজে সর্বদা তার কুণ্ঠার কথা ভাবেন?

সো গোসাইঁ নহিঁ দূসর কোপী * ভুজা উঠাই কহউঁ পন রোপী।
পসু নাচত সুক পাঠ প্রবীনা * গুন গতি নট পাঠক আধীনা ॥

এমন প্রভু তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। হাত তুলে শপথ করে একথা বলছি। পশু নাচে, শুক পাঠে প্রবীণ হয়। এদের গুণ নট (যে নাচায়) আর পাঠকের (যে পড়ায় অর্থাৎ যে বুলি শেখায় তার) অধীন।

দো॰ যোঁ সুধারি সনমানি জন, কিএ সাধু সিরমোর।
কো কৃপাল বিনু পালিহৈ, বিরিদাবলি বরজোর ॥২৮৯

এইভাবে দাসকে সংশোধন ও সম্মানিত করে তুমি তাকে সাধুজনের শিরোমণি করো। কৃপাপরায়ণ তুমি ছাড়া আর কে এইভাবে পণরক্ষা করে?

চৌ॰ সোক সনেহঁ কি বাল সুভাএঁ * আয়উঁ লাই রজায়সু বাএঁ।
তবহু কৃপাল হেরি নিজ ওরা * সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা ॥

শোকে, স্নেহে অথবা বালকসুলভ স্বভাবের দরুন আজ্ঞা না মেনেই এখানে এসেছি। তবু কৃপানাথ ভক্ত জেনে আমার সব আচরণ ভালো বলেই মানলেন।

দেখেউঁ পায় সুমঙ্গল মূলা * জানেউঁ স্বামি সহজ অনুকূলা।
বড়ে সমাজ বিলোকেউঁ ভাগূ * বড়ী চুক সাহিব অনুরাগূ॥

মঙ্গলের উৎস চরণদুটি দেখেই বুঝলাম প্রভু সহজেই (আমার প্রতি) অনুকূল। এই বড়োদের সভায় নিজের ভাগ্যকেও দেখলাম। আমার বড়ো ত্রুটি সত্ত্বেও প্রভু আমার প্রতি অনুরক্ত।

কৃপা অনুগ্রহু অঙ্গু অঘাঈ * কীন্হি কৃপানিধি সব অধিকাঈ।
রাখা মোর দুলার গোসাঈ * অপনে সীল সুভায় ভলাঈ॥

তোমার কৃপা ও অনুগ্রহে আমার অঙ্গ বিগলিত। হে কৃপানিধি, তুমি এসবের (কৃপা ও অনুগ্রহের) আধিক্য দেখিয়েছ। হে প্রভু, নিজের শীল এবং স্বভাবের মহত্ত্বে তুমি আমার প্রেম (প্রেমের মর্যাদা) রক্ষা করেছ।

নাথ নিপট মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ * স্বামি সমাজ সকোচ বিহাঈ।
অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী * ছমিহি দেউ অতি আরতি জানী॥

হে নাথ, আমি তোমার পরিজনদের সঙ্কোচ অবহেলা করে অত্যন্ত ধৃষ্টতা করেছি। বিনয়-অবিনয় খেয়াল না করে ইচ্ছেমতো কথা বলেছি। অত্যন্ত দুঃখী জেনে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

দো০ সুহৃদ সুজান সুসাহিবহি, বহুত কহব বড়ি খোরি।
আয়সু দেইঅ দেব অব, সবই সুধারী মোরি॥২৯০

সহৃদয় ও সুচতুর প্রভুর কাছে বেশি বলাই অন্যায়। হে দেব, তুমি এখন আজ্ঞা দাও। আমার সবই (সব দোষই) তুমি শুধরে নিয়েছ।

চৌ০ প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঈ * সত্য সুকৃত সুখ সীবঁ সুহাঈ।
সো করি কহউঁ হিএ অপনে কী * রুচি জাগত সোবত সপনে কী॥

যা সত্য, সুকৃত ও সুখের সুন্দর সীমা সেই প্রভুপাদপদ্মের পরাগের দিব্য করে, ঘুমে-জাগরণে ও স্বপ্নে যা আমার অভিরুচি তাই তোমার কাছে প্রকাশ করে বলছি।

সহজ সনেহঁ স্বামি সেবকাঈ * স্বারথ ছল ফল চারি বিহাঈ।
অগ্যা সম ন সুসাহিব সেবা * সো প্রসাদু জন পাবৈ দেবা॥

স্বার্থ, কপটতা এবং চারটি ফলের (চতুর্বর্গের) আশা পরিত্যাগ করে সহজ প্রেমে প্রভু-সেবা করা উচিত। উত্তম প্রভুর আজ্ঞাপালনের মতো সেবা আর নাই। হে দেব, সেবক এখন সেই প্রসাদ পাবে।

অস কহি প্রেম বিবস ভএ ভারী * পুলক সরীর বিলোচন বারী।
প্রভু পদ কমল গহে অকুলাঈ * সমউ সনেহু ন সো কহি জাঈ ॥

একথা বলে প্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল হলেন, দেহ রোমাঞ্চিত হল, নয়ন অশ্রুসিক্ত হল। আকুল হয়ে তিনি প্রভুর চরণ গ্রহণ করলেন। সে-সময়ের স্নেহ অবর্ণনীয়।

কৃপাসিন্ধু সনমানি সুবানী * বৈঠাএ সমীপ গহি পানী।
ভরত বিনয় সুনি দেখি সুভাউ * সিথিল সনেহঁ সভা রঘুরাউ ॥

কৃপাসিন্ধু (রাম) মধুর বাণীতে ভরতকে সম্মানিত করে হাত ধরে কাছে বসালেন। ভরতের মিনতি শুনে এবং তাঁর স্বভাব দেখে রাম এবং সমস্ত সমাজ স্নেহে বিবশ হলেন।

ছন্দ॰ রঘুরাউ সিথিল সনেহঁ সাধু সমাজ মুনি মিথিলা ধনী।
মন মহুঁ সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী মহিমা ধনী ॥
ভরতহি প্রসংসত বিবুধ বরষত সুমন মানস মলিন সে।
তুলসী বিকল সব লোগ সুনি সকুচে নিসাগম নলিন সে ॥

রাম, সজ্জনসমাজ, মুনি ও মিথিলাপতি স্নেহে বিহ্বল হলেন। মনে মনে ভরতের ভ্রাতৃত্ব ও ভক্তিমহিমার প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতারাও ভরতকে প্রশংসা করতে করতে মলিন মনে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তুলসীদাস বলছেন, সবাই রাতের পদ্মের মতো সঙ্কুচিত হলেন।

সো॰ দেখি দুখারী দীন, দুহু সমাজ নর নারি সব।
মঘবা মহা মলীন, মুএ মারি মঙ্গল চহত ॥১২

দুই সমাজের সব নর-নারীদের দীন ও দুঃখী দেখেও মহামলিন ইন্দ্র মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে মঙ্গল চান।

চৌ॰ কপট কুচালি সীবঁ সুররাজূ * পর অকাজ প্রিয় আপন কাজূ।
কাক সমান পাকরিপু রীতী * ছলী মলীন কতহুঁ ন প্রতীতী ॥

দেবরাজ ছলকপটতার সীমা। পরের ক্ষতি ও নিজের লাভ তাঁর প্রিয়। ইন্দ্রের আচরণ কাকের মতো, মলিন ও ছলনাময়, কাউকেই তিনি বিশ্বাস করেন না।

প্রথম কুমত করি কপটু সঁকেলা * সো উচাটু সব কেঁ সির মেলা।
সুরমায়াঁ সব লোগ বিমোহে * রাম প্রেম অতিসয় ন বিছোহে ॥

প্রথমে কুবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কুচক্র রচনা করলেন, সকলের মাথায় উচাটন বিস্তার করলেন। দেবমায়ায় সবাই মোহিত হল। কিন্তু রামের গভীর প্রেম তাতে বিচলিত হল না।

ভয় উচাট বস মন থির নাহীঁ * ছন বন রুচি ছন সদন সোহাহীঁ।
দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী * সরিত সিন্ধু সঙ্গম জনু বারী ॥

ভয় ও উচাটনের বশে এসে মন স্থির হল না, কখনও বনে যেতে ইচ্ছে হল, কখনও ঘরকেই ভালো মনে হল। এই দ্বিধার মনোভাবে প্রজারা নদী ও সমুদ্রের জলের মতো বিচলিত হল।

দুচিত কতহুঁ পরিতোষু ন লহহীঁ * এক এক সন মরমু ন কহহীঁ।
লখি হিয়ঁ হঁসি কহ কৃপানিধানূ * সরিস স্বান মঘবান জুবানূ ॥

দ্বিধার ফলে কেউ পরিতোষ লাভ করতে পারে নি, একে অন্যের কাছে মনের কথা খুলে বলছে না। এ অবস্থা দেখে কৃপানিধান হেসে বললেন—সারমেয়, ইন্দ্র ও যুবকেরা একইরকম।

দো০ ভরতু জনকু মুনিজন সচিব, সাধু সচেত বিহাই।
লাগি দেবমায়া সবহি, জথাজোগু জনু পাই ॥২৯১

ভরত, জনক, মুনিজন, সচিব, সাধু ও জ্ঞানী ছাড়া দেবমায়া আর সবাইকে যে যেমন তাকে সেইভাবেই ব্যাপ্ত করল।

চৌ০ কৃপাসিন্ধু লখি লোগ দুখারে * নিজ সনেহঁ সুরপতি ছল ভারে।
সভা রাউ গুর মহিসুর মন্ত্রী * ভরত ভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী ॥

কৃপাসিন্ধু (রাম) নিজেদের স্নেহ এবং দেবরাজের দারুণ কপটতায় লোকদের দুঃখিত দেখলেন। সভা, রাজা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী এঁদের সকলের বুদ্ধি ভরতের ভক্তিতে বদ্ধ হল।

রামহি চিতবত চিত্র লিখে সে * সকুচত বোলত বচত সিখে সে।
ভরত প্রীতি নতি বিনয় বড়াঈ * সুনত সুখদ বরনত কঠিনাঈ ॥

সবাই চিত্রার্পিতের মতো রামের দিকে চেয়ে রইল। তারা কুণ্ঠিত হয়ে যেন শেখানো কথা বলতে লাগল। ভরতের প্রেম, নম্রতা, বিনয় ও মহিমা শুনতে সুখপ্রদ কিন্তু বর্ণনায় কঠিন।

জাসু বিলোকি ভগতি লবলেসূ * প্রেম মগন মুনিগন মিথিলেসূ।
মহিমা তাসু কহৈ কিমি তুলসী * ভগতি সুভায়ঁ সুমতি হিয়ঁ হুলসী॥

যাঁর ভক্তির কণামাত্র দেখে মুনিবৃন্দ ও মিথিলাপতি প্রেমে মগ্ন তাঁর মহিমা তুলসীদাস বলবে কেমন করে? ঐ ভক্তির প্রভাবেই (কবির হৃদয়ে) সুবুদ্ধির উদয় হল।

আপু ছোটি মাহিমা বড়ি জানী * কবিকুল কানি মানি সকুচানী।
কহি ন সকতি গুন রুচি অধিকাঈ * মতি গতি বাল বচন কী নাঈ॥

সেই বুদ্ধি নিজেকে ছোটো এবং মহিমাকে বড়ো জেনে কবিবংশের মর্যাদা মেনে কুণ্ঠিত হল। গুণে ও রুচিতে অনেকেই বড়ো কিন্তু কথায় নিপুণ নয়। বুদ্ধির গতি বাল-বচনের মতো।

দো০ ভরত বিমল জসু বিমল বিধু, সুমতি চকোর কুমারি।
উদিত বিমল জন হৃদয় নভ, একটক রহী নিহারি॥২৯২

ভরতের সুযশ হল নির্মল চাঁদ আর বুদ্ধি হল চকোর যে ভক্তের নির্মল হৃদয়রূপ আকাশে তাকে উদিত দেখে একদৃষ্টে দেখছে।

চৌ০ ভরত সুভাউ ন সুগম নিগম হূঁ * লঘু মতি চাপলতা কবি ছমহূঁ।
কহত সুনত সতি ভাউ ভরত কো * সীয় রাম পদ হোই ন রত কো॥

ভরতের স্বভাব নিগমেরও (বেদেরও) সুগম নয়। আমার অল্পবুদ্ধির চপলতা কবিরা ক্ষমা করুন। ভরতের সদ্‌ভাব বলতে বলতে ও শুনতে শুনতে সীতারামের চরণে কে না অনুরক্ত হবে?

সুমিরত ভরতহি প্রেমু রাম কো * জেহি ন সুলভু তেহি সরিস বাম কো।
দেখি দয়াল দসা সবহী কী * রাম সুজান জানি জন জী কী॥
ধরম ধুরীন ধীর নয় নাগর * সত্য সনেহ সীল সুখ সাগর।
দেসু কালু লখি সমউ সমাজু * নীতি প্রীতি পালক রঘুরাজু॥
বোলে বচন বানি সরবসু সে * হিত পরিনাম সুনত সসি রসু সে।
তাত ভরত তুম্হ ধরম ধুরীনা * লোক বেদ বিদ প্রেম প্রবীনা॥

ভরতের প্রেম স্মরণ করা মাত্রই রামের প্রেম যার সুলভ হবে না তার মতো ভাগ্যহীন কে? সকলের দশা দেখে এবং ভক্তের হৃদয় জেনে দয়ালু, চতুর, ধর্মধুরন্ধর, ধীর, নীতিবিদ, সত্য, স্নেহ, শীল ও সুখের সাগর, নীতি ও প্রীতির পালক রঘুরাজ বাণীর যা সর্বস্ব, যা পরিণামে হিতকারী এবং শ্রবণে অমৃতসমান সেই বাণীতে বললেন—তাত ভরত! তুমি ধর্মধুরন্ধর, লোকরীতি ও বেদে অভিজ্ঞ, এবং প্রেমে প্রবীণ।

দো০ করম বচন মানস বিমল, তুম্হ সমান তুম্হ তাত।
গুর সমাজ লঘু বন্ধু গুন, কুসময়ঁ কিমি কহি জাত ॥২৯৩

হে তাত! কর্ম, বচন ও মনে নির্মল তোমার সমান তুমিই। গুরুজনের সভায় ছোটো ভাইয়ের গুণ এই কুসময়ে কেমন করে বলা যাবে?

চৌ০ জানহু তাত তরনি কুল রীতী * সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী।
সময় সমাজু লাজ গুরজন কী * উদাসীন হিত অনহিত মন কী ॥

হে তাত! তুমি সূর্যকুলের রীতি এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতার সুযশ এবং স্নেহকে জানো। সময়, সমাজ, গুরুজনদের লজ্জা এবং নিরপেক্ষ, শত্রু ও মিত্রের মনও তুমি জানো।

তুম্হহি বিদিত সবহী কর করমূ * আপন মোর পরম হিত ধরমূ।
মোহি সব ভাঁতি ভরোস তুম্হারা * তদপি কহউঁ অবসর অনুসারা ॥

সকলের কর্ম, তোমার জানা, তোমার ও আমার পরম হিত ও ধর্মও তোমার জানা, তোমার উপরে আমার সবরকমে আস্থা। তবু সময় বুঝে তোমাকে কিছু বলছি।

তাত তাত বিনু বাত হমারী * কেবল গুরকুল কৃপাঁ সঁভারী।
নতরু প্রজা পরিজন পরিবারূ * হমহি সহিত সবু হোত খুআরূ ॥

হে তাত! পিতাকে হারানোর পর গুরুকুলের কৃপাতেই আমাদের মঙ্গল অব্যাহত রয়েছে। তা না হলে প্রজা, পরিজন, পরিবার ও আমাকে সমেত সবাই দুঃখী হতেন।

জৌঁ বিনু অবসর অথবঁ দিনেসূ * জগ কেহি কহহু ন হোই কলেসূ।
তস উতপাতু তাত বিধি কীন্হা * মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীন্হা ॥

যদি অসময়ে সূর্য অস্ত যায়, তাহলে জগতে কার না ক্লেশ হয় বলো? হে তাত! বিধাতা তেমনি অনর্থই ঘটিয়েছেন; মুনি (বশিষ্ঠ) এবং মিথিলাপতি সব দিক রক্ষা করলেন।

দো॰ রাজ কাজ সব লাজ পতি, ধরম ধরনি ধন ধাম।
গুর প্রভাউ পালিহি সবহি, ভল হোইহি পরিনাম ॥২৯৪

রাজকর্ম, সমস্ত লজ্জা, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম, পৃথিবী, ধন এবং ধাম—গুরুর প্রতাপ এসব রক্ষা করেছেন। পরিণামে সব শুভ হবে।

চৌ॰ সহিত সমাজ তুম্হার হমারা * ঘর বন গুর প্রসাদ রখবারা।
মাতু পিতা গুর স্বামি নিদেসূ * সকল ধরম ধরনীধর সেসূ ॥

ঘরে বা বনে সমাজসহ আমার ও তোমার রক্ষক গুরুর অনুগ্রহ। মাতা-পিতা, গুরু ও প্রভুর আদেশ সমস্ত ধর্মরূপ পৃথিবীকে ধারণ করতে শেষনাগের সমান।

সো তুম্হ করহু করাবহু মোহূ * তাত তরনিকুল পালক হোহূ।
সাধক এক সকল সিধি দেনী * কীরতি সুগতি ভূতিময় বেনী ॥

হে তাত! তুমি তাই করো, আমাকে দিয়ে করাও এবং সূর্যবংশের রক্ষক হও। এই এক সাধন সমস্ত সিদ্ধির প্রদাতা, যা কীর্তি ও সুগতির সম্পদরূপ ত্রিবেণী।

সো বিচারি সহি সঙ্কটু ভারী * করহু প্রজা পরিবারু সুখারী।
বাঁটি বিপতি সবহিঁ মোহি ভাঈ * তুম্হহি অবধি ভরি বড়ি কঠিনাঈ ॥

একথা বিচার করে গুরুতর সঙ্কট সহ্য করেও প্রজা ও পরিবারকে সুখী করো। ভাই! সবাই মিলে আমার বিপত্তি ভাগ করে নিয়েছে কিন্তু পণরক্ষার শেষসীমা পর্যন্ত তোমার এই কষ্ট থাকবেই।

জানি তুম্হহি মৃদু কহউঁ কঠোরা * কুসময় তাত ন অনুচিত মোরা।
হোহিঁ কুঠায়ঁ সুবন্ধু সহাএ * ওড়িঅহিঁ হাথ অসনিহু কে ঘাএ ॥

তোমাকে কোমল জেনেও আমি যে কঠোর কথা বললাম তা এই কুসময়ে অনুচিত নয়। কুসময়ে যোগ্য সহোদরই সহায় হয়। বজ্রের আঘাত হাতই রুখতে পারে।

দো॰ সেবক কর পদ নয়ন সে, মুখ সো সাহিবু হোই।
তুলসী প্রীতি কি রীতি সুনি, সুকবি সরাহহিঁ সোই ॥২৯৫

সেবকের হওয়া উচিত হাত পা আর চোখের মতো, আর প্রভুর হওয়া উচিত মুখের মতো। তুলসীদাস বলছেন; প্রীতির রীতি শুনে সুকবি তার স্তুতি করেন।

চৌ॰ সভা সকল সুনি রঘুবর বানী * প্রেম পয়োধি অমিঅঁ জনু সানী।
সিথিল সমাজ সনেহ সমাধী * দেখি দসা চুপ সারদ সাধী ॥

প্রেমসমুদ্রের অমৃতে পূর্ণ রামের বাণী শুনে সভার সব লোক প্রেমে মগ্ন হল, যেন তারা সমাধিস্থ হল। এ অবস্থা দেখে সরস্বতী মৌন অবলম্বন করে রইলেন।

ভরতহি ভয়উ পরম সন্তোষূ * সনমুখ স্বামি বিমুখ দুখ দোষূ ॥
মুখ প্রসন্ন মন মিটা বিষাদূ * ভা জনু গূঁগেহি গিরা প্রসাদূ ॥

ভরতের খুব আনন্দ হল। প্রভু অনুকূল হতেই তাঁর দুঃখ দোষ দূর হল। মুখ প্রসন্ন হল। মনের সমস্ত বিপদ কেটে গেল, যেন মূকের উপর বাগ্‌দেবী প্রসন্ন হলেন।

কীন্হ সপ্রেম প্রনামু বহোরী * বোলে পানি পঙ্করুহ জোরী।
নাথ ভয়উ সুখু সাথ গএ কো * লহেউঁ লাহু জগ জনমু ভএ কো ॥

সপ্রেমে প্রণাম করে করপদ্ম জুড়ে বললেন, হে নাথ! তোমার সঙ্গে যাবার সুখই আমি পেয়েছি, আমার জন্মগ্রহণের ফল লাভ করেছি।

অব কৃপাল জস আয়সু হোঈ * করৌঁ সীস ধরি সাদর সোঈ।
সো অবলম্ব দেব মোহি দেঈ * অবধি পারু পারৌ জেহি সেঈ ॥

হে কৃপালু, এখন তোমার যা আদেশ আমি তাই সাদরে শিরোধার্য করব। হে দেব! এখন আমাকে সেই অবলম্বন দাও যাতে আমি (পণের) শেষ সীমা পার হয়ে যেতে পারি।

দো০ দেব দেব অভিষেক হিত, গুর অনুসাসনু পাই।
আনেউঁ সব তীরথ সলিলু, তেহি কহঁ কাহ রজাই ॥২৯৬

হে দেব! তোমার রাজ্যাভিষেকের জন্যে গুরুর আদেশ পেয়ে আমি সব তীর্থের জল এনেছি। এ ব্যাপারে তোমার কী আদেশ?

চৌ০ একু মনোরথ বড় মন মাহীঁ * অভয়ঁ সকোচ জাত কহি নাহীঁ।
কহহু তাত প্রভু আয়সু পাঈ * বোলে বানি সনেহু সুহাঈ ॥

আমার মনে একটা প্রবল বাসনা। ভয় ও সঙ্কোচে তা বলা যাচ্ছে না। রাম বললেন, হে তাত! বলো। প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে ভরত প্রেমপূর্ণ বাণী বললেন—

চিত্রকূট সুচি থল তীরথ বন * খগ মৃগ সর সরি নির্ঝর গিরিগন।
প্রভু পদ অঙ্কিত অবনি বিসেষী * আয়সু হোই ত আবৌঁ দেখী ॥

যদি তোমার আজ্ঞা হয় তা হলে চিত্রকূটের পবিত্র আশ্রম, তীর্থ, বন, পশুপাখি, সরোবর, নদী, ঝরনা, পর্বতরাজি এবং বিশেষ করে তোমার চরণচিহ্ন-অঙ্কিত ভূমি দেখে আসি।

অরসি অত্রি আয়সু সির ধরহূ * তাত বিগতভয় কানন চরহূ।
মুনি প্রসাদ বনু মঙ্গল দাতা * পাবন পরম সুহাবন ভ্রাতা ॥

রাম বললেন, হে তাত! অত্রিমুনির আদেশ মাথায় নিয়ে তুমি নির্ভয় হয়ে অবশ্যই বনে ভ্রমণ করো। ভাই! মুনির অনুগ্রহে এ বন মঙ্গলদাতা, পবিত্র এবং পরম রমণীয়।

রিষিনায়কু জহঁ আয়সু দেহীঁ * রাখেহু তীরথ জলু থল তেহীঁ।
সুনি প্রভু বচন ভরত সুখু পাবা * মুনি পদ কমল মুদিত সিরু নাবা ॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি যেখানে বলবেন সেখানে তীর্থের জল রেখে দিও। প্রভুর কথা শুনে ভরত সুখ পেলেন এবং আনন্দিত হয়ে মুনিকে প্রণাম করলেন।

দো॰ ভরত রাম সম্বাহু সুনি, সকল সুমঙ্গল মূল।
সুর স্বারথী সরাহি কুল, বরষত সুরতরু ফুল ॥২৯৭

সমস্ত মঙ্গলের মূল রাম-ভরত সংবাদ শুনে স্বার্থপর দেবতারা সূর্যবংশের মহিমা গেয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

চৌ॰ ধন্য ভরত জয় রাম গোসাঈঁ * কহত দেব হরষত বরিআঈঁ।
মুনি মিথিলেস সভাঁ সব কাহূ * ভরত বচন সুনি ভয়উ উছাহূ ॥

ধন্য ভরত! জয় প্রভু রামচন্দ্রের!—দেবতারা প্রসন্ন হয়ে বারবার এই ধ্বনি দিতে লাগলেন। ভরতের কথা শুনে বশিষ্ঠ মুনি, রাজা জনক এবং সভার সকলেরই বড়ো আনন্দ হল।

ভরত রাম গুন গ্রাম সনেহূ * পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহূ।
সেবক স্বামি সুভাউ সুহাবন * নেমু পেমু অতি পাবন পাবন ॥

রাজা জনক রোমাঞ্চিত হয়ে ভরত ও রামের গুণরাশি ও স্নেহের প্রশংসা করতে লাগলেন। সেবক ও প্রভু দুজনেরই সুন্দর স্বভাব, দুজনেরই নিয়ম ও প্রেম পবিত্রের চেয়েও পবিত্র।

মতি অনুসার সরাহন লাগে * সচিব সভাসদ সব অনুরাগে।
সুনি সুনি রাম ভরত সম্বাদূ * দুহু সমাজ হিয়ঁ হরষু বিষাদূ ॥

সচিব ও সভাসদও অনুরাগে যার যার বুদ্ধি অনুসারে স্তুতি করতে লাগলেন। রাম ও ভরতের কথোপকথন শুনে দুই রাজসমাজের হৃদয়ে আনন্দ ও দুঃখ দুই-ই হল।

রাম মাতু দুখু সুখু সম জানী * কহি গুন রাম প্রবোধীঁ রানী।
এক কহহিঁ রঘুবীর বড়াঈ * এক সরাহত ভরত ভলাঈ ॥

রামজননী কৌশল্যা সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে গুণদোষ আলোচনা করে রানীদের প্রবোধ দিলেন। কেউ রামের মহিমার প্রশংসা করতে লাগলেন, কেউ ভরতের গুণগান করতে লাগলেন।

ভরতকূপ

দো॰ অত্রি কহেউ তব ভরত সন, সৈল সমীপ সুকূপ।
রাখিঅ তীরথ তোয় তহঁ, পাবন অমিঅ অনূপ ॥২৯৮

অত্রি ভরতকে বললেন, পাহাড়ের কাছেই একটি সুন্দর কূপ আছে। পবিত্র, অনুপম ও অমৃতকল্প তীর্থবারি সেখানে রেখো।

চৌ॰ ভরত অত্রি অনুসাসন পাঈ * জল ভাজন সব দিএ চলাঈ।
সানুজ আপু অত্রি মুনি সাধু * সহিত গএ জহঁ কূপ অগাধু ॥

ভরত অত্রির আজ্ঞা পেয়ে তীর্থবারির সব পাত্র আগে পাঠিয়ে দিলেন এবং শত্রুঘ্নকে নিয়ে নিজে মুনি ও সাধুদের সঙ্গে যেখানে সেই গভীর কূপ সেইখানে গেলেন।

পাবন পাথ পুন্যথল রাখা * প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাষা।
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহূ * লোপেউ কাল বিদিত নহিঁ কেহূ ॥

সেই পবিত্র জল তিনি সেই পুণ্যস্থানে রাখলেন। অত্রিমুনি প্রসন্ন হয়ে সপ্রেমে বললেন—হে তাত! এ হল অনাদি সিদ্ধস্থল, কালচক্রে লুপ্ত হয়েছে বলে এর কথা কেউ জানে না।

তব সেবকন্হ সরস থলু দেখা * কীন্হ সুজল হিত কূপ বিসেষা।
বিধি বস ভয়উ বিশ্ব উপকারূ * সুগম অগম অতি ধরম বিচারূ ॥

যখন সেবকেরা জলময় স্থান দেখলেন তখন সেই পবিত্রবারির জন্যে বিশেষ এক কূপ বানিয়ে নিলেন। দৈবযোগে সংসারের উপকার হল। ধর্মের অগম বিচার সুগম হয়ে গেল।

ভরত কূপ অব কহিহহিঁ লোগা * অতি পাবন তীরথ জল জোগা।
প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী * হোইহহিঁ বিমল করম মন বানী ॥

এখন লোকে একে ভরতকূপ বলবে। তীর্থজলের সংযোগে এ-স্থানটি অতি পবিত্র হয়ে গেল। সপ্রেমে নিয়ম পালন করে যে এতে স্নান করবে সে কর্মে, মনে ও বচনে পবিত্র হয়ে যাবে।

দো॰ কহত কূপ মহিমা সকল, গএ জহঁা রঘুরাউ।
অত্রি সুনায়উ রঘুবরহি, তীরথ পুন্য প্রভাত ॥২৯৯

কূপের মহিমা বলতে বলতে সবাই, যেখানে রাম ছিলেন সেখানে গেলেন। অত্রি রামকে সেই তীর্থের পুণ্য প্রভাব শোনালেন।

ভরতের বনভ্রমণ

চৌ॰ কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতী * ভয়উ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী।
নিত্য নিবাহি ভরত দোউ ভাঈ * রাম অত্রি গুর আয়সু পাঈ ॥
সহিত সমাজ সাজ সব সাদেঁ * চলে রাম বন অটন পয়াদেঁ।
কোমল চরন চলত বিনু পনহীঁ * ভই মৃদুভূমি সকুচি মন মনহীঁ ॥

প্রীতিবদ্ধ হয়ে ধর্ম ও ইতিহাস বলতে বলতে ভোর হয়ে গেল। সে রাত সুখে কাটল। ভরত ও শত্রুঘ্ন নিত্যকর্ম সেরে রাম, অত্রি ও গুরুর (বশিষ্ঠের) আজ্ঞা পেয়ে সমাজ সহ সাধারণ সজ্জায় পদব্রজে রামের বনে ভ্রমণ করতে গেলেন। কোমল-চরণ ভরত যখন বিনা পাদুকায় চলছিলেন তখন মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পৃথিবী কোমল হয়ে গেলেন।

কুস কণ্টক কাঁকরীঁ কুরাঈঁ * কটুক কঠোর কুবস্তু দুরাঈঁ।
মহি মঞ্জুল মৃদু মারগ কীন্হে * বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীন্হে ॥

কুশকাঁটা, কাঁকর, গোঁজ, এইসব কটু-কঠোর কুবস্তু লুকিয়ে ফেলে পৃথিবী সুন্দর কোমল পথ তৈরি করে দিলেন, সুখ সঙ্গে নিয়ে ত্রিবিধ পবন প্রবাহিত হল।

সুমন বরষি সুর ঘন করি ছাহীঁ * বিটপ ফূলি ফলি তৃন মৃদুতাহীঁ।
মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী * সেবহিঁ সকল রাম প্রিয় জানী ॥

ভরতকে রামপ্রিয় জেনে দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করে, মেঘ ছায়া দান করে, তরু ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে, তৃণ কোমল হয়ে, হরিণ (সুন্দর নয়নে) তাকিয়ে, পাখি মধুর কূজন করে, তার সেবা করল।

দো॰ সুলভ সিদ্ধি সব প্রাকৃতহু, রাম কহত জমুহাত।
রাম প্রান প্রিয় ভরত কহুঁ, য়হ ন হোই বড়ি বাত ॥৩০০

সাধারণ পুরুষদেরও যখন হাই তুলতে তুলতে 'রাম' নাম করতেই সমস্ত সিদ্ধি সুলভ হয়, তখন রামের প্রাণপ্রিয় ভরতের জন্যে এ আর বেশি কথা কি ?

চৌ॰ এহি বিধি ভরতু ফিরত বন মাহীঁ * নেমু প্রেমু লখি মুনি সকুচাহীঁ।
পুন্য জলাশ্রয় ভূমি বিভাগা * খগ মৃগ তরু তৃন গিরি বন বাগা॥
চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেষী * বূঝত ভরতু দিব্য সব দেখী।
সুনি মন মুদিত কহত রিষিরাউ * হেতু নাম গুন পুন্য প্রভাউ॥

এইভাবেই ভ্রমণরত ভরতের নিয়ম ও প্রেম দেখে মুনিরা কুণ্ঠিত হলেন। পুণ্য জলাশয়, ভূমিবিভাগ, পশু-পাখি, তরু-তৃণ, গিরি-বন, বাগিচা, এসব রম্য, বিচিত্র, সুপবিত্র ও দিব্য দৃশ্যাদি দেখে ভরত প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং সেই প্রশ্ন শুনে ঋষিবর আনন্দিত হয়ে তাদের উৎপত্তি, নাম, গুণ ও পুণ্য প্রভাব বলতে লাগলেন।

কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা * কতহুঁ বিলোকত মন অভিরামা।
কতহুঁ বৈঠি মুনি আয়সু পাঈ * সুমিরত সীয় সহিত দোউ ভাঈ॥

ভরত কোথাও স্নান করছেন, কোথাও প্রণাম করছেন, কোথাও বনের শোভা দেখছেন, কোথাও মুনির আদেশ নিয়ে বসে সীতা সমেত দু-ভাইকে স্মরণ করছেন।

দেখি সুভাউ সনেহু সুসেবা * দেহিঁ অসীস মুদিত বনদেবা।
ফিরহিঁ গএঁ দিনু পহর অঢ়াঈ * প্রভু পদ কমল বিলোকহিঁ আঈ॥

ভরতের স্বভাব, স্নেহ ও সুন্দর সেবা দেখে বনদেবতা প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ দিলেন। এইভাবে আড়াই-প্রহর দিন কেটে গেলে ফিরে এলেন এবং প্রভুর চরণকমল দর্শন করলেন।

দো॰ দেখে থল তীরথ সকল, ভরত পাঁচ দিন মাঝ।
কহত সুনত হরি হর সুজসু, গয়উ দিবসু ভই সাঁঝ॥৩০১

ভরত পাঁচ দিনে চিত্রকূটের সব তীর্থস্থান দেখে নিলেন। শ্রীহরি ও শিবের সুযশ আলোচনা করতে করতে দিন কেটে গেল, সন্ধ্যা হল।

চৌ॰ ভোর ন্হাই সবু জুরা সমাজু * ভরত ভূমিসুর তেরহুতি রাজু।
ভল দিন আজু জানি মন মাহীঁ * রামু কৃপাল কহত সকুচাহীঁ॥

ভোরে স্নান করে ভরত, ব্রাহ্মণ ও মিথিলাপতি প্রমুখ সকলে এসে একত্র হলেন। আজই (বিদায়ের) ভালো দিন একথা মনে মনে জেনেও কৃপালু (রাম) বলতে কুণ্ঠিত হলেন।

গুর নৃপ ভরত সভা অবলোকী * সকুচি রাম ফিরি অবনি বিলোকী।
সীল সরাহি সভা সব সোচী * কহুঁ ন রাম সম স্বামি সঁকোচী॥

গুরু, রাজা (জনক) ভরত ও সভার দিকে তাকিয়ে রাম আবার কুণ্ঠিত হয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি দিতে লাগলেন। সমস্ত সভা তাঁর শীলের প্রশংসা করে মনে মনে ভাবলেন রামের মতো বিনয়ী প্রভু আর কোথাও নাই।

ভরতের রামোপদেশ-প্রার্থনা

ভরত সুজান রাম রুখ দেখী * উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেষী।
করি দণ্ডবত কহত কর জোরী * রাখীঁ নাথ সকল রুচি মোরী॥

চতুর ভরত রামের মুখ দেখে সপ্রেমে উঠে বিশেষ ধৈর্য ধারণ করে দণ্ডবৎ করে হাত জোড করে বললেন, হে প্রভু! তুমি আমার সব ইচ্ছা পূরণ করেছ।

মোহি লগি সহেউ সবহিঁ সন্তাপূ * বহুত ভাঁতি দুখু পাবা আপূ।
অব গোসাঈ মোহি দেউ রজাঈ * সেবৌঁ অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

আমার জন্যে সবাই কষ্ট সহ্য করেছেন, এবং তুমিও বহু রকমে দুঃখ পেয়েছ। হে প্রভু! এখন আমাকে আজ্ঞা দাও। গিয়ে (পণের) অবধি পর্যন্ত অবধের (অযোধ্যার) সেবা করি।

দো॰ জেহিঁ উপায় পুনি পায় জনু, দেখৈ দীনদয়াল।
সো সিখ দেইঅ অবধি লগি, কোসল পাল কৃপাল॥৩০২

হে দীনদয়াল! হে কোশলপতি! হে কৃপালু! যাতে এই দাস আবার তোমার চরণ দর্শন করতে পারে, পণের অবধি পর্যন্ত সেই শিক্ষাই দাও।

চৌ॰ পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঈঁ * সব সুচি সরস সনেহঁ সগাঈঁ।
রাউর বদি ভল ভব দুখ দাহূ * প্রভু বিনু বাদি পরম পদ লাহূ॥

হে প্রভু! পুরজন, পরিজন, প্রজা সবাই তোমার স্নেহসম্বন্ধেই সরস ও পবিত্র। তোমার জন্যেই সংসারের দুঃখদাহও ভালো। হে প্রভু! তুমি ছাড়া মোক্ষলাভও বৃথা।

স্বামি সুজানু জানি সব হী কী * রুচি লালসা রহনি জন জী কী।
প্রনতপালু পালিহি সব কাহূ * দেউ দুহূ দিসি ওর নিবাহূ॥

হে প্রভু! তুমি চতুর, সকলের হৃদয় এবং সেবকের রুচি, লালসা এবং স্থিতি জেনে, হে প্রণতপালক, সকলকে পালন করো। হে দেব! দুই দিক রক্ষা করো।

অস মোহি সব বিধি ভূরি ভরোসো * কিএঁ বিচারু ন সোচু খরো সো।
আরতি মোর নাথ কর ছোহূ * দুহুঁ মিলি কীহ্ন ঢীঠু হঠি মোহূ॥

সমস্ত দিক দিয়ে আমার এ ভরসা আছে। ঠিক বিচার করে দেখলে চিন্তার কিছু থাকে না। হে নাথ! আমার দুঃখ এবং তোমার কৃপা এই দুইয়ে মিলে আমাকে ধৃষ্ট আর হঠকারী করে তুলেছে।

য়হ বড় দোষু দূরি করি স্বামী * তজি সকোচ সিখইঅ অনুগামী।
ভরত বিনয় সুনি সবহিঁ প্রসংসী * খীর নীর বিচরন গতি হংসী॥

হে প্রভু, এই মহাদোষ দূর করে, কুণ্ঠা ত্যাগ করে এই দাসকে শিক্ষা দাও। ভরতের মিনতি শুনে সকলে প্রশংসা করল, যা দুধ ও জল পৃথক করার জন্যে হংসীর মতোই ছিল।

ভরতকে রামের উপদেশ-দান

দো০ দীনবন্ধু সুনি বন্ধু কে, বচন দীন ছলহীন
দেস কাল অবসর সরিস, বোলে রামু প্রবীন॥৩০৫

দীনবন্ধু চতুর রাম ভাইয়ের দীন ও অকপট বচন শুনে দেশ, কাল ও অবসর বুঝে বললেন—

চৌ০ তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী * চিন্তা গুরহি নৃপহি ঘর বন কী।
মাথে পর গুর মুনি মিথিলেসূ * হমহি তুম্হহি সপনেহুঁ ন কলেসূ॥

হে তাত! তোমার, আমার ও পরিজনদের ঘর আর বনের চিন্তা গুরু এবং রাজার (রাজা জনকের)। আমাদের মাথার উপরে যখন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং মিথিলাপতি আছেন, তখন তোমার আর আমার স্বপ্নেও দুঃখ নেই।

মোর তুম্হার পরম পুরুষারথু * স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু।
পিতু আয়সু পালিহিঁ দুহু ভাঈঁ * লোকবেদ ভল ভূপ ভলাঈঁ॥

আমাদের দু-ভাইয়ের পিতৃ-আজ্ঞা পালন করাতেই আমার ও তোমার পরম পুরুষার্থ, সুযশ ধর্ম ও পরমার্থ। মহারাজের ভালোতেই লোক ও বেদের মঙ্গল।

গুর পিতু মাতু স্বামি সিখ পালেঁ * চলেহুঁ কুমগ পগ পরহিঁ ন খালেঁ
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ * পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ॥

গুরু, পিতা-মাতা, স্বামী এঁদের আজ্ঞাপালনে কুপথে চললেও পা কখনও খানায় পড়বে

না। এ কথা বিচার করে সব চিন্তা ছেড়ে আমার বনবাসের অবধি পর্যন্ত অযোধ্যা পালন করো।

দেসু কোসু পরিজন পরিবারূ * গুর পদ রজহিঁ লাগ ছরুভারূ।
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী * পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী ॥

দেশ, কোষ, পরিজন, পরিবার এসবের ভার তো গুরুর চরণধূলির উপর। তুমি মুনি, মাতা এবং সচিবদের শিক্ষা মেনে পৃথিবী, প্রজা আর রাজধানী রক্ষা করো।

দো০ মুখিয়া মুখু সো চাহিঅ, খান পান কহুঁ এক।
পালই পোষই সকল অঁগ, তুলসী সহিত বিবেক ॥৩০৪

তুলসীদাস বলছেন, অধিনায়ক হবে মুখের মতো। খাওয়া আর পান করা ঐ একটিতেই চলে তার, কিন্তু বিচার করে সে অন্য অঙ্গগুলোকে পালন করে।

চৌ০ রাজধরম সরবসু এতনোঈ * জিমি মন মাহঁ মনোরথ গোঈ।
বন্ধু প্রবোধু কীহ্ন বহু ভাঁতী * বিনু অধার মন তোষু ন সাঁতী ॥

মনের মধ্যে মনোরথ যেমন গুপ্ত থাকে, রাজধর্মের সারও সেইরকমই। ভাইকে নানাভাবে প্রবোধ দিলেন রাম। তবু কোনো আধার বিনা ভরতের মনে সন্তোষ এল না।

ভরতকে শ্রীরামের পাদুকাদান

ভরত সীল গুর সচিব সমাজূ * সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজূ।
প্রভু করি কৃপা পাঁবরী দীহ্নী * সাদর ভরত সীস ধরি লীহ্নী ॥

একদিকে ভরতের শীল, অন্যদিকে গুরু, সচিব ও সমাজ। স্নেহে ও কুণ্ঠায় রঘুরাজ বিবশ হলেন। শেষে প্রভু কৃপা করে তাঁর পাদুকা দিলেন। ভরত সাদরে তা মাথায় করে নিলেন।

চরনপীঠ করুনানিধান কে * জনু জুগ জামিক প্রজা প্রান কে।
সম্পুট ভরত সনেহ রতন কে * আখর জুগ জনু জীব জতন কে ॥

করুণানিধান রামের পাদুকা দুটি যেন প্রজাদের প্রাণের দুই রক্ষক, ভরতের স্নেহরত্নের সম্পুট, এবং জীবের রক্ষার জন্যে তা যেন (রামনামের) দুটি অক্ষর।

কুল কপাট কর কুসল করম কে * বিমল নয়ন সেবা সুধরম কে।
ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ * অস সুখ জস সিয় রামু রহে তেঁ ॥

ও-দুটো যেন কুলের মঙ্গলের জন্যে দুটো কপাট। ভালো কাজের জন্যে যেন দুটো হাত, সেবা আর স্বধর্মের জন্যে যেন দুটি সুন্দর নেত্র। এমন আধার পেয়ে ভরত অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাম থাকলে তাঁর যে-সুখ হত তিনি যেন সেই সুখ পেলেন।

দো॰ মাগেউ বিদা প্রনামু করি, রাম লিএ উর লাই।
লোগ উচাটে অমরপতি, কুটিল কুঅবসরু পাই ॥৩০৫

ভরত প্রণাম করে বিদায় চাইলেন। তখন রাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুসময় দেখে কুচক্রী ইন্দ্র লোকদের উপরে উচাটন বিস্তার করলেন।

চৌ॰ সো কুচালি সব কহঁ ভই নীকী * অবধি আস সম জীবনি জী কী।
নতরু লখন সিয় রাম বিয়োগা * হহরি ভরত সব লোগ কুরোগা ॥

সেই কুকর্ম সকলের জন্যে ভালো হল। (বনবাসের) অবধির আশা মনের পক্ষে সঞ্জীবনীর মতো হল। তা না হলে লক্ষ্মণ, সীতা আর রামের বিচ্ছেদরূপ কুরোগে সকলে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে মারা যেত।

রামকৃপা অবরেব সুধারী * বিবুধ ধারি ভই গুনদ গোহারী।
ভেঁটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো * রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো ॥

রামকৃপা এই অঘটনকে নিবারণ করল। দেবতাদের মায়া গুণদায়ক এবং রক্ষক হল। রাম দুই বাহুতে ধারণ করে ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। রামপ্রেমের সেই রস বলে বোঝানো যায় না।

তন মন বচন উমগ অনুরাগা * ধীর ধুরন্ধর ধীরজু ত্যাগা।
বারিজ লোচন মোচত বারী * দেখি দসা সুর সভা দুখারী।

দেহে, মনে ও বচনে প্রেম এমন উদ্বেলিত হল যে ধীর ও ধুরন্ধর রামও ধৈর্য ত্যাগ করলেন। পদ্মলোচনে অশ্রু ঝরতে লাগল। দেখে দেবসভা দুঃখিত হল।

মুনিগন গুর ধুর ধীর জনক সে * গ্যান অনল মন কসে কনক সে।
জে বিরঞ্চি নিরলেপ উপাএ * পদুম পত্র জিমি জগ জল জাএ ॥

দো॰ তেউ বিলোকি রঘুবর ভরত, প্রীতি অনূপ অপার।
ভএ মগন মন তন বচন, সহিত বিরাগ বিচার ॥৩০৬

মুনিবৃন্দ, গুরু ও জনকের মতো ধীর ও ধুরন্ধর যাঁরা জ্ঞানাগ্নিতে মনকে সোনার মতো পরখ করেছেন, যাঁদের ব্রহ্মা নির্লিপ্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সংসারজালে পদ্মপত্রের

মতো জন্মেছেন তাঁরাও রাম ও ভরতের অপার প্রেম দেখে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহ দেহ, মন আর বাণীতে প্রেমমগ্ন হলেন।

চৌ॰ জহঁা জনক গুর গতি মতি ভোরী * প্রাকৃত প্রীতি কহত বড়ি খোরী।
বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগূ * সুনি কঠোর কবি জানিহি লোগূ ॥

যেখানে জনক ও বশিষ্ঠের গতি ও মতি বিহ্বল হয়ে গেল সেই প্রেমকে প্রাকৃত প্রেম বলা মহাদোষ। রাম ও ভরতের বিচ্ছেদবর্ণনা শুনে লোকে কবিকে কঠোর ভাববে।

সো সকোচ রসু অকথ সুবানী * সমউ সনেহু সুমিরি সকুচানী।
ভেটি ভরতু রঘুবর সমুঝাএ * পুনি রিপুদবনু হরষি হিয়ঁ লাএ ॥

সেই সুবাণী সংকোচরসের দরুন অকথনীয়। কবির বাণী ঐ সময়ের প্রেমকে স্মরণ করে কুণ্ঠিত হয়েছে। রাম ভারতের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে বোঝালেন। তারপর প্রফুল্লচিত্তে শত্রুঘ্নকে বুকে ধারণ করলেন।

সেবক সচিব ভরত রুখ পাঈ * নিজ নিজ কাজ লগে সব জাঈ।
সুনি দারুন দুখু দুহূঁ সমাজা * লগে চলন কে সাজন সাজা ॥

সেবক আর সচিব ভরতের অভিপ্রায় জেনে সবাই যার যার কাজে গেল। শুনে দুই রাজসমাজের অত্যন্ত দুঃখ হল এবং সবাই যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

প্রভু পদ পদুম বন্দি দোউ ভাঈ * চলে সীস ধরি রাম রজাঈ।
মুনি তাপস বনদেব নিহোরী * সব সনমানি বহোরি বহোরী ॥

ভরত, শত্রুঘ্ন দু-ভাই রামের চরণপদ্ম বন্দনা করে তাঁর আজ্ঞা মাথায় নিয়ে চললেন। মুনি, তপস্বী আর বনদেবতাদের মিনতি করে বার বার তাঁদের সম্মানিত করলেন।

দো॰ লখনহি ভেঁটি প্রনামু করি, সির ধরি সিয় পদ ধূরি।
চলে সপ্রেম অসীস সুনি, সকল সুমঙ্গল মূরি ॥৩০৭

লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁকে প্রণাম করে এবং সীতার চরণধূলি মাথায় নিয়ে সব মঙ্গলের মূল তাঁদের সস্নেহ আশীর্বাদ পেয়ে তাঁরা চললেন।

চৌ॰ সানুজ রাম নৃপহি সির নাঈ * কীহ্নি বহুত বিধি বিনয় বড়াঈ।
দেব দয়া বস বড় দুখু পায়উ * সহিত সমাজ কাননহিঁ আয়উ ॥

সানুজ রাম রাজা জনককে প্রণাম করে নানাভাবে মিনতি এবং স্তুতি করে বললেন,

হে দেব! কৃপাপরবশ হয়ে আপনি বড়ো দুঃখ পেয়েছেন, সমাজসহ আপনাকে বনে আসতে হয়েছে।

জনকাদির প্রস্থান

পুর পগু ধারিঅ দেহ্ অসীসা * কীন্হ ধীর ধরি গরনু মহীসা।
মুনি মহিদেৱ সাধু সনমানে * বিদা কিএ হরিহর সম জানে ॥

এখন আশীর্বাদ দিয়ে নগরীতে পদধূলি দিন। একথা শুনে ধৈর্য ধারণ করে রাজা জনক প্রস্থান করলেন। তারপর মুনি, ব্রাহ্মণ আর সাধুজনদের হরিহরের মতো মনে করে সম্মান করে বিদায় করলেন।

সাসু সমীপ গএ দোউ ভাঈ * ফিরে বন্দি পগ আসিষ পাঈ।
কৌসক বামদেৱ জাবালী * পুরজন পরিজন সচিৱ সুচালী ॥
জথা জোগু করি বিনয় প্রনামা * বিদা কিএ সব সানুজ রামা।
নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে * সব সনমানি কৃপানিধি ফেরে ॥

তারপর দু-ভাই শ্বশ্রূমাতাদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের চরণে প্রণাম করে আশীর্বাদ পেয়ে ফিরে এলেন। এবারে বিশ্বামিত্র, বামদেব, জাবালি, পুরবাসী, স্বজন এবং সুমন্ত্রদাতা সচিবদের প্রতি যথাযোগ্য বিনয় প্রকাশ করে এবং প্রণাম করে অনুজসহ রাম তাঁদের বিদায় দিলেন। তারপর কৃপানিধান রাম ছোটো, বড়ো ও মধ্যমশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষদের সম্মান জানিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন:

দো॰ ভরত মাতু পদ বন্দি প্রভু, সুচি সনেহঁ মিলি ভেঁটি।
বিদা কীন্হ সজি পালকা, সকুচ সোচ সব মেটি ॥৩০৮

প্রভু রাম, ভরতজননীর পদবন্দনা করলেন এবং যথার্থ ভক্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সংকোচ দূর করে পালকি সাজিয়ে বিদায় দিলেন।

চৌ॰ পরিজন মাতু পিতহি মিলি সীতা * ফিরী প্রানপ্রিয় প্রেম পুনীতা।
করি প্রনামু ভেঁট সব সাসূ * প্রীতি কহত কবি হিয়ঁ ন হুলাসূ ॥

পরিজন ও মাতাপিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণপ্রিয় রামের প্রেমে পবিত্র সীতা ফিরে এলেন। তারপর শ্বশ্রূমাতাদের প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের প্রীতি যতই বর্ণনা করুন না কেন কবিচিত্ত তাতে প্রসন্ন হয় না।

সুনি সিখ অভিমত আসিষ পাঈ * রহী সীয় দুহু প্রীতি সমাঈ।
রঘুপতি পটু পালকীঁ মগাঈঁ * করি প্রবোধু সব মাতু চঢ়াঈঁ ॥

তাঁদের উপদেশ শুনে মনের মতো আশীর্বাদ পেয়ে সীতা মাতা ও শ্বশ্রমাতা দুইয়ের স্নেহে মগ্ন হয়ে রইলেন। রাম সুন্দর পালকি চেয়ে পাঠিয়ে মায়েদের প্রবোধ দিয়ে তাঁদের আরোহণ করালেন।

বার বার হিলি মিলি দুহু ভাঈঁ * সম সনেহঁ জননী পহুঁচাঈঁ।
সাজি বাজি গজ বাহন নানা * ভরত ভূপ দল কীহ্ন পয়ানা ॥

দুই ভাই বারবার মিলিত হয়ে সমান ভক্তিতে মায়েদের পৌঁছে দিলেন। ঘোড়া, হাতি এবং তিন রকমের বাহন সাজিয়ে ভরত ও রাজার দল যাত্রা করল।

হৃদয়ঁ রামু সিয় লখন সমেতা * চলে জাহিঁ সব লোগ অচেতা।
বসহ বাজি গজ পসু হিয়ঁ হারেঁ * চলে জাহিঁ পরবস মন মারেঁ ॥

হৃদয়ে রামসীতা ও লক্ষ্মণকে রেখে সবাই যেন অচেতন হয়ে চলে যাচ্ছেন। বনে ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি ম্রিয়মাণ পশু পরবশ হয়ে চলতে লাগল।

দো০ গুর গুরতিয় পদ বন্দি প্রভু, সীতা লখন সমেত।
ফিরে হরষ বিসময় সহিত, আএ পরন নিকেত ॥৩০৯

গুরু ও গুরুপত্নীর পদবন্দনা করে প্রভু (রাম) সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে হর্ষে ও বিষাদে পর্ণকুটিরে ফিরে এলেন।

চৌ০ বিদা কীহ্ন সনমানি নিষাদূ * চলেউ হৃদয়ঁ বড় বিরহ বিষাদূ।
কোল কিরাত ভিল্ল বনচারী * ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী ॥

নিষাদকে (নিষাদরাজ গুহককে) সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। হৃদয়ে বিচ্ছেদের গভীর বেদনা নিয়ে চললেন। কোল, কিরাত, ভিল ইত্যাদি বনচরেরা পিছু ফিরে দেখতে দেখতে গেল।

প্রভু সিয় লখন বৈঠি বট ছাহীঁ * প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহীঁ।
ভরত সনেহ সুভাউ সুবানী * প্রিয়া অনুজ সন কহত বখানী ॥

প্রিয় পরিজনদের বিচ্ছেদে দুঃখিত হয়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বটের ছায়ায় বসলেন। রাম ভরতের স্নেহ স্বভাব ও সুবচন প্রিয়া ও অনুজের কাছে বর্ণনা করতে লাগলেন।

প্রীতি প্রতীতি বচন মন করনী * শ্রীমুখ রাম প্রেম বস বরনী।
তেহি অবসর খগ মৃগ জল মীনা * চিত্রকূট চর অচর মলীনা ॥

ভরতের প্রীতি, প্রত্যয়, বচন, মন ও কর্ম রাম প্রেমবশে শ্রীমুখে বর্ণনা করতে লাগলেন। ঐ সময় পশুপাখি এবং মাছ চিত্রকূটের এইসব চর ও অচর জীব উদাস হয়ে রইল।

বিবুধ বিলোকি দসা রঘুবর কী * বরষি সুমন কহি গতি ঘর ঘর কী।
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ ভরোসো * চলে মুদিত মন ডর ন খরো সো ॥

দেবতারা রামের দশা দেখে পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং নিজেদের ঘরের কথা বললেন। রাম তাঁদের প্রণাম করে ভরসা দিলে তাঁরা প্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন। তাঁদের মনে আর ভয় রইল না।

দো০ সানুজ সীয় সমেত প্রভু, রাজত পরন কুটীর।
ভগতি গ্যানু বৈরাগ্য জনু, সোহত ধরেঁ সরীর ॥৩১০

অনুজ লক্ষ্মণ আর সীতার সঙ্গে রাম নিজের পর্ণকুটিরে এমনভাবে বিরাজিত হলেন যেন ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দেহ ধারণ করে শোভা পেল।

চৌ০ মুনি মহিসুর গুর ভরত ভুআলূ * রাম বিরহঁ সবু সাজু বিহালূ।
প্রভু গুনগ্রাম গনত মন মাহীঁ * সব চুপচাপ চলে মগ জাহীঁ ॥

মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু, ভরত এবং রাজা জনক সমাজসহ রামবিচ্ছেদে কাতর হলেন। রামের গুণরাশি মনে ভাবতে ভাবতে পথে নীরবে চললেন তাঁরা।

জমুনা উতরি পার সব ভয়উ * সো বাসরু বিনু ভোজন গয়উ।
উতরি দেবসরি দূসর বাসূ * রামসখাঁ সব কীন্হ সুপাসূ ॥

যমুনা পার হলেন সকলে। সেদিন অনাহারেই কাটল। পরের দিন গঙ্গা পার হয়ে সবাই বাস করলেন। সেখানে রামের সখা (নিষাদরাজ) সকলের সবরকম সুবিধা করে দিল।

সঈ উতরি গোমতীঁ নহাএ * চৌথেঁ দিবস অবধপুর আএ।
জনকু রহে পুর বাসর চারী * রাজ কাজ সব সাজ সঁভারী ॥
সৌঁপি সচিব গুর ভরতহি রাজূ * তেরহুতি চলে সাজি সব সাজূ।
নগর নারি নর গুর সিখ মানী * বসে সুখেন রাম রজধানী ॥

সঈ-নদী পার হয়ে গোমতীতে স্নান করলেন এবং চতুর্থদিন অযোধ্যা নগরীতে এসে পৌঁছলেন। জনক সেখানে চারদিন রইলেন। রাজকাজ সব ঠিক করে সচিব, গুরু ও ভরতকে রাজ্য সমর্পণ করে সব আয়োজন করে বিদেহনগরে ফিরে এলেন। নগরের নরনারী গুরুর উপদেশ মেনে রামের রাজধানীতে সুখে বাস করতে লাগলেন।

দো০ রাম দরস লগি লোগ সব, করত নেম উপবাস।
তজি তজি ভূষন ভোগ সুখ, জিঅত অবধি কীঁ আস ॥৩১১

রামের দর্শনের জন্যে সবাই নিয়ম ও ব্রত পালন করে অলঙ্কার এবং সবরকমের সুখ পরিত্যাগ করে (বনবাসে) অবধির আশায় প্রাণ ধারণ করে রইল।

চৌ০ সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে * নিজ নিজ কাজ পাই সিখ ওধে।
পুনি সিখ দীন্হি বোলি লঘু ভাঈ * সৌঁপি সকল মাতু সেবকাঈ ॥

ভরত সচিব এবং সুসেবকদের বোঝালেন। তাঁরা উপদেশ পেয়ে যাঁর যাঁর কাজে লাগলেন। ছোটো ভাইকে ডেকে উপদেশ দিলেন এবং সব মায়ের সেবার ভার তাঁর উপরে দিলেন।

ভরতের রাজকার্যগ্রহণ ও নন্দীগ্রামে বাস

ভূসুর বোলি ভরত কর জোরে * করি প্রনাম বয় বিনয় নিহোরে।
ঊচঁ নীচ কারজু ভল পোচূ * আয়সু দেব ন করব সঁকোচূ ॥

তারপর ব্রাহ্মণদের ডেকে ভরত করজোড়ে তাঁদের প্রণাম করে বয়সোচিত বিনয়ে মিনতি করলেন—উচ্চ-নীচ, ভালো-মন্দ যে কাজই হোক তার জন্যে আমাকে আদেশ দেবেন, সঙ্কোচ করবেন না।

পরিজন পুরজন প্রজা বোলাএ * সমাধানু করি সুবস বসাএ।
সানুজ গে গুর গেহঁ বহোরী * করি দণ্ডবত কহত কর জোরী ॥

পরিজন, পুরজন এবং প্রজাদের ডাকলেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান করে স্থিতি আনলেন। তারপর ছোটো ভাইকে নিয়ে গুরুর কাছে গেলেন এবং জোড়হাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললেন—

আয়সু হোই ত রহোঁ সনেমা * বোলে মুনি তন পুলকি সপেমা।
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ * ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ ॥

যদি আজ্ঞা দেন তাহলে ব্রতপালন করব। মুনি পুলকিত হয়ে সপ্রেমে বললেন—তুমি যা বুঝবে, বলবে বা করবে তাই হবে জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

দো০ সুনি সিখ পাই অসীস বড়ি, গনক বোলি দিনু সাধি।
সিংঘাসন প্রভু পাদুকা, বৈঠারে নিরুপাধি ॥৩১২

এই উপদেশ শুনে এবং আশিস পেয়ে বড়ো গণককে ডেকে শুভ দিন স্থির করে প্রভুর পাদুকা নির্বিঘ্নে সিংহাসনে স্থাপন করলেন।

চৌ০ রাম মাতু গুর পদ সিরু নাঈ * প্রভু পদ পীঠ রজায়সু পাঈ।
নন্দিগাবঁ করি পরন কুটীরা * কীন্হ নিবাসু ধরমু ধুর ধীরা॥

কৌশল্যা এবং গুরুর চরণে মাথা নত করে প্রভুর চরণ-পাদুকার আজ্ঞা পেয়ে পর্ণ কুটির বানিয়ে ধর্মধুরন্ধর ও ধৈর্যবান ভরত নন্দীগ্রামে থাকতে লাগলেন।

জটাজূট সির মুনিপট ধারী * মহি খনি কুস সাঁথরী সঁবারী॥
অসন বসন বাসন ব্রত নেমা * করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা॥

ভরত মাথায় জটাজূট বেঁধে বল্কল ধারণ করলেন। মাটি খুঁড়ে তার উপরে কুশের আসন বানালেন। অশন-বসন, বাসন ও ব্রত-নিয়মাদিতে কঠিন ঋষিধর্ম সপ্রেমে পালন করতে লাগলেন।

ভূষন বসন ভোগ সুখ ভূরী * মন তন বচন তজে তিন তূরী।
অবধ রাজু সুর রাজু সিহাঈ * দসরথ ধনু সুনি ধনদু লজাঈ॥

বসন, ভূষণ, প্রচুর ভোগসুখ এসব দেহ, মন ও বচনে তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করলেন। অযোধ্যার রাজ্যকে দেখে ইন্দ্রও স্তুতি করলেন এবং দশরথের ধন দেখে কুবের লজ্জা পেলেন।

তেহিঁ পুর বসত ভরত বিনু রাগা * চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা।
রমা বিলাসু রাম অনুরাগী * তজত বমন জিমি জন বড়ভাগী॥

সেই অযোধ্যাপুরীতে বাস করতে করতে ভরত চাঁপার বাগানে ভ্রমরের মতোই নির্লিপ্ত হলেন। ভাগ্যবান রামভক্ত লক্ষ্মীর ভোগবিলাসকেও বমি মনে করে ত্যাগ করে।

দো০ রাম পেম ভাজন ভরতু, বড়ে ন এহিঁ করতূতি।
চাতক হংস সরাহিঅত, টেঁক বিবেক বিভূতি॥৩১৩

রামের প্রেমভাজন ভরতের পক্ষে এটা কোন বড়ো কথা নয়। চাতককে পণ দেখে এবং হাঁসকে ক্ষীর-নীর বিবেক দেখেই প্রশংসা করা হয়।

চৌ০ দেহ দিনহুঁ দিন দূবরি হোঈ * ঘটই তেজু বলু মুখছবি সোঈ।
নিত নব রাম প্রেম পনু পীনা * বঢ়ত ধরম দলু মনু ন মলীনা॥

ভরতের দেহ দিন দিন দুর্বল হতে থাকে, কিন্তু তেজ আর বল কমে না। মুখের কান্তি ঐরকমই। রামপ্রেমে নিত্য পণ পুষ্ট হয়। ধর্মের দল বৃদ্ধি হয়, আর মন কখনও উদাস হয় না।

জিমি জলু নিঘটত সরদ প্রকাসে * বিলসত বেতস বনজ বিকাসে।
সম দম সংজম নিয়ম উপাসা * নখত ভরত হিয় বিমল অকাসা ॥
শরৎঋতুর প্রকাশে যেমন জল কমে, বেত ফলে এবং পদ্ম ফোটে, ভরতের হৃদয়রূপ নির্মল আকাশেও তেমনি শম, দম, সংযম, নিয়ম আর ব্রত নক্ষত্রের মতো শোভা পায়।

ধ্রুব বিস্বাস্থ অবধি রাকা সী * স্বামি সুরতি সুরবীথি বিকাসী।
রাম পেম বিধু অচল অদোষা * সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা ॥
বিশ্বাসই ধ্রুবতারা, অবধি পূর্ণিমা, প্রভুস্মৃতি প্রকাশিত ছায়াপথ। রামপ্রেমই অচল এবং অদোষ চন্দ্রমা, যা সমাজ-সহ সুশোভিত।

ভরত রহনি সমুঝনি করতূতী * ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী।
বরনত সকল সুকবি সকুচাহীঁ * সেস গনেস গিরা গমু নাহীঁ ॥
ভরতের স্থিতি, বোধ, কর্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য, গুণ এবং নির্মল সম্পদের বর্ণনা করতে সমস্ত সুকবি কুণ্ঠিত হয়, কারণ শেষনাগ, গণেশ এবং সরস্বতীও যেখানে পৌঁছতে পারেন না।

দো॰ নিত পূজন প্রভু পাঁবরী, প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি।
মাগি মাগি আয়সু করত, রাজ কাজ বহু ভাঁতি ॥৩১৪
তিনি নিত্য প্রভুপাদুকার পূজা করেন হৃদয়ে প্রীতি আর ধরে না। ঐ পাদুকার আদেশ চেয়ে চেয়েই তিনি রাজকাজ করেন।

চৌ॰ পুলক গাত হিয়ঁ সিয় রঘুবীরু * জীহ নামু জপ লোচন নীরু।
লখন রাম সিয় কানন বসহীঁ * ভরতু ভবন বসি তপ তনু কসহীঁ ॥
দেহে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে সীতারাম। জিভ নাম জপ করছে, চোখে জল। লক্ষ্মণ, রাম ও সীতা বনে বাস করেন আর ভরত ঘরে থেকে তপস্যায় শরীর কৃশ করেন।

দোউ দিসি সমুঝি কহত সবু লোগূ * সব বিধি ভরত সরাহন জোগূ।
সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহীঁ * দেখি দসা মুনিরাজ লজাহীঁ ॥
দু-দিকের দশা বুঝে সবাই বলে ভরত সবদিক দিয়ে স্তুতির যোগ্য। তাঁর ব্রত আর নিয়ম শুনে সাধুও সঙ্কুচিত হন আর দশা দেখে মুনীশ্বরও লজ্জিত হন।

পরম পুনীত ভরত আচরনূ * মধুর মঞ্জু মুদ মঙ্গল করনূ।
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেসূ * মহামোহ নিসি দলন দিনেসূ ॥
তাঁর আচরণ পরম পবিত্র, মধুর, মনোহর এবং আনন্দ ও মঙ্গলপ্রদ। কলিযুগের ঘোর কলুষক্লেশনাশী এবং মহামোহরাত্রিঘাতী সূর্য।

পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাজ্ * সমন সকল সন্তাপ সমাজ্ ।
জন রঞ্জন ভঞ্জন ভব ভারূ * রাম সনেহ সুধাকর সারূ ॥

পাপরূপ গজরাজের পক্ষে সিংহ এবং সমস্ত সন্তাপের পক্ষে শমনস্বরূপ তাঁর আচরণ ভক্তজনের আনন্দবিধায়ক এবং সংসারভার লাঘবের জন্যে তা রামের প্রেমচন্দ্রমার সার।

ছন্দ০ সিয় রাম প্রেম পিযুষ পূরন হোত জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম জম নিয়ম সম দম বিষম ব্রত আচরত কো ॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠহ্নি হঠি রাম সনমুখ করত কো ॥

সীতা-রামের প্রেমরূপ অমৃতে পূর্ণ ভরতের জন্ম যদি না হত তবে মুনিদের মনের দুর্লভ সংযম, শম, দম আর কঠিন ব্রতের আচরণ কে করত? সুকীর্তির অজুহাতে দুঃখ, জ্বালা, দারিদ্র্য, দম্ভ এইসব দোষ কে হরণ করত? কলিযুগে তুলসীদাসের মত শঠকে জেদ করে কে রামের সম্মুখে এনে দিত?

সো০ ভরত চরিত করি নেমু, তুলসী জো সাদর সুনহিঁ।
সীয় রাম পদ পেমু, অবসি হোই ভব রস বিরতি ॥৩২৬

তুলসীদাস বলছেন, ভরতের চরিত নিয়ম ও নিষ্ঠা নিয়ে যে শোনে তার সীতারামের চরণে প্রেম এবং সংসার-বিষয়রূপ রসে অবশ্যই বৈরাগ্য হবে।

ইতি শ্রীমদ্‌রামচরিতমানসে কলিকুলবিধ্বংসনে দ্বিতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ
(দ্বিতীয়কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ)

সকল কলিকলুষনাশন শ্রীরামচরিতমানসে দ্বিতীয় সোপান সমাপ্ত।
(অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত)

************************অরণ্যকাণ্ড************************

বন্দনা

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘঘনধ্বান্তাপহং তাপহম্ ।
মোহাম্ভোধর পূগপাটনবিধৌ স্বঃসম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥ ১

ধর্মতরুর মূল, বিবেকসাগরের পক্ষে আনন্দপ্রদ পূর্ণচন্দ্র, বৈরাগ্যরূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ, পাপরূপ ঘনান্ধকারবিনাশী, তাপঘ্ন, মোহরূপ মেঘরাশিবিদারণে আকাশসম্ভূত বায়ুর মতো, কলঙ্কনাশনে যমরাজস্বরূপ রাজা রামচন্দ্রের প্রিয়, ব্রহ্মমূর্তি শঙ্করকে বন্দনা করি।

সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীরভারং বরম্ ।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ॥ ২

আনন্দরূপ সান্দ্রমেঘের মতো যাঁর দেহ, যিনি সুন্দর ও পীতাম্বরপরিহিত, হাতে যাঁর ধনুর্বাণ, কটিতে যাঁর তূণীরভার শোভমান, নীলোৎপলের মতো যাঁর আয়ত লোচন, জটাজূট ধারণ করায় যিনি সৌন্দর্যে মণ্ডিত, যিনি সীতালক্ষ্মণ সমন্বিত হয়ে পথচারী, বরণীয় ও পরমানন্দপ্রদ সেই শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি।

সো॰ উমা রাম গুন গূঢ়, পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ়, জে হরি বিমুখ ন ধর্ম রতি ॥ ১

হে পার্বতী! রামের গুণ গূঢ়, পণ্ডিত ও মুনি তাতে (সেই গূঢ়গুণকীর্তনে) বৈরাগ্য লাভ করে, কিন্তু যে হরিবিমুখ এবং যার ধর্মে রতি নাই সেই মূর্খ মোহগ্রস্ত হয়।

চৌ॰ পুর নর ভরত প্রীতি মৈঁ গাঈ * মতি অনুরূপ অনূপ সুহাঈ।
অব প্রভু চরিত সুনহু অতি পাবন * করত জে বন সুরনর মুনি ভাবন ॥

আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভরত এবং পুরবাসীদের অপূর্বসুন্দর প্রীতি বর্ণনা করেছি। এখন অরণ্যে আচরিত প্রভুবৃত্তান্ত শোনো যা সুর, নর ও মুনিদের মুগ্ধ করে।

জয়ন্ত-কথা

এক বার চুনি কুসুম সুহাএ * নিজ কর ভূষন রাম বনাএ।

সীতহি পহিরাএ প্রভু সাদর* বৈঠে ফটিক সিলা পর সুন্দর ॥

একবার প্রভু রাম নিজের হাতে ফুল তুলে সুন্দর অলংকার বানালেন এবং স্ফটিকশিলায় উপবিষ্ট সীতাকে সাদরে পরিয়ে দিলেন।

সুরপতি সুত ধরি বায়স বেষা * সঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা।

জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা * মহা মন্দমতি পাবন চাহা ॥

ইন্দ্রের পুত্র (জয়ন্ত) কাকের রূপ ধারণ করে রামচন্দ্রের পরাক্রম দেখতে চাইল, ক্ষুদ্রবুদ্ধি পিঁপড়া যেমন সমুদ্রে থৈ পেতে চায় তেমনি।

সীতা চরন চোঁচ হতি ভাগা * মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা।

চলা রুধির রঘুনায়ক জানা * সীঁক ধনুষ সায়ক সন্ধানা ॥

ঐ মূর্খ অল্পবুদ্ধি বলে সীতার চরণে চঞ্চুতে আঘাত করে পালালো। রাম যখন জানলেন রক্ত ঝরছে, তখন ধনুকে বাণসন্ধান করলেন।

দো০ অতি কৃপাল রঘুনায়ক, সদা দীন পর নেহ।

তা সন আই কীহ্ন ছলু, মূরখ অবগুন গেহ ॥ ১

রঘুনাথ অত্যন্ত দয়ালু, দীনের প্রতি তাঁর সর্বদা স্নেহ। তাঁর সঙ্গেও সমস্ত দোষের আকর মূর্খ ইন্দ্রপুত্র এসে কপটতা করল।

চৌ০ প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্মসর ধারা * চলা ভাজি বায়স ভয় পারা।

ধরি নিজ রূপ গয়উ পিতু পাহীঁ * রাম বিমুখ রাখা তেহি নাহীঁ ॥

মন্ত্রপ্রেরিত ব্রহ্মশর ধাবিত হল। কাক ভয় পেয়ে পালালো। নিজের রূপ ধারণ করে সে পিতার কাছে গেল। কিন্তু রামবিমুখ জেনে (ইন্দ্র) তাকে ঠাঁই দিলেন না।

ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা * জথা চক্র ভয় রিষি দুর্বাসা।

ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা * ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা ॥

সে নিরাশ হল, মনে এমন ভয় হল, চক্র থেকে যেমন দুর্বাসামুনির ভয় হয়েছিল তেমনি। ব্রহ্মলোক, শিবলোক সব লোকে সে পালিয়ে বেড়ালো এবং ভয় ও দুঃখে ব্যাকুল হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

কাহূঁ বৈঠান কহান ওহী * রাখি কো সকই রাম কর দ্রোহী।

মাতু মৃত্যু পিতু সমন সমানা * সুধা হোই বিষ সুনু হরিজানা ॥

তাকে কেউ বসতে বলল না। রামের শত্রুকে কে ঠাঁই দিতে পারে? হে হরিপ্রাণ (গরুড়), শোনো, রামদ্রোহীর মাতা মৃত্যুর মতো, পিতা যমরাজের মতো এবং অমৃত বিষের মতো।

মিত্র করই সত রিপু কৈ করনী * তা কহঁ বিবুধনদী বৈতরনী।
সব জগু তাহি অনলহু তে তাতা * জো রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা॥

মিত্র শত্রুর মতো ব্যবহার করে, সুরনদী গঙ্গা তার কাছে বৈতরণীর মতো হয়ে যায়। শোনো ভাই! যে রামবিমুখ সমস্ত জগৎ তার কাছে অগ্নির মতো।

নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা * লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা।
পঠবা তুরত রাম পহিঁ তাহী * কহেসি পুকারি প্রনত হিত পাহী॥

নারদ জয়ন্তকে ব্যাকুল দেখলেন, তাঁর দয়া হল, কারণ সাধুচিত্ত কোমল হয়। তিনি অবিলম্বে তাকে রামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে চিৎকার করে বলল, হে শরণাগতের হিতকারী! আমাকে রক্ষা করুন।

আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ * ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুরাঈ।
অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ * মৈঁ মতিমন্দ জানি নাহিঁ পাঈ॥

আতুর ও সন্ত্রস্ত জয়ন্ত রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করল এবং বলল, হে দয়ালু রঘুরাজ। রক্ষা করো, রক্ষা করো। আমি মন্দমতি, আপনার অমিত শক্তি এবং অমিত মহিমাকে আমি বুঝতে পারি নি।

নিজ কৃত কর্ম জনিত ফল পায়উঁ * অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উঁ।
সুনি কৃপাল অতি আরত বানী * এক নয়ন করি তজা ভবানী॥

আমি নিজের কৃতকর্মের ফল পেয়েছি। এখন, হে প্রভু! আপনার শরণ লক্ষ্য করে এসেছি। আমাকে রক্ষা করুন। হে ভবানী, অতি আর্তবাণী শুনে কৃপালু (তার) এক চোখ কানা করে ছেড়ে দিলেন।

সো০ কীন্হ মোহ বস দ্রোহ, জদ্যপি তেহি কর বধ উচিত।
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ, কো কৃপাল রঘুবীর সম॥ ২

সে অভ্যাসবশত শত্রুতা করছিল। যদিও তাকে বধ করাই উচিত ছিল, তবুও প্রভু করুণা করে ছেড়ে দিলেন। রামের মতো দয়ালু কে?

রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা * চরিত কিএ শ্রুতি সুধা সমানা।
বহুরি রাম অস মন অনুমানা * হোইহি ভীর সবহিঁ মোহি জানা॥

রঘুপতি চিত্রকূটে বাস ক'রে শ্রবণে অমৃতের মতো সুখকর নানা লীলা করলেন। তারপর রাম ভাবলেন, সকলেই আমাকে জানে, তাই এখানে ভীড় হবে।

অত্রি মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ

সকল মুনিহ্ন সন বিদা করাঈ • সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাঈ।
অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়উ * সুনত মহামুনি হরষিত ভয়উ॥

সমস্ত মুনিকে বিদায় দিয়ে সীতার সঙ্গে দু-ভাই চললেন। প্রভু অত্রিমুনির আশ্রমে এসেছেন শুনেই মহামুনি আনন্দিত হলেন।

পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধাএ * দেখি রামু আতুর চলি আএ।
করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ * প্রেম বারি দ্বৌ জন অন্হ্বাএ॥

পুলকিত দেহে মুনি উঠে ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে রামও অত্যন্ত উন্মুখ হয়ে এগিয়ে গেলেন। রাম তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতেই মুনি তাঁকে বুকে নিলেন এবং প্রেমাশ্রুতে দুজনকে স্নান করালেন।

দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে * সাদর নিজ আশ্রম তব আনে।
করি পূজা কহি বচন সুহাএ * দিএ মূল ফল প্রভু মন ভাএ॥

রামের রূপ দেখে অত্রিমুনির নয়ন জুড়ালো। সাদরে তিনি নিজের আশ্রমে আনলেন তাঁকে। অভ্যর্থনা করে মধুর বচন বলে প্রভুর মনের মতো ফলমূল দিলেন।

সো॰ প্রভু আসন আসীন, ভরি লোচন সোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীন, জোরি পানি অস্তুতি করত॥ ৩

প্রভু আসনে উপবিষ্ট হলেন। নয়ন ভরে তাঁর শোভা দেখে পরমপ্রবীণ মুনিবর যুক্তকরে স্তুতি করতে লাগলেন।

অত্রিমুনির শ্রীরামবন্দনা

ছন্দ॰ নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীলকোমলং।
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং॥
নিকামশ্যামসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দরং।
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনম্॥

হে কৃপালু, ভক্তবৎসল, ও স্বভাবকোমল তোমাকে প্রণাম করি। যা নিষ্পাপদের নিজেদের ধাম প্রদান করে তোমার সেই পদাম্বুজকে বন্দনা করি। তুমি শ্যামবর্ণ ও অত্যন্ত সুন্দর। সংসার সমুদ্রের পক্ষে তুমি মন্দর পর্বত স্বরূপ। তোমাকে বন্দনা করি।

প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভোঽ প্রমেয়বৈভবম্
নিষঙ্গচাপসায়কং ধরং ত্রিলোকনায়কম্।
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখণ্ডনম্
মুনীন্দ্রসন্তরঞ্জনং সুরারিবৃন্দভঞ্জনম্॥

হে প্রভু, প্রলম্বিত বাহুতে যাঁর বিক্রম, যাঁর বৈভব অপ্রমেয়, যিনি তূণীর ও ধনুর্বাণ ধারণ করেন, যিনি ত্রিভুবনের নায়ক, যিনি সূর্যবংশের অলঙ্কারস্বরূপ, হরধনু যিনি ভঙ্গ করেছেন, মুনীন্দ্র ও সন্তজনকে যিনি সন্তুষ্ট করেছেন, দানবদের যিনি নাশ করেছেন (সেই তোমাকে প্রণাম করি)।

মনোজবৈরিবন্দিতং অজাদিদেবসেবিতম্
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহং সমস্তদূষণাপহম্।
নমামি ইন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাং গতিম্
ভজে সশক্তিসানুজং শচীপতিপ্রিয়ানুজম্॥

কামদেবের শত্রু শিব যাঁকে বন্দনা করেন, ব্রহ্মাদি দেব যাঁর সেবা করেন, বিশুদ্ধ বোধের যিনি বিগ্রহস্বরূপ, সমস্ত দোষকে যিনি নাশ করেন সেই সুখের আকর, সজ্জনের গতি ইন্দিরাপতি (হরিকে) নমস্কার করি। শক্তি (সীতা) ও অনুজসহ ইন্দ্রের প্রিয় ভ্রাতাকে ভজনা করি।

ত্বদঙ্ঘ্রিমূল যে নরাঃ ভজন্তি হীনমৎসরাঃ
পতন্তি নো ভবার্ণবে বিতর্কবীচিসঙ্কুলে।
বিবিক্তবাসিনঃ সদা ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং প্রয়ান্তি তে গতিং স্বকম্॥

মাৎসর্য ত্যাগ করে যে পুরুষেরা তোমার চরণ ভজনা করে তারা বিতর্করূপ তরঙ্গসংকুল সংসারসমুদ্রে পড়ে না। যারা নির্জনে সর্বদা সানন্দে মুক্তির জন্যে তোমার ভজনা করে তারা ইন্দ্রিয়াদি পরিহার করে তোমার গতিকে পায়।

তমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুম্
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলম্ ।
ভজামি ভাববল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভম্
স্বভক্তকল্পপাদপং সমং সুসেব্যমন্বহম্ ॥

সেই এক এবং অদ্ভুত ইচ্ছারহিত সর্বব্যাপী ঈশ্বর জগদ্গুরু শাশ্বত তুরীয় এবং কেবলকে ভজনা করি। কুযোগীদের সুদুর্লভ ভক্তদের কাছে কল্পতরুর মতো এবং সুখসেব্যকে নিত্য ভজনা করি।

অনূপরূপভূপতিং নতোঽহমুর্বিজাপতিম্
প্রসীদ মে নামামি তে পদাব্জভক্তি দেহি মে ।
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদম্
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ং ত্বদীয় ভক্তি সংযুতাঃ ॥

অনুপম রূপবিভূতিমান সীতাপতিকে নমস্কার করি। আমার উপর প্রসন্ন হও। তোমার পদাম্বুজকে প্রণাম করি। তুমি ভক্তি দাও আমাকে। যারা এই স্তব পাঠ করে তারা তোমার ভক্তিতে যুক্ত হয়ে সাদরে তোমার পদ পায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দো০ বিনতী করি মুনি নাই সিরু, কহ কর জোরি বহোরি ।
চরন সরোরুহ নাথ জনি, কবহু তজৈ মতি মোরি ॥ ২

স্তুতি করে অত্রিমুনি হাত জোড় করে বললেন, হে নাথ! আমার বুদ্ধি যেন তোমার পাদ-পদ্মকে কখনও না ত্যাগ করে।

চৌ০ অনুসুইয়া কে পদ গহি সীতা * মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা ।
রিষি পতিনী মন সুখ অধিকাঈ * আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ ।

তারপর সুশীলা সীতা অনসূয়ার চরণ গ্রহণ করে (ওঁকে প্রণাম করে) তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে কাছে বসিয়ে আশিস দিলেন।

দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ * জে নিত নূতন অমল সুহাএ ।
কহ রিষিবধূ সরস মৃদু বানী * নারিধর্ম কছু ব্যাজ বখানী ॥

তাঁকে দিব্য বসনভূষণ পরিয়ে দিলেন যা নিত্য নূতন, নির্মল ও রমণীয়। ঋষিবধূ সরস-কোমল বাণীতে কিছু নারীধর্ম বর্ণনা করলেন।

সীতার প্রতি অনসূয়ার উপদেশ

মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী * মিতপ্রদ সব সুনু রাজকুমারী।
অমিত দানি ভর্তা বয়দেহী * অধম সো নারি জো সের ন তেহী ॥

হে রাজকুমারী শোনো, মা বা ভাই সবাই হিতৈষী কিন্তু স্বল্পসুখপ্রদ, কিন্তু পতি অমিত-সুখদাতা। হে বৈদেহী, সেই নারী অধম যে তার (পতির) সেবা করে না।

ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী * আপদ কাল পরিখিঅহিঁ চারী।
বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা * অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা ॥
ঐসেহু পতি কর কিএঁ অপমানা * নারি পাব জমপুর দুখ নানা।
একই ধর্ম এক ব্রত নেমা * কায়ঁ বচন মন পতি পদ প্রেমা ॥

ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র এবং স্ত্রী এই চারটির পরীক্ষা বিপদের সময়ে। বৃদ্ধ, রোগী, মূর্খ, নির্ধন, অন্ধ, বধির, ক্রুদ্ধ ও অতি দীন এমন পতির অপমান করলেও নারী যমালয়ে অনেক দুঃখ পায়। কায়মনোবাক্যে পতিপদে প্রেমই স্ত্রীর এক ধর্ম, এক ব্রত ও এক নিয়ম।

জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ * বেদ পুরান সন্ত সব কহহীঁ।
উত্তম কে অস বস মন মাহী * সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ ॥

বেদ, পুরাণ ও সজ্জনেরা বলেন সংসারে পতিব্রতা চার রকমের। উত্তম পতিব্রতার মনে হয় যে স্বপ্নেও সংসারে অন্য পুরুষ নাই।

মধ্যম পরপতি দেখই কৈসেঁ * ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসেঁ।
ধর্ম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ * সো নিকিষ্ট ত্রিয় শ্রুতি অস কহঈ ॥

মধ্যম শ্রেণীর পতিব্রতা পরপুরুষকে কেমন দেখে? যেন তারা নিজের ভাই, পিতা বা পুত্র। যে ধর্ম বিচার করে এবং নিজের কুলমর্যাদা বুঝে পতিব্রতা ধর্মে স্থির থাকে সে নিকৃষ্ট পতিব্রতা, বেদ একথা বলেন।

বিনু অবসর ভয় তেঁ রহ জোঈ * জানেহু অধম নারি জগ সোঈ।
পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ * রৌরব নরক কল্পসত পরঈ ॥

যে স্ত্রী সুযোগ না পেয়ে অথবা ভয়ে ধর্মে স্থির থাকে জগতে তাকে অধম স্ত্রী বলে জানবে। যে পতিকে বঞ্চনা করে পরপতিতে আসক্ত হয় সে শতকল্প পর্যন্ত নরকে পড়ে থাকে।

ছন সুখ লাগি জনম সত কোটী * দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী।
বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ * পতিব্রত ধর্ম ছাড়ি ছল গহঈ ॥

মুহূর্তের সুখের জন্যে শত কোটি জন্মের দুঃখকে যে স্ত্রী বোঝে না তার মতো নীচ কে ? যে স্ত্রী অকপটে পাতিব্রত্যধর্মে স্থির থাকে সে অনায়াসে পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করে।

পতি প্রতিকূল জনম জহঁ জাঈ * বিধবা হোই পাই তরুনাঈ।

যে স্ত্রী পতির প্রতিকূল হয় সে যেখানে গিয়ে জন্ম নেয় সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়।

সো॰ সহজ অপাবনি নারি পতি, সেবত সুভগতি লহই।
জসু গাবত শ্রুতি চারি, অজহুঁ তুলসিকা হরিহি প্রিয় ॥ ৪

স্ত্রী স্বভাবতই অপবিত্র, কিন্তু যে পতিসেবা করে সে শুভগতি লাভ করে। আজও তুলসী (জলন্ধর দৈত্যের পত্নী) হরির প্রিয়। চার বেদ তার যশোগান করে।

সুনু সীতা তব নাম, সুমিরি নারি পতিব্রত করহিঁ।
তোহি প্রানপ্রিয় রাম, কহিউঁ কথা সংসার হিত ॥ ৫

হে সীতা! শোনো, তোমার নাম স্মরণ করে নারীরা পতিব্রত ধর্ম পালন করবে। রাম তোমার প্রাণপ্রিয়। আমি একথা সংসারের মঙ্গলের জন্যে বলছি।

শ্রীরামের বিদায়-প্রার্থনা

চৌ॰ সুনি জানকীঁ পরম সুখু পাবা * সাদর তাসু চরন সিরু নাবা।
তব মুনি সন কহ কৃপানিধানা * আয়সু হোই জাউঁ বন আনা ॥

একথা শুনে জানকী পরম সুখ পেলেন এবং সাদরে তাঁর চরণে প্রণত হলেন। তখন কৃপানিধান রাম মুনিকে বললেন, যদি আজ্ঞা দেন তাহলে অন্য বনে যাই।

সন্তত মো পর কৃপা করেহূ * সেবক জানি তজেহু জনি নেহূ।
ধর্ম ধুরন্ধর প্রভু কৈ বানী * সুনি সপ্রেম বোলে মুনি গ্যানী ॥

আমার উপর সর্বদা কৃপা করবেন, সেবক জেনে কখনও স্নেহ ত্যাগ করবেন না। ধর্মধুরন্ধর প্রভুর বাণী শুনে জ্ঞানী মুনি সপ্রেমে বললেন—

অত্রিমুনির বিনয়বচন

জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদী * চহত সকল পরমারথ বাদী।
তে তুম্হ রাম অকাম পিআরে * দীন বন্ধু মৃদু বচন উচারে ॥

শিব-সনকাদি সমস্ত পরমার্থবাদী যাঁর কৃপা চান, হে রাম! তুমি সেই নিষ্কাম প্রেমী দীনবন্ধু, তাই তো (এমন) কোমল বচন উচ্চারণ করলে।

অব জানি মৈঁ শ্রী চতুরাঈ * ভজী তুম্হহিঁ সব দেব বিহাঈ।
জোহি সমান অতিসয় নহিঁ কোঈ * তা কর সীল কস ন অস হোঈ ॥

এখন আমি লক্ষ্মীর চতুরতা বুঝলাম, যিনি সমস্ত দেবতাকে ছেড়ে তোমাকেই ভজনা করলেন। যাঁর মতো মহান্ আর কেউ নেই তাঁর চরিত্র এমন হবে না কেন?

কেহি বিধি কহৌঁ জাহু অব স্বামী * কহহু নাথ তুম্হ অন্তরজামী।
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা * লোচন জল বহ পুলক সরীরা ॥

হে প্রভু, আমি কেমন করে বলব তুমি যাও। হে নাথ, তুমি অন্তর্যামী, তুমিই বলো। একথা বলে ধৈর্যবান মুনি প্রভুর দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে জল ঝরতে লাগল, দেহ রোমাঞ্চিত হল।

ছন্দ॰ তন পুলক নির্ভর প্রেম পূরন নয়ন মুখ পঙ্কজ দিএ।
মন গ্যান গুন গোতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপ তপ কা কিএ ॥
জপ জোগ ধর্ম সমূহ তেঁ নর ভগতি অনুপম পাবঈ।
রঘুবীর চরিত পুনীত নিশি দিন দাস তুলসী গাবঈ ॥

দেহ রোমাঞ্চিত হল, প্রেমপূর্ণ নয়ন তিনি তাঁর (রামের) মুখপদ্মের দিকে মেলে রইলেন। তিনি বললেন—মন, জ্ঞান, গুণ এবং ইন্দ্রিয়াদির অতীত প্রভুকে আমি দেখেছি। এমন কী জপতপ করেছি যার এই ফল? জপ, যজ্ঞ ও ধর্মসমূহ থেকে মানুষ অনুপম ভক্তি লাভ করে। তাই দিনরাত তুলসীদাস রঘুবীরের পবিত্র চরিত গান করেন।

দো॰ কলিমল সমন দমন মন, রাম সুজস সুখমূল।
সাদর সুনহিঁ তে জিন্হ পর, রাম রহহিঁ অনুকূল ॥ ৩

রামের সুযশ কলিপাপের যম। মনকে তা সংযত করে। তা সুখের উৎসস্বরূপ। যাঁরা সাদরে তা শোনে রাম তাঁদের উপর প্রসন্ন হন।

সো॰ কঠিন কাল মল কোস, ধর্ম ন গ্যান ন জোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস, রামহি ভজহিঁ তে চতুর নর ॥ ৬

এই কঠিন কাল পাপের ভাণ্ডার, এতে ধর্ম নেই, জ্ঞান নেই, নেই যোগ ও তপ। যারা সমস্ত ভরসা ছেড়ে রামকেই ভজনা করে তারাই চতুর।

চৌ॰ মুনি পদ কমল নাই করি সীসা * চলে বনহি সুর নর মুনি ঈসা।
আগেঁ রাম অনুজ পুনি পাছেঁ * মুনি বর বেষ বনে অতি কাছেঁ ॥

মুনির (অত্রিমুনির) পাদপদ্মে মাথা নত করে দেবতা, মানুষ এবং মুনিদের ঈশ্বর (রামচন্দ্র) বনে চললেন। আগে রাম, পিছনে লক্ষ্মণ। তাঁরা শ্রেষ্ঠমুনির অতিসুন্দর বেশ ধারণ করেছেন।

উভয় বীচ শ্রী সোহই কৈসী * ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী।
সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা * পতি পহিচানি দেহি বর বাটা॥

দু-জনের মধ্যে সীতা কেমন শোভা পেয়েছিলেন? যেমন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়া শোভা পায় তেমনি। নদী, বন, পর্বত, দুর্গম ঘাট সব প্রভুকে চিনতে পেরে সুন্দর পথ করে দিতে থাকে।

বিরাধ-বধ

জহঁ জহঁ জাহিঁ দেব রঘুরায়া * করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভ ছায়া।
মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা * আবতহী রঘুবীর নিপাতা॥

যেখানে যেখানে রাম যান সেখানে সেখানে মেঘ আকাশে ছায়া করে চলে। পথে যেতে বিরাধ রাক্ষসের সঙ্গে দেখা হল। সে আসতেই রাম তাকে বধ করলেন।

শরভঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ

তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহিঁ পাবা * দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাবা।
পুনি আএ জহঁ মুনি সরভঙ্গা * সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা॥

সঙ্গে সঙ্গে সে (বিরাধ) সুন্দর রূপ গ্রহণ করল, তাকে দুঃখী দেখে তিনি নিজধামে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যেখানে শরভঙ্গ মুনি ছিলেন সেখানে সুন্দর অনুজ ও জানকীর সঙ্গে এলেন।

দো॰ দেখি রাম মুখ পঙ্কজ, মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।
সাদর পান করত অতি, ধন্য জন্ম সরভঙ্গ॥ ৪

রামের মুখপদ্ম দেখে মুনিবরের নয়ন-ভ্রমর আদরে (মুখপদ্মের মধু) পান করতে লাগলেন। শরভঙ্গের জীবন ধন্য হল।

চৌ॰ কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা * সঙ্কর মানস রাজমরালা।
জাত রহেউঁ বিরঞ্চি কে ধামা * সুনেউঁ শ্রবন বন ঐহহি রামা॥

মুনি বললেন, হে কৃপালু রাম! হে শঙ্করের মানসরূপ সরোবরের রাজহংস! শোনো, আমি ব্রহ্মলোকে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে কানে শুনেছি রামচন্দ্র বনে আসছেন।

চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতী * অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী।
নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা * কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা॥

দিনরাত তোমার পথ চেয়ে আছি। আজ প্রভুকে দেখে হৃদয় জুড়ালো। হে নাথ, আমি সমস্ত সাধনায় হীন, আমি দীন ভক্ত জেনে তুমি কৃপা করেছ।

সো কছু দেব ন মোহি নিহোরা * নিজ পন রাখেউ জন মন চোরা।
তব লগি রহহু দীন হিতলাগী * জব লগি মিলৌঁ তুম্হহি তনু ত্যাগী॥

কিন্তু, হে ভক্তমনচোর! এটা আমার উপর কোন বিশেষ অনুগ্রহ নয়। এ তোমার নিজের পণরক্ষা মাত্র। যতক্ষণ আমি দেহত্যাগ করে তোমার সঙ্গে না মিলিত হই ততক্ষণ এই দীনের কল্যাণের জন্যে তুমি (এখানে) থাকো।

শরভঙ্গের দেহত্যাগ

জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত কীন্হা * প্রভু কহঁ দেই ভগতি বর লীন্হা।
এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা * বৈঠে হৃদয়ঁ ছাড়ি সব সঙ্গা॥

মুনি যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, ব্রত যা করেছিলেন সবই প্রভুকে (রামকে) দিয়ে ভক্তির বরদান নিলেন। এইভাবে শরভঙ্গমুনি হৃদয়ের সব মোহ ত্যাগ করে চিতা বানিয়ে তাতে বসলেন।

দো০ সীতা অনুজ সমেত প্রভু, নীল জলদ তনু স্যাম।
মম হিয়ঁ বসহু নিরন্তর, সগুনরূপ শ্রীরাম॥ ৫

হে নীলমেঘের মতো শ্যাম-তনু! সীতা ও লক্ষ্মণ সহ সগুণরূপে সর্বদা আমার হৃদয়ে বাস করো।

চৌ০ অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা * রাম কৃপাঁ বৈকুণ্ঠ সিধারা।
রিষি নিকায় মুনিবর গতি দেখী * সুখী ভএ নিজ হৃদয়ঁ বিসেষী।

একথা বলে যোগাগ্নিতে নিজের দেহ জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি রামের কৃপায় বৈকুণ্ঠ যাত্রা করলেন। ঋষিরা সব শরভঙ্গের এই গতি দেখে মনে-প্রাণে বড়ো সুখী হলেন।

অস্তুতি করহিঁ সকল মুনি বৃন্দা * জয়তি প্রনত হিত করুনা কন্দা।
পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে * মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঁগ লাগে।

সমস্ত দেবতারা ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন—দীনের হিতকারী করুণানিধান প্রভুর জয় হোক। রাম আগে আগে বনে চলতে লাগলেন আর মুনিবরেরা সব বিপুল-সংখ্যায় তাঁর সঙ্গ নিলেন।

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া * পূছী মুনিন্হ লাগি অতিদায়া।

হাড়ের পাহাড় দেখে রঘুরাজের অত্যন্ত দয়া হল, তিনি মুনিদের জিজ্ঞাসা করলেন।

জানহূঁ পূছিঅ কস স্বামী * সবদরসী তুম্হ অন্তরজামী।

নিসিচর নিকর সকল মুনি খাএ * সুনি রঘুবীর নয়ন জল ছাএ ॥

তাঁরা বললেন—হে প্রভু, তুমি সব জেনেও আমাদের জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি সমদর্শী ও অন্তর্যামী। রাক্ষসেরা সমস্ত মুনিদের খেয়েছে। একথা শুনে রামের চোখে জলে ভরে এল।

দো॰ নিসিচর হীন করউঁ মহি, ভুজ উঠাই পন কীন্হ।

সকল মুনিন্হ কে আশ্রমন্হি জাই, জাই সুখ দীন্হ ॥ ৬

রাম বাহু তুলে পণ করলেন, পৃথিবীকে রাক্ষসহীন করব। সমস্ত মুনির আশ্রমে গিয়ে সকলকে সুখ দিলেন।

সুতীক্ষ্ণের রামপ্রেম

মুনি অগস্তি কর সিষ্য সুজানা * নাম সুতীছন রতি ভগবানা।

মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক * সপনেহুঁ আন ভরোস ন দেবক ॥

অগস্ত্যমুনির সুতীক্ষ্ণনামে এক চতুর শিষ্য ছিলেন, তাঁর ঈশ্বরে অনুরাগ ছিল। তিনি মন, কর্ম ও বচনে রামচরণের দাস ছিলেন। স্বপ্নেও অন্য কোন দেবতার উপর তাঁর ভরসা ছিল না।

প্রভু আগবনু শ্রবন সুনি পাবা * করত মনোরথ আতুর ধাবা।

হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া * মো সে সঠপর করিহহিঁ দায়া ॥

প্রভুর আগমন যেই কানে শুনলেন, অমনি নানা অভিলাষ নিয়ে আতুর হয়ে দৌড়ে গেলেন। হে বিধাতা! দীনবন্ধু রাম কি আমার মতো শঠের উপর দয়া করবেন?

সহিত অনুজ মোহি রাম গোসাঈঁ * মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈ।

মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় নাহীঁ * ভগতি বিরতি ন গ্যান মন মাহীঁ ॥

প্রভু রাম কি অনুজসহ আমার সঙ্গে নিজের সেবকের মতো মিলিত হবেন? আমার মনে এবিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নাই, কারণ আমার মনে ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান নাই।

নহিঁ সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা * নহিঁ দৃঢ় চরন কমল অনুরাগা।
এক বানি করুনানিধান কী * সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী॥

আমি সৎসঙ্গ, যোগ জপই শুধু করেছি, (রামের) চরণকমলে আমার দৃঢ় অনুরাগ নাই। কিন্তু করুণানিধান রামের এই এক বৈশিষ্ট্য যে যার অন্য কোন অবলম্বন নাই সে তাঁর প্রিয়।

হোইহৈঁ সুফল আজু মম লোচন * দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন।
নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী * কহিন জাই সো দসা ভবানী॥

আজ সংসারবন্ধনমোচনকারী প্রভুর মুখপদ্ম দেখে আমার নয়ন সার্থক হল। (শিব বললেন) হে পার্বতী! ঐ জ্ঞানী মুনি গভীর প্রেমে মগ্ন। হে ভবানী, তাঁর দশা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না।

দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সূঝা * কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বূঝা।
কবহুঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ * কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥

মুনির দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না, আমি কে আর কোথায় আছি এ বোধও তাঁর নাই। কখনও পিছু ফিরে চলছেন, কখনও বা নৃত্য করে গুণগান করছেন।

অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ * প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাঈ।
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা * প্রগটে হৃদয়ঁ হরন ভব ভীরা॥

মুনি পূর্ণ প্রেমভক্তি পেলেন, প্রভু রাম গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন। মুনির গভীর প্রীতি দেখে ভবদুঃখহারী রঘুবীর (মুনির) হৃদয়ে প্রকাশিত হলেন।

মুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা * পুলক সরীর পনস ফল জৈসা।
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ * দেখি দসা নিজ জন মন ভাএ॥

মুনি পথের মধ্যে অচল হয়ে বসলেন। শরীর পনসফলের (কাঁঠালের) মতো কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত) হল। তখন রাম মুনির কাছে চলে এলেন এবং নিজের ভক্তের দশা দেখে প্রসন্ন হলেন।

মুনিহি রাম বহু ভাঁতি জগাবা * জাগ ন ধ্যান জনিত সুখ পাবা।
ভূপ রূপ তব রাম দুরাবা * হৃদয়ঁ চতুর্ভুজ রূপ দেখাবা॥

রাম মুনিকে নানাভাবে জাগাতে চাইলেন, কিন্তু মুনি জাগলেন না, কারণ তিনি ধ্যান-জনিত সুখ পাচ্ছিলেন। তখন রাম নিজের রূপ গোপন করলেন, মুনির হৃদয়ে নিজের চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন।

মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসেঁ * বিকল হীন মনি ফনিবর জৈসেঁ।
আগে দেখি রাম তন স্যামা * সীতা অনুজ সহিত সুখ ধামা ॥
পরেউ লকুট ইব চরনহ্নি লাগী * প্রেম মগন মুনিবর বড়ভাগী।
ভুজ বিসাল গহি লিএ উঠাঈ * পরম প্রীতি রাখে উর লাঈ ॥

মুনি ব্যাকুল হয়ে কীভাবে উঠে দাঁড়ালেন? মণিহীন ফণী যেমন ব্যাকুল হয় সেইভাবে। সম্মুখে সুখনিধান শ্যামতনু রামকে সীতা ও অনুজদের সঙ্গে দেখে পরম ভাগ্যবান মুনিবর প্রেমমগ্ন হয়ে যষ্টির মতো তাঁর চরণে পড়ে গেলেন। বিশাল বাহুতে তিনি তাঁকে উঠিয়ে নিলেন, পরম প্রীতিতে বুকে ধারণ করে রাখলেন।

মুনিহি মিলত অস সোহ কৃপালা * কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা।
রাম বদনু বিলোক মুনি ঠাঢ়া * মানহুঁ চিত্র মাঝ লিখি কাঢ়া ॥

মুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃপালু প্রভু এমন শোভা পেলেন, কনকতরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তমাল যেমন শোভা পায়।

দো॰ তব মুনি হৃদয়ঁ ধীর ধরি, গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আনি করি, পূজা বিবিধ প্রকার ॥ ৭

তখন মুনি হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করে বার বার চরণ ধারণ করলেন। তারপর নিজের আশ্রমে প্রভুকে এনে নানাভাবে তাঁর পূজা করলেন।

চৌ॰ কহ মুনি প্রভু সুনু বিনতী মোরী * অস্তুতি করৌঁ কবন বিধি তোরী।
মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী * রবি সম্মুখ খদ্যোত অঁজোরী ॥

মুনি বললেন, প্রভু! আমার মিনতি শোনো। আমি কী করে তোমার স্তুতি করব? তোমার মহিমা অনন্ত, আমার বুদ্ধি অল্প, সূর্যের সম্মুখে জোনাকির প্রকাশের মতো।

সুতীক্ষ্ণের রামবন্দনা

শ্যাম তামরস দাম শরীরং * জটা মুকুট পরিধন মুনি চীরম্।
পানি চাপ শর কটি তূনীরং * নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরম্ ॥

নীলোৎপলের মালার মতো শ্যামতনু, পরিধানে জটামুকুট ও মুনিদের ছিন্নবাস, হাতে ধনুর্বাণ, কটিতে তূণীর এমন শ্রীরঘুবীরকে নিরন্তর নমস্কার করি।

মোহ বিপিন ঘন দহন কৃশানুঃ * সন্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ।
নিশিচর করি বরূথ মৃগরাজঃ * ত্রাতু সদা নো ভব খগ রাজঃ ॥

যিনি মোহরূপ সঘন বনের পক্ষে অগ্নিস্বরূপ, সন্তজনরূপ পদ্মবনের পক্ষে সূর্যস্বরূপ, রাক্ষসরূপ গজযূথের পক্ষে সিংহস্বরূপ, সেই কৃপানিধান আমাকে রক্ষা করুন।

অরুণ নয়ন বাজীব সুবেশং * সীতা নয়ন চকোর নিশেশম্।
হর হৃদি মানস বাল মরালং * নৌমি রাম উর বাহু বিশালম্॥

রক্তপদ্মনেত্র, সুবেশ, সীতার নয়নচকোরের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ, শিবের হৃদয়রূপ মানস-সরোবরে তরুণ মরালস্বরূপ বিশালবক্ষ ও বিশালবাহু হে রাম! তোমাকে নমস্কার করি।

সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদঃ * শমন সুকর্কশ তর্ক বিষাদঃ।
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যূথঃ * ত্রাতু সদা নো কৃপা বরূথঃ॥

যিনি সংশয়স্বরূপ সাপকে গ্রাস করার ব্যাপারে গরুড়স্বরূপ, কঠোর তর্ক থেকে উৎপন্ন বিষাদের যমস্বরূপ, সংসারবিনাশক ও দেববৃন্দের আনন্দকর তিনি সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

নির্গুন সগুন বিষম সম রূপং * জ্ঞান গিরা গোতীতমনূপম্।
অমল মখিলমনবদ্যমপারং * নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারম্॥

নির্গুণ, সগুণ, বিষম ও সমরূপ, জ্ঞান, বাণী ও ইন্দ্রিয়াতীত, অনুপম, নির্মল, অখণ্ড, অনবদ্য, অপার ও ভবভারভঞ্জন রামকে নমস্কার করি।

ভক্ত কল্পপাদপ আরামঃ * তর্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ।
অতি নাগর ভব সাগর সেতুঃ * ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতুঃ॥

যিনি ভক্তদের জন্যে কল্পপাদপের উদ্যানস্বরূপ, যিনি ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও কামের পক্ষে ভয়ঙ্কর, যিনি অত্যন্ত চতুর এবং সংসার সাগরের সেতুস্বরূপ, সূর্যকুলকেতু (সেই রাম) আমাকে রক্ষা করুন।

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামঃ * কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নামঃ।
ধর্ম বর্ম নর্মদ গুন গ্রামঃ * সন্তত শং তনোতু মম রামঃ॥

যাঁর বাহুবল অতুলনীয়, যিনি স্বয়ং বলের আধার, যাঁর নাম কলিযুগের বিপুল পাপকে ধ্বংস করে, যাঁর গুণগ্রাম ধর্মের বর্মস্বরূপ এবং সুখপ্রদ, সেই রাম সর্বদা আমার কল্যাণ করুন।

জদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাসী * সব কে হৃদয়ঁ নিরন্তর বাসী।
তদপি অনুজ শ্রী সহিত খরারী * বসতু মনসি মম কাননচারী॥

যদিও তুমি নির্মল, ব্যাপক, অবিনাশী এবং সকলের হৃদয়ে বাসকারী, তবুও হে খরারি, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ কাননচারী হে রাম, তুমি আমার হৃদয়ে বাস করো।

জে জানহিঁ তে জানহুঁ স্বামী * সগুন অগুন উর অন্তরজামী।
জো কোসল পতি রাজিব নয়না * করউ সো রাম হৃদয় মম অয়না ॥

হে প্রভু! তোমাকে যে সগুণ, নির্গুণ ও অন্তর্যামী বলে জানে তারা জানুক, কিন্তু আমার হৃদয়ে পদ্মনেত্র অযোধ্যাপতি বাস করুন।

সুতীক্ষ্ণকে রামের বরদান

অস অভিমান জাই জনি ভোরে * মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে।
সুনি মুনি বচন রাম মন ভাএ * বহুরি হরষি মুনিবর উর লাএ ॥

এই গর্ব যেন কখনও না যায় যে আমি সেবক আর রঘুপতি আমার স্বামী। মুনির এই হৃদয়নন্দন বাণী শুনে রাম প্রসন্ন হয়ে মুনিবরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী * জো বর মাগহু দেউ সো তোহী।
মুনি কহ মৈঁ বর কবহু ন জাচা * সমুঝি ন পরই ঝূঠ কা সাচা ॥

বললেন, হে মুনি, আমাকে প্রসন্ন জেনে যে বর চাইবে আমি তা-ই তোমাকে দেব। মুনি বললেন, আমি বর কখনও চাই নি। আমি বুঝি না কোনটা মিথ্যা আর কোনটা সত্য।

তুম্হহি নীক লাগৈ রঘুরাঈ * সো মোহি দেহু দাস সুখদাঈ।

তাই হে ভক্তসুখদাতা রঘুরাজ! তোমার যা ভালো মনে হয় আমাকে সেই বরই দাও।

অবিরল ভগতি বিরতি বিগ্যানা * হোহু সকল গুন গ্যান নিধানা ॥
প্রভু জো দীন্হ সো বরু মৈঁ পাবা * অব সো দেহু মোহি জো ভাবা ॥

রাম বললেন, তুমি অটল ভক্তি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, সকল গুণ ও জ্ঞানের নিধান হও। (মুনি বললেন) হে প্রভু! যে বর তুমি দিলে তা তো আমি পেলাম, এখন আমার যা ভালো লাগে তাই দাও।

দো০ অনুজ জানকী সহিত প্রভু, চাপ বান ধর রাম।
মম হিয় গগন ইন্দুইব, বসহু সদা নিহকাম ॥ ৮

হে প্রভু, হে রাম! অনুজ ও জানকীসহ ধনুর্বাণ নিয়ে তুমি সর্বদা স্থির হয়ে আমার হৃদয়রূপ আকাশে চাঁদের মতো বাস করো।

চৌ০ এবমস্তু করি রমানিবাসা * হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা।
বহুত দিবস গুর দরসনু পাএঁ * ভএ মোহি এহিঁ আশ্রম আএঁ ॥

লক্ষ্মীপতি রাম 'তাই হোক' বলে প্রসন্ন হয়ে অগস্ত্য ঋষির কাছে চললেন। মুনি বললেন, গুরুদেবের দর্শন পেয়ে এই আশ্রমে আসবার পর অনেকদিন কেটে গেল।

অব প্রভু সঙ্গ জাউঁ গুর পাহীঁ * তুম্হ কহঁ নাথ নিহোরা নাহীঁ।
দেখি কৃপানিধি মুনি চতুরাঈ * লিএ সঙ্গ বিহসে দ্বৌ ভাঈ ॥

এখন প্রভুর সঙ্গে গুরুদেবের কাছে যাব। হে নাথ, এবিষয়ে তোমার উপর আমি অবশ্য জোর করছি না। কৃপানিধান রাম মুনির চতুরতা দেখে নিজের সঙ্গে নিলেন। দু-ভাই হাসতে লাগলেন।

পন্থ কহত নিজ ভগতি অনূপা * মুনি আশ্রম পহুঁচে সুরভূপা।
তুরত সুতীছন গুর পহিঁ গয়উ * করি দণ্ডবত কহত অসভয়উ ॥

পথে নিজের অনুপম ভক্তির কথা বলতে বলতে দেবাধিরাজ রাম মুনির আশ্রমে পৌঁছলেন। সুতীক্ষ্ন অবিলম্বে গুরুর কাছে গেলেন এবং দণ্ডবৎ করে বললেন—

নাথ কোসলাধীস কুমারা * আএ মিলন জগত অধারা।
রাম অনুজ সমেত বৈদেহী * নিসি দিনু দেব জপত হহু জেহী ॥

হে নাথ! অযোধ্যাপতির কুমার জগদাধার রাম অনুজ ও বৈদেহীসহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, যাঁকে আপনি দিনরাত জপ করেন।

সুনত অগস্তি তুরত উঠি ধাএ * হরি বিলোকি লোচন জল ছাএ।
মুনি পদ কমল পরে দ্বৌ ভাঈ * রিষি অতি প্রীতি লিএ উর লাঈ ॥

শুনে অগস্ত্য দ্রুত উঠে ধাবিত হলেন। হরিকে দেখে চোখ জলে ভরে এল। দুই-ভাই মুনির পাদপদ্মে পড়লেন। ঋষি অত্যন্ত প্রীতিতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁদের।

অগস্ত্যশ্রীরামসংবাদ

সাদর কুসল পূছি মুনি গ্যানী * আসন বর বৈঠারে আনী।
পুনি করি বহু প্রকার প্রভু পূজা * মোহি সম ভাগ্যবন্ত নহিঁ দূজা ॥

জ্ঞানী মুনি সাদরে কুশল প্রশ্ন করলেন, শ্রেষ্ঠ আসনে এনে বসালেন। মুনি বহুভাবে প্রভুকে অভ্যর্থনা করলেন, বললেন, 'আমার মতো ভাগ্যবান আর দ্বিতীয় কেউ নেই।'

জহঁ লগি রহে অপর মুনি বৃন্দা * হরষে সব বিলোকি সুখকন্দা ॥

সেখানে অন্য মুনি যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে সুখ-মূল রামকে দেখে আনন্দিত হলেন।

দো॰ মুনি সমূহ মহঁ বৈঠে, সন্মুখ সব কী ওর।
সরদ ইন্দু তন চিতবত, মানহুঁ নিকর চকোর ॥৯

মুনিদের মধ্যে তিনি সকলের মুখোমুখি বসলেন। সকলে তাঁর (সুন্দর) দেহ দেখতে লাগল, যেন শরৎ-চন্দ্রকে চকোরদল ঘিরে রইল।

চৌ॰ তব রঘুবীর কহা মুনি পাহীঁ * তুম্হ সন প্রভু দুরাব কছু নাহীঁ।
তুম্হ জানহু জেহি কারন আয়উঁ * তাতে তাত ন কহি সমুঝায়উঁ ॥

তখন রঘুবীর মুনিকে বললেন, হে প্রভু, আপনার কাছে কিছু লুকোনো নেই। আমি যে-জন্যে এসেছি আপনি তা জানেন। হে তাত! এইজন্যে আমি সংবাদ দিই নি।

অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী * জেহি প্রকার মারৌঁ মুনিদ্রোহী।
মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী * পূছেহু নাথ মোহি কা জানী ॥

এখন, হে প্রভু, আমাকে সেই মন্ত্র দিন যাতে আমি মুনিদ্রোহীদের (রাক্ষসাদি) বধ করতে পারি। প্রভুর বাণী শুনে মুনি হাসলেন। বললেন, হে নাথ! তুমি আমাকে কী জেনে জিজ্ঞেস করলে?

তুম্হরেহিঁ ভজন প্রভাব অঘারী * জানউঁ মহিমা কছুক তুম্হারী।
উমরি তরু বিসাল তব মায়া * ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া ॥

হে পাপঘ্ন! তোমার ভজনের প্রভাবে তোমার মহিমার সামান্যই আমি জানি। তোমার মায়া বড়ো ডুমুর গাছের মতো, আর বহু ব্রহ্মাণ্ড তার ফল।

জীব চরাচর জন্তু সমানা * ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা।
তে ফল ভচ্ছক কঠিন করালা * তব ভয় ডরত সদা সোউ কালা ॥

চরাচর জীব ঐ ফলের ভিতরকার পোকার মতো, যারা বাহিরের কোনো খবর জানে না এই ফলের ভক্ষক কঠিন ও করাল কাল তোমার ভয়ে কাঁপে।

তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈঁ * পূঁছেহু মোহি মনুজ কী নাঈঁ।
য়হ বর মাগউঁ কৃপানিকেতা * বসহু হৃদয়ঁ শ্রী অনুজ সমেতা ॥

সেই সমস্ত লোকপতির প্রভু তুমি আমাকে (সাধারণ) মানুষের মতো জিজ্ঞেস করছ। হে কৃপানিধান! এই বর চাই, হৃদয়ে যেন সীতা ও লক্ষ্মণসহ তুমি বাস করো।

অবিরল ভগতি বিরতি সতসঙ্গা * চরন সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা।
জদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা * অনুভব গম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা॥

আমাকে অবিরল ভক্তি, বৈরাগ্য, সৎসঙ্গ এবং তোমার চরণপদ্মে অখণ্ড প্রীতি দাও। যদিও তুমি অখণ্ড, অনন্ত ও অনুভবগম্য ব্রহ্ম যাঁকে সন্তজন নিরন্তর ভজনা করেন।

অস তব রূপ বখানউ জানউঁ * ফিরি ফিরি সগুন ব্রহ্ম রতি মানউঁ।
সন্তত দাসন্হ দেহু বড়াঈ * তাতেঁ মোহি পূঁছেহু রঘুরাঈ॥

তোমার এই রূপ আমি বর্ণনা করি এবং জানি, তবুও ফিরে ফিরে সগুণ ব্রহ্মে প্রেমকেও মানি। হে রঘুরাজ! তুমি তোমার দাসদের সর্বদাই গুরুত্ব দাও, তাই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ।

হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ * পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ।
দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহূ * উগ্র সাপ মুনিবর কর হরহূ॥

হে প্রভু! এক পরম মনোহর ও পবিত্র স্থান আছে, তার নাম পঞ্চবটী। হে প্রভু! তুমি দণ্ডকবনকে পবিত্র করো এবং মুনিবরের (গৌতমের) কঠিন শাপ মোচন করো।

শ্রীরামের পঞ্চবটী গমন ও বাস

বাস করহু তহঁ রঘুকুল রায়া * কীজে সকল মুনিন্হ পর দায়া।
চলে রাম মুনি আয়সু পাঈ * তুরতহিঁ পঞ্চবটী নিঅরাঈ॥

হে রঘুকুলরাজ! তুমি সেখানে গিয়ে বাস করো আর সব মুনিদের উপর করুণা করো। মুনির আজ্ঞা পেয়ে রাম চললেন এবং শিগ্‌গিরই পঞ্চবটীর কাছে পৌছলেন।

দো০ গীধরাজ সৈ ভেঁট ভই, বহু বিধি প্রীতি বঢ়াই।
গোদাবরী নিকট প্রভু, রহে পরন গৃহ ছাই॥১০

সেখানে গৃধ্ররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তার সঙ্গে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে প্রভু গোদাবরীর কাছে পর্ণকুটির নির্মাণ করে থাকতে লাগলেন।

চৌ০ জব তে রাম কীন্হ তহঁ বাসা * সুখী ভএ মুনি বীতী ত্রাসা।
গিরি বন নদীঁ তাল ছবি ছাএ * দিন দিন প্রতি অতি হোহিঁ সুহাএ॥

রাম যখন থেকে সেখানে বাস করতে লাগলেন, তখন থেকে মুনিরা সুখী হলেন এবং তাঁদের ভয় দূর হয়ে গেল। পাহাড় বন নদী তড়াগ সব শোভমান হল। প্রতিদিন শোভা বাড়তে লাগল।

খগ মৃগ বৃন্দ আনন্দিত রহহীঁ * মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ।
সো বন বরনি ন সক অহিরাজা * জহাঁ প্রগট রঘুবীর বিরাজা ॥

পশুপাখি হয় আনন্দিত, ভ্রমর মধুর গুঞ্জন করে হয় শোভমান। যেখানে সাক্ষাৎ রঘুবীর বিরাজমান, সেই বন (বনের শোভা) নাগরাজও বর্ণনা করতে পারবেন না।

এক বার প্রভু সুখ আসীনা * লছিমন বচন কহে ছলহীনা।
সুর নর মুনি সচরাচর সাঈঁ * মৈঁ পূছউঁ নিজ প্রভু কী নাঈঁ ॥

একবার প্রভু সুখাসীন হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ অকপটে বললেন, হে দেব! হে চরাচরের স্বামী! আমি তোমাকে নিজের প্রভুর মতো জিজ্ঞেস করছি।

মোহি সমুঝাই কহহু সোই দেবা * সব তজি করৌঁ চরন রজ সেবা।
কহহু গ্যান বিরাগ অরু মায়া * কহহু সো ভগতি করহু জেহিঁ দায়া ॥

হে দেব! আমাকে বুঝিয়ে বলো আমি যেন সব ছেড়ে তোমারই চরণধূলির সেবা করতে এসেছি। জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং মায়ার ব্যাখ্যা করো এবং সেই ভক্তির কথা বলো যার জন্যে ভক্তের উপর তুমি করুণা কর।

শ্রীরামের ভক্তিযোগবর্ণন

দো০ ঈশ্বর জীব ভেদ প্রভু, সকল কহৌ সমুঝাই।
জাতেঁ হোই চরন রতি, সোক মোহ ভ্রম জাই ॥১১

হে প্রভু! ঈশ্বর আর জীবের ভেদ সব বুঝিয়ে বলো, যাতে তোমার চরণে আমার রতি হয় এবং দুঃখ মোহ ভ্রম দূর হয়।

চৌ০ থোরেহি মহঁ সব কহউঁ বুঝাঈ * সুনহু তাত মতি মন চিত লাঈ।
মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া * জেহিঁ বস কীন্হে জীব নিকায়া ॥

রাম বললেন, হে তাত! সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি। বুদ্ধি, মন ও চিত্ত একাগ্র করে শোনো। আমি আর আমার, তুমি আর তোমার এই হচ্ছে মায়া। যা জীবদের বশীভূত করে রেখেছে।

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ * সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।
তেহি কর ভেদ সুনহু তুম্হ সোউ * বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয় পর্যন্ত এবং যে-পর্যন্ত মন যায় সে-পর্যন্তই সব মায়া জানবে। তারই দুটি ভেদ—একটি বিদ্যা ও অপরটি অবিদ্যা। এ সম্বন্ধে শোনো।

এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপা * জা বস জীব পরা ভবকূপা।

এক রচই জগ গুন বস জাকেঁ * প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ ॥

একটি (অবিদ্যা) দুষ্ট এবং অত্যন্ত দুঃখময়। এরই বশীভূত হয়ে জীব সংসাররূপ কূপে পড়ে। আর-একটি (বিদ্যা) জগৎকে নির্মাণ করে, কারণ গুণ তার অধীন। তা ঈশ্বর-প্রেরিত, তার নিজের কোন বল নাই।

চৌ০ গ্যান মান জহঁ একউ নাহীঁ * দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ।

কহিঅ তাত সো পরম বিরাগী * তৃন সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী ॥

জ্ঞান তাকেই বলে যেখানে মানাদি (দোষ) একটিও নাই আর যা সমানভাবে সবার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখে। হে তাত! তাকেই পরম বৈরাগ্যবান বলা হয় যে সমস্ত সিদ্ধি ও তিন গুণকে তৃণের মতো পরিত্যাগ করে।

দো০ মায়া ঈস ন আপু কহুঁ, জান কহিঅ সো জীব।

বন্ধ মোচ্ছ প্রদ সর্বপর, মায়া প্রেরক সীব ॥১২

যে মায়া, ঈশ্বর এবং নিজেকে জানে না তাকে জীব বলা যায়। যা সকলকে বন্ধন আর মোক্ষ দান করে এবং যা মায়ার প্রেরক তাই ঈশ্বর।

ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যানা * গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বখানা।

জাতেঁ বেগি দ্রবউঁ মৈঁ ভাঈ * সো মম ভগতি ভগত সুখদাঈ ॥

ধর্ম থেকে বৈরাগ্য এবং যোগ থেকে জ্ঞান হয় আর জ্ঞান মোক্ষ দান করে, বেদ একথাই বলেন। ভাই, আমি যাতে দ্রুত প্রসন্ন হয়ে যাই তাই আমার ভক্তি যা ভক্তজনের সুখদাত্রী।

সো সুতন্ত্র অবলম্ব ন আনা * তেহি আধীন গ্যান বিগ্যানা।

ভগতি তাত অনুপম সুখমূলা * মিলই জো সন্ত হোইঁ অনুকূলা ॥

এই ভক্তি স্বতন্ত্র, তাতে অন্য কিছুর অবলম্বন নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই অধীন। হে তাত! ভক্তি অনুপম ও সুখের মূল। ভক্তি তখনই মেলে যখন সন্তজন অনুকূল হন।

ভগতি কি সাধন কহউঁ বখানী * সুগম পন্থ মোহি পাবহিঁ প্রানী।

প্রথমহিঁ বিপ্র চরন অতি প্রীতি * নিজ নিজ কর্ম নিরত শ্রুতি রীতী ॥

এখন ভক্তির সাধন ব্যাখ্যা করছি যাতে প্রাণী আমাকে সহজেই পেয়ে যায়। প্রথমেই প্রয়োজন বিপ্রচরণে গভীর প্রীতি এবং নিজ নিজ কর্মে বেদরীতির প্রয়োগ।

এহি কর ফল পুনি বিষয় বিরাগা * তব মম ধর্ম উপজ অনুরাগা।
শ্রবনাদিক নব ভক্তি দৃঢ়াহীঁ * মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ ॥

এ থেকেই বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। তখন আমার ধর্মে প্রেম উৎপন্ন হয়, শ্রবণাদি নব ভক্তি দৃঢ় হয় এবং আমার লীলায় হৃদয়ে অত্যন্ত প্রীতি জন্মায়।

সন্ত চরন পঙ্কজ অতি প্রেমা * মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা।
গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা * সব মোহি কহঁ জানৈ দৃঢ় সেবা ॥
মম গুন গাবত পুলক সরীরা * গদগদ গিরা নয়ন বহ নীরা।
কাম আদি মদ দম্ভ ন জাকেঁ * তাত নিরন্তর বস মৈঁ তাকেঁ ॥

যার সন্তচরণে গভীর প্রেম, মনে কর্মে ও বচনে ভজনের দৃঢ় নিয়মনিষ্ঠা, গুরু মাতা, পিতা, ভাই ও স্বামী এবং সমস্ত দেবতা সবই আমি এই দৃঢ়তা নিয়ে আমার সেবা করে, আমার গুণগানে যার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাণী গদগদ হয় এবং চোখে জল ঝরে, কামাদি মদ ও দম্ভ যার নেই, হে তাত। আমি সর্বদা তার বশে থাকি।

দো০ বচন কর্ম মন মোরি গতি, ভজনু করহিঁ নিঃকাম।
তিন্হ কে হৃদয় কমল মহুঁ, করউঁ সদা বিশ্রাম ॥১৩

যে বচনে, কর্মে আর মনে আমার শরণ নেয় এবং নিষ্কাম হয়ে আমারই ভজনা করে তার হৃদয়কমলে আমি সর্বদা বিশ্রাম করি।

চৌ০ ভগতি জোগ সুনি অতি সুখ পাবা * লছিমন প্রভু চরনন্হি সিরু নাবা।
এহি বিধি গএ কছুক দিন বীতী * কহত বিরাগ গ্যান গুন নীতী ॥

লক্ষ্মণ এই ভক্তিযোগ শুনে অত্যন্ত সুখ পেলেন এবং তিনি প্রভুর চরণে মাথা নত করলেন। এইভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, গুণ আর নীতির চর্চা করতে করতে কিছুদিন কেটে গেল।

শূর্পণখাবৃত্তান্ত

সূপনখা রাবন কৈ বহিনী * দুষ্ট হৃদয় দারুন জস অহিনী।
পঞ্চবটী সো গই এক বারা * দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা ॥

রাবণের এক ভগিনী ছিল। নাম শূর্পণখা। তার হৃদয় ছিল মন্দ এবং সাপিনীর মতো দারুণ। সে একবার পঞ্চবটীতে গেল। কুমারযুগলকে দেখে সে বিহ্বল হয়ে গেল।

ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী * পুরুষ মনোহর নিরখত নারী।

হোই বিকল সক মনহি ন রোকী * জিমি রবি মনি দ্রব রবিহি বিলোকী॥

(কাকভুশুণ্ডী বলছেন) হে গরুড়! ভাই, পিতা, পুত্র যেই হোক না কেন, মনোহর পুরুষ দেখে (সূর্পণখার মতো) নারী ব্যাকুল হয়ে পড়ে, নিজের মনকে বাধা দিতে পারে না, সূর্যকান্তমণি যেমন সূর্যকে দেখেই বিগলিত হয় তেমনি।

রুচির রূপ ধরি প্রভু পহিঁ জাঈ * বোলী বচন বহুত মুসুকাঈ।

তুম্হ সম পুরুষ ন মো সম নারী * য়হ সঁজোগ বিধি রচা বিচারী॥

সুন্দর রূপ ধরে সে প্রভুর (রামের) কাছে গেল, সুন্দর করে হেসে সে বলল, তোমার মতো (সুন্দর) কোন পুরুষ নাই, আমার মতো (সুন্দরী) কোন নারী নাই। বিধাতা বিচার করে এই সংযোগ রচনা করেছেন।

মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহীঁ * দেখেউঁ খোজি লোক তিহু নাহীঁ।

তাতেঁ অব লগি রহিউঁ কুমারী * মনু মানা কছু তুম্হহি নিহারী॥

আমার যোগ্য পুরুষ সংসারে নাই। আমি ত্রিভুবনে খুঁজে দেখেছি। এইজন্যে আমি এখনও কুমারীই রয়েছি। এখন তোমাকে দেখে আমার মনে কিছু (বাসনা) হচ্ছে।

সীতহি চিতই কহী প্রভু বাতা * অহই কুআর মোর লঘু ভ্রাতা।

গই লছিমন রিপু ভগিনী জানী * প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী॥

সীতার দিকে চেয়ে প্রভু বললেন, আমার ছোটো ভাই (এখনও) কুমার। একথা শুনে সে লক্ষ্মণের কাছে গেল। লক্ষ্মণ তাকে শত্রুর ভগিনী জেনে, প্রভুর দিকে তাকিয়ে কোমল বচনে বললেন—

সুন্দরি সুনু মৈঁ উন্হ কর দাসা * পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা।

প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা * জো কছু করহিঁ উনহি সব ছাজা॥

সুন্দরী! শোনো, আমি তো ওঁর দাস। পরাধীনের কাছে তোমার সুখ হবে না। প্রভু সমর্থ, অযোধ্যার রাজা, তিনি যাই করুন না কেন সবই তাঁর শোভা পাবে।

সেবক সুখ চহ মান ভিখারী * ব্যসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী।

লোভী জসু চহ চার গুমানী * নভ দুহি দুধ চহত এ প্রানী॥

সেবক সুখ চায়, ভিখারী সম্মান চায়, দুরাচার ধন চায় ও ব্যভিচারী সদ্‌গতি চায়, লোভী যশ চায়, অহঙ্কারী ধর্মাদি চারটি ফল চায়। তেমনি এই প্রাণীটি আকাশ দোহন করে দুধ চায়।

পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ * প্রভু লছিমন পহিঁ বহুরি পঠাঈ।
লছিমন কহা তোহি সো বরঈ * জো তৃন তোরি লাজ পরিহরঈ ॥

সে আবার ফিরে রামের কাছে এল। প্রভু আবার তাকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন। তখন লক্ষ্মণ বললেন—আমাকে সেই বরণ করবে, লজ্জাকে যে তৃণের মতো ত্যাগ করবে।

তব খিসিআনি রাম পহিঁ গঈ * রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটত ভঈ।
সীতহি সভয় দেখি রঘুরাঈ * কহা অনুজ সন সয়ন বুঝাঈ ॥

তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে রামের কাছে গেল এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। সীতাকে ভীত দেখে রাম লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করলেন।

দো॰ লছিমন অতি লাঘবঁ সো, নাক কান বিনু কীন্হি।
তাকে কর রাবন কহঁ, মনৌ চুনৌতী দীন্হি ॥১৪

লক্ষ্মণ অত্যন্ত দক্ষতায় তার নাক কান কেটে নিলেন, যেন তার হাত দিয়ে রাবণকে আস্ফালন জানালেন।

চৌ॰ নাক কান বিনু ভই বিকরারা * জনু স্রব সৈল গেরু কৈ ধারা।
খর দূষন পহিঁ গই বিলপাতা * ধিগ ধিগ তব পৌরুষ বল ভ্রাতা ॥

নাক-কান ছাড়া তাকে বিকট দেখালো। যেন পাহাড় থেকে গিরিমাটির ধারা বইল। সে বিলাপ করতে করতে খর ও দূষণের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, তোমাদের পৌরুষকে শত ধিক্।

তেহিঁ পূছা সব কহেসি বুঝাঈ * জাতুধান সুনি সেন বনাঈ।
ধাএ নিসিচর নিকর বরূথা * জনু সপচ্ছ কজ্জল গিরি জূথা ॥

তারা জিজ্ঞেস করলে সে সব বুঝিয়ে বলল। শুনে রাক্ষসেরা সেনা তৈরি করল। বহু রাক্ষস এমন ভাবে ধাবিত হল যে মনে হল যেন সমস্ত অঞ্জনগিরি ছুটে যাচ্ছে।

নানা বাহন নানাকারা * নানায়ুধ ধর ঘোর অপারা।
সূপনখা আগেঁ করি লীনী * অসুভ রূপ শ্রুতি নাসা হীনী ॥

তাদের নানা বাহন, নানা আকার, নানা অস্ত্র। তারা ভয়ঙ্কর এবং সংখ্যাতীত। তারা নাককান-কাটা অশুভরূপিণী শূর্পণখাকে সম্মুখে রাখল।

অসগুন অমিত হোহিঁ ভয়কারী * গনহিঁন মৃত্যু বিবস সব ঝারী ॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ * দেখি কটকু ভট অতি হরষাহীঁ ॥

ভয়ঙ্কর সব অলক্ষণ দেখা গেল, কিন্তু তাঁরা (আসন্ন) মৃত্যুর বশীভূত বলে সেগুলোকে আমল দিল না। তারা তর্জন-গর্জন করতে লাগল, আকাশে উড়ল, সৈন্য দেখে অধ্যক্ষেরা উৎফুল্ল হল।

কোউ কহ জিঅত ধরহু দ্বৌ ভাঈ * ধরি মারহু তিয় লেহু ছড়াঈ।
ধূরি পূরি নভ মণ্ডল রহা * রাম বোলাই অনুজ সন কহা ॥

কেউ বলল, দু-ভাইকে জ্যান্ত ধরে আনো। কেউ বলল, ওদের ধরে মেরে ফেলো এবং স্ত্রীকে ছিনিয়ে নাও। আকাশমণ্ডলে ধুলো ছেয়ে গেল, তখন রাম লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন—

লৈ জানকিহি জাহু গিরি কন্দর * আবা নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর।
রহেহু সজগ সুনি প্রভু কৈ বানী * চলে সহিত শ্রী সর ধনু পানী।

তুমি জানকীকে পাহাড়ের গুহায় নিয়ে যাও। ভয়ঙ্কর রাক্ষস-সেনা এসে পড়েছে। সাবধানে থেকো। প্রভুর কথা শুনে লক্ষ্মণ হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

দেখি রাম রিপুদল চলি আবা * বিহসি কঠিন কোদণ্ড চঢ়াবা ॥

রাম দেখলেন রাক্ষসসেনা আসছে। তখন হেসে তিনি কঠিন ধনুকে গুণ পরালেন।

ছন্দ॰ কোদণ্ড কঠিন চঢ়াই সির জট জুট বাঁধত সোহ ক্যোঁ।
মরকত সয়ল পর লরত দামিনি কোটি সোঁ জুগ ভুজগ জ্যোঁ ॥
কটি কসি নিষঙ্গ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ সুধারি কৈ।
চিতবত মনহু মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারি কৈ ॥

কঠিন ধনুকে গুণ পরিয়ে মাথায় জটাজুট বাঁধা প্রভু কেমন শোভিত হলেন? মনে হল, মরকত-পর্বতে কোটি বিদ্যুতের সঙ্গে দুটি সাপ যেন লড়াই করছে। কোমরে তূণীর ও দীর্ঘ বাহুতে ধনুক নিয়ে বাণ জুড়লেন এবং রাক্ষসদের দিকে তাকালেন। দেখে মনে হল মৃগরাজ যেন গজরাজদলের দিকে তাকাল।

সো॰ আই গএ বগমেল, ধরহু ধরহু ধাবত সুভট।
জথা বিলোকি অকেল, বাল রবিহি ঘেরত দনুজ ॥৭

বহু (রাক্ষস-) যোদ্ধা একত্র হয়ে এসে পড়ল এবং 'ধর্ ধর্' বলে এমনভাবে দৌড়ল, দেখে মনে হল বালসূর্যকে একলা দেখে দানব যেন ঘিরে ফেলছে।

চৌ॰ প্রভু বিলোকি সর সকহিঁ ন ডারী * থকিত ভঈ রজনীচর ধারী।
সচিব্র বোলি বোলে খর দূষন * য়হ কোউ নৃপবালক নর ভূষন॥

প্রভুকে দেখে বাণ নিক্ষেপ করতে পারল না তারা। সমস্ত রাক্ষস স্তব্ধ হয়ে গেল। খর ও দূষণ মন্ত্রীকে ডেকে বলল, এই নৃপবালক মানুষের অলঙ্কারস্বরূপ।

নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে * দেখে জিতে হতে হম কেতে।
হম ভরি জন্ম সুনহু সব ভাঈ * দেখী নহিঁ অসি সুন্দরতাঈ॥

আমি তো কত দেবতা মানুষ ও মুনিদের দেখেছি এবং তাকে জয় করেছি, মেরেছিও কতজনকে, কিন্তু ভাইয়েরা! শোন, জন্মে এমন রূপ আমি দেখি নাই।

জদ্যপি ভগিনী কীন্হি কুরূপা * বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা।
দেহু তুরত নিজ নারি দুরাঈ * জীঅত ভবন জাহু দ্বৌ ভাঈ॥

যদিও সে ভগ্নীকে কুরূপ করেছে, তবুও এই অনুপম পুরুষ বধের যোগ্য নয়। 'লুকিয়ে-রাখা স্ত্রীকে শিগ্‌গিরই এনে দাও, জীবিত অবস্থাতেই দু-ভাই ঘরে ফিরে যাও।'

মোর কহা তুম্হ তাহি সুনাবহু * তাসু বচন সুনি আতুর আবহু।
দূতন্হ কহা রাম সন জাঈ * সুনত রাম বোলে মুসুকাঈ॥

আমার এই কথা তুমি তাদের গিয়ে বলো। তারপর উত্তর শুনে অবিলম্বে এসো। দূতেরা গিয়ে রামকে একথা বলল। শুনে রাম হেসে বললেন—

হম ছত্রী মৃগয়া বন করহীঁ * তুম্হ সে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ।
রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ * এক বার কালহু সন লরহীঁ॥

আমরা ক্ষত্রিয়, বনে মৃগয়া করি। তোমাদের মত দুষ্ট পশুর খোঁজে ফিরি। বলবান শত্রু দেখে ভয় পাই না। একবার কালের (মৃত্যুর) সঙ্গেও লড়তে পারি।

জদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক * মুনি পালক খল সালক বালক।
জৌঁ ন হোই বল ঘর ফিরি জাহু * সমর বিমুখ মৈঁ হতউঁ ন কাহু॥

যদিও মানুষ, তবু আমরা দৈত্যকুলঘাতক এবং মুনিজনের পালক। আমরা দুষ্টের দণ্ডদাতা বালক। যদি বল না থাকে ঘরে ফিরে যাও। যারা রণবিমুখ তাদের কাউকে আমি বধ করি না।

রন চঢ়ি করিঅ কপট চতুরাঈ * রিপু পর কৃপা পরম কদরাঈ।
দূতন্হ জাই তুরত সব কহেউ * সুনি খর দূষন উর অতি দহেউ॥

যুদ্ধং দেহি বলে যখন এসেছ তখন যুদ্ধে কূট-কৌশল প্রকাশ করো। শত্রুকে করুণা করা তো কাপুরুষতা। দূতেরা গিয়ে অবিলম্বে সব বলল। শুনে খর ও দূষণের হৃদয় অত্যন্ত দগ্ধ হলো।

খর ও দূষণের সঙ্গে যুদ্ধ

ছন্দ॰ উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধাএ বিকট ভট রজনী চরা।
সর চাপ তোমর সক্তি সূল কৃপান পরিঘ পরসু ধরা॥
প্রভু কীহ্নি ধনুষ টকোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়ারহা।
ভএ বধির ব্যাকুল জাতুধান ন গ্যান তেহি অরসর রহা॥

তাদের হৃদয় দগ্ধ হলো। বলল, ধরো ধরো। তখন বিকট রাক্ষস ধনুর্বাণ, তোমর, বর্শা, শূল, তরবারি, গদা ও কুঠার নিয়ে ধাবিত হলো। প্রভু প্রথমে ধনুকের কঠোর, ঘোর ও ভয়ঙ্কর টঙ্কার তুললেন। তা শুনে রাক্ষসেরা বধির ও ব্যাকুল হলো। সেই সময়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না।

দো॰ সাবধান হোই ধাএ, জানি সবল আরাতি।
লাগে বরষন রাম পর, অস্ত্র সস্ত্র বহু ভাঁতি॥১৫
তিহ্ন কে আয়ুধ তিল সম, করি কাটে রঘুবীর।
তানি সরাসন শ্রবন লগি, পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর॥১৬

তাঁরা শত্রুকে বলবান জেনে সতর্ক হয়ে ধেয়ে এল এবং রাম নানারকম অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। তাদের অস্ত্রকে রাম তিলের মতো তুচ্ছ ভেবে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তারপর কান পর্যন্ত ধনুক টেনে তাঁর নিজের বাণ ছুঁড়লেন।

ছন্দ॰ তব চলে বান করাল * ফুঙ্করত জনু বহু ব্যাল।
কোপেউ সমর শ্রীরাম * চলে বিসিখ নিসিত নিকাম॥
অবলোকি খরতর তীর * মুরি চলে নিসিচর বীর।
ভএ ক্রুদ্ধ তীনিউ ভাই * জো ভাগি রন তে জাই॥

তখন ভয়ঙ্কর বাণ এমন ছুটল যেন সাপ ফুঁসতে-ফুঁসতে চলেছে। শ্রীরাম যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হলেন এবং অত্যন্ত শাণিত বাণ ছুটল। খরতর তীর দেখে রাক্ষস বীর ফিরে চলল। তখন তিন ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে রণে ভঙ্গ দেবে তাকে নিজের হাতে মারব।

চৌ॰ তেহি বধব হম নিজ পানি * ফিরে মরন মন মহু ঠানি।
আয়ুধ অনেক প্রকার * সনমুখ তে করহিঁ প্রহার॥
রিপু পরম কোপে জানি * প্রভু ধনুষ সর সন্ধানি।
ছাঁড়ে বিপুল নারাচ * লগে কটন বিকট পিসাচ॥

মরণ নিশ্চিত জেনে তারা পিছু হটল। তারপর মুখোমুখি হয়ে নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। শত্রুদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ জেনে প্রভু ধনুকে শরসন্ধান করে বিপুল নারাচ নিক্ষেপ করলেন এবং ভয়ঙ্কর পিশাচদের কাটতে লাগলেন।

উর সীস ভুজ কর চরন * জহঁ তহঁ লগে মহি পরন।
চিক্করত লাগত বান * ধর পরত কুধর সমান॥

তাদের বুক, মাথা, হাত, পা যেখানে সেখানে মাটিতে পড়তে লাগল। বাণ লাগতেই তারা চিৎকার করতে লাগল। পাহাড়ের মতো তাদের ধড় পড়তে লাগল।

ভট কটত তন সত খণ্ড * পুনি উঠত করি পাষণ্ড।
নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড * বিনু মৌলি ধাবত রুণ্ড॥

সৈনিকদের দেহ শত খণ্ড হলেও তারা মায়া অবলম্বন করে আবার উঠে দাঁড়াতে লাগল। বহু হাত আর মুণ্ড আকাশে উড়তে লাগল বিনা মুণ্ডে ধড় দৌড়তে থাকল।

খগ কঙ্ক কাক শৃগাল * কটকটহিঁ কঠিন করাল।
শকুন, চিল, কাক এবং শিয়াল ভয়ঙ্কর কর্কশ স্বরে ডাকতে লাগল।

ছন্দ॰ কটকটহিঁ জম্বুক ভূত প্রেত পিসাচ খর্পর সঞ্চহীঁ।
বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি নঞ্চহীঁ॥
রঘুবীর বান প্রচণ্ড খণ্ডহিঁ ভটন্হ কে উর ভুজ সিরা।
জহঁ তহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধর ধরু ধরু করহি ভয়কর গিরা॥

শিয়াল ডাকতে লাগল, ভূতপ্রেত ও পিশাচ নর-কপাল সাজাতে লাগল. বেতালেরা বীরদের খুলি নিয়ে তাল বাজাতে লাগল, যোগিনীরা নাচতে লাগল। রঘুবীরের প্রচণ্ড বাণ সৈন্যদের বুক, হাত ও মাথা খণ্ড খণ্ড করতে লাগল। রাক্ষসেরা এদিকে-ওদিকে পড়ে গিয়ে আবার উঠে যুদ্ধ করতে লাগল এবং ধর্ ধর্ বলে ভীষণ শব্দ করতে লাগল।

অস্ত্রাররী গহি উড়ত গীধ পিসাচ কর গহি ধাররহী ।
সংগ্রাম পুর বাসী মনহুঁ বহু বাল গুড়ী উড়াররহী ॥
মারে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কহঁরত পরে ।
অরলোকি নিজ দল বিকল ভট তিসিরাদি খর দূষন ফিরে ॥

শকুন অস্ত্র নিয়ে আকাশে উড়তে লাগল, পিশাচেরা ছিন্ন হাত লুফে নিয়ে ছুটতে লাগল। মনে হল সংগ্রাম-নগরের অধিবাসী বহু বালক যেন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। বহু যোদ্ধা নিহত এবং ভূপাতিত হল। অনেকে বিদীর্ণবক্ষে পড়ে পড়ে কাতরাতে লাগল। নিজেদের সৈন্যকে ব্যাকুল দেখে খর, দূষণ এবং ত্রিশিরা-আদি যোদ্ধারা (রামচন্দ্রের দিকে) ফিরলেন।

সর সক্তি তোমর পরসু সূল কৃপান একহি বাররহী ।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগনিত নিসাচর ডররহী ॥
প্রভু নিমিষ মহুঁ রিপু সর নিবারি পচারি ডারে সায়কা ।
দস দস বিসিখ উর মাঝ মারে সকল নিসিচর নায়কা ॥

অগণিত রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীরামের উপর বাণ, শেল, তোমর, কুঠার, শূল, তরবারি একই সঙ্গে নিক্ষেপ করল। প্রভু নিমেষে শত্রুবাণ রোধ করে রাক্ষসসেনাপতিদের বুকে দশ-দশটি বাণ বিদ্ধ করে তাদের বধ করলেন।

মহি পরত উঠি ভট ভিরত ভরত ন করত মায়া অতি ঘনী ।
সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত বিলোকি এক অরধ ধনী ॥
সুর মুনি সভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি কৌতুক করেো ।
দেখহি পরসপর রাম করি সংগ্রাম রিপুদল লরি মরেো ॥

যোদ্ধারা মাটিতে পড়ে ও আবার উঠে উঠে যুদ্ধ করতে লাগল, কিন্তু মরল না। প্রবল মায়া বিস্তার করল তারা। চোদ্দ হাজার রাক্ষস এবং একা রামকে দেখে দেবতারা ভীত হলেন। দেবতা এবং মুনিদের ভীত দেখে মায়ানাথ অদ্ভুত কৌতুক করলেন। প্রত্যেকে রামকে সম্মুখে দেখে শত্রুদল পরস্পর যুদ্ধ করে মরল।

দো০ রাম রাম কহি তনু তজহিঁ, পারহিঁ পদ নির্বান ।
করি উপায় রিপু মারে, ছন মহুঁ কৃপা নিধান ॥১৭
হরষিত বরষহিঁ সুমন সুর, বাজহিঁ গগন নিসান ।
অস্তুতি করি করি সব চলে, সোভিত বিবিধ বিমান ॥১৮

সবাই রাম রাম বলে দেহত্যাগ করল আর মোক্ষপদ পেল। এই উপায় করে কৃপানিধান নিমেষে সব শত্রুদের বধ করলেন। দেবতারা আনন্দিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন, আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল। স্তুতি করে করে সবাই বিবিধ বিমানে শোভিত হয়ে চলে গেল।

চৌ॰ জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে * সুর নর মুনি সব কে ভয় বীতে।
তব লছিমন সীতহি লৈ আএ * প্রভু পদ পরত হরষি উর লাএ॥

যখন রঘুনাথ যুদ্ধে শত্রু জয় করলেন তখন সুর-নর-মুনি সকলেরই ভয় দূর হল। তখন লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে এলেন। প্রভুপদে পড়তেই তিনি তাঁকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সীতা চিতব স্যাম মৃদু গাতা * পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা।
পঞ্চবটী বসি শ্রীরঘুনায়ক * করত চরিত সুর মুনি সুখদায়ক॥

সীতা শ্যামকোমল দেহের দিকে চেয়ে রইলেন, পরম প্রেমে তার নয়ন তৃপ্ত হলো না। পঞ্চবটীতে বাস করে এইভাবে শ্রীরঘুনাথ দেবতা ও মুনিদের সুখদায়ক লীলা করতে লাগলেন।

শূর্পণখা-রাবণসংবাদ

ধুআঁ দেখি খরদূষন কেরা * জাই সুপনখাঁ রাবন প্রেরা।
বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী * দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী॥

খর ও দূষণের নিধন দেখে সূর্পণখা গিয়ে রাবণকে উত্তেজিত করল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুমি দেশ ও রাজকোষের কথা একেবারে ভুলে বসে আছ।

করসি পান সোবসি দিনু রাতী * সুধি নহিঁ তব সির পর আরাতী।

দিনরাত শুধু সুরাপান করছ আর শুয়ে আছ, তোমার খেয়াল নেই যে শিয়রে শত্রু।

রাজ নীতি বিনু ধন বিনু ধর্মা * হরিহি সমর্পে বিনু সতকর্মা।
বিদ্যা বিনু বিবেক উপজাএঁ * শ্রম ফল পঢ়েঁ কিএঁ অরু পাএঁ॥

নীতি পাঠ না করেই যে রাজ্য করে, ধর্ম বিনাই যে ধন পায়, হরিকে সমর্পন বিনা যে সৎকর্ম করে, বিবেক বিনা যারা বিদ্যা অর্জন করে তাদের তা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সঙ্গ তেঁ জতী কুমন্ত্র তে রাজা * মান তে গ্যান পান তেঁ লাজা॥
প্রীতি প্রনয় বিনু মদ তে গুনী * নাসহিঁ বেগি নীতি অস সুনী॥

কুসঙ্গে সন্ন্যাসী, কুমন্ত্রণায় রাজা, অভিমানে জ্ঞান, সুরাপানে লজ্জা, নম্রতা ছাড়া প্রীতি এবং অহঙ্কারে গুণ দ্রুত নষ্ট হয়, এই নীতিকথা শুনেছি।

সো॰ রিপু রুজ পাবক পাপ, প্রভু অহি গনিঅ ন ছোট করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ, করি লাগী রোদন করুন ॥২৮

শত্রু, রোগ, অগ্নি, পাপ, প্রভু ও সাপকে ছোটো করে দেখা ঠিক নয়। এই বলে নানাভাবে বিলাপ করে সে করুণভাবে কাঁদতে লাগল।

দো॰ সভা মাঝ পরি ব্যাকুল, বহু প্রকার কহ রোই।
তোহি জিঅত দসকন্ধর, মোরি কি অসি গতি হোই ॥২১

সে ব্যাকুল হয়ে সভার মধ্যে মাটিতে পড়ে গিয়ে নানাভাবে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, হে দশানন! তুমি বেঁচে থাকতে কি আমার এই দশা হওয়া উচিত?

চৌ॰ সুনত সভাসদ উঠে অকুলাঈ * সমুঝাঈ গহি বাঁহ উঠাঈ।
কহ লঙ্কেস কহসি নিজ বাতা * কেহিঁ তব নাসা কান নিপাতা ॥

একথা শুনে সভাসদেরা ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তাকে হাত ধরে উঠিয়ে বোঝালো। লঙ্কাপতি বলল, কে তোর নাক কান কাটল সে কথা বলবি তো?

অবধ নৃপতি দসরথ কে জাএ * পুরুষ সিংঘ বন খেলন আএ।
সমুঝি পরী মোহি উন্হ কৈ করনী * রহিত নিসাচর করিহহিঁ ধরনী ॥

সে বলল, অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র, পুরুষসিংহ (রাম) বনে শিকার করতে এসেছেন। তাঁর আচরণ দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি পৃথিবীকে রাক্ষসহীন করে ছাড়বেন।

জিন্হ কর ভুজবল পাই দসানন * অভয় ভএ বিচরত মুনি কানন।
দেখত বালক কাল সমানা * পরম ধীর ধন্বী গুন নানা ॥

হে দশানন! যাঁর ভুজবল পেয়ে মুনিরা বনে অভয় হয়ে বিচরণ করছে, দেখতে তিনি বালক কিন্তু যেন সাক্ষাৎ কাল। তিনি পরম ধীর, ধনুর্ধর এবং নানা গুণে গুণী।

অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ ভ্রাতা * খল বধ রত সুর মুনি সুখদাতা।
সোভা ধাম রাম অস নামা * তিন্হ কে সঙ্গ নারি এক স্যামা ॥

তাঁরা দু-ভাই অতুল বল ও পরাক্রমের অধিকারী। তাঁরা দুষ্টবধে রত এবং সুর-মুনিদের সুখদাতা। যিনি সৌন্দর্যের আধার তাঁর নাম রাম, তাঁর সঙ্গে এক যুবতী স্ত্রী আছে।

রূপ রাসি বিধি নারি সঁবারী * রতি যত কোটি তাসু বলিহারী।
তাসু অনুজ কাটে শ্রুতি নাসা * সুনি তব ভগিনি করহিঁ পরিহাসা।

বিধাতা তাঁকে রূপের রাশি করে গড়েছেন। কোটি রতিও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাঁরই অনুজ আমার নাক আর কান কেটেছে এবং তোমার ভগিনী শুনে পরিহাস করেছে।

খর দূষন সুনি লগে পুকারা * ছন মহুঁ সকল কটক উন্হ মারা।
খর দূষন ত্রিসিরা কর ঘাতা * সুনি দসসীস জরে সব গাতা॥

খর ও দূষণ একথা শুনে তাঁকে রণে আহ্বান করতে লাগল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সমস্ত সেনাকে ধ্বংস করলেন। খর, দূষণ ও ত্রিশিরার নিধন শুনে দশাননের সমস্ত গা জ্বলে উঠল।

রাবণের চিন্তা ও মারীচের কাছে আগমন

দো০ সূপনখহি সমুঝাই করি, বল বোলে সিবহু ভাঁতি।
গয়উ ভবন অতি সোচ বস, নীদ পরই নহিঁ রাতি ॥২০

সে সূর্পণখাকে অনেক বুঝিয়ে, নানাভাবে নিজের বলের বড়াই করে অন্তঃপুরে চলে গেল, কিন্তু চিন্তায় তার সারারাত ঘুম হল না।

চৌ০ সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ * মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ।
খর দূষন মোহি সম বলবন্তা * তিন্হহি কো মারই বিনু ভগবন্তা॥

সুর, নর, অসুর, নাগ এবং বিহগকুলের মধ্যে আমার অনুচরদের মতো (বলবান্) কেউ নেই। খর ও দূষণ তো আমার সমান শক্তিমান। ভগবান ছাড়া তাদের কে বধ করতে পারে ?

সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা * জৌঁ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা।
তৌ মৈঁ জাই বৈরু হঠি করউঁ * প্রভু সর প্রান তজেঁ ভব তরউঁ॥

দেবতাদের তুষ্ট করতে এবং সংসারভার হরণ করতে যদি ভগবানই অবতার রূপ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আমি জিদ করে গিয়ে শত্রুতা করব এবং প্রভুর বাণে প্রাণত্যাগ করে ভবসাগর পার হব।

হোইহি ভজনু ন তামস দেহা * মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা।
জৌঁ নররূপ ভূপসুত কোউ * হরিহউঁ নারি জীতি রন দোউ॥

আমার এই তামস দেহে তো ভজন হবে না। তাই মনে, কর্মে ও বচনে এই আমার দৃঢ় মন্ত্র। যদি ইনি মানুষরূপে কোন রাজপুত্র হন তাহলে দুজনকে যুদ্ধে পরাজিত করে নারীকে হরণ করব।

চলা অকেল জান চঢ়ি তহবঁ। * বস মারীচ সিন্ধু তট জহবঁ।
ইহাঁ রাম জসি জুগুতি বনাঈ * সুনহু উমা সো কথা সুহাঈ ॥

(এই ভেবে) রথে চড়ে একলাই সেখানে গেলেন যেখানে সিন্ধুতটে মারীচ বাস করত। এখানে রাম যে যুক্তি করলেন, হে উমা, সেই মনোহর কাহিনী শোনো।

সীতার প্রতি শ্রীরামের অগ্নিবাসের পরামর্শ

দো° লছিমন গএ বনহিঁ জব, লেন মূল ফল কন্দ।
জনকসুতা সন বোলে, বিহসি কৃপা সুখ বৃন্দ ॥২১

লক্ষ্মণ যখন বনে ফলমূল ও কন্দ আহরণ করতে গেলেন তখন করুণা ও সুখের পুঞ্জ (শ্রীরাম) হেসে সীতাকে বললেন—

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা * মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা।
তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা * জৌ লগি করৌঁ নিসাচর নাসা ॥

হে প্রিয়া! হে সুন্দর পতিব্রতচারিণী! হে সুচরিতা! শোনো। আমি কিছু সুন্দর নরলীলা করব। যতদিন না আমি রাক্ষস বধ না করি ততদিন তুমি অগ্নিতে বাস করো।

জবহিঁ রাম সব কহা বখানী * প্রভু পদ ধরি হিয়ঁ অনল সমানী।
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা * তৈসই সীল রূপ সুবিনীতা ॥

যখন রাম সব কথা বর্ণনা করলেন তখন ঐ রকমই শীল রূপ এবং সুবিনয় মণ্ডিত নিজের প্রতিবিম্ব সেখানে রেখে, সীতা প্রভুপদ হৃদয়ে ধারণ করে অগ্নিতে মিশে গেলেন।

রাবণমারীচ সংবাদ

লছিমনহূঁ য়হ মরমু ন জানা * জো কছু চরিত রচা ভগবানা।
দসমুখ গয়উ জহাঁ মারীচা * নাই মাথ স্বারথ রত নীচা ॥

ভগবান (শ্রীরামচন্দ্র) যে লীলা করলেন লক্ষ্মণও সে মর্ম জানলেন না। স্বার্থপর নীচ দশানন মাথা নত করে যেখানে মারীচ সেখানে গেলেন।

নরনি নীচ কৈ অতি দুখদাঈ, * জিমি অঙ্কুস ধনু উরগ বিলাঈ।

ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয় বানী * জিমি অকাল কে কুসুমভবানী ॥

অঙ্কুশ, ধনুক, সাপ এবং বিড়ালের মতো নিচে নত হওয়া অত্যন্ত দুঃখদায়ক। হে পার্বতী! দুষ্টের প্রিয় কথাও ভয়প্রদ, যেমন অকালের ফুল।

দো০ করি পূজা মারীচ তব, সাদর পূছী বাত।

করন হেতু মন ব্যগ্র অতি, অকসর আয়হু তাত ॥২২

মারীচ তখন সম্মান প্রদর্শন করে সাদরে জিজ্ঞেস করল, হে তাত! তোমার মন এত ব্যাকুল কেন, একাই বা কেন এলে?

চৌ০ দসমুখ সকল কথা তেহি আগেঁ * কহী সহিত অভিমান অভাগেঁ।

হোহু কপট মৃগ তুম্হ ছলকারী * জেহি বিধি হরি আনৌ নৃপনারী ॥

তখন অভাগা দশানন তার কাছে সদর্পে সব কথা জানিয়ে বলল—ছলনা করবার জন্যে তুমি কপটমৃগ হয়ে যাও, যাতে আমি রাজবধূকে হরণ করে আনতে পারি।

তেহিঁ পুনি কহা সুনহু দসসীসা * তে নররূপ চরাচর ঈসা।

তাসোঁ তাত বয়রু নহিঁ কীজৈ * মারেঁ মরিঅ জিআএঁ জীজৈ ॥

কিন্তু মারীচ তাকে বলল, হে দশানন! শোনো। তিনি নররূপে বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। হে তাত, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কোরো না। তিনি মারলে মরতে হবে, তিনি বাঁচালেই বাঁচা যাবে।

মুনি মখ রাখন গয়উ কুমারা * বিনু ফর সর রঘুপতি মোহি মারা।

সত জোজন আয়উঁ ছন মাহীঁ * তিন্হ সন বয়রু কিএঁ ভল নাহীঁ ॥

মুনির (বিশ্বামিত্রের) যজ্ঞ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন কুমারেরা। ফলাহীন বাণে রঘুপতি আমাকে আঘাত করেছিলেন। আমি মুহূর্তে সাত যোজন দূরে এসেছি। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করায় মঙ্গল নেই।

ভই মম কীট ভৃঙ্গ কী নাঈ * জহঁ তহঁ মৈঁ দেখউঁ দোউ ভাঈ।

জৌঁ নর তাত তদপি অতি সূরা * তিন্হহি বিরোধি ন আইহি পূরা ॥

মাকড়সা-আক্রষ্ট মাছির মতো আমার অবস্থা হল। যত্রতত্র আমি ঐ দুইভাইকে দেখছি। যদি মানুষও হন তবু তিনি মহাবীর। তাঁর সঙ্গে বিরোধে মঙ্গল হবে না।

দো০ জেহিঁ তাড়কা সুবাহু হতি, খণ্ডেউ হর কোদণ্ড।

খর দূষন তিসিরা বধেউ, মনুজ কি অস বরিবণ্ড ॥ ২৩

যিনি তাড়কা ও সুবাহুকে বধ করে হরধনু ভঙ্গ করলেন এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করলেন এমন শক্তিমান কি মানুষ হতে পারে?

চৌ॰ জাহু ভবন কুল কুসল বিচারী * সুনত জরা দীন্হিসি বহু গারী।
গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা * কহু জগ মোহি সমান কো জোধা॥

তুমি বংশের মঙ্গলের কথা বিচার করে ফিরে যাও। একথা শুনে রাবণ জ্বলে উঠল, বহু গালাগালি দিল তাকে: মূর্খ তুই আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিচ্ছিস? জগতে আমার মতো যোদ্ধা কে?

মারীচের রামাশ্রয়ী চিন্তা

তব মারীচ হৃদয়ঁ অনুমানা * নবহি বিরোধেঁ নহিঁ কল্যানা।
সস্ত্রী মর্মী প্রভু সঠ ধনী * বৈদ বন্দি কবি ভানস গুনী॥

তখন মারীচ মনে মনে ভাবলেন, শস্ত্রধারী, প্রভু, মূর্খ, ধনী, বৈদ্য, ভাট, কবি ও গুণী এই নয় জনের সঙ্গে শত্রুতা করা ভালো নয়।

উভয় ভাঁতি দেখা নিজ মরনা * তব তাকিসি রঘুনায়ক সরনা।
উতরু দেত মোহি বধব অভাগেঁ * কসন মরৌঁ রঘুপতি সর লাগেঁ॥

সে যখন দেখল দু-দিক দিয়েই তার মরণ, তখন রঘুনাথের আশ্রয়ের দিকেই সে তাকিয়ে রইল। উত্তর দিলেই এই অভাগা আমাকে বধ করবে। তাহলে রঘুপতির বাণাঘাতেই কেন না মরি।

অস জিয়ঁ জানি দসানন সঙ্গা * চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা।
মন অতি হরষ জনাব ন তেহী * আজু দেখিহউ পরম সনেহী॥

একথা মনে মনে স্থির করে রামপদে পরম প্রীতি স্থাপন করে সে দশাননের সঙ্গে চলল। তার মনে বড়ো আনন্দ আজ, পরম প্রিয়কে দেখতে পাবে। রাবণকে একথা জানাল না সে।

ছন্দ॰ নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সুফল করি সুখ পাইহৌঁ।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেত পদ মন লাইহৌঁ॥
নির্বান দায়ক ক্রোধ জা কর ভগতি অবসহি বসকরী।
নিজ পানি সর সন্ধানি সো মোহি বধিহি সুখসাগর হরী॥

নিজের পরম প্রিয়কে দেখে নয়ন সার্থক করে সুখ পাব। স্ত্রী (সীতা) ও অনুজসহ কৃপানিধানের চরণে মন সমর্পণ করব। যাঁর ক্রোধও মুক্তিদায়ক, যাঁর ভক্তি অ-বশ্য-কেও (ভগবানকেও) বশে আনে, নিজের হাতে শরসন্ধান করে সেই সুখসাগর হরি আমাকে বধ করবেন।

দো॰ মম পাছে ধর ধাবত, ধরেঁ সরাসন বান।

ফিরি ফিরি প্রভুহি বিলোকিহউঁ, ধন্য ন মো সম আন ॥২৪

ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসা প্রভুকে আমি ফিরে ফিরে দেখব। আমার মতো ধন্য আর কেউ নেই।

মারীচের কপটমৃগরূপ ধারণ

চৌ॰ তেহি বন নিকট দসানন গয়উ * তব মারীচ কপটমৃগ ভয়উ।

অতি বিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ * কনক দেহ মনি রচিত বনাঈ ॥

সেই বনের কাছে যখন দশানন গেল তখন মারীচ কপটমৃগ হল। সোনার অঙ্গ মণিতে খচিত হয়ে এমন বিচিত্র হল যে তার বর্ণনা দেওয়াই সম্ভব নয়।

সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা * অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেষা।

সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা * এহি মৃগ কর অতি সুন্দর ছালা ॥

সীতা পরম সুন্দর মৃগকে দেখলেন, যার অঙ্গে অঙ্গে অতি সুন্দর শোভা। বললেন, হে দেব, হে কৃপালু রঘুবীর! শোনো, এই মৃগের চর্ম অত্যন্ত সুন্দর।

সত্যসন্ধ প্রভু বধি করি এহি * আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী।

তব রঘুপতি জানত সব কারন * উঠে হরষি সুর কাজু সঁবারন ॥

হে সত্যসন্ধ প্রভু! একে বধ করে এর চর্ম নিয়ে এসো—বৈদেহী বলল। তখন রঘুপতি সব কারণ জেনেও দেবকর্ম সম্পাদনের জন্যে উঠলেন।

মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা * করতল চাপ রুচির সর সাঁধা।

প্রভু লছিমনহি কহা সমুঝাঈ * ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভাঈ ॥

হরিণটা দেখে কোমরে ফেটি বাঁধলেন আর হাতে সুন্দর ধনুক নিয়ে বাণ শাণিয়ে নিলেন। প্রভু লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন, ভাই বনে বহু রাক্ষস বিচরণ করে।

রামের কপটমৃগানুসরণ

সীতা কেরি করেহু রখবারী * বুধি বিবেক বল সময় বিচারী।
প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী * ধাএ রামু সরাসন সাজী ॥

তুমি বুদ্ধি, বিবেক, শক্তি ও সময় বিচার করে সীতাকে রক্ষা করবে। প্রভুকে দেখে হরিণ ছুটে পালালো। রাম ধনুর্বাণ সজ্জিত করে ধাবিত হলেন।

নিগম নেতি সির ধ্যান ন পারা * মায়ামৃগ পাছে সো ধারা।
কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাঈ * কবহুঁক প্রগটই কবহুঁ ছপাঈ ॥

বেদ 'নেতি নেতি' করে প্রকাশ করে, শিব যাকে ধ্যানে পান না, মায়ামৃগের পিছনে তিনি ধাবিত হলেন। সে কখনও কাছে আসে, কখনও দূরে পালায়, কখনও দেখা দেয়, কখনও লুকিয়ে পড়ে।

প্রগটত দুরত করত ছল ভূরী * এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লৈ দূরী।
তব তকি রাম কঠিন সর মারা * ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা ॥

এইভাবে দেখা দিয়ে এবং লুকিয়ে নানা ছলে প্রভুকে সে দূরে নিয়ে এল। তখন লক্ষ্য স্থির করে রাম কঠিন বাণ ছুঁড়লেন। ঘোর আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ে গেল।

লছিমন কর প্রথমহিঁ লৈ নামা * পাছে সুমিরেসি মন মহুঁ রামা।
প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা * সুমিরেসি রামু সমেত সনেহা ॥

প্রথমে লক্ষ্মণের নাম নিয়ে পরে সে মনে মনে রামকে স্মরণ করল। প্রাণত্যাগ করবার সময় মারীচ নিজের রাক্ষসরূপ প্রকাশ করল এবং সপ্রেমে রামকে স্মরণ করল।

অন্তর প্রেম তাসু পহিচানা * মুনি দুর্লভ গতি দীন্হি সুজানা ॥

তার আন্তরিক প্রেম বুঝে চতুর রামচন্দ্র তাঁকে মুনিদুর্লভ গতি দান করলেন।

দো॰ বিপুল সুমন সুর বরষহিঁ, গাবহিঁ প্রভু গুন গাথ।
নিজ পদ দীন্হ অসুর কহুঁ, দীনবন্ধু রঘুনাথ ॥২৫

দেবতারা প্রচুর পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন এবং প্রভুর গুণগান করতে লাগলেন। কারণ দীনবন্ধু রঘুনাথ অসুরকেও নিজ পদ দান করলেন।

চৌ॰ খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা * সোহ চাপ কর কটি তূনীরা।
আরত গিরা সুনি জব সীতা * কহ লছিমন সন পরম সভীতা ॥

দুষ্ট মারীচকে বধ করে রঘুবীর তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর হাতে ধনুক এবং

কোমরে তূণীর শোভমান ছিল। সীতা যখন আর্তবাণী শুনলেন অত্যন্ত ভীতা হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন,

সীতার আদেশে লক্ষ্মণের রামানুসরণ

জাহু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা * লছিমন বিহসি কহা সুনু মাতা।
ভৃকুটি বিলাস সৃষ্টি লয় হোঈ * সপনেহুঁ সঙ্কট পরই কি সোঈ॥

শিগ্‌গির যাও, তোমার ভাই সংকটে পড়েছেন। লক্ষ্মণ হেসে বললেন, হে জননী! শোনো, যাঁর ভ্রুকুটি-বিলাসে সৃষ্টি ও ক্ষয় হয় তিনি কি স্বপ্নেও সঙ্কটে পড়েন?

মরম বচন জব সীতা বোলা * হরি প্রেরিত লছিমন মন ডোলা।
বন দিসি দেব সৌঁপি সব কাহূ * চলে জহাঁ রাবন সসি রাহূ॥

সীতা যখন মর্মঘাতী বচন বললেন তখন, হরির প্রেরণায়, লক্ষ্মণের মনও টলল। বনদেব ও দিগ্‌দেবতাদের সবার কাছে সীতাকে সমর্পণ করে, তিনি যেখানে রাবণরূপ শশীর পক্ষে রাহুরূপ রাম ছিলেন সেখানে চলে গেলেন।

রাবণের সীতাহরণ

সুন বীচ দসকন্ধর দেখা * আবা নিকট জতী কেঁ বেষা।
জাকেঁ ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ * নিসি ন নীদ দিন অন্ন ন খাহীঁ।
সো দসসীস স্বান কী নাঈ * ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈ।
ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা * রহ ন তেজ তন বুধি বল লেসা॥

ইতিমধ্যে রাবণ (সীতাকে) একা দেখে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর কাছে এলেন। যার ভয়ে দেবতা ও অসুরেরা ভীত, রাতে ঘুম নেই, দিনে অন্ন মুখে রোচে না, সেই দশানন কুকুরের মতো এদিকে ওদিকে চেয়ে হরণ করতে চললেন।
(কাকভুশুণ্ডী বললেন) হে গরুড়! এই কুপথে পা দিতেই দেহে তেজ, বুদ্ধি বা বলের লেশও রইল না।

নানাবিধি করি কথা সুহাঈ * রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ
কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈঁ * বোলেহু বচন দুষ্ট কী নাঈঁ॥

রাবণ সুন্দর কথা বলে সীতাকে রাজনীতির কথা বলল, শেষে ভয় এবং প্রীতি সবই দেখালো। সীতা বললেন, হে গোসাঁই, শোনো, তুমি দুষ্টের মতো কথা বলছ।

তব রাবন নিজ রূপ দেখাৱা * ভঈ সভয় জব নাম সুনাৱা।
কহ সীতা ধরি ধীরজু গাঢ়া * আই গয়উ প্রভু রহু খল ঠাঢ়া ॥

তখন রাবণ নিজরূপ দেখালো, যখন নাম শোনালো সীতা সন্ত্রস্ত হলেন। সীতা অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে বললেন, রে দুষ্ট, দাঁড়া, প্রভু এলেন বলে।

জিমি হরিবধুহি ক্ষুদ্র সস চাহা * ভএসি কালবস নিসিচর নাহা।
সুনত বচন দসসীস রিসানা * মন মহুঁ চরন বন্দি সুখ মানা ॥

সিংহিনীকে চেয়ে ক্ষুদ্র শশক যেমন হয় তুমিও (আমাকে চেয়ে) তেমনি কালের বশবর্তী হয়েছ। শুনে দশানন ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁর চরণ বন্দনা করে সুখ পেলেন।

দো· ক্রোধবন্ত তব রাবন, লীন্হিসি রথ বৈঠাই।
চলা গগনপথ আতুর, ভয় রথ হাঁকি ন জাই ॥২৮

তখন ক্রুদ্ধ রাবণ তাকে রথে বসিয়ে নিল এবং গগনপথে চলল। সে এমন ভীত হল যে ভয়ে রথই চালাতে পারল না।

চৌ· হা জগ এক বীর রঘুরায়া * কেহি অপরাধ বিসারেহু দায়া।
আরতি হরন সরন সুখদায়ক * রঘুকুল সরোজ দিননায়ক ॥

সীতা বিলাপ করতে লাগলেন, হায়, জগতের একমাত্র বীর। তুমি আমার কোন অপরাধে দয়া বিস্মৃত হলে? হা দুঃখহারী, শরণাগত-সুখদায়ী! হা রঘুকুল-পদ্মের দিবাকর!

হা লছিমন তুম্হার নহিঁ দোসা * সো ফলু পায়উঁ কীন্হেউঁ রোসা।
বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী * ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী ॥

হা লক্ষ্মণ! তোমার দোষ নেই। আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তার ফল পেলাম। প্রভুর কৃপা অপার কিন্তু সেই কৃপালু আজ দূরে—এই বলে বৈদেহী নানাভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

বিপতি মোরি কো প্রভুহি সুনাৱা * পুরোডাস চহ রাসভ খাৱা।
সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী * ভএ চরাচর জীৱ দুখারী ॥

আমার দুঃখ প্রভুকে কে শোনাবে? গাধা যজ্ঞভাগ পেতে চাচ্ছে। সীতার তীব্র বিলাপ শুনে চরাচরের প্রাণ দুঃখিত হল।

গৃধ্ররাজের বাধাদান ও ব্যর্থতা

গীধরাজ সুনি আরত বানী * রঘুকুল তিলক নারি পহিচানী।
অধম নিসাচর লীন্হেঁ জাঈ * জিমি মলেছ বস কপিলা গাঈ ॥

গৃধ্ররাজ (জটায়ু) সেই আর্তবাণী শুনে এসে রঘুকুলতিলকের পত্নীকে চিনতে পারল। অধম নিশাচর এঁকে নিয়ে যাচ্ছে। কপিলা গাভী যেন কসাইয়ের বশীভূত হল।

সীতে পুত্রি করসি জনি ত্রাসা * করিহউঁ জাতুধান কর নাসা।
ধারা ক্রোধরন্ত খগ কৈসেঁ * ছূটই পবি পরবত কহুঁ জৈসেঁ ॥

গৃধ্ররাজ বলল, হে সীতা, হে কন্যা, ভয় কোরো না। আমি রাক্ষসকে বধ করব। ক্রুদ্ধ হয়ে খগরাজ কেমন করে ধাবিত হল, পর্বতের দিকে বজ্র যেমন করে ধাবিত হয় তেমনি করে।

রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী * নির্ভয় চলেসি ন জানেহি মোহী।
আরত দেখি কৃতান্ত সমানা * ফিরি দসকন্ধর কর অনুমানা ॥

সে বলল, 'রে রে দুষ্ট! দাঁড়াচ্ছিস না কেন? নির্ভয়ে চলছিস, আমাকে চিনিস না? যমের মতো জটায়ুকে আসতে দেখে দশানন ফিরে অনুমান করল—

কী মৈনাক কি খগপতি হোঈ * মম বল জান সহিত পতি সোঈ।
জানা জরঠ জটায়ু এহা * মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা ॥

এ মৈনাক পর্বত, না গরুড়। কিন্তু সে তো প্রভু সমেত আমার বলকে জানে। রাবণ জানল এ তো বৃদ্ধ জটায়ু। আমার বাহুরূপ তীর্থে সে দেহত্যাগ করবে।

সুনত গীধ ক্রোধাতুর ধারা * কহ সুনু রাবন মোর সিখাবা।
তজি জানকিহি কুসল গৃহ জাহূ * নাহিঁ ত অস হোইহি বহুবাহূ ॥

একথা শুনেই জটায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে ধাবিত হল। বলল, হে রাবণ! আমার উপদেশ শোনো। জানকীকে এখানেই ছেড়ে দিয়ে কুশলে ফিরে যাও। তা না হলে, হে বহুভুজ, না হলে তোমার এই গতি হবে—

রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা * হোইহি সকল সলভ কুল তোরা।
উতরু ন দেত দসানন জোধা * তবহিঁ গীধ ধারা করি ক্রোধা ॥

রামের অতি ঘোর ক্রোধাগ্নিতে তোমার সমস্ত বংশ পতঙ্গের মতো ভস্ম হবে। যোদ্ধা রাবণ কোন উত্তর দিল না। তখন গৃধ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ধাবিত হল।

ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গিরা * সীতহি রাখি গীধ পুনি ফিরা।
চোচন্হ মারি বিদারেসি দেহী * দণ্ড এক ভই মুরুছা তেহী ॥

রাবণের চুল ধরে রথ থেকে টেনে নিল সে। রাবণ মাটিতে গিয়ে পড়ল। সীতাকে রেখে গৃধ্র আবার ফিরল। ঠোঁট দিয়ে শরীরে এমন আঘাত করল যে এক দণ্ডকাল সে মূর্ছিত হয়ে রইল।

তব সক্রোধে নিসিচর খিসিআনা * কাঢ়েসি পরম করাল কৃপানা।
কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী * সুমিরি রাম করি অদ্ভুত করনী ॥

তারপর নিশাচর রাবণ সক্রোধে দাঁত চেপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কৃপাণ বের করে তার পাখা কেটে ফেলল। বিস্ময়কর কাজ করে, রামকে স্মরণ করে খগরাজ মাটিতে পড়ে গেল।

সীতহি জান চঢ়াই বহোরী * চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী।
করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা * ব্যাধ বিবস জনু মৃগী সভীতা ॥

সীতাকে আবার রথে চড়িয়ে দ্রুত চলল, মনে কম ভয় ছিল না। সীতা আকাশে বিলাপ করতে করতে চললেন, মনে হল ব্যাধের অধীন হয়ে ভয়ার্ত মৃগী চলেছে।

গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিহারী * কহি হরি নাম দীন্হ পট ডারী।
এহি বিধি সীতহি সো লৈ গয়উ * বন অসোক মহঁ রাখত ভয়উ ॥

পাহাড়ের উপরে বসা বানরদের দেখে রাম নাম নিয়ে সীতা পরিচ্ছদ ছুঁড়ে দিলেন। এইভাবে সে সীতাকে নিয়ে গেল এবং অশোকবনে রাখল।

দো০ হারি পরা খল বহু বিধি, ভয় অরু প্রীতি দেখাই।
তব অসোক পাদপ তর, রাখিসি জতন করাই ॥২৭

দুষ্ট রাবণ যখন সীতাকে নানাভাবে ভয় ও ভালোবাসা দেখিয়ে হয়রান হয়ে পড়ল, তখন যত্ন করে অশোকতরুর তলে রেখে দিল।

জেহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঁগ, ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর, রটতি রহতি হরিনাম ॥২৮

যে-ভাবে শ্রীরাম কপটমৃগের সঙ্গে ছুটে চলেছিলেন সেই ছবি সীতা হৃদয়ে রেখে হরিনাম জপ করতে থাকলেন।

চৌ০ রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী * বাহিজ চিন্তা কীন্হি বিসেষী।
জনকসুতা পরিহরিহু অকেলী * আয়হু তাত বচন মম পেলী ॥

রঘুপতি লক্ষ্মণকে আসতে দেখে বাহ্যত বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, তাত! আমার কথা অবহেলা করে তুমি জানকীকে একলা ফেলে এলে!

নিসিচর নিকর ফিরহিঁ বন মাহীঁ * মম মন সীতা আশ্রম নাহীঁ।
গহি পদ কমল অনুজকর জোরী * কহেউ নাথ কছু মোহি ন খোরী ॥

রাক্ষসের দল বনে বিচরণ করছে। আমার মন বলছে সীতা আশ্রমে নেই। চরণ ধারণ করে লক্ষ্মণ যুক্তকরে বললেন, নাথ! আমার কোন দোষ নেই।

শ্রীরামের বিলাপ

অনুজ সমেত গএ প্রভু তহবাঁ * গোদাবরি তট আশ্রম জহবাঁ।
আশ্রম দেখি জানকী হীনা * ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা ॥

ভাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু সেখানে গেলেন যেখানে গোদাবরীর তীরে তাঁর আশ্রম। আশ্রম সীতা-হীন দেখে তিনি ব্যাকুল হলেন, সাধারণ মানুষ যেমন হয় তেমনি।

হা গুন খানি জানকী সীতা * রূপ সীল বৃত নেম পুনীতা।
লছিমন সমুঝাএ বহু ভাঁতী * পূছত চলে লতা তরু পাঁতী ॥

(রাম বিলাপ করতে করতে বললেন:) হা সীতা! হা গুণরত্নের খনি! হা রূপ, শীল, ব্রত ও নিয়মে পবিত্রা! লক্ষ্মণ বহুভাবে বোঝালেন। কিন্তু তিনি বনে তরুলতাদের জিজ্ঞেস করতে করতে চললেন।

হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেণী * তুম্হ দেখী সীতা মৃগনৈনী।
খঞ্জন সুক কপোত মৃগ মীনা * মধুপ নিকর কোকিলা প্রবীনা ॥
কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী * কমল সরদ সসি অহি ভামিনী।
বরুন পাস মনোজ ধনু হংসা * গজ কেহরি নিজ সুনত প্রসংসা ॥

হে খগ-মৃগ! হে মধুকর শ্রেণী! মৃগনয়নী সীতাকে তোমরা দেখেছ? খঞ্জন, শুক, কপোত, মৃগ, মীন, ভ্রমরপুঞ্জ, প্রবীণা কোকিলা, কুন্দকলি, ডালিম, দামিনী, কমল, শারদশশী, নাগিনী, বরুণের পাশ, কামদেবের ধনুক, হংসী, গজ, কেশরী আজ নিজেদের প্রশংসা শুনছে।

শ্রীফল কনক কদলি হরষাহীঁ * নেকু ন সঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ।
সুনু জানকী তোহি বিনু আজু * হরষে সকল পাই জনু রাজু ॥

শ্রীফল (বিল্ব), স্বর্ণ, কদলী এরা সব আনন্দিত, এদের মনে কোন সঙ্কোচ বা সন্দেহ নেই। জানকী, শোনো, তুমি ছাড়া আজ এরা সকলেই আনন্দিত, যেন রাজ্য পেয়েছে।

কিমি সহি জাত অনখ তোহি পাহীঁ * প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহীঁ।
এহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী * মনহুঁ মহা বিরহী অতি কামী ॥

হে প্রিয়া! এদের এই স্পর্ধা কী করে তুমি সইতে পারছ? তুমি অবিলম্বে কেন প্রকাশিত হচ্ছো না? এইভাবে বিলাপ করতে করতে প্রভু অন্বেষণ করতে লাগলেন। তাঁকে মনে হল মহাবিরহী এবং মহাকামী।

শ্রীরাম-গৃধ্ররাজসংবাদ

পূরনকাম রাম সুখ রাসী * মনুজচরিত কর অজ অবিনাসী।
আগেঁ পরা গীধপতি দেখা * সুমিরত রাম চরন জিন্হ রেখা ॥

যে রাম পূর্ণকাম ও সুখরাশি, সে অজ ও অবিনাশী রাম আজ মানব-লীলা করে চলেছেন। সম্মুখে তিনি গৃধ্ররাজকে পড়ে থাকতে দেখলেন, যে (তখনও) রামচরণের চিহ্নরেখা স্মরণ করছে।

দো॰ কর সরোজ সির পর সেউ, কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ, বিগত ভঈ সব পীর ॥২৯

করুণাসিন্ধু রঘুবীর তার মাথা করকমলে স্পর্শ করলেন। লাবণ্যধাম রামের মুখ দেখে তার সব ব্যথা দূর হল।

চৌ॰ তব কহ গীধ বচন ধরি ধীরা * সুনহু রাম ভঞ্জন ভব ভীরা।
নাথ দসানন য়হ গতি কীন্হী * তেহিঁ খল জনকসুতা হরি লীন্হী ॥

তখন গৃধ্ররাজ ধৈর্যধারণ করে বললেন, হে ভবভঞ্জন রাম! শোনো। হে নাথ! দশানন আমার এই অবস্থা করেছে। সেই খল জানকীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

লৈ দচ্ছিন দিসি গয়উ গোসাঈঁ * বিলপতি অতি কুররী কী নাঈঁ।
দরস লাগি প্রভু রাখেউঁ প্রানা * চলন চহত অব কৃপানিধানা ॥

হে প্রভু! কুররীর মতো বিলাপকারিণী সীতাকে সে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়েছে। হে প্রভু! আপনার দর্শনের জন্যে এখনও প্রাণ ধরে রেখেছি। হে কৃপানিধান, এখন তা যেতে চায়।

রাম কহা তনু রাখহুতাতা * মুখ মুসুকাই কহী তেহিঁ বাতা।
জা কর নাম মরত মুখ আৱা * অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গাৱা ॥

রাম বললেন, হে তাত! দেহ ধরে রাখো। তখন হেসে জটায়ু বলল, যাঁর নাম মড়ার মুখ থেকে বেরোলে অধমও মুক্ত হয়ে যায় বলে শ্রুতি গেয়েছেন,

সো মম লোচন গোচর আগেঁ * রাখৌ দেহ নাথ কেহি খাগেঁ।
জল ভরি নয়ন কহহিঁ রঘুরাঈ * তাত কর্ম নিজ তেঁ গতি পাঈ ॥

তিনি আমার চোখের সামনে রয়েছেন। হে নাথ! কার জন্যে এ দেহ রাখব? রাম সাশ্রু নয়নে বললেন, হে তাত! তুমি নিজের কর্মবলে উত্তম গতি পেয়েছ।

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ * তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ।
তনু তজি তাত জাহু মম ধামা * দেউঁ কাহ তুম্হ পূরনকামা ॥

যার মনে পরের হিতচিন্তা এ সংসারে তার দুর্লভ কিছুই নেই। হে তাত! এখন দেহ-ত্যাগ করে তুমি আমার ধামে (বৈকুণ্ঠধামে) যাও। তোমাকে আর কী দেব? তুমি তো পূর্ণকাম।

দো০ সীতা হরন তাত জানি, কহহু পিতা সন জাই।
জৌঁ মৈঁ রাম ত কুল সহিত, কহিহি দসানন আই ॥ ৩০

হে তাত! (বৈকুণ্ঠে) গিয়ে আমার পিতাকে সীতাহরণের সংবাদ দিও না। যদি আমি রাম হই, তাহলে রাবণ সবংশে গিয়ে তাঁকে একথা বলবে।

দেহত্যাগের পর হরিরূপধারী গৃধ্ররাজের শ্রীরামস্তুতি

চৌ০ গীধ দেহ তজি ধরি হরি রূপা * ভূষন বহু পট পীত অনূপা।
স্যাম গাত বিলাস ভুজ চারী * অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী ॥

গৃধ্র দেহত্যাগ করে হরিরূপ ধারণ করে সাশ্রু নয়নে স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁর দেহে বহু অলঙ্কার, পরনে সুন্দর পীতাম্বর, দেহ শ্যামবর্ণ, বিশাল চারটি বাহু।

ছন্দ০ জয় রাম রূপ অনূপ নির্গুন সগুন গুন প্রেরক সহী।
দসসীস বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ড সর মণ্ডন মহী ॥
পাথোদ গাত সরোজ মুখ রাজীৱ আয়ত লোচনং।
নিত নৌমি রামু কৃপাল বাহু বিসাল ভৱ ভয় মোচনং ॥

হে রাম! তোমার জয় হোক। তোমার রূপ অনুপম। তুমি নির্গুণ ও সগুণ এবং গুণের প্রেরক। রাবণের প্রচণ্ড বাহুর যিনি ছেদক, ভয়ঙ্কর বাণ যিনি ধারণ করেন, পৃথিবীর যিনি ভূষণ, যাঁর দেহ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, যাঁর মুখ পদ্মনিভ, নীলোৎপলের মতো যাঁর আয়ত নয়ন সেই মহাবাহু, ভবভয়মোচন কৃপালু রামকে নিত্য প্রণাম করি।

বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপর দ্বন্দ্বহর বিগ্যানঘন ধরনীধরং॥
জে রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকাম প্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং॥

যাঁর বল অপ্রমেয়, যিনি অনাদি, অজ, অব্যক্ত এক এবং অগোচর, যিনি গোবিন্দ-অবতার, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, যিনি দ্বৈতবোধনাশক, বিজ্ঞানধন এবং জগতের ধারক, যাঁর নামমন্ত্র (রাম রাম এই মন্ত্র) সন্তজন জপ করেন, যিনি অন্তহীন, জনমনোরঞ্জন, যিনি নিষ্কামপ্রিয়, যিনি কামাদি রিপু এবং দুষ্টদলের গঞ্জনাকারী সেই রামকে নিত্য প্রণাম করি।

জেহি শ্রুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাবহীঁ।
করি ধ্যান গ্যান বিরাগ জোগ অনেক মুনি জেহি পারহীঁ॥
সো প্রগট করুনাকন্দ সোভাবৃন্দ অগ জগ মোহঈ।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছবি সোহঈ॥

যাঁকে বেদ নিরঞ্জন, ব্রহ্ম, সর্বব্যাপক, রজোহীন (নির্বিকার) এবং অজ বলে গান করেন, যাঁকে অনেক মুনি ধ্যান, জ্ঞান, বৈরাগ্য আর যোগাদি করে পান, সেই করুণার উৎস, লাবণ্যের রাশি জড় ও চেতনের মোহক সম্মুখে প্রকাশিত। বহু কামদেবের চেয়ে বেশি সুন্দর, তিনি আমার হৃদয়কমলে ভ্রমরের মতো শোভমান হোন।

জো অগম সুগম সুভাব নির্মল অসম সম সীতল সদা।
পস্যন্তি জং জোগী জতন করি করত মন গো বস সদা॥
সো রাম রমা নিবাস সন্তত দাস বস ত্রিভুবন ধনী।
মম উর বসউ সো সমন সংসৃতি জাসু কীরতি পাবনী॥

যিনি অগম্য ও সুগম, স্বভাবনির্মল, অসম ও সম এবং সর্বদা শান্তিস্বরূপ, যাঁকে যোগী সর্বদা সযত্নে মন ও ইন্দ্রিয়কে বশ করে দেখতে পান, সেই রমাপতি রাম, সর্বদা যিনি ত্রিভুবনপতি তবু ভক্তজনের বশীভূত এবং যিনি পুনর্জন্ম-বিনাশক ও পবিত্র-কীর্তি, তিনি আমার হৃদয়ে বাস করুন।

দো॰ অবিরল ভগতি মাগি বর, গীধ গয়উ হরিধাম।
তেহি কী ক্রিয়া জথোচিত, নিজ কর কীন্হী রাম ॥ ৩১

অন্তহীন ভক্তি বর চেয়ে গৃধ্র হরিধামে (বৈকুণ্ঠে) প্রয়াত হল। তার যথোচিত ক্রিয়া রাম নিজের হাতে করলেন।

চৌ॰ কোমল চিত অতি দীনদয়ালা * কারন বিনু রঘুনাথা কৃপালা।
গীধ অধম খগ আমিষ ভোগী * গতি দীন্হী জো জাচত জোগী ॥

রঘুনাথ কোমলচিত্ত এবং দীনজনে অত্যন্ত দয়ালু, কারণ বিনাই তিনি দয়াপরবশ। গৃধ্র আমিষভোজী অধম বিহঙ্গমাত্র, কিন্তু তাকেই তিনি এমন গতি দিলেন, যা যোগিজনেরও প্রার্থিত।

সীতান্বেষণ ও শ্রীরামের শবরী-আশ্রমে আগমন

সুনহু উমা তে লোগ অভাগী * হরি তজি হোহিঁ বিষয় অনুরাগী।
পুনি সীতহি খোজত দ্বৌ ভাঈ * চলে বিলোকত বন বহুতাঈ ॥

(শিব বললেন) হে পার্বতী, শোনো। তারা ভাগ্যহীন যারা হরিকে ছেড়ে বিষয়ে অনুরাগী হয়। দুই ভাই আবার সীতাকে খুঁজতে লাগলেন। সঘন বন দেখতে দেখতে চললেন।

সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন * বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন।
আবত পন্থ কবন্ধ নিপাতা * তেহিঁ সব কহী সাপ কৈ বাতা ॥

যেখানে ঘন লতা আর গাছে বন নিবিড়, যেখানে বহু পশুপাখি, হাতি ও সিংহ, সেই পথেই এসে-পড়া কবন্ধকে তিনি মারলেন। সে তাঁকে শাপের সমস্ত কথা বলল।

দুরবাসা মোহি দীন্হী সাপা * প্রভুপদ পেখি মিটা সো পাপা।
সুনু গন্ধর্ব কহউঁ মৈঁ তোহী * মোহি ন সোহাই ব্রহ্মকুল দ্রোহী ॥

দুর্বাসা আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। প্রভুপদ দর্শন করে সে শাপ কেটে গেল। রাম তাকে বললেন, শোনো, গন্ধর্ব! আমি তোমাকে বলছি আমি ব্রাহ্মণদ্রোহীকে পছন্দ করি না।

দো॰ মন ক্রম বচন কপট তজি, জো কর ভূসুর সেব।
মোহি সমেত বিরঞ্চি সিব, বস তাকেঁ সব দেব ॥ ৩২

মনে, কর্মে ও বচনে ছল ত্যাগ করে যে ব্রাহ্মণের সেবা করে, আমাকে সমেত ব্রহ্ম ও শিবাদি অন্যান্য দেবতা তার বশীভূত হন।

চৌ॰ সাপত তাড়ত পরুষ কহন্তা * বিপ্র পূজ্য অস গাবহিঁ সন্তা।
পূজিঅ বিপ্র সীল গুনহীনা * সূদ্র ন গুন গন গ্যান প্রবীনা॥

শাপ দিলে, তাড়না করলে এবং পরুষ কথা বললেও ব্রাহ্মণ পূজ্য একথা সজ্জনেরা বলেন। শীলহীন এবং গুণহীন হলেও বিপ্র পূজনীয়। কিন্তু শূদ্র গুণরাশি এবং জ্ঞানে প্রবীণ হলেও পূজনীয় নয়।

কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুঝারা * নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভারা।
রঘুপতি চরন কমল সিরু নাঈ * গয়উ গগন আপনি গতি পাঈ॥

নিজের ধর্ম বলে তাকে বোঝালেন, নিজের পদে প্রীতি দেখে তাঁর ভালো লাগল। রঘুপতির চরণপদ্মে মাথা নত করে সে নিজ গতি পেয়ে আকাশে গেল।

তাহি দেই গতি রাম উদারা * সবরী কেঁ আশ্রম পগু ধারা।
সবরী দেখি রাম গৃহঁ আএ * মুনি কে বচন সমুঝি জিয় ভাএ॥

উদার রাম তাকে উত্তম গতি দিয়ে শবরীর আশ্রমে পদার্পণ করলেন। রাম গৃহে এসেছেন দেখে মুনির (মতঙ্গ মুনির) কথা তার স্মরণে এল এবং তার তা ভালো লাগল।

সরসিজ লোচন বাহু বিসালা * জটা মুকুট সির উর বনমালা।
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ * সবরী পরী চরন লপটাঈ॥

কমললোচন, বিশাল বাহু, মাথায় জটামুকুট, বুকে বনমালা। সুন্দর দু-ভাই—একজন শ্যামবর্ণ, আর একজন গৌরবর্ণ। শবরী তাঁর চরণে লগ্ন হল।

প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা * পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা।
সাদর জল লৈ চরন পখারে * পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥

প্রেমে মগ্ন সে, তাই মুখে কথা এল না, বার বার রামের পাদপদ্মে মাথা নত করল। সাদরে জল এনে পা ধুয়ে দিল। তারপর সুন্দর আসনে বসালো।

দো॰ কন্দ মূল ফল সুরস অতি, দিএ রাম কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাএ, বারম্বার বখানি॥৩৩

কন্দ, মূল এবং অত্যন্ত রসালো ফল সে রামকে এনে দিল। প্রভু বার বার স্বাদ বর্ণনা করে সাদরে তা খেলেন।

চৌ॰ পানি জোরি আগেঁ ভই ঠাঢ়ী * প্রভুহি বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী।
কেহি বিধি অস্তুতি করৌ তুম্হারী * অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারী ॥

হাতজোড় করে সে সামনে দাঁড়িয়ে রইল, প্রভুকে দেখে তার প্রীতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। সে বলল, কেমন করে তোমার স্তুতি করব। আমি জাতিতে অধম এবং অত্যন্ত জড়বুদ্ধি।

অধম তে অধম অধম অতি নারী * তিন্হ মহঁ মৈঁ মতিমন্দ অঘারী।
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা * মানউঁ এক ভগতি কর নাতা ॥

অধমের থেকেও অতি অধম হল নারী, তার মধ্যে আমি সবচেয়ে মন্দবুদ্ধি। রঘুপতি বললেন, হে ভামিনী, আমার কথা শোনো। আমি এক ভক্তির সম্বন্ধই মানি (অন্য কোন সম্বন্ধ নয়)।

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ * ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ।
ভগতি হীন নর সোহই কৈসা * বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা ॥

জাতি, পাঁতি, কুলধর্ম, পদমর্যাদা, ধন, বল, পরিজন, গুণ, চতুরতা এসব ভক্তিহীন মানুষকে কেমন শোভা পায়? জলহারা মেঘ যেমন তেমনি।

নবধা ভক্তি

নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীঁ * সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ।
প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর সঙ্গা * দূসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা ॥

তোমাকে নয় রকম ভক্তির কথা বলছি, সাবধানে শোনো এবং মনে রাখো। প্রথম ভক্তি সজ্জনসঙ্গ। দ্বিতীয় ভক্তি আমার কথাপ্রসঙ্গে অনুরাগ।

দো॰ গুর পদ পঙ্কজ সেবা, তীসরি ভগতি অমান।
চৌথি ভগতি মম গুন গন, করই কপট তজি গান ॥৩৪

অহঙ্কার ত্যাগ করে গুরুর চরণারবিন্দের সেবা হল তৃতীয় ভক্তি। চতুর্থ ভক্তি হল অকপটে আমার গুণগান করা।

চৌ॰ মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা * পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা।
ছঠ দম সীল বিরতি বহু করমা * নিরত নিরন্তর সজ্জন ধরমা ॥

আমাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে জপ ও ভজন হল পঞ্চম ভক্তি যা বেদে কথিত। ইন্দ্রিয় দমন, বহুকর্মে বৈরাগ্য এবং সজ্জনদের ধর্মে প্রীতি ষষ্ঠ ভক্তি।

সাতৱ সম মোহি ময় জগ দেখা * মোতেঁ সন্ত অধিক করি লেখা।
আঠৱ জথালাভ সন্তোষা * সপনেহুঁ নহিঁ দেখই পরদোষা ॥

সপ্তম ভক্তি হল সব সংসার রামময় দেখা এবং সজ্জনকে আমার চেয়ে বড়ো মনে করা। অষ্টমটি এই যে যা পাওয়া যাবে তাতেই সন্তোষ এবং স্বপ্নেও পরের দোষ না দেখা।

নৱম সরল সব সন ছলহীনা * মম ভরোস হিয়ঁ হরষ ন দীনা।
নর মহুঁ একউ জিহ্ন কেঁ হোঈ * নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ ॥
সোই অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরেঁ * সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেঁ।
জোগি বৃন্দ দুরলভ গতি জোঈ * তো কহুঁ আজু সুলভ ভই সোঈ ॥

নবম ভক্তি সকলের সঙ্গে নিষ্কপট ব্যবহার এবং মনে আমাতেই ভরসা রাখা, হৃদয়ে হর্ষ বা বিষাদের দ্বন্দ্ব না রাখা। এই নয়টির মধ্যে একটিও যার আছে স্ত্রী-পুরুষ বা বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে, হে ভামিনী, সেই আমার প্রিয়। আর তোমার তো সবরকমে ছয় ভক্তি। যোগিবৃন্দেরও যে গতি দুর্লভ তোমার পক্ষে সেই গতিই আজ সুলভ।

মম দরসন ফল পরম অনূপা * জীৱ পাৱ নিজ সহজ সরূপা।
জনক সুতা কই সুধি ভামিন * জানহি কহু করিবর গামিনী ॥

আমার দর্শনের ফল পরম অনুপম। এ থেকে জীব নিজের সহজ স্বরূপকে পেয়ে যায়। হে ভামিনী, যদি করিবরগামিনী জানকীর কোন সংবাদ জান তাহলে আমাকে বলো।

পম্পা সরহি জাহু রঘুরাঈ * তহঁ হোইহি সুগ্রীৱ মিতাঈ।
সো সব কহহি দেৱ রঘুবীরা * জানতহূঁ পূছহু মতিধীরা ॥

শবরী বলল, 'পম্পা সরোবরে যাও, হে রঘুরাজ। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে তোমার মিত্রতা হবে। হে রঘুবীর, সে-ই সব খবর দেবে। তুমি জ্ঞানবান, সব জেনেও আমাকে জিজ্ঞেস করছ।

বার বার প্রভু পদ সিরু নাঈ * প্রেম সহিত সব কথা সুনাঈ।

বার বার প্রভুর পদে মাথা নত করে সপ্রেমে সে সব-কথা শোনালো।

ছন্দ॰ কহি কথা সকল বিলোকি হরি মুখ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ ধরে।
তজি জোগ পাৱক দেহ হরি পদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে ॥
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত শোকপ্রদ সব ত্যাগহূ।
বিশ্বাস করি কহ দাস তুলসী রাম পদ অনুরাগহূ ॥

সব কথা বলে, হরিমুখ দর্শন করে, হৃদয়ে তাঁর পদপঙ্কজ ধারণ করে যোগাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করে হরিপদে লীন হল যেখান থেকে কেউ ফেরে না। হে মানব বিবিধ কর্ম, নানা অধর্ম, বহুদুঃখপ্রদ মত - সব ত্যাগ করো। তুলসীদাস বলছেন বিশ্বাস করে রামপদে অনুরক্ত হও।

দো০ জাতি হীন অঘ জন্ম মহি, মুক্ত কীহ্নি অসি নারি।
মহামন্দ মন সুখ চহসি, ঐসে প্রভুহি বিসারি ॥ ৩৫

জাতিহীন এবং পাপের জন্মভূমি এমন স্ত্রীকে যিনি মুক্ত করলেন এমন প্রভুকে ভুলে, হে মূর্খ মন, তুই সুখ চাস?

শ্রীরামের বিরহবর্ণনা

চৌ০ চলে রাম ত্যাগা বন সোউ * অতুলিত বল নর কেহরি দোউ ॥
বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা * কহত কথা অনেক সম্বাদা।

ঐ বন ছেড়ে রাম আগে চললেন। অমিতবল দুজন নরসিংহ। প্রভু বিরহীর মতো দুঃখ করছেন এবং অনেক কথা ও অনেক সংবাদ বলছেন।

লছিমন দেখু বিপিন কই সোভা * দেখত কেহি কর মন নহিঁ ছোভা।
নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা * মানহুঁ মোরি করত হহিঁ নিন্দা ॥

হে লক্ষ্মণ! বনের শোভা দেখো। এ দেখে কার মন না লুব্ধ হবে? এখানে সব পশুপাখি তাদের পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার নিন্দা করছে।

হমহি দেখি মৃগ নিকর পরাহীঁ * মৃগীঁ কহহিঁ তুহ্ম কহঁ ভয় নাহীঁ।
তুহ্ম আনন্দ করহু মৃগ জাএ * কঞ্চন মৃগ খোজন এ আএ ॥

আমাকে দেখে হরিণের দল পালাচ্ছে, তখন হরিণীরা বলছে, তোমাদের একে দেখে কোন ভয় নাই। তোমরা সত্যিকারের মৃগ। ইনি তো স্বর্ণমৃগ খুঁজতে এসেছেন।

সঙ্গ লাই করিনীঁ করি লেহীঁ * মানহুঁ মোহি সিখাবনু দেহীঁ।
সাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিঅ * ভূপ সুসেবিত বস নহিঁ লেখিঅ ॥

হাতি হাতিনীদের কাছে টেনে নিচ্ছে। এ যেন আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই। সুচিন্তিত শাস্ত্র বার বার দেখা উচিত। সুসেবিত রাজাকেও নিজের বশীভূত মনে করা উচিত নয়।

রাখিঅ নারি জদপি উর মাহীঁ * জুবতী সাস্ত্র নৃপতি বস নাহীঁ।
দেখহু তাত বসন্ত সুহাবা * প্রিয়া হীন মোহি ভয় উপজাবা ॥

স্ত্রীকে যদিও বুকে করে রাখা যায় তবুও যুবতী (স্ত্রী) শাস্ত্র ও নৃপতি বশে থাকবে না।

দো॰ বিরহ বিকল বলহীন মোহি, জানেসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগ, মদন কীহ্ন বগমেল ॥ ৩৬

আমাকে বিরহে ব্যাকুল, বলহীন এবং একেবারে একা জেনে বনের ভ্রমর আর পাখিদের সঙ্গে নিয়ে কামদেব আমাকে এসে পীড়া দিচ্ছেন।

দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত, তাসু দূত সুনি বাত।
ডেরা কীহ্নেউ মনহুঁ তব, কটকু হটকি মনজাত ॥ ৩৭

কিন্তু যখন তাঁর দূত দেখে গেল যে আমি ভাইদের সঙ্গে আছি, তখন তিনি তার কথা শুনে নিজের সেনাকে অগ্রসর হতে না দিয়ে শিবির স্থাপন করলেন।

বিটপ বিসাল লতা অরুঝানী * বিবিধ বিতান দিএ জনু তানী।
কদলি তাল বর ধুজা পতাকা * দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা ॥

বিশাল গাছে লতা জড়িয়ে আছে, মনে হল যেন নানারকম মণ্ডপ ছাওয়া হয়েছে। কলা আর তালগাছ হল সুন্দর ধ্বজা। এ দেখে যার মন মোহিত না হয় তাকে ধীর বলে মনে করা উচিত।

বিবিধ ভাঁতি ফুলে তরু নানা * জনু বানৈত বনে বহু বানা।
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহাএ * জনু ভট বিলগ বিলগ হোই ছাএ ॥

বহু গাছ পুষ্পিত হল, মনে হল যেন বহু তীর নিয়ে তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও সুন্দর তরুরা শোভমান, মনে হল যেন যোদ্ধারা পৃথক্ পৃথক্ ছাউনি বানিয়েছে।

কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে * ঢেক মহোখ উঁট বিসরাতে।
মোর চকোর কীর বর বাজী * পারাবত মরাল সব তাজী ॥

কোকিলেরা কূজন করছে, মনে হচ্ছে হাতি ডাকছে। কুলঙ্গ আর মহেশ পাখি যেন উট আর খচ্চর। ময়ূর, চকোর, তোতা, পায়রা আর হাঁস যেন তেজী ঘোড়া।

তীতির লাবক পদচর জূথা * বরনি ন জাই মনোজ বরূথা।
রথ গিরি সিলা দুন্দুভীঁ ঝরনা * চাতক বন্দী গুন গন বরনা ॥

তিতির আর বটের যেন পদাতিক সৈন্যের দল, কামদেবের সেনার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব

তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছাএ * চহু দিসি কানন বিটপ সুহাএ।
চম্পক বকুল কদম্ব তমালা * পাটল পনস পরাস রসালা ॥
নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা * চঞ্চরীক পটলী কর গানা।
সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ * সন্তত বহই মনোহর বাউ ॥

সরোবরের কাছে মুনিদের ঘর ছাওয়া, তার চারদিকে বন আর গাছ শোভমান। চাঁপা, বকুল, কদম্ব, তমাল, পাটল, পনস (কাঁঠাল) ও আম—এসবের গাছে নতুন নতুন পল্লব জেগেছে, বহু গাছে ফুল ধরেছে। মৌমাছিরা দলবেঁধে গুঞ্জন করছে। যেথানে সেথানে শীতল, মন্দ ও সুগন্ধ বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে।

কুহূ কুহূ কোকিল ধুনি করহীঁ * সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ।

কোকিলেরা কুহু-ধ্বনি করছে, শুনে মুনির ধ্যান ভেঙে যায়।

দো॰ ফল ভারন নমি বিটপ সব, রহে ভূমি নিঅরাই।
পর উপকারী পুরুষ জিমি, নবহিঁ সুসম্পতি পাই ॥৪২

ফলের ভারে গাছগুলো মাটিতে নুয়ে পড়েছে, পরোপকারী পুরুষ সম্পত্তি পেয়ে যেমন নত হয় তেমনি।

চৌ॰ দেখি রাম অতি রুচির তলাবা * মজ্জনু কীন্হ পরম সুখ পাবা।
দেখা সুন্দর তরুবর ছায়া * বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥

সুন্দর দীঘি দেখে রাম তাতে স্নান করলেন এবং পরম সুখ পেলেন। তারপর সুন্দর গাছের ছায়া দেখে রঘুরাজ অনুজসহ সেথানে বসলেন।

তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আএ * অস্তুতি করি নিজ ধাম সিধাএ।
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা * কহত অনুজ সন কথা রসালা ॥

সেথানে সমস্ত দেবতা ও মুনিরা এলেন। স্তুতি করে যাঁর যাঁর ধামে চলে গেলেন। কৃপালু রাম পরম প্রসন্ন হয়ে বসে লক্ষ্মণের সঙ্গে সরস কথা বলতে লাগলেন।

নারদ-শ্রীরামসংবাদ

বিরহবন্ত ভগবন্তহি দেখী * নারদ মন ভা সোচ বিসেষী।
মোর সাপ করি অঙ্গীকারা * সহত রাম নানা দুখ ভারা ॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বিরহী দেখে নারদের মনে বিশেষ দুঃখ হল—আমার শাপ অঙ্গীকার করে রাম নানা দুঃখভার সহ্য করছেন।

ঐসে প্রভুহি বিলোকউঁ জাঈ * পুনি ন বনিহি অস অবসরু আঈ।
য়হ বিচারি নারদ কর বীনা * গএ জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা ॥

এমন প্রভুকে গিয়ে দেখে আসি, এমন সুসময় আর আসবে না। এই ভেবে নারদ বীণা হাতে নিয়ে যেখানে প্রভু সুখাসীন ছিলেন সেইখানে গেলেন।

গাবত রাম চরিত মৃদু বানী * প্রেম সহিত বহু ভাঁতি বখানী।
করত দণ্ডবত লিএ উঠাঈ * রাখে বহুত বার উর লাঈ ॥

মধুর বাণীতে সপ্রেমে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে রামচরিত গাইলেন। দণ্ডবৎ করতেই রাম তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং পর পর বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্বাগত পূঁছি নিকট বৈঠারে * লছিমন সাদর চরন পখারে ॥

স্বাগত প্রশ্ন করে কাছে বসালেন। লক্ষ্মণ সাদরে চরণ প্রক্ষালন করলেন।

দো০ নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয়ঁ জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি ॥৪৩

নানাভাবে প্রার্থনা করে প্রভুকে অত্যন্ত প্রসন্ন জেনে নারদ করপদ্ম যুক্ত করে বললেন—

চৌ০ সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক * সুন্দর অগম সুগম বর দায়ক।
দেহু এক বর মাগউঁ স্বামী * জদ্যপি জানত অন্তরজামী ॥

হে স্বভাব-উদার রঘুনায়ক! শোনো। হে অগম ও সুগম বরদাতা! হে প্রভু! যদিও তুমি অন্তর্যামী, সবই জান, তবু একটি বর প্রার্থনা করি, তুমি তাই দাও।

জানহু মুনি তুম্হ মোর সুভাউ * জন সন কবহুঁ কি করউঁ দুরাউ।
কবন বস্তু অসি প্রিয় মোহি লাগী * জো মুনিবর ন সকহু তুম্হ মাগী ॥

হে মুনি! তুমি আমার স্বভাব জান। আমি ভক্তের কাছ থেকে কি কোন কিছু লুকিয়ে রাখি? হে মুনিবর! আমার এমন প্রিয়বস্তু কী আছে, যা তুমি চাইতে পার না?

জন কহুঁ কছু অদেয় নহিঁ মোরেঁ * অস বিস্বাস তজহু জনি ভোরেঁ।
তব নারদ বোলে হরষাঈ * অস বর মাগউঁ করউঁ ঢিঠাঈ ॥

ভক্তের কাছে আমার অদেয় কিছুই নেই। এ বিশ্বাস ভুলেও ত্যাগ কোরো না। তখন নারদ আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি ধৃষ্টতা করছি এবং এই বর চাই—

জদ্যপি প্রভুকে নাম অনেকা * শ্রুতি কহ অধিক এক তেঁ একা।
রাম সকল নামহ্ন তে অধিকা * হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা ॥

যদিও প্রভুর অনেক নাম এবং বেদ বলেন তারা একে অন্যের চেয়ে বড়ো, তবু সমস্ত নাম থেকে বড়ো রাম-নাম পাপরূপ বিহঙ্গকুলের বেধক হোক।

দো০ রাকা রজনী ভগতি তব, রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উড়গন বিমল, বসহুঁ ভগত উর ব্যোম ॥৪৪

তোমার ভক্তিরূপ পূর্ণিমারাতে রামরূপ চন্দ্রমা অন্য নামরূপ তারাদের নিয়ে ভক্তের হৃদয়রূপ আকাশে বাস করুক।

এবমস্তু মুনি সন কহেউ, কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তব নারদ মন হরষ অতি, প্রভু পদ নায়উ মাথ ॥৪৫

কৃপাসিন্ধু রাম মুনিকে বললেন, তাই হবে। তখন নারদ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে প্রভু চরণে নত হলেন।

চৌ০ অতি প্রসন্ন রঘুনাথহি জানী * পুনি নারদ বোলে মৃদু বানী।
রাম জবহিঁ প্রেরেউ নিজ মায়া * মোহেহু মোহি সুনহু রঘুরায়া ॥
তব বিবাহ মৈঁ চাহউ কীহ্না * প্রভু কেহি কারন করৈ ন দীহ্না।
সুনু মুনি তোহি কহউ সহরোসা *ভজহিঁ জে মোহি তজি সকল ভরোসা ॥
করউ সদা তিন্হ কৈ রখবারী * জিমি বালক রাখই মহতারী।
গহ সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ * তহঁ রাখই জননী অরগাঈ।

রঘুনাথকে অত্যন্ত প্রসন্ন জেনে নারদ আবার মধুর বাণীতে বললেন, হে রাম! শোনো। তুমি যখন নিজের মায়াকে পাঠিয়ে আমাকে মোহিত করেছিলে তখন আমি বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। হে প্রভু! তুমি তা করতে দিলে না কেন? প্রভু বললেন, হে মুনি, শোনো। আমি সানন্দে তোমাকে বলছি, যে সমস্ত ভরসা ছেড়ে আমাকে ভজনা করে আমি সর্বদা তাকে রক্ষা করি, মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করে তেমনিভাবে। ছোটো শিশু যখন আগুন বা মাছ ধরতে যায় মা তাকে আগলে রাখে।

প্রৌঢ় ভএঁ তেহি সুত পর মাতা * প্রীতি করই নহিঁ পাছিলি বাতা।
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী * বালক সুত সম দাস অমানী ॥

বড়ো হলে মা ছেলেকে ভালো তো বাসেই, কিন্তু সেই পুরনো কথা আর মনে থাকে না। আমার কাছে জ্ঞানী ঐ বড়ো হওয়া ছেলের মতো, আর মানহীন ভক্ত শিশুর মতো।

ভনহি মোর বল নিজ বল তাহী * দুহু কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী।
য়হ বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহী * পাএহুঁ গ্যান ভগতি নহিঁ তজহীঁ ॥

ভক্তের তো আমারই বল আর জ্ঞানীর বল তার নিজের। কাম ও ক্রোধ ঐ দুজনের শত্রু। একথা জেনে পণ্ডিতেরা আমাকে ভজনা করে। জ্ঞান লাভ করেও তারা আমার প্রতি ভক্তিকে ত্যাগ করে না।

দো॰ কাম ক্রোধ লোভাদি মদ, প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্হ মহঁ অতি দারুন দুখদ, মায়ারূপী নারি ॥৪৩

কাম, ক্রোধ, লোভ এবং অহঙ্কার এরা সব মোহের প্রবল সেনা। এদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখপ্রদ হল মায়ারূপিণী নারী।

চৌ॰ সুনু মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা * মোহ বিপিন কহুঁ নারি বসন্তা।
জপ তপ নেম জলাশ্রয় ঝারী * হোই গ্রীষম সোষই সব নারী ॥

হে মুনি! শোনো। পুরাণ, বেদ ও সন্তজন বলেন মোহরূপ বনের পক্ষে নারী হল বসন্ত ঋতু। সেই নারী জপ-তপ-নিয়মরূপ জলাশয়কে গ্রীষ্ম হয়ে একেবারে শুকিয়ে দেয়!

কাম ক্রোধ মদ মৎসর ভেকা * ইন্হহি হরষপ্রদ বরষা একা।
দুর্বাসনা কুমুদ সমুদাঈ * তিন্হ কহঁ সরদ সদা সুখদাঈ ॥

কাম, ক্রোধ অহঙ্কার এবং ঈর্ষারূপ ব্যাঙের কাছে নারী বর্ষাঋতুর মতো আনন্দপ্রদ। নীচ বাসনা যেন কুমুদরাশির মতো, নারী তাদের শরৎকালের মতো সর্বদা সুখ দান করে।

ধর্ম সকল সরসীরুহ বৃন্দা * হোই হিম তিন্হহি দহই সুখ মন্দা।
পুনি মমতা জবাস বহুতাঈ * পলুহই নারি সিসির রিতু পাঈ ॥

সব ধর্ম কমলবৃন্দের মতো। নারী হিমঋতু হয়ে তাদের দুঃখ দেয়। আর, মমতারূপ জবাসা ঘাস নারীরূপ শীতঋতুকে পেয়ে সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।

পাপ উলূক নিকর সুখকারী * নারি নিবিড় রজনী অঁধিআরী।
বুধি বল সীল সত্য সব মীনা * বনসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা ॥

পাপরূপ পেচকদের সুখ দেবার জন্যে নারী নিবিড় ও অন্ধকার রাত্রির মতো। বুদ্ধি, বল, শীল ও সত্য এরা সব মাছ। তাদের জন্যে নারী বড়শির মতো। চতুর লোকেরা তাই বলেন।

দো॰ অবগুন মূল সূলপ্রদ, প্রমদা সব দুখ খানি।

তাতে কীহ্ন নিবারন, মুনি মৈঁ য়হ জিয়ঁ জানি ॥ ৪৭

দোষের মূল এবং কষ্টদায়ক নারী সমস্ত দুঃখের খনি। হে মুনি! একথা মনে মনে বিচার করে আমি তোমাকে (বিবাহ থেকে) নিবৃত্ত করেছিলাম।

চৌ॰ সুনি রঘুপতি কে বচন সুহাএ * সুনি তন পুলক নয়ন ভরি আএ।

কহহু কবন প্রভু কৈ অসি রীতী * সেবক পর মমতা অরু প্রীতী ॥

রঘুপতির সুন্দর বাণী শুনে মুনির দেহ পুলকিত হল, চোখ জলে ভরে এল। বলো এমন রীতি কোন্ প্রভুর, যাঁর সেবকের প্রতি এত মমতা আর প্রীতি ?

জেন ভজহিঁ অস প্রভু ভ্রম ত্যাগী * গ্যান রঙ্ক নর মন্দ অভাগী।

পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ * সুনহু রাম বিগ্যান বিসারদ ॥

যারা ভ্রম ত্যাগ করে এমন প্রভুকে ভজনা করে না সে-সব মানুষ জ্ঞানে দরিদ্র এবং মন্দভাগ্য। তারপর নারদমুনি সাদরে বললেন, বিবেকপ্রবীণ হে রাম! শোনো—

সন্তহ্ন কে লচ্ছন রঘুবীরা * কহহু নাথ ভব ভঞ্জন ভীরা।

সুনু মুনি সন্তন কে গুন কহউঁ * জিহ্ন তে মৈঁ উন্হ কেঁ বস রহউঁ ॥

হে ভবভঞ্জন প্রভু! হে রঘুবীর! কৃপা করে এখন সন্তজনের লক্ষণ বলো। রাম বললেন, হে মুনি, শোনো, আমি সন্তজনের গুণরাশির কথা বলছি যার বলে আমি তাঁদের বশে থাকি।

ষট বিকার জিত অনঘ অকামা * অচল অকিঞ্চন সুচি সুখধামা।

অমিত বোধ অনীহ মিতভোগী * সত্যসার কবি কোবিদ জোগী ॥

সাবধান মানদ মদহীনা * ধীর ধর্ম গতি পরম প্রবীনা ॥

তাঁরা ছয় রকম বিকারকে জয় করেছেন, তাঁরা নিষ্পাপ, নিষ্কাম, অবিচলিত, অকিঞ্চন, শুচি, সুখধাম, অমিতবুদ্ধি, ইচ্ছারহিত, মিতাহারী, সত্যসার,, কবি, পণ্ডিত ও যোগী, সাবধান, মানপ্রদ (অন্যকে যাঁরা মান দিয়ে থাকেন) ধীর ধর্মগতি এবং পরম প্রবীণ।

দো॰ গুনাগার সংসার দুখ, রহিত বিগত সন্দেহ।

তজি মম চরন সরোজ প্রিয়, তিন্হ কহুঁ দেহ ন গেহ ॥ ৪৮

তাঁরা গুণের আগার, সাংসারিক দুঃখরহিত এবং সন্দেহহীন। আমার পাদপদ্ম ছেড়ে দেহ বা গেহ (গৃহ) কিছুই তাঁদের কাছে প্রিয় নয়।

চৌ০ নিজ গুন শ্রবন সুনত সকুচাহীঁ * পর গুন সুনত অধিক হরষাহীঁ ।

মম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী * সরল সুভাউ সবহি সন প্রীতী ॥

তাঁরা নিজের গুণ কানে শুনলে সংকুচিত হন, পরের গুণ শুনলে বেশি আনন্দিত হন। তাঁরা সমান শীতল (শান্ত), তাঁরা নীতি ত্যাগ করেন না। তাঁদের স্বভাব সরল এবং সকলের সঙ্গেই প্রীতি।

জপ তপ ব্রত দম সংজম নেমা * গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা।

শ্রদ্ধা ছমা মযত্রী দায়া * মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়া ॥

তাঁরা জপ, তপ, ব্রত, দম, সংযম ও নিয়মে রত থাকেন। গুরু, গোবিন্দ ও ব্রাহ্মণে তাঁদের প্রেম। শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মৈত্রী, দয়া, মুদিতা এবং আমার চরণে অকপট প্রেম (তাঁদের বৈশিষ্ট্য)।

বিরতি বিবেক বিনয় বিগ্যানা * বোধ জথারথ বেদ পুরানা।

দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ * ভূলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ ॥

তাঁদের বৈরাগ্য, বিবেক, বিনয়, বিজ্ঞান এবং বেদ ও পুরাণে যথার্থ বোধ থাকে। তাঁরা কখনও দম্ভ, মান ও গর্ব করে না এবং ভুলেও কুমার্গগামী হয় না।

গাবহি সুনহিঁ সদা মম লীলা * হেতু রহিত পরহিত রত সীলা।

মুনি সুনু সাধুন্হ কে গুন জেতে * কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে ॥

তাঁরা সর্বদাই আমার লীলাগান করেন এবং শোনেন। তাঁরা অকারণেই পরহিতব্রতে নিরত হয়ে থাকেন। হে মুনি! শোনো। সাধুদের যত গুণ তা সরস্বতী ও বেদও বলতে পারেন না।

ছন্দ০ কহি সক ন সারদ সেষ নারদ সুনত পদ পঙ্কজ গহে।

অস দীনবন্ধু কৃপাল অপনে ভগত গুন নিজ মুখ কহে ॥

সিরু নাই বারহিঁ বার চরনন্হি ব্রহ্মপুর নারদ গএ।

তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে হরি রঁগ রঁএ ॥

'সরস্বতী বা শেষনাগেও তা বলতে পারে না'—একথা শুনতে শুনতে নারদ রামের পাদপদ্ম গ্রহণ করলেন। দীনবন্ধু কৃপালু প্রভু নিজের ভক্তদের গুণ নিজের মুখে বর্ণনা করলেন। নারদ বারবার প্রভুর চরণে প্রণাম করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তুলসীদাস বলছেন, তারাই ধন্য যারা (ব্যক্তিগত জীবনের ভোগসুখের) আশা ছেড়ে শ্রীহরির রঙেই রাঙা হয়।

দো০ রাবনারি জসু পাবন, গাবহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রাম ভগতি দৃঢ় পাবহিঁ, বিনু বিরাগ জপ জোগ॥ ৪৯

রাবণারি রামের পবিত্র যশ যারা পায় ও শোনে তারা বৈরাগ্য, জপ, আর যোগ ছাড়াই দৃঢ় রামভক্তি লাভ করে।

দীপ শিখা সম জুবতি তন, মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ, করহি সদা সত সঙ্গ॥ ৫০

হে মন! যুবতীদেহ দীপশিখার মতো, তাতে তুমি পতঙ্গ হোয়ো না। কাম, ক্রোধ আর অহঙ্কার ত্যাগ করে রামের ভজনা করো এবং সর্বদা সৎসঙ্গ করো।

শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে
তৃতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

সকলকলিকলুষনাশন শ্রীরামচরিতমানসে তৃতীয় সোপান সমাপ্ত
(অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত)